# মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র

# মাদ্রাসার
# পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

# মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

**প্রকাশক**

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১২১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

## وراء النصاب الدراسي للمدارس الدينية

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

**১ম প্রকাশ**

রজব ১৪৪২ হি./ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ফেব্রুয়ারী ২০২১

**২য় প্রকাশ**

রামাযান ১৪৪২ হি./বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/এপ্রিল ২০২১

**॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥**

**মুদ্রণে**

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

**হাদিয়া**

১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

---

**MADRASAHR PATTHO BOI SOMUHER ONTORALE (Behind the Syllabus of Madrasah Education)** by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.hadeethfoundationbd.com.

# সূচীপত্র (المحتويات)


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ভূমিকা | ০৭ |
| মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে | ১১ |
| **এক. ব্রেলভী আক্বীদা** | ১১ |
| (১) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা | ১২ |
| (২) নবী ও আউলিয়াদের বিষয়ে ভ্রান্ত আক্বীদা | ১২ |
| (৩) নবী ও আউলিয়াগণ মরেন না | ১৩ |
| (৪) নবী ও আউলিয়াগণ স্ব স্ব কবরে রক্ত-মাংসের দেহে জীবিত | ১৩ |
| (৫) নবী ও পীর-আউলিয়াগণ গায়েব জানেন | ১৪ |
| (৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের নবী ছিলেন | ১৪ |
| (৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির-নাযির | ১৫ |
| **দুই. দেউবন্দী আক্বীদা** | ১৬ |
| (১) ওয়াহদাতুল ওজূদ বা অদ্বৈতবাদী দর্শনে বিশ্বাস | ১৬ |
| (২) আল্লাহ্র গুণাবলীর ভুল ব্যাখ্যা | ১৮ |
| (৩) মৃত ব্যক্তিদের অসীলায় মুক্তি কামনা | ১৯ |
| (৪) নেককার ব্যক্তিদের রূহ মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে ফিরে আসে | ২১ |
| (৫) সৎলোকদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি | ২১ |
| (৬) নবী-অলীদের কবরের নিকট মুরাক্বাবা করা | ২২ |
| (৭) স্বপ্নে পাওয়া তাবলীগ | ২৩ |
| (৮) বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী তাবাররুক সমূহ | ২৫ |
| (৯) নূরে মুহাম্মাদীর আক্বীদা | ২৫ |
| (১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন | ২৬ |
| (১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন | ২৬ |
| (১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সবচাইতে বড় ইবাদত | ২৭ |
| **ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী** | |
| (১) আমার বাংলা বই | ৩১ |
| (২) ENGLISH FOR TODAY | ৪৭ |

(৩) গণিত ৪৮
(৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ৫০
(৫) আকাইদ ও ফিকহ ৫১
(৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ্ ৫৫

**ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী**

(১) আমার বাংলা বই ৫৭
(২) ENGLISH FOR TODAY ৬৩
(৩) গণিত ৬৫
(৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ৬৬
(৫) আকাইদ ও ফিকহ ৬৭
(৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ৭৪

**ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী**

(১) আমার বাংলা বই ৭৫
(২) ENGLISH FOR TODAY ৮২
(৩) গণিত ৮২
(৪) বিজ্ঞান ৮৩
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৮৪
(৬) আকাইদ ও ফিকহ ৮৭
(৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ৯২

**ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণী**

(১) আমার বাংলা বই ৯৩
(২) ENGLISH FOR TODAY ৯৯
(৩) গণিত ১০০
(৪) বিজ্ঞান ১০১
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১০১
(৬) আকাইদ ও ফিকহ ১০৩
(৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ১০৯

**ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী**

(১) আমার বাংলা বই ১১০
(২) ENGLISH FOR TODAY ১১৬

(৩) গণিত ১১৯
(৪) বিজ্ঞান ১২১
(৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১২২
(৬) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১২৫
(৭) আকাইদ ও ফিকহ ১২৫
(৮) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ ১৩৮

**দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণী**

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৩৯
(২) আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্‌হ ১৪০
(৩) আললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ ১৪১
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ১৪২
(৫) চারুপাঠ ১৪৩
(৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি ১৪৫
(৭) ENGLISH FOR TODAY ১৪৭
(৮) গণিত ১৪৮
(৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ১৫০
(১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ১৫২
(১১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ১৫৪

**দাখিল সপ্তম শ্রেণী**

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৫৫
(২) আকাইদ ও ফিকহ ১৫৭
(৩) আল্‌লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তেসালিয়া ১৭৩
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ১৭৫
(৫) সপ্তবর্ণা ১৭৬
(৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি ১৯০
(৭) ENGLISH FOR TODAY ১৯২
(৮) বিজ্ঞান ১৯৩
(৯) কৃষিশিক্ষা ১৯৫
(১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ১৯৬

## দাখিল অষ্টম শ্রেণী

(১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ ১৯৭
(২) আকাইদ ও ফিকহ ২০১
(৩) আলললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ ২১৩
(৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ২১৫
(৫) সাহিত্য কণিকা ২১৫
(৬) ENGLISH FOR TODAY ২২৬
(৭) ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION ২২৬
(৮) গণিত ২২৭
(৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ২২৮

## দাখিল নবম-দশম শ্রেণী

(১) হাদিস শরিফ ২৩২
(২) আকাইদ ও ফিকহ ২৫২
(৩) اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْاِتِّصَالِيَّةُ ২৫৭
(৪) বাংলা সাহিত্য ২৫৯
(৫) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ২৬৩
(৬) ENGLISH FOR TODAY ২৬৩
(৭) গণিত ২৬৪
(৮) পাঠ্যপুস্তকে ‘বিবর্তনবাদ’ (বিজ্ঞান) ২৬৬
(৯) পদার্থ বিজ্ঞান ২৬৭
(১০) জীববিজ্ঞান ২৬৯

## একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণী

(১) সাহিত্য পাঠ ২৭১
(২) اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْاِتِّصَالِيَّةُ لِلْعَالِمِ ২৭৪
(৩) জীববিজ্ঞান (২য় পত্র) ২৭৯
(৪) সমাজ বিজ্ঞান (১ম পত্র) ২৮১
ইসলাম উৎখাতের ষড়যন্ত্র ২৮২
উপসংহার ২৮৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

## ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সবচেয়ে বড় সহায়ক হ'ল 'শিক্ষাব্যবস্থা'। গোলামী যুগে ইংরেজরা ঠিক এখানেই হাত দিয়েছিল। তারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল এই মর্মে যে, এর মাধ্যমে এ দেশের মানুষ রক্তে-মাংসে ভারতীয় থাকলেও মন-মানসিকতায় হবে ইংরেজ'। সেই লক্ষ্যে তারা প্রথমে শিক্ষাব্যবস্থাকে 'সাধারণ শিক্ষা' ও 'ইসলামী শিক্ষা' নামে দু'টি ধারায় ভাগ করে। অতঃপর সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তারা ইসলামকে মুক্ত করে। যদিও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামের যৎসামান্য শিক্ষা বজায় রাখে।

অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৭ শিক্ষাবর্ষে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লিখিত বাংলাদেশ স্কুল টেক্স্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম ধর্ম শিক্ষা' বইয়ের ১১৫ পৃষ্ঠায় 'মযহাবের পার্থক্যের কারণ' শীর্ষক আলোচনার শেষ দিকে 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে বলা হয়, 'কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কেয়াসের অনুসারী মুসলমানদিগকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলা হয়। উল্লেখিত চারিটি মযহাব (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) কেয়াস ও রায় অর্থাৎ যুক্তি ও ব্যক্তিগত অভিমতের যথেষ্ট সাহায্য লওয়া হইয়াছে বলিয়া কিছুসংখ্যক ফকীহ ঐ সকল মযহাবের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন এবং হাদীসের উপর অধিকতর নির্ভরশীল মত প্রকাশ করেন। ফলে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে 'আহলুল-হাদীস' নামে পঞ্চম আর একটি দলের উদ্ভব হয়। এই দলের ইমামের নাম ইয়াহইয়া ইবনে আক্ছাম (মৃ. ২৪২ হি.) ও দাঊদ ইবনে আলী ইসফাহানী'। অতঃপর অনুশীলনীতে প্রশ্ন রাখা হয়, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত কাহারা? আহলুল হাদীসের সাথে তাঁহাদের বিভেদ কিসের?'

এতে ইঙ্গিতে বুঝানো হ'ল যেন আহলেহাদীছরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহির্ভূত কোন দল। অতএব তাদের সঙ্গে বিভেদ বা বিরোধটা কি, সেটাই এখন ঐ নবীন শিক্ষার্থীকে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে। যাদের মাথায় এখনো আহলেহাদীছ-হানাফীর কোন চিন্তাই ঢোকেনি।

১৯৭৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক আরাফাতের ২০/৪৮ সংখ্যায় বোর্ডের উক্ত ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে 'আবিষ্কার বটে!' শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। অতঃপর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র লিখিত ও মৌখিক প্রতিবাদ ও নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বইয়ের বিভিন্ন স্থানে আমাদের দেওয়া মোট ২৩টি সংশোধনীর মধ্যে কেবল উপরোক্ত দু'টি বিষয়ে সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। যা ১৯৮১ সালের জুন সংস্করণে যুক্ত হয়। তাতে আমাদের দেওয়া সংশোধনীর মোটামুটি ভাবটা প্রকাশ পায়।[১] যদিও বাস্তবে শিখানো হয় কেবল হানাফী মাযহাব।

সরকারী শিক্ষাবোর্ড একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সর্বদা আহলেহাদীছের আক্বীদা-বিশ্বাসকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করা হয়। যে চেষ্টা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে সমভাবে অব্যাহত রয়েছে। ভাবখানা এই, যেন বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ' বলে কোন মুসলমানই নেই। অথচ তাদের সংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক তিন কোটি।

বাংলা বিশ্বকোষেও একইরূপ সংকীর্ণতা স্থান পেয়েছে। যেমন ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত এবং নওরোজ কিতাবিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত ১ম সংস্করণ বাংলা বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠায় আহলেহাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'আহলে হাদীস 'আরবী'। মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা মহানবীর (সঃ) হাদীসের উপর আমল করাকে কুরআনের উপর আমলের সমমর্যাদা দান করেন। চারি মযহাবের কোন ইমামের অনুসরণ না করিয়া হাদীসের উপর আমল করেন। যে হাদীসের সনদ মহানবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছে, উহাকেই তাহারা পছন্দ করেন; ইহার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে উৎসাহী নন। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালেক প্রত্যেকটি হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া গ্রহণ করিতেন। যদি কুরআনের কোন আয়াতের ইংগিতে কোন হাদীসের বিরোধী অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কুরআনের উপরেই আমল করিতেন। কিন্তু আহলে হাদীসগণ সকল প্রকার হাদীস গ্রহণে আগ্রহান্বিত। কোন হাদীস বিখ্যাত না হইলেও এবং বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার সকল শর্ত পূরণ না হইলেও তাঁহারা হাদীসকে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন। একই অর্থে আরবী আহলুল হাদীস ও আসহাবুল হাদীস কথা দুইটিও ব্যবহৃত হয়'।

---

১. দ্রষ্টব্য : ঢাকা, সাপ্তাহিক আরাফাত 'আবিষ্কার বটে!' ২০/৪৮ সংখ্যা, ৪/৯/১৯৭৮ খৃ. এবং 'ধন্যবাদ কিন্তু'- ২৪/১৪-১৫ দুই কিস্তি ১৯/৭/১৯৮২ ও ২/৮/১৯৮২।

প্রকাশ থাকে যে, এই বিশ্বকোষ রচয়িতা, সম্পাদনা পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, নিবন্ধকার, অনুবাদক, সংশোধক ও সহায়কদের সংখ্যা প্রায় সোয়াশো'। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সর্বজনমান্য আলেমও ছিলেন। তাই আহলেহাদীছ সম্পর্কে না জেনে তাঁরা এরূপ ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, একথা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা। আহলেহাদীছগণ হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করেন কি না, একথা সাত সমুদ্র তের নদী পারের এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলামের[২] লণ্ডনের পণ্ডিতগণ জানতে পারলেন, অথচ ঘরের পণ্ডিতগণ তা জানতে পারলেন না। এতে কেবল বিস্ময়েরই উদ্রেক হয় না, বরং তাদের পাণ্ডিত্যের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। আমরা মনে করি, এটা আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচারের একটি অংশ। দেশের শিক্ষিত ও নব্যশিক্ষিত তরুণদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করাই এ অপপ্রচারের লক্ষ্য। নবীন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আহলেহাদীছ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে সুপরিকল্পিতভাবে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এর অবসান চাই।

বলাবাহুল্য, সরকারী শিক্ষাবোর্ডের সিলেবাস লেখকগণ ইসলামকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সামনে একটা পরস্পর বিরোধী ধর্মরূপে পেশ করেছেন। যাতে তারা বড় হয়ে ইসলাম থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে। একইভাবে বিশ্বকোষ লেখকদের মত উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিতগণও আহলেহাদীছ সম্পর্কে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকার পরিচালিত ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রচার ও প্রকাশনা এবং সার্বিক তৎপরতা প্রধানতঃ হানাফী মাযহাব কেন্দ্রিক। অতএব সত্যসন্ধানী পাঠকদেরকে এসব বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

আলিয়া মাদ্রাসাগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায়। কিন্তু কওমী মাদ্রাসাগুলি বঞ্চিত হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিগত ৪ঠা নভেম্বর ২০১৮ তারিখে দেউবন্দী ধারার ৬টি বেসরকারী মাদ্রাসা বোর্ডের সর্বোচ্চ শ্রেণীকে মাস্টার্সের মান দিয়ে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা, যা আহলেহাদীছগণ অনুসরণ করে থাকেন, তা সকল যুগেই অবহেলিত রয়েছে।

---

২. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম (লাইডেন, ব্রিল : ১৯৬০) ১/২৫৯ পৃ.।

বর্তমানে মাদ্রাসা সিলেবাসে আক্বায়েদের ক্ষেত্রে অতি যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফিরক্বা মু'তাযিলা, মাতুরীদিয়া, আশা'এরা এবং আমলের ক্ষেত্রে হানাফী ফিক্বহ পড়ানো হয়। সাধারণ পাঠ্য বিষয়গুলিতে বস্তুবাদী এবং প্রধানতঃ প্রাচীন হিন্দুয়ানী সাহিত্য ও সংস্কৃতি শিখানো হয়। আমরা শুরু থেকেই এসবের বিরুদ্ধে বলে এসেছি এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার দাবী করে এসেছি। বর্তমান প্রচেষ্টা জনসচেতনতা সৃষ্টির একটি অংশ মাত্র। আল্লাহ্র রহমত শামেলে হাল হ'লে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে এবং সমাজ জেগে উঠবে। ফলে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাজ একদিন উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান বইটি মাসিক আত-তাহরীকের জুলাই ২০১৯ থেকে মে ২০২০ পর্যন্ত পরপর ১০টি কিস্তির একত্রিত রূপ। তার সাথে নতুনভাবে যোগ হয়েছে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী থেকে আলিম ২য় বর্ষ পর্যন্ত প্রায় সকল বইয়ের পর্যালোচনা।

উল্লেখ্য যে, অত্র বইয়ে 'মাদ্রাসা শিক্ষা' বলতে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। তবে শুরুতে ব্রেলভী ও দেউবন্দী দু'টি ধারার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যা আলিয়া ও কওমী উভয় মাদ্রাসার সিলেবাসে বিশেষ করে 'আকাইদ ও ফিকহ' বিষয়ে অনুসৃত হয়ে থাকে। এখানে তাদের বই সমূহে প্রদত্ত বানান সমূহ অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। অতঃপর 'মন্তব্য' সমূহে আমাদের নিজস্ব বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা গুলিতে প্রথমে শ্রেণীর ক্রমিক, অতঃপর বইয়ের ক্রমিক, অতঃপর মন্তব্যের ক্রমিক প্রদত্ত হয়েছে।

সুখের কথা, ইতিমধ্যে ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে উপরোক্ত দুই ধারার বিপরীতে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' আনুষ্ঠানিকভাবে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। যা দেশে দ্রুত ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

পরিশেষে অত্র গ্রন্থটি প্রকাশে যেসব শিক্ষক ও সুধী এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত

১৯শে এপ্রিল ২০২১ সোমবার। *-লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

# মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৫, ১৮/৯ সংখ্যায় ‘দরসে হাদীছ’ কলামে ‘ইসলামী শিক্ষা’ শিরোনামে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস সমূহে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের বিরোধী বক্তব্য সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। যার মাধ্যমে সেগুলি সংশোধনের জন্য সরকারের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, গত ছয় বছরেও সেগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং ভ্রান্তি আরও বেড়েছে। ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসের প্রথম বই হ’ল ‘বাংলা’। অথচ কুরআনের স্থান ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ নম্বরে। এভাবে শিশু শ্রেণী থেকেই কুরআনকে বাচ্চাদের নাগাল থেকে দূরে সরানো হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ‘কুরআন’ প্রথমে এলেও ‘আকাইদ ও ফিকহ’ আনা হয়েছে ২য় নম্বরে। ফলে শুরুতেই ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল শিখানো হয়েছে। ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে গিয়ে ‘কুরআনে’র পর ‘হাদীছে’র স্থান হয়েছে। যার মধ্যে ৫০টি হাদীছই ‘যঈফ ও জাল’।

অত্র বইয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা সিলেবাসের সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যাতে অভিভাবকরা বুঝতে পারেন, তাদের সন্তানরা মাদ্রাসায় গিয়ে দ্বীনের নামে কি শিখছে?

বাংলাদেশের অধিকাংশ আলিয়া বা কওমী মাদ্রাসায় মূলতঃ দু’টি ধারার আক্বীদা শিখানো হয়, ব্রেলভী ও দেউবন্দী। যদিও মাযহাবের দিক দিয়ে উভয় মাদ্রাসায় হানাফী মাযহাবের ফিক্বহ পড়ানো হয়। নীচে সংক্ষেপে দু’টি আক্বীদার পরিচয় তুলে ধরা হ’ল।-

## এক. ব্রেলভী আক্বীদা :

এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১ খৃ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত আক্বীদা-বিশ্বাসই ব্রেলভী আক্বীদা বা মতবাদ নামে পরিচিত। তাদের স্বতন্ত্র কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস রয়েছে যেগুলি তাদেরকে উপমহাদেশের হানাফী

মাযহাবের অনুসারী অন্যান্য ফিরক্বা বা দল থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের অনেক আক্বীদা শী'আদের মতো। বরং বলা চলে যে, ব্রেলভী মতবাদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চাইতে শী'আদেরই অধিক নিকটবর্তী। মূলতঃ এগুলি ইহূদী-খ্রিষ্টান ও কাফের-মুশরিকদের থেকে অতি সংগোপনে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের প্রধান প্রধান আক্বীদাগুলি নিম্নরূপ :

**(১) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা :**

ব্রেলভীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে প্রার্থনা করা ও অন্যের কাছে চাওয়াকে বৈধ মনে করে। যা তাওহীদের বিপরীত।

তাদের আক্বীদা মতে- আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দা আছে, যাদেরকে তিনি সৃষ্টির রোগ ও সমস্যা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে বাছাই করেছেন। লোকেরা তাদের সমস্যা এবং বিচার-আচার তাদের নিকট নিয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُوْنَ– 'তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না? আর তারাও তাদের আহ্বান সম্পর্কে কিছুই জানবে না' *(আহক্বাফ ৪৬/৫)*।

**(২) নবী ও আউলিয়াদের বিষয়ে ভ্রান্ত আক্বীদা :**

তাদের আক্বীদা মতে, সৃষ্টির সকল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁর বাছাইকৃত কিছু বান্দার উপর অর্পণ করেছেন। যেমন গাউছুল আযম সম্পর্কিত আক্বীদা। তদের অনেকের আক্বীদা হ'ল, পৃথিবীবাসী আউলিয়াদের নিকট প্রয়োজন সমূহ পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় প্রথমে ৩১৯ জন 'নুজাবা'র কাছে। অতঃপর সেটি চলে যায় ৭০ জন 'নক্বীব'-এর কাছে। সেখান থেকে চলে যায় ৪০ জন 'আবদাল'-এর কছে। সেখান থেকে চলে যায় ৭ জন 'কুতুব'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় ৪ জন 'আওতাদ'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় 'গাউছ'-এর কাছে। যিনি থাকেন মক্কায় (মোট ৪৪১ জন)।[৩]

৩. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/৯৭ পৃ.; ১১/৪৩৩, ৪৩৮ পৃ.।

অথচ আল্লাহ বলেন, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ- ‘তুমি জিজ্ঞেস কর, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? অথচ তিনি আশ্রয় দেন ও তার বিরুদ্ধে আশ্রয়দাতা কেউ নেই, যদি তোমরা জানো’। ‘তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্র হাতে। বল, তাহ’লে কিভাবে তোমরা মোহগ্রস্ত হচ্ছ?’ *(মুমিনূন ২৩/৮৮-৮৯)*।

ব্রেলভীদের উপরোক্ত আক্বীদা জাহেলী আরবদের আক্বীদার চাইতেও মন্দ। কেননা তারা তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য সুফারিশকারী মনে করত *(ইউনুস ১০/১৮)*। কিন্তু এসব লোকেরা আল্লাহ্র পরিবর্তে রুবূবিয়াতের সকল ক্ষমতা তাদের কথিত পীর-আউলিয়াদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে।

**(৩) নবী ও আউলিয়াগণ মরেন না :** আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ- ‘নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে’ *(যুমার ৩৯/৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর শোকাহত ছাহাবীদের সান্ত্বনা দিয়ে আবুবকর (রাঃ) অত্র আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(বুখারী হা/৩৬৬৮)*। আবুবকর (রাঃ) ও ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে মৃত ভাবলেন। অথচ ব্রেলভীরা তাঁকে মৃত ভাবেন না। বরং ‘হায়াতুন্নবী’ বা ‘যিন্দা নবী’র আক্বীদা পোষণ করেন।

**(৪) নবী ও আউলিয়াগণ স্ব স্ব কবরে রক্ত-মাংসের দেহে জীবিত :**

তাদের আক্বীদা মতে নবী ও আউলিয়াগণ ভক্তদের কথা শোনেন ও সাহায্য করেন। সেখানে তাদের জ্ঞান ও অনুভূতি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি পূর্বের চেয়ে তীব্র হয়’।

অথচ আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ- ‘বস্তুতঃ তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে’ *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তিনি বলেন, إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ- ‘নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে এবং শুনাতে পারো না কোন বধিরকে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়’ *(নমল ২৭/৮০)*। উক্ত আয়াতের

জবাবে তারা বলেন, এখানে তুমি শুনাতে পারোনা বলা হয়েছে, শুনতে পাওনা সে কথা বলা হয়নি। অতএব নবীগণ কবরে থেকেও শুনতে পান'। অথচ আল্লাহ বলছেন, وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– 'তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। যদি পর্দা থাকে, তাহ'লে তা ভেদ করে কেউ শুনতেও পাবেনা, শুনাতেও পারবেনা।

**(৫) নবী ও পীর-আউলিয়াগণ গায়েব জানেন :** অথচ আল্লাহ বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ، 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

**(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের নবী ছিলেন :**

তাদের ধারণা মতে 'আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা; মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে মানুষ মনে করাটা কাফেরদের বক্তব্য'। অথচ আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَّاحِدٌ، 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত নই। আমার নিকটে অহি করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন'।[৪]

রাসূল (ছাঃ) সাধারণ মানুষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণার অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি ছালাতে ভুল করতেন। যেজন্য সিজদায়ে সহো দিতে হ'ত। একবার তিনি যোহর বা আছরের ছালাত চার রাক'আতের স্থলে পাঁচ রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে গৃহে চলে যান। পরে ছাহাবীগণের প্রশ্নের কারণে পুনরায় ফিরে এসে দু'টি সিজদায়ে সহো দেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। তোমরা যেমন স্মরণ রাখ, আমিও তেমনি স্মরণ রাখি এবং তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই।[৫] বড় কথা হ'ল, নূরের সৃষ্টি হ'লে তিনি বিয়ে-শাদী করতেন না, সন্তানের বাপও হ'তেন না। একবার কিছু অতিভক্তের বাড়াবাড়ি ইবাদতের আকাংখা প্রকাশের উত্তরে তিনি বলেন, أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي

৪. কাহ্ফ ১৮/১১০; ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৬।
৫. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪০১; মুসলিম হা/৫৭২ ও অন্যান্য।

أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي– ‘আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু ও সর্বাধিক পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি আবার ছেড়েও দেই। ছালাত পড়ি, নিদ্রাও যাই। আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়’।[৬]

**(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির-নাযির :**

ব্রেলভীগণ বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির থাকেন ও উম্মতের সবকিছু দেখেন। তিনি ও আউলিয়াগণ একই ক্ষমতা রাখেন। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস থেকেই তারা মীলাদ-ক্বিয়াম করেন। রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ সেখানে হাযির হয়েছে মনে করে তারা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম আলায়কা’ বলেন। অথচ আল্লাহ বলেন, وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ– ‘আর তুমি তো (তূর পাহাড়ের) পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেনা, যখন আমরা মূসাকে নির্দেশনামা দিয়েছিলাম। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেনা’ *(ক্বাছাছ ২৮/৪৪)*। তিনি বলেন, ذَالِكَ مِنْ أَنبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيكَ، وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ– ‘এগুলি হ’ল অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ। যা আমরা তোমার নিকট প্রত্যাদেশ করছি। আর তুমি তাদের কাছে ছিলেনা, যখন তারা তাদের কলম সমূহ নিক্ষেপ করে প্রতিযোগিতা করছিল, কে মারিয়ামকে লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে এবং তুমি তাদের কাছে ছিলেনা, যখন তারা এ নিয়ে ঝগড়া করছিল’ *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

বস্তুতঃ সর্বত্র হাযির-নাযির হওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তিনি আরশে উন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫)*। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত *(ত্বোয়াহা ২০/৪৬)*। এতদ্ব্যতীত শাখা-প্রশাখাগত বহু আক্বীদা-বিশ্বাস তাদের মধ্যে কাজ করে, যা হিসাব করা অসম্ভব।

৬. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫ রাবী আনাস (রাঃ)।

## দুই. দেউবন্দী আক্বীদা :

### (১) ওয়াহদাতুল ওজূদ বা অদ্বৈতবাদী দর্শনে বিশ্বাস :

এটি মূলতঃ মা'রেফতী ছূফীদের ভ্রান্ত আক্বীদা। যা দেউবন্দী আকাবের বা শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। যাদের আকাবের হ'লেন এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (১৮১৭-১৮৯৯ খৃ.), দারুল উলূম দেউবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী (১৮৩২-১৮৮০), রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (১৮২৯-১৯০৫), আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৫), আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৮৭৫-১৯৩৩), ফযলে হক খায়রাবাদী (১৭৯৭-১৮৬১), তাবলীগী নেছাবের লেখক শায়েখ মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী (১৮৯৮-১৯৮২) প্রমুখ। যাদের লেখনীতে উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদ মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওছমানী (১৮৮৬-১৯৪৯)-এর তাফসীরে উক্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দেউবন্দের প্রখ্যাত আলেম ও পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী ওছমানী (১৮৯৭-১৯৭৬) স্বীয় তাফসীর মাআরেফুল কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) সূরা তওবা ১২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় শিরোনাম দিয়ে লিখেছেন, এলমে-তাসাউফ ও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত ঃ *(ঐ, পৃ. ৫৯৬)*।

তাদের মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল বিধি-নিষেধ ও কাজ-কর্মে। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (১৮৮-২৬১ হি./৮০৪-৮৭৪ খৃ.) ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা। অথচ বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তার ভুয়া কবরে পূজা হচ্ছে। এরূপ আরও অনেকের ভূয়া কবর দেশের আনাচে-কানাচে পূজিত হচ্ছে। এই মতবাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ (২৪৪-৩০৯ হি./৮৫৮-৯২২ খৃ.) নিজেকে সরাসরি আল্লাহ (আনাল হক্ব) বলে দাবী করায় 'মুরতাদ' হওয়ার অপরাধে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আগত ওয়াহদাতুল উজূদ বা অদ্বৈতবাদ, 'হুলূল ও ইত্তেহাদ' দু'ভাগে বিভক্ত। 'হুলূল' অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ'। অতঃপর 'ইত্তেহাদ' হ'ল 'হুলূল'-এর পরবর্তী অবস্থা। এর অর্থ আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে যাওয়া। যা

'ফানাফিল্লাহ' 'বাক্বাবিল্লাহ' বলে পরিচিত। এদের মতে মূসা (আঃ)-এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই আল্লাহ। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা গাছ-পাথর, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকেই পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য, এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। অর্থাৎ সবকিছুই ঈশ্বর।

উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। কেননা খালেক ও মাখলূক সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খৃ. পূ. ৪২৮-৩৪৮) দর্শনে বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সত্তা একই। মৃত্যুর পর সকল সৃষ্টি তার স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয়ে যাবে। তার এই দর্শন 'প্লেটোনিক দর্শন' নামে খ্যাত। এই দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। এই কুফরী দর্শন মুসলিম ছূফীদের মধ্যে 'ওয়াহদাতুল ওজূদ' বা সত্তার একত্ব মতবাদ তথা অদ্বৈতবাদ নামে প্রচলিত। তারা বলেন, যত কল্লা তত আল্লা। মরার পর মানুষ সব হবে 'ফানাফিল্লাহ' এবং 'বাক্বাবিল্লাহ'। মনছূর হাল্লাজ, ইবনু আরাবী, কবি হাফেয এমনকি আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইবনুল মাসকাভী ও ইবনে সীনার মত দার্শনিকগণও প্লেটোর এই ভ্রান্ত ধারণার অনুসারী ছিলেন। অথচ গুণ ও গুণবান সত্তা কখনো এক নয় এবং গুণ তার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। যেমন ফুল ও ফুলগাছ কখনো এক নয় এবং ফুলের সুগন্ধি তার গাছের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়না। ফুল পড়ে গেলেও তার গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য সৃষ্টিকে স্রষ্টার অংশ ভাবলে মানুষ তার নিজ স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলবে। তখন সে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় যা-ই করবে, তা-ই আল্লাহ্র কর্ম বলে মনে করবে এবং নিজেকে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে ভাববে। এটি তাকে স্বেচ্ছাচারী করবে এবং আল্লাহ্র নিকট সৎকর্মের পুরস্কার ও অসৎকর্মের শাস্তির অনুভূতি সে হারিয়ে ফেলবে। এটি তাওহীদ ও আখেরাত দর্শনের ঘোর বিরোধী।

পার্থিব জীবন শেষে যে পুনরায় তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, সেকথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ– ‘জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*। ফিরে যাওয়া বললেই তাকে পৃথক সত্তা বুঝানো হয়। কখনোই একক সত্তা বুঝানো হয়না। যেমন সন্তান মায়ের কোলে ফিরে যায়, অর্থ সে মা থেকে পৃথক। সে কখনোই মায়ের দেহের অংশ হয়ে যায়না।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অটুট থাকতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক ঐভাবেই তাতে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, শূন্যকরণ, প্রকৃতি নির্ধারণ, তুলনাকরণ বা আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করণ (مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَتَعْطِيلٍ وتَكْيِيفٍ وتَمْثِيلٍ وتَفْوِيضٍ) ছাড়াই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিজস্ব আকার ও গুণাবলী রয়েছে, যা তাঁর উপযোগী। যার তুলনা কেবল তিনিই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– ‘প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত। বিধান কেবল তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

**(২) আল্লাহ্র গুণাবলীর ভুল ব্যাখ্যা :**

এবিষয়ে দেউবন্দী আকাবের খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১৮৫২-১৯২৭ খৃ.), আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.), হোসায়েন আহমাদ মাদানী (১৮৭৯-১৯৫৭ খৃ.), শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেউবন্দী (১৮৫১-১৯২০ খৃ.), শাব্বীর আহমাদ ওছমানী (১৮৮৬-১৯৪৯ খৃ.) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত সমূহের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী স্বীয় তাফসীর মাআরেফুল কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) সূরা তীন ৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘আল্লাহ্র কোন আকার নেই’ *(ঐ,*

*পৃ. ১৪৬৫)*। অথচ আল্লাহ্র আকার রয়েছে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ৪২/১১)*। যাঁকে মুমিনগণ জান্নাতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্টভাবে দেখবে।[৭] কেবল অবিশ্বাসীরাই তাঁকে দেখতে পাবে না *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

## (৩) মৃত ব্যক্তিদের অসীলায় মুক্তি কামনা :

মক্কার মুশরিকরা বলত, هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ ‘ওরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুফারিশকারী’ *(ইউনুস ১০/১৮)*। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬ খৃ.) স্বীয় তাফসীর মাআরেফুল কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ...‘অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা’আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে’ *(ঐ, পৃ. ৯)*। একই কথা তিনি বলেন সূরা মায়েদাহ ৩৫ আয়াত *(পৃ. ৩২৭)* ও সূরা আন‘আম ১৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় *(পৃ. ৩৭১)*। সূরা ইউনুস ৬২ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সুফী সাধকগণের পরিভাষায় ‘দরজায়ে ফানা’ তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হল এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্র স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে আল্লাহ্র জন্য করে’ *(৬১২ পৃ.)*। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ফানাফিল্লাহ হ’তেন না। তিনি ঘুমিয়ে গেলেও কলব জাগ্রত থাকত *(বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪)*। পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর তাঁর চোখ দিয়ে অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হ’তে দেখে আব্দুর রহমান বিন আওফের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্র রহমত, যা তিনি বান্দার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন’... *(বুখারী হা/১৩০৩; মিশকাত হা/১৭২২)*।

---

৭. ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২-২৩; ইউনুস ১০/২৬; বুখারী হা/৭৪৩৭, ৭৪৩৯; মুসলিম হা/১৮২, ১৮৩; মিশকাত হা/৫৫৫৫, ৫৫৭৮।

মদীনায় হিজরত করার পর বদর যুদ্ধের পূর্বে শত্রুদের ভয়ে রাসূল (ছাঃ) ঘুমাতে পারতেন না। অবশেষে স্ত্রী আয়েশার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যদি কেউ আমাকে পাহারা দিত! এমন সময় বাইরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনে তিনি বলে উঠেন, কে? জবাব এল, আমি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে আগমন? সা'দ বললেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমার অন্তরে ভয় উপস্থিত হ'ল। এসেছি আপনাকে পাহারা দেবার জন্য। তখন তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলেন। স্ত্রী আয়েশা বলছেন, তাঁর নাক ডাকানোর শব্দ আমি শুনতে থাকি'।[৮] এতে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) কখনো ফানাফিল্লাহ হননি, ছাহাবীগণও ফানাফিল্লাহ হ'তেন না। হ'লে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পেতেন না। এমনকি নিরাপত্তার জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজে যুদ্ধের ময়দানে উপরে ও নীচে দু'টি লৌহবর্ম পরিধান করতেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৯০)*। অথচ সেই লৌহবর্ম ভেদ করে ওহোদের যুদ্ধে শত্রুর তরবারীর প্রচণ্ড আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তাঁর চোখের নীচের হাড়ের মধ্যে ঢুকে থেকে যায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর ডান দিকের নীচের পাটির রবা'ইয়াহ দাঁতটি ভেঙ্গে যায় ও নীচের ঠোঁটটি আহত হয়'।[৯] এগুলি কি ফানাফিল্লার লক্ষণ? মূলতঃ এগুলি মা'রেফতী ছূফী ও কবরপূজারীদের ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র।

ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে যে বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ চেয়েছিলেন, তার অর্থ আব্বাস (রাঃ)-এর দো'আর মাধ্যমে। একইভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দো'আর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হ'ত। এর অর্থ এটা নয় যে, কেবল জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির অসীলায় দো'আ চাওয়া। যেমন মু'আবিয়া (রাঃ) একদল ছাহাবী ও তাবেঈর উপস্থিতিতে সিরিয়ার জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ আল-জুরাশীর মাধ্যমে দো'আ চেয়েছিলেন *(মির'আত ৫/১৯২)*। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণের উপর ক্বিয়াস করে কাউকে অলী-আউলিয়া বলে চিহ্নিত করার কোন সুযোগ নেই। বরং বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের অধিকারী প্রত্যেক

৮. বুখারী হা/৭২৩১; মুসলিম হা/২৪১০ (৪০); মিশকাত হা/৬১০৫ রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৯. ফাৎহুল বারী হা/৪০৬৮-এর আলোচনা; আর-রাহীক্ব ২৬৮ পৃ.; ইবনু হিশাম ২/৮০; যাদুল মা'আদ ৩/১৭৬ পৃ.।

পরহেযগার মুমিন আল্লাহ্র অলী হ'তে পারেন *(ইউনুস ১০/৬৩)*। দুর্ভাগ্য, সূরা ইউনুস ৬২ আয়াতটিকে কথিত পীর-আউলিয়াদের সমাধিসৌধে অনুবাদ সহ লিখে রেখে বুঝানো হয়েছে যে, কবরস্থ ব্যক্তি জীবিত আছেন। তিনি ভক্তের কথা শুনছেন ও তার সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। আয়াতটি এখন কবর ব্যবসায়ীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অথচ এর পরের ৬৩ আয়াতেই আউলিয়াদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, 'যিনি ঈমানদার ও আল্লাহভীরু, তিনিই অলী' *(কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। এটি অন্য ধর্মের পোপ-পাদ্রী বা যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিশেষ কোন শ্রেণীর নাম নয়। আল্লাহ বলেন, اِتَّبِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ– 'তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে যা নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে কোন আউলিয়ার (অর্থাৎ বন্ধুর) অনুসরণ করো না' *(আ'রাফ ৭/৩)*।

**(৪) নেককার ব্যক্তিদের রূহ মৃত্যুর পরে দুনিয়াতে ফিরে আসে :**

তাদের রূহ সমূহ আল্লাহ্র হুকুমে দুনিয়াতে ফিরে এসে লোকদের প্রার্থনা শ্রবণ করে। এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী, হোসায়েন আহমাদ মাদানী, শাব্বীর আহমাদ ওছমানী, শায়েখ মানাযির আহসান গীলানী (১৮৯২-১৯৫৬ খৃ.) প্রমুখ আকাবেরগণ স্ব স্ব লেখনীতে উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করেছেন। সম্ভবতঃ একারণেই মৃতের উত্তরাধিকারীরা মৃতের খাটিয়ার পাশে ওযূর পানি রাখে, শূন্য খাটিয়ার সৌন্দর্য বর্ধন করে এবং শবেবরাতে তাদের কবর সমূহে এবং তাদের বাড়ীতে আলোকসজ্জা করে।

এটি প্রকাশ্য কুরআন বিরোধী আক্বীদা। কেননা আল্লাহ বলেন, حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ–...وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ– 'অবশেষে যখন তাদের কারু কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান'।...'অথচ তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

**(৫) সৎলোকদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি :** পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী ওছমানী (১৮৯৭-১৯৭৬ খৃ.) প্রণীত তাফসীর মাআরেফুল

কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) সূরা মুহাম্মাদ শেষ আয়াতের তাফসীরে ইমাম সুয়ূত্বীর বরাতে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন' *(ঐ, পৃ. ১২৬৩)*।[১০] অথচ আয়াত নাযিলের সময় আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.)-এর জন্মই হয়নি এবং এরূপ তাফসীর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

**(৬) নবী-অলীদের কবরের নিকট মুরাক্বাবা করা :**

তারা মনে করেন, ভক্তির পরিমাণ অনুযায়ী কবরস্থ ব্যক্তির নূর তার মুরীদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। যে নূর আকাশ থেকে উক্ত আউলিয়ার কবরে নাযিল হয়। সেখান থেকে মুরীদের ক্বলবে আসে। তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (১৮৮৫-১৯৪৪ খৃ.) সম্পর্কে এরূপ বক্তব্য দেন তার ভক্ত হযরতজী শায়েখ মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী (১৯১৭-১৯৬৫ খৃ.)। মাওলানা ইলিয়াস নিজে চিশতিয়া তরীকার নেতা আব্দুল কুদ্দূস গাঙ্গুহীর কবরের পিছনে বসে অধিকাংশ সময় মুরাক্বাবা করতেন এবং সেখানে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করতেন। শায়েখ মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী মদীনায় অবস্থানকালে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে বসে মুরাক্বাবা করতেন।

ইরাকের ছূফী সাইয়িদ আহমাদ কবীর রিফা'ঈ (৫২২-৫৭৮ হি.) ৫৫৫ হিজরীতে হজ্জের পর মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করেন। তিনি সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় দু'লাইন কবিতা পাঠ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে কবর থেকে তাঁর দু'হাত বের করে দিলেন ও রিফা'ঈ তাতে চুমু খেলেন'। লেখক শায়খুল হাদীছ (?) মাওলানা যাকারিয়া এক ধাপ বাড়িয়ে বলেন যে, ঐ সময় সেখানে প্রায় ৯০,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন, যারা উক্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। যাদের মধ্যে (বড় পীর) আব্দুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.) উপস্থিত ছিলেন'।[১১]

---

১০. আয়াতটি হ'ল, وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ– 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ'লে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৮)*।

১১. যাকারিয়া কান্ধলভী (১৮৯৮-১৯৮২), ফাযায়েলে হজ্জ (মূল উর্দূ, দিল্লী : উর্দূ বাযার, মদীনা বুক ডিপো, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খৃ.) ২/১৩০-১৩১ পৃ.।

বাংলাদেশের কবরপূজারীদের মধ্যেও এরূপ দৃশ্য দেখা যায়। অনেকে কবরের গেলাফের মধ্যে প্রবেশ করে বেরিয়ে এসে ধারণা করে যে, তার মনের মাকছূদ হাছিল হয়ে গেছে। তখন সে খুশীতে নযর-নেয়ায দিয়ে চলে আসে।

## (৭) স্বপ্নে পাওয়া তাবলীগ :

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস বলেন, 'মদীনা ত্বাইয়েবায় অবস্থানকালে তাবলীগের এই কাজের জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এরশাদ হয় যে, আমরা তোমার থেকে কাজ নেব। অতঃপর অস্থির অবস্থায় ৫ মাস হারামায়নে অবস্থান শেষে ১৩ই রবীউছ ছানী দেশে ফিরি'। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর এই অস্থিরতা আল্লাহ রব্বুল ইযযতের খুবই পসন্দ হ'ল। তখন তিনি তার উপর তাবলীগের উছূল সমূহ ইলহাম করলেন। যা পাওয়ার ফলে তার চেহারা উজ্জ্বল হ'ল এবং স্বভাবের মধ্যে স্থিরতা ও প্রশান্তি অনুভূত হ'ল। অতঃপর তাকীদ অনুভূত হ'ল যে, সত্বর হিন্দুস্তান ফিরে যেতে হবে'। তার উপরে যেসব উছূলের কাশফ হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, ছয় উছূল (কালেমা, নামায, ইলম ও যিকর, ইকরামুল মুসলিমীন, তাছহীহে নিয়ত এবং তাবলীগ)।[১২]

মাওলানা ইলিয়াস বলেন, 'স্বপ্নের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান সমূহ প্রক্ষিপ্ত হয়। যা নবুঅতের চল্লিশ ভাগের একভাগ। অতএব উন্নতি কেন হবেনা?' এই ভূমিকার পর তিনি বলেন, 'আজকাল স্বপ্নের মাধ্যমে আমার মধ্যে বিশুদ্ধ ইলম সমূহ (علوم صحیحہ) প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। এজন্য চেষ্টা করব যাতে আমার ঘুম বেশী হয়। ফলে মাথায় তেল মালিশ করায় তার ঘুম খুব বেশী হ'তে লাগল'। অতঃপর তিনি বললেন, اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا 'এই তাবলীগের তরীকাও আমার উপর স্বপ্নের মধ্যে বিকশিত হয়েছে'।[১৩]

---

১২. আব্দুর রহমান উমরী, তাবলীগী জামা'আত আওর উসকা নিছাব (নয়াদিল্লী-২ : দারুল কিতাব, ১৯৮৮ খৃ.), ৫১-৫২ পৃ.; গৃহীত : মালফূযাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃ. (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৪)।

১৩. ঐ, ১৩ পৃ.; গৃহীত : মালফূযাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃ.।

তাবলীগী নেছাবের লেখক মাওলানা যাকারিয়া বলেন, (ক) হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাইরে এলেন এবং আমাদের বললেন, আমি রাত্রিতে স্বপ্নে একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি পুলছেরাতের উপর কখনো পা ঘেঁষে চলছে, কখনো হাঁটুতে ভর করে চলছে, কখনো যেন কোন কিছুতে আটকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমার উপর দরূদ তার নিকটে পৌঁছে গেল এবং সে তাকে দাঁড় করিয়ে পুলছেরাত পার করে দিল'।[১৪]

(খ) শায়খুল হাদীছ তাঁর একজন শাগরেদের বরাতে লেখেন, আমি আমার উস্তাদের মৃত্যুর পরে তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদজী কেমন আছেন? তিনি বললেন, আমাকে খুবই সম্মানের সাথে জান্নাতে নেওয়া হয়েছে। আর এসবই হয়েছে কেবলমাত্র দরূদের বরকতে'।[১৫] এ ধরনের বানোয়াট গল্প দিয়ে লেখক মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমলের কোন প্রয়োজন নেই। কেবল দরূদ পাঠ করলেই জান্নাত অবধারিত।[১৬]

বস্তুতঃ তাবলীগের অনুসারীরা তাদের 'চিল্লা' সমূহে নবীর তরীকা প্রচারের দাবীদার হ'লেও মূলতঃ তারা আকাবেরে দেওবন্দের ছূফীবাদী ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমল প্রচার করে থাকেন।[১৭] মুখে বলেন নবীর তরীকায় শান্তি, ভিতরে তারা মুরব্বী ছাড়া কিছুই বুঝেন না। এভাবে তারা মুখে বলেন এক, কাজে করেন আর এক।[১৮] তারা মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী লিখিত

---

১৪. ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃ. ৮৯, গল্প নং ২৩।
১৫. ফাযায়েলে দরূদ শরীফ পৃ. ৮২, গল্প নং ৩।
১৬. বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই ৬২-৬৯ পৃ.।
১৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : জামূদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়ায়জিরী (১৩৩৪-১৪১৩ হি.) 'আল-ক্বাওলুল বালীগ ফিত তাহযীর মিন জামা'আতিত তাবলীগ' (রিয়াদ : দারুছ ছুমায়'ঈ, ১ম সংস্করণ ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খৃ.) মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫১।
১৮. ফার্সী কবি শেখ সা'দীর (৬০৪-৬৯০ হি./১২১০-১২৯২ খৃ.) ভাষায়, خِشت اول چوں نہد معمار کج + تا ثریا می رود دیوار کج 'নির্মাতা যদি প্রথম ইট বাঁকা করে দেন + তাহ'লে ছুরাইয়া নক্ষত্র পর্যন্ত প্রাচীরটি বাঁকা দেখা যাবে'। তিনি আরও বলেন, خلاف پیمبر کسے رہ گزید + کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید 'রাসূলের বিপরীত রাস্তায় যে চলবে + সে কখনোই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না' *(বুস্তাঁ)*।

তাবলীগী নেছাব পড়িয়ে থাকেন। অথচ কুরআন-হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে সারা জীবন তাবলীগ করেও ছহীহ তরীকায় তারা এমনকি ছালাত-ছিয়ামও শিখতে পারেন না।

**(৮) বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী তাবাররুক সমূহ :**

তারা ইমাম গাযালীর (৪৫০-৫০৫ হি.) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইকে ও কবি জালালুদ্দীন রূমীর (৬০৪-৬৭২ হি.) 'মাছনবী'কে 'কুরআন' মনে করেন। যা পাঠের মাধ্যমে তারা তাবাররুক হাছিল করেন। একইভাবে তারা কা'বাগৃহের বা আউলিয়াদের কবরের গেলাফ থেকে বরকত গ্রহণ করেন। এমনকি তাদের হুজরাগুলিতে শিশু সন্তানদের প্রবেশ করিয়ে বরকত নেন। শায়েখ আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.) তাঁর কিতাবে লিখেছেন, একবার তাদের গ্রামে মহামারি আকারে জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। তখন সবাই শায়েখ মুহাম্মাদ ইয়াকূবের কবরের মাটি নিয়ে দেহে বুলিয়ে দেওয়ার ফলে সকলে জ্বর থেকে আরোগ্য লাভ করে'।

**(৯) নূরে মুহাম্মাদীর আক্বীদা :**

ব্রেলভীদের ন্যায় দেউবন্দীরাও নূরে মুহাম্মাদীর শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাসী। যেমন আশরাফ আলী থানভী, হোসায়েন আহমাদ মাদানী প্রমুখ তাদের লেখনী সমূহে ব্যক্ত করেছেন। মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মাআরেফুল কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) সূরা আন'আম ১৬৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রথম মুসলমান হওয়ার দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হ'তে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টিজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে' *(ঐ, পৃ. ৪২৮)*।

আয়াতটি হ'ল, لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ– 'তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই (অর্থাৎ শরীক না করার ব্যাপারে) আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম' *(আন'আম ৬/১৬৩)*। এখানে 'আমিই প্রথম মুসলিম'-এর ব্যাখ্যা দু'ভাবে হ'তে পারে। (১) তিনি এই উম্মতের প্রথম মুসলিম। কেননা প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের প্রথম মুসলিম হয়ে থাকেন। (২) তিনি আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিগত ও অনাগত

যুগের সকল মুসলিমের নেতা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়ার অধিবাসী হিসাবে আমরা শেষের, কিন্তু ক্বিয়ামতের দিনে আমরা প্রথম। আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। কেননা তাদের ফায়ছালা সকল সৃষ্টির পূর্বে করা হবে'।[১৯] তিনি বলেন, 'আমি বনু আদমের নেতা, আমিই প্রথম কবর থেকে উঠব। আমিই প্রথম শাফা'আত করব এবং আমারই শাফা'আত প্রথম কবুল করা হবে এবং আমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব'।[২০] নূরে মুহাম্মাদীর শিরকী আক্বীদা পোষণ করেন বলেই তারা 'নূর নবী' 'নূর মোহাম্মাদ' 'নূর আহমাদ' প্রভৃতি নাম রাখেন।

**(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন :**

খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১৮৫২-১৯২৭ খৃ.), হোসায়েন আহমাদ মাদানী, শাব্বীর আহমাদ ওছমানী প্রমুখ স্ব স্ব লেখনীতে একথা ব্যক্ত করেছেন। যা কুরআন বিরোধী আক্বীদা। আল্লাহ বলেন, 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

**(১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরে রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে বেঁচে আছেন :**

তিনি সেখানে আযান ও ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করছেন। আর সেকারণেই তাঁর স্ত্রীদেরকে অন্যদের উপরে হারাম করা হয়েছে এবং তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হয়নি। ওলামায়ে দেওবন্দের মতে, সকল নবী স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন। যারা যিয়ারতকারীদের সালামের জবাব দেন। তারা সূরা নমল ৮০ আয়াত ও সূরা ফাত্বির ২২ আয়াতের জবাবে বলেন, এখানে তুমি শুনাতে পারোনা বলা হয়েছে, শুনতে পাওনা সে কথা বলা হয়নি। অতএব নবীগণ কবরে থেকেও শুনতে পান'। এটি পরিষ্কারভাবে অপব্যাখ্যা। কেননা এরূপ ব্যাখ্যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তারা মূলতঃ 'আল্লাহ মাটির উপরে নবীদের দেহ খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছের[২১] আলোকে উপরোক্ত কথা বলে

১৯. বুখারী হা/৮৭৬; মুসলিম হা/৮৫৫; মিশকাত হা/১৩৫৪-৫৫ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।
২০. মুসলিম হা/২২৭৮, ১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪১-৪২ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়; বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য তাফসীরে কুরতুবী ও ইবনু কাছীর।
২১. আবুদাঊদ হা/১০৪৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৩৬১।

থাকেন। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর ব্যাখ্যা এই যে, তাঁরা বরযখী জীবনে জীবিত আছেন এবং সেখানে রিযিকপ্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/১৬৯)*। সেই জগতের সাথে দুনিয়াবী জীবন তুলনীয় নয়।[২২]

মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মাআরেফুল কোরআনে (বঙ্গানুবাদ) সূরা আহযাব ৫৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি।...তাই আল্লাহ্ তাআলা...তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন' *(ঐ, পৃ. ১০৯৩)*।

অথচ ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি বিষয়টি কেবল আমাদের রাসূলের ক্ষেত্রে নয়, বরং বিগত সকল রাসূলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّا مَعْشَرُ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ– 'আমরা নবীরা আমাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[২৩] তাঁর বিধবা স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ হারাম করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে 'উম্মতের মা' হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আহযাব ৩৩/৬)*। রাসূল (ছাঃ) কবরে বেঁচে আছেন বলেই যদি এটির কারণ হ'ত, তাহ'লে তো স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করাও তাঁর উপরে অপরিহার্য হ'ত। অথচ মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীদের প্রতি কোন দায়িত্বই তিনি পালন করেননি। অতএব এগুলি তাফসীরের নামে অপব্যাখ্যা মাত্র।

### (১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সবচাইতে বড় ইবাদত :

এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন জাল হাদীছের অবতারণা করেন *(যঈফাহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১)*। ফলে তারা হজ্জ-এর চাইতে মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কবর

২২. মির'আত হা/১৩৭৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩. নাসাঈ হা/৪১৪৮; বায়হাক্বী ৩/২৭১, হা/৬৩০৯; কানযুল 'উম্মাল হা/৩৫৬০০; বুখারী হা/৬৭২৭; মুসলিম হা/১৭৫৮; মিশকাত হা/৫৯৬৭ রাবী আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)।

যিয়ারতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অনেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেন।[২৪]

সবশেষে বলা চলে যে, দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানুতুবী (১৮৩২-১৮৮০ খৃ.) ও তার সাথীগণ আমলের দিক দিয়ে হানাফী, আক্বীদার দিক দিয়ে মাতুরীদী এবং তরীকার দিক দিয়ে ছূফী। যদিও এরা সবাই নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে দাবী করেন।

উল্লেখ্য যে, আবু মানছূর মাতুরীদী সমরকন্দী (২৪৮-৩৩৩ হি./৮৫৩-৯৪৪ খৃ.)-এর অনুসারী দলকে 'মাতুরীদী' বলা হয়। এটি ইলমুল কালামের একটি ফিরক্বা। তারা দ্বীনকে জ্ঞান নির্ভর ও শ্রুতি নির্ভর (عقليات وسمعيات) দু'ভাগে ভাগ করেন। তাদের মতে যুক্তি হ'ল 'অকাট্য' (قطعي) এবং শরী'আত হ'ল 'সর্বাধিক ধারণা প্রসূত' (ظني)। তাদের গৃহীত মূলনীতি হ'ল, যখন নবীর পক্ষ থেকে এমন কোন বিষয় আসে, যেটির সম্ভাব্যতা আছে এবং যুক্তিবিরোধী নয়, সেটি মেনে নেওয়া যাবে। যেমন ক্বিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। কিন্তু যদি এমন কোন বিষয় আসে যা যুক্তির বিরোধী, সেটি অবশ্যই তাবীল যোগ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন আল্লাহ্র উচ্চতা গুণ, তাঁর আরশে উন্নীত হওয়া, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করা, কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলা ইত্যাদি। তারা আল্লাহ্র কালাম বলতে আল্লাহ্র মনের কথা (الكلام النفسي) বলেন। সরাসরি 'আল্লাহ্র কথা' নয়। সেকারণ তারা কুরআনকে 'সৃষ্ট' (مخلوق) বলেন। একই কথা বলে থাকেন অতি যুক্তিবাদী মু'তাযেলা, আশা'এরা প্রভৃতি ভ্রান্ত দল সমূহ। অথচ আল্লাহ সরাসরি মূসা (আঃ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে কথোপকথন করেছেন এবং মূসা তা শুনেছেন *(নিসা ৪/১৬৪; আ'রাফ*

২৪. এ বিষয়ে পাঠ করুন ছহীহ বুখারীর অনুবাদক ঢাকার শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খৃ.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত ১৬৭ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। যা তিনি ১৯৬০, ১৯৬১ ও সর্বশেষ ১৯৭৯-তে হজ্জের সফরে মদীনা যিয়ারতে এসে 'নূরানী মদীনাকে স্বাগত-অভ্যর্থনা' মর্মে মসজিদে নববীতে পাঠ করেন। তার মধ্যে ৯৭ লাইনেই শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা সমূহ বিদ্যমান *(দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'ছবি ও মূর্তি' বই, ২য় সংস্করণ ২০১৬, ২৭-২৯ পৃ.)*।

*৭/১৪৩; ত্বোয়াহা ২০/৯-৪৭)*। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মে'রাজে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। তাঁর নিকটে বারবার গিয়েছেন এবং তাঁর সুফারিশে আল্লাহ ৫০ ওয়াক্ত ফরয ছালাতকে ৫ ওয়াক্ত করেছেন।[২৫]

খ্যাতনামা বিদ্বান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.)-কে মধ্য শা'বানের রাত্রিতে আল্লাহ্র অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি ধমক দিয়ে বলেন, يَا ضَعِيْفُ! لَيْلَةَ النِّصْفِ؟ يَنْزِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ يَنْزِلُ؟ أَلَيْسَ يَخْلُو ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْهُ؟ فقالَ عَبْدُ الله : يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَآءُ– 'রে যঈফ! কেবল মধ্য শা'বানের রাত্রিতে? তিনি প্রতি রাত্রে অবতরণ করেন। লোকটি বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! কিভাবে অবতরণ করেন? অবতরণের ফলে কি আরশ খালি হয়ে যায় না? তখন ইবনুল মুবারক বলেন, يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَآءُ– 'তিনি যেভাবে চান, সেভাবে অবতরণ করেন'।[২৬]

বস্তুতঃ ইসলামী শরী'আতে জ্ঞান নির্ভর ও শ্রুতি নির্ভর (عقليات وسمعيات) বা মা'কূলাত ও মানকূলাত বলে কোন বিভক্তির সুযোগ নেই।[২৭] তবে রেওয়ায়াত ও দেরায়াত অবশ্যই রয়েছে।[২৮] হাদীছের পণ্ডিতগণ যে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। যে কারণে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ রচিত একটি গ্রন্থের নাম হ'ল, مُوَافَقَةُ صَحِيْحِ الْمَنْقُولِ لِصَرِيْحِ الْمَعْقُولِ (বিশুদ্ধ হাদীছ বিশুদ্ধ জ্ঞানের মোতাবেক হওয়া)। ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ অহি-র আলোকে নির্দেশিত *(আন'আম ৬/৫০; নাজম ৫৩/৩-৪)*। আর প্রত্যেক মুসলমান অহি-র বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য।

---

২৫. বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ।

২৬. আব্দুর রহমান বিন ইসামাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হি.) 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ' (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) পৃ. ২৯; 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস ১১৭ পৃ. টীকা-২৯।

২৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আবু উসামা সৈয়দ তালেবুর রহমান, আদ-দেওবন্দিইয়াহ ও অন্যান্য।

২৮. রেওয়ায়াতের বিষয়বস্তু হ'ল, হাদীছের সনদ যাচাই করা। আর দেরায়াতের বিষয়বস্তু হ'ল, হাদীছের তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং দু'টি রেওয়ায়াতের মধ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা।

রাসূল (ছাঃ) হ'লেন মুসলিম উম্মাহ্র জন্য 'উত্তম নমুনা' *(আহযাব ৩৩/২১)* এবং তিনিই মানুষের মধ্যে 'পার্থক্যকারী মানদণ্ড'।[২৯] মানুষের সসীম জ্ঞান কখনোই আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানের সাথে তুলনীয় নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে অহি-র বিধানই চূড়ান্ত। তাই সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

খৃষ্টাব্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলী ও দেউবন্দে উদ্ভূত ব্রেলভী বা দেউবন্দী দু'টি ধারার আকাবের ও অনুসারীগণ মাযহাবের দিক দিয়ে হানাফী হ'লেও আক্বীদার দিক দিয়ে বহুলাংশে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের আক্বীদার বিপরীত *(দ্র. আক্বীদা ত্বাহাবিয়া)*। উভয় আক্বীদার মাদ্রাসাগুলিতে আক্বায়েদে নাসাফী, উছূলুশ শাশী, নূরুল আনওয়ার, কুদূরী, শরহ বেক্বায়াহ, হেদায়া, জালালায়েন, কাশশাফ, বায়যাভী প্রভৃতি আক্বায়েদ-ফিক্বহ ও তাফসীরের কিতাব সমূহ পড়ানো হয়। যেগুলিতে জাহমিয়া, মু'আত্তিলা, মু'তাযিলা প্রভৃতি নির্গুণবাদী আক্বীদা সহ উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের বহু প্রমাণ রয়েছে।

অতএব ব্রেলভী হৌক বা দেউবন্দী হৌক ব্যক্তিভেদ অনুযায়ী যার কথা ও কর্ম কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অনুকূলে হবে, তা গ্রহণীয়। বিপরীত হ'লে তা বর্জনীয়। আর 'দ্বীন হ'ল নছীহত' *(মুসলিম হা/৫৫)*। সুতরাং আমাদের উপরোক্ত আলোচনা সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে নছীহত মাত্র।

এক্ষণে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসের বই সমূহের আপত্তিকর বিষয়গুলি মন্তব্য সহকারে তুলে ধরব।-

---

২৯. فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ– বুখারী হা/৭২৮১; মিশকাত হা/১৪৪ রাবী জাবের বির আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

## ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ৬টি। ১- বাংলা (আমার বাংলা বই (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২, বইয়ের সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- ইংরেজী (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ৬৪)। ৩- গণিত (পৃ. ১০০)। ৪- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (পৃ. ৪৪)। ৫- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ২৮)। ৬- আরবী (আদ্‌দুরূসুল আরাবিইয়াহ (পৃ. ৬৮)। ৬টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬। মোট প্রাণীর ছবি ১৩৩৬টি। বইগুলির মোট ওযন ৮৪৮ গ্রাম। বইগুলিতে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪৮।]

### (১) আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** শফিউল আলম, মাহবুবুল হক, সৈয়দ আজিজুল হক, নূরজাহান বেগম। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। বইয়ে মোট প্রাণীর ছবি ৪৩১টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ২৮৮, পাখি ৯০, বাঘ ৫, মুরগী ৬, ছাগল ৫, মাছ ১৩, উট ৫, হাতি ১, ব্যাঙ ৫, বানর ৩, গরু ৬, হাঁস ১, সিংহ ১ এবং হরিণ ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২৫।]

**(১/১/১)** বইয়ের শুরু হয়েছে পাখির ছবি দিয়ে অর্থাৎ মলাটের উপর মা-পাখি ও তার ছানাদ্বয়ের চিত্র।

**মন্তব্য :** এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ বয়সোত্তীর্ণ লেখকগণ এবং শিক্ষার্থীদের বাপ-দাদারা কোনরূপ ছবি না দেখেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন। আর তাদের শিক্ষার মান বর্তমানের চাইতে অনেক উন্নত ছিল। কে না জানে যে, দৃশ্যমান বস্তুর চাইতে অদৃশ্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকে? শিক্ষার্থীরা এইসব ছবির প্রাণীদের সর্বদা সামনে দেখে। তাহ'লে কেন পুনরায় সেগুলির ছবি দিয়ে বইয়ের পাতা ভরা হ'ল? শিক্ষার্থীরা কি মানুষ-গরু চিনেনা? ইসলামে ছবি-মূর্তি নিষিদ্ধ। বইয়ে ছবির হিড়িক কি তাহ'লে ইসলামের উক্ত বিধানকে তাচ্ছিল্য করার জন্য?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ– ‘ক্বিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ’ *(মুসলিম হা/২১০৯)*। তিনি বলেন, إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ– ‘এইসব ছবি প্রস্তুতকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে ‘তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে জীবন দাও’।[৩০] তিনি আরও বলেন, إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ تَمَاثِيلُ– ‘নিশ্চয়ই ঐ বাড়ীতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে বাড়ীতে ছবি অথবা মূর্তি-ভাস্কর্য থাকে’।[৩১]

অথচ মাদ্রাসা প্রধান ও শিক্ষকগণের অফিস সমূহে নেতা-নেত্রীদের বাঁধাই করা বড় ছবি টাঙানো হয়। ক্লাসের প্রায় সকল বইয়ে প্রাণীর ছবি দিয়ে ভরা থাকে। এর মাধ্যমে ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয়কে সিদ্ধ করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদেরকে ছবি-মূর্তির দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**(১/১/২)** পাঠ শুরুর আগে ‘জাতীয় সংগীত’ সংযোজিত হয়েছে।

**মন্তব্য :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতাটির মধ্য হ’তে সিলেবাসের বইয়ে ২০ লাইন দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ১০ লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যা শিরক মিশ্রিত। কেননা এর মধ্যে আল্লাহ্র প্রশংসা বাদ দিয়ে ‘মাটিপূজা’ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যা মূর্তিপূজার শামিল। যা শুনতেও পায়না, দেখতেও পায়না, অনুভবও করেনা। অথচ আমাদের সন্তানরা লেখাপড়ার শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে ও ‘বিসমিল্লাহ’ বলবে। মাটিকে ‘মা’ বলে তার বন্দনা গাইবে না। কেননা কেবল বাংলাদেশ নয়, বরং পুরা বিশ্ব আল্লাহ্র সৃষ্টি। এখানকার আবহাওয়া-গাছপালা-নদীনালা সবকিছুই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্র ভালবাসা ছেড়ে উক্ত সংগীতে বলা হয়েছে, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’। ‘চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

৩০. বুখারী হা/৭৫৫৭; মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪২৯৩, ৮/২৫৪ পৃ.।

৩১. নাসাঈ হা/৫৩৫১; তিরমিযী হা/২৮০৫।

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥' ...মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥'

এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন বৃটিশ সরকারের গৃহীত 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। যেখানে পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক সুবিধা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে পৃথক একটি প্রদেশ গঠনের কথা ছিল। উক্ত প্রস্তাবের বিপক্ষে তিনি বাংলাদেশকে 'মা' কল্পনা করে দুই বাংলা ভাগ হওয়াকে মায়ের অঙ্গচ্ছেদ (Vivisection of Mother) বলে অভিহিত করেছিলেন। কেননা দুই বাংলা পৃথক হ'লে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসে পূর্ববাংলার কৃষকদের উপরে তার জমিদারী শোষণ বন্ধ হয়ে যেত। তাই যেকোন মূল্যে যেন দুই বাংলা এক থাকে, সেদিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলা মায়ের বন্দনা গেয়ে তিনি ১৯০৫ সালে উক্ত কবিতা লিখেছিলেন। অতঃপর হিন্দু নেতাদের চরমপন্থী কার্যক্রমে বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। শুধু তাই নয়, তাদের আন্দোলনের ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৭ সালে পুনরায় বঙ্গভঙ্গ হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে স্বাধীন পাকিস্তানের অংশীভূত হয়। অতঃপর ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্রের উপর স্বাধীন 'বাংলাদেশে'র অভ্যুদয় হয়।

অতএব স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার মধ্যে কোন শিক্ষণীয় নেই। বরং এপার বাংলা ওপার বাংলা যুক্ত করে বাংলাদেশকে তার স্বাধীনতা হারিয়ে পুনরায় ভারতভুক্ত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর প্রতিধ্বনি রয়েছে (যার অর্থ 'মাকে বন্দনা করি')।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত বিষয়। এটি গান গেয়ে প্রকাশ করার বিষয় নয়। যারা এ গান জানেন না বা এ গান গান না, তাদের মধ্যে কি দেশপ্রেম নেই? অতএব মুসলিম শিক্ষার্থীরা 'বিসমিল্লাহ' বলে পাঠ শুরু করবে, এটাই কাম্য। অতঃপর সে দো'আ পাঠ করবে *'রব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা'* (হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর! *(ত্বোয়াহা ১১৪)*। *আল্লা-হুম্মা আইয়িদ্‌নী বেরূহিল কুদুস* (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা

শক্তি বৃদ্ধি কর![৩২] মূলতঃ এদেশের শিক্ষাদর্শন হবে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। যার মধ্যে রয়েছে মুসলিম-অমুসলিম সকল শিক্ষার্থীর জন্য ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তির পথ। অতএব শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংগীত নয়, তাদেরকে ক্লাসে সর্বাগ্রে ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাছছাল অর্থ সহ মুখস্থ পাঠ করানো আবশ্যক।

**(১/১/৩)** সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা পৃষ্ঠাতে পহেলা বৈশাখের ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি সংযোজন।

**মন্তব্য :** পহেলা বৈশাখ ইসলামী কোন পর্ব নয়। এমনকি বাঙ্গালীরও কোন পর্ব নয়। এটি পরবর্তীকালে শাসকদের সৃষ্ট।

**(১/১/৪)** বইয়ের সূচিপত্রের পৃষ্ঠাতে একটি ছোট্ট মেয়ে দু'টি ছেলের হাত ধরে খেলছে।

**মন্তব্য :** এভাবে ছোট থেকেই ছেলে ও মেয়ের স্বভাবগত পার্থক্য দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। যা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী। বড় কথা এভাবে নারী-পুরুষের ছবি দিয়ে লেখাপড়া শিখানোর নীতি ইসলাম সম্মত নয়। আজকের কিশোর অপরাধ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পিছনে এইসব ছবি ও খলাধূলার প্রতিক্রিয়া আছে কি না ভেবে দেখা আবশ্যক।

**(১/১/৫)** পৃ. ১, ২, ৩, ৪-য়ে ছেলে ও মেয়েদের ছবিতে ভরে দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** বুঝানো হচ্ছে যে, মাদ্রাসায় সহশিক্ষা চালু আছে, যা ইসলাম বিরোধী। ২য় পৃষ্ঠায় একটি মেয়ের নেতৃত্বে ছেলে-মেয়ে সবাই দু'হাত তুলে শপথবাক্য পাঠ করছে। পিছনে একজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে আছেন।

এর মাধ্যমে ইসলামের পর্দার বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। নারী নেতৃত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের শপথের বিধানকে অস্বীকার করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল' *(তিরমিযী হা/১৫৩৫)*।

৩২. বুখারী হা/৪৫৩; মুসলিম হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৭৮৯।

৩য় পৃষ্ঠায় ক্লাসের শিক্ষিকা বাদে যে ১১জন বালক-বালিকার ছবি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে এনাম ও ওমর বাদে বাকী সব নামই অনৈসলামিক এবং লিঙ্গহীন। যেমন **অমি, ইমন, ঈশিতা, আলো, ঋতু, উমং, ঊর্মি, ঐশী, ঔছন** ইত্যাদি। এসব নামে বুঝার উপায় নেই যে, শিশুরা মুসলিম না অমুসলিম? বুঝার উপায় নেই কোন নামটি বালকের বা কোন নামটি বালিকার। এভাবে সুকৌশলে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যা অবাস্তব এবং যা ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে।

একই পৃষ্ঠার নীচে ছবিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে পরস্পরে কুশলবার্তা দেখানো হয়েছে। এতে উভয়ের মধ্যে ভবিষ্যতে অবৈধ সম্পর্কের গোড়াপত্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ইসলাম শুরু থেকেই সহশিক্ষা বাতিলের মাধ্যমে অনৈতিকতার আশংকা থেকে জাতিকে মুক্ত করেছে।

৪র্থ পৃষ্ঠায় ছেলে-মেয়েরা এক সাথে খেলা করা সহ সব কাজ করছে। যা আদৌ শোভনীয় নয়, উচিতও নয়।

**(১/১/৬)** পৃ. ৫ **ছড়া**

-যোগীন্দ্রনাথ সরকার (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ১৮৬৬-১৯৩৭ খৃ.)।

**আতা গাছে তোতা পাখি**
**ডালিম গাছে মউ।**
**এত ডাকি তবু কথা**
**কও না কেন বউ?**

**মন্তব্য :** এখানে উপবিষ্ট একজন নতুন বউয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে একটি ছেলে ছড়াটি বলছে। এই কবিতাটি যুগ যুগ ধরে চলছে। আর এটাকেই মাদ্রাসার ১ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ১ম কবিতা হিসাবে পাঠ্য করা হয়েছে। এতে বাচ্চাকে কি শিখানো হচ্ছে? ছোট বাচ্চাকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সন্ধান না দিয়ে ধারণা দেওয়া হচ্ছে নতুন বউয়ের! এখন থেকে সে তার সহপাঠী মেয়েদেরকে তার বউ ভাবতে শুরু করবে। পরিণামে যা হবার তাই হচ্ছে। আজ কিশোর অপরাধীরা যে ভয়ংকর ধর্ষক ও খুনী হয়ে উঠেছে, তার অন্যতম কারণ হ'ল, এইসব যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া ফালতু কবিতা। পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান দ্বীন শিক্ষার জন্য, বৌ খোঁজার জন্য নয়।

**(১/১/৭)** পৃ. ১৫ **ঐশী কিতাব পড়ে।**

(এখানে একটি মেয়ের ছবি দিয়ে তার সামনে একটি রেহাল রাখা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে, যেন সে কুরআন মজীদ পড়ছে)।

**মন্তব্য :** ঈশ্বর শব্দ থেকে ঐশীর উদ্ভব। হিন্দু শাস্ত্র মতে, ঈশ্বর থেকে আগত বাণীকে 'ঐশী বাণী' এবং ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিকে বলে ঐশী শক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তি বলা হয়। ঈশ্বরের স্ত্রীলিঙ্গ ঈশ্বরী। অথচ আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ নামের কোন প্রতিশব্দ নেই। তাঁকে কেবল 'আল্লাহ' বলেই ডাকতে হবে, অন্য নামে নয়। অতএব 'ঐশী' নাম তাওহীদের চেতনা বিরোধী। তাছাড়া কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব। এটি কোন ঐশী কিতাব নয়। আর কোন মুসলমান মেয়ের নাম ঐশী হ'তে পারেনা। এভাবে শিরকী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সুকৌশলে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার করা হচ্ছে।

**(১/১/৮)** পৃ. ১৮ **ইতল বিতল**

-সুফিয়া কামাল (বরিশাল ১৯১১-১৯৯৯ খৃ.)।

**ইতল বিতল গাছের পাতা**
**গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা।**
**বিষ্টি পড়ে ভাঙ্গে ছাতা**
**ডোবায় ডুবে ব্যাঙের মাথা।**

**মন্তব্য :** সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। কিন্তু তাঁর এই কবিতায় বাচ্চাদের কি শিখানো হচ্ছে? এতে না আছে কোন দ্বীনী শিক্ষা, না আছে কোন নীতিকথা। এই অর্থহীন ছড়া-কবিতায় ব্যবহৃত 'ইতল' শব্দটি কোনো অভিধানে নেই। এর কোনো অর্থ বা প্রতিশব্দ বা বিপরীত শব্দ অথবা কোন কিছুর ঝংকার হিসাবেও এই শব্দ কারু জানা নেই। 'বিতল' শব্দের আভিধানিক অর্থ, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দ্বিতীয় পাতাল। যা এই কবিতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং ছোট শিশুদের তা জানারও প্রয়োজন নেই। অথচ এটি হ'ল মাদ্রাসার ১ম শ্রেণীর ২য় কবিতা।

**(১/১/৯)** পৃ. ২৪ **বর্ণ শিখি : ট ঠ ড ঢ ণ**

শুনি ও বলি (ছেলে ও মেয়ের যৌথ চিত্রসহ)।

**টগর তুলি। ঠোঙা খুলি। ডাব খাই। ঢাকনা দিই। চরণ ফেলে মাঠে যাই।**

**মন্তব্য :** চারটি ছবির প্রতিটিতেই পৃথকভাবে এক জোড়া করে ছেলে ও মেয়ে আছে। এটি পরবর্তীতে ক্লাসের একজোড়া ছেলে ও মেয়েকে নিরিবিলি স্থানে একত্রিত হওয়ার দিকে প্ররোচিত করবে। যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রকাশ্যে বা আড়ালে-আবডালে এখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। যা ইভটিজিং ও ব্যভিচারকে সহজলভ্য করে তুলেছে।

নীচের ছবিতে ছেলেটি ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে 'চরণ ফেলে মাঠে' যাচ্ছে। আর সে তার পিছনে 'টগর' ফুলের গুচ্ছ নিয়ে এগিয়ে আসা মেয়েটির দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দেখছে। এর দ্বারা তাদেরকে কি শিখানো হচ্ছে? ছেলে-মেয়েরা পা ফেলে রাস্তায় চলে। কেউ তো চরণ ফেলে চলে না। তাছাড়া অন্য ফুল বাদ দিয়ে টগর ফুল কেন? আর মেয়ে কেন ছেলেকে ফুল দিচ্ছে? ছেলে কি ছেলেকে ফুল দিতে পারেনা?

মূলতঃ 'চরণ' বলে কুফরী দর্শনের অনুসারী অমুসলিম লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০ খৃ.) কবিতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, 'গুরুর চরণ পরম রতন কর রে সাধন'। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.) তাঁর 'চরণ' নামক প্রভাত সংগীত শুরু করেছেন দেবীর বন্দনা গেয়ে। যেমন তিনি বলছেন,

**দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,**

**দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।**

মুসলিম ছেলে-মেয়েরা কারু চরণ ধূলায় বিশ্বাসী নয়। বরং তারা সকল কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে।

আর সাদা পাঁচ পাতা বিশিষ্ট 'টগর' ফুল হ'ল দেবতা শিবের প্রিয় ফুল এবং 'লাল জবা' হ'ল কালী দেবীর প্রিয় ফুল। হিন্দুদের বাড়ীতে এ দু'টি ফুল গাছ প্রায়ই দেখা যায়। যে ফুল দিয়ে তারা নিয়মিত পূজা দেয়। মাদ্রাসার বইয়ে বাচ্চার হাতে 'টগর' ফুলের তোড়ার ছবি দিয়ে তাহ'লে কোন দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

হিন্দুমতে ভগবান বিষ্ণুর পসন্দের রং হ'ল 'সাদা'। আর টগর ফুল হ'ল সাদা। আর মা কালীর পসন্দের রং হ'ল রক্তরাঙা 'জবা'। তাহ'লে বইয়ে টগর ও জবা ফুলের ছবি দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের কি বিষ্ণু পূজা ও কালী পূজার দিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে?

একই পৃষ্ঠার মাঝের ছবিতে মেয়েটি 'ডাব' খাচ্ছে। পাশে টগর ফুলের তোড়া নিয়ে ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে আছে। প্রশ্ন : ডাব খাওয়ার ছবি কেন?

হিন্দু উপাসনায় নারিকেল এক অপরিহার্য অনুসঙ্গ। পূর্ণ ঘটের উপরে ডাব না থাকলে কোনও পূজাই সম্পন্ন হয় না। সমাজ-নৃতাত্ত্বিকদের মতে, পূর্ণ ঘট ও ডাব একত্রে এক বিশেষ প্রজনন-চিহ্ন, যা সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষের কাছে উপাস্য বলে বিবেচিত (অর্থাৎ মেয়েটি হ'ল ঘট, আর ছেলেটি হ'ল ডাব)। অন্যান্য সংস্কৃতিতে নারিকেল বা ডাবের এই ব্যবহার এখন দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতিতে ডাব বা নারিকেল আজও বিপুলভাবে সমাদৃত। পূজা-অর্চনা ছাড়াও জ্যোতিষীরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় নারিকেলকে। কেননা জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, নারিকেল মানুষকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করে। যেমন-

(১) অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে প্রতি মঙ্গলবার আধা মিটার লাল কাপড় দিয়ে একটি নারিকেলকে মুড়ে কোন ব্যক্তির চারপাশে ঘুরিয়ে নিতে হয়, তাতেই ওই ব্যক্তি অশুভ থেকে রক্ষা পায়। (২) আর্থিক সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে হ'লে প্রতি মঙ্গলবার হনুমান মন্দিরে একটি নারিকেল নিয়ে যাওয়া বিধেয়। সেখানে হনুমান মূর্তির পা থেকে সিঁদুর নিয়ে সেই নারিকেলে স্বস্তিকা চিহ্ন 卐 আঁকতে হবে। সেই সঙ্গে মন্দিরে বসে 'হনুমান চল্লিশা' পাঠ করতে হবে। এমনটা ৮ সপ্তাহ করা বিধেয়। (৩) শনিগ্রহের কোপ থেকে রক্ষা পেতে প্রতি শনিবার একটা নারিকেল গঙ্গাজলে ডুবিয়ে ওঁ রামদূতায়ঃ নমঃ মন্ত্র ৭ বার পাঠ করতে হয়। এতে শ্রী হনুমানের প্রসাদপ্রাপ্ত হয়ে শনির কোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (৪) কালসর্প দোষ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে একটি শুকনা নারিকেল ও কম্বল একজন দরিদ্র লোককে দান করা বিধেয়। উল্লেখ্য যে, স্বস্তিকা চিহ্ন হ'ল, আদি আর্যদের বিজয় চিহ্ন। পরবর্তীতে এটি জার্মান নেতা এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫ খৃ.)-এর হিংস্রতার প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অথচ মুসলমানের ঈমান হ'ল ভাল-মন্দ সবকিছুর মালিক আল্লাহ। 'তিনি যদি কারু অমঙ্গল চান, তা দূর করার ক্ষমতা কারু নেই। আর তিনি যদি কারু মঙ্গল চান, তাকে রোধ করার ক্ষমতাও কারু নেই' *(ইউনুস ১০/১০৭)*। তাহ'লে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী পাঠিয়ে আমাদের সন্তানরা কি হিন্দু সংস্কৃতি

শিখে মুশরিক হয়ে আসছে? বইয়ের কোথাও ঈমানী কোন বক্তব্য বা কবিতা নেই। যাতে মুসলিম সন্তানরা আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

**(১/১/১০)** পৃ. ২৬ পাঠ-১৯ **বর্ণ শিখি : ত থ দ ধ ন**

দ্বিতীয় ছবিতে দ ও ধ-এর উদাহরণ হিসাবে দেখা যায় একটি মেয়ে একটি ছেলের ধামায় দই এগিয়ে দিচ্ছে। যেখানে লেখা হয়েছে, **দই আনি। ধামা টানি।**

**মন্তব্য :** সবকিছু বাদ দিয়ে দই ও ধামা কেন? কারণ- হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস মতে সরস্বতী হ'ল বিদ্যা দেবী। সনাতন ধর্মীয় রীতিতে প্রত্যুষে দেবীকে দুধ, মধু, দই, ঘি, কর্পূর ও চন্দন দিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর চরণামৃত নেয় ভক্তরা। পূজার পর দিন পুনরায় পূজার পর চিড়া ও দই একত্রে মিশিয়ে করে দধিকরম্ব বা দধিকর্মা নিবেদন করা হয়। এরপর পূজা শেষ হয়। সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এজন্যই দেখা যায় অধিকাংশ দই ও মিষ্টির দোকান হিন্দুদের মালিকানাধীন।

অতঃপর 'দই' নেওয়ার জন্য অন্যসব বাদ দিয়ে 'ধামা' কেন? কারণ-

প্রতি বছর ফাল্গুন সংক্রান্তির সকালে ঘেঁটুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ ঘেঁটু হ'ল চর্মরোগের দেবতা। আর চর্মরোগ বা খোস-পাঁচড়া সাধারণতঃ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অধিকহারে দেখা দেয়। এই পূজার জন্য লাগে মুড়ি ভাজার পুরোনো ঝুলকালি মাখানো মাটির 'খোলা'। তার উপরে তিনটি গোবরের পিণ্ড লাগিয়ে সেগুলি কড়ি, সিঁদুর ও ঘেঁটু ফুল দিয়ে সাজানো হয়। খোলার উপরে একটি বস্ত্রখণ্ড বিছিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির উঠানে বা একটু দূরে রাস্তার তিনমাথা বা চারমাথার ধারে জনতার মাঝে এটি সম্পন্ন হয়। তখন ছড়া কাটা হয়-

ধামা বাজা তোরা কুলো বাজা
এলো এলো দ্বারে ঘেঁটু রাজা।

পূজা শেষে অল্পবয়সী ছেলেরা মোটা বাঁশের লাঠি দিয়ে খোলাটা ভেঙে দিয়ে হরিবিদ্বেষী ঘেঁটু দেবতাকে অপমান করে। তারপর দৌড়ে পুকুরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আসে, যাতে তাদের চর্মরোগ না হয়। এরপর মহিলারা ওই বস্ত্রখণ্ডটি এনে বাচ্চাদের চোখে বুলিয়ে দেন এবং খোলার ঝুলকালি কাজলের মতো লাগিয়ে দেন, যাতে তাদের চোখ ভালো থাকে।

বসন্ত ঋতুতে খোস-পাঁচড়া যাতে বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য এই কাল্পনিক অশুভ দেবতাকে মেরে বিদায় করা হয়।

প্রশ্ন : তাহ'লে 'দই আনি। ধামা টানি' বলে আমাদের বাচ্চাদের কি শিখানো হচ্ছে?

২৬ পৃষ্ঠায় নীচের ছবিতে একটি মেয়ে নৌকায় হাল ধরে বসে আছে, আর একটি ছেলে ধামা ভর্তি দই নিয়ে বসে আছে। অতঃপর লেখা হয়েছে, 'নদীর জলে নাও চলে'।

প্রশ্ন : ছেলে ও মেয়ে একাকী নৌকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? আর 'জলে' কথাটি হিন্দুরা বলে। মুসলিমরা 'পানি' বলে। তারা 'আবহাওয়া' বলে জলহাওয়া নয়। তাহ'লে এটা নব্বই শতাংশ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী বাংলা ভুলিয়ে হিন্দু বাংলায় অভ্যস্ত করার সুচতুর অপচেষ্টা নয় কি?

**(১/১/১১)** পৃ. ৩০ পাঠ-২১ **ছড়া**

-রোকনুজ্জামান খান, দাদা ভাই (পাংশা, রাজবাড়ী ১৯২৫-১৯৯৯ খৃ.)।

**বাক বাকুম পায়রা**
**মাথায় দিয়ে টায়রা**
**বউ সাজবে কাল কি?**
**চড়বে সোনার পালকি?**

**মন্তব্য :** এটি হ'ল অত্র বইয়ের ৩য় ছড়া। উক্ত কবিতায় 'বউ সাজবে কাল কি?' বলে শিশুদের বউ বিষয়ে উৎসুক করে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে শিশুর নৈতিকতা বৃদ্ধির কোন শিক্ষা আছে কি?

**(১/১/১২)** পৃ. ৩৬ পাঠ-২৫ বর্ণ শিখি : **শুনি ও বলি ৎ ং ঃ ঁ**

এ পৃষ্ঠায় ৪টি ছবির মধ্যে দু'টি ছবি হ'ল, **সং সাজে। দুঃখ ভোলে**।

**মন্তব্য :** দু'টি ছবিই ১লা বৈশাখ বর্ষবরণ উৎসবের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া একটি ছেলেকে সং সাজিয়ে আর দু'টি মেয়েকে তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে থাকার মধ্যে সন্তানদের কি শিখানো

হচ্ছে? এখন তো দেখা যাচ্ছে, এইসব সং সাজা কিশোররাই তাদের পরিচিত কিশোরীদের সম্ভ্রম নষ্ট করছে ও খুন করছে। আরেকটি ছবিতে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা ছেলেটিকে একটি মেয়ে আদর করে দুঃখ ভোলাচ্ছে। কেন, একটি ছেলে অন্য ছেলেকে বা একটি মেয়ে অন্য মেয়েকে এরূপ আদর করে দুঃখ ভোলাতে পারত না?

**(১/১/১৩)** পৃ. ৩৯ পাঠ-২৭

**হনহন পনপন**

-সুকুমার রায় (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)।

**চলে হনহন ছুটে পনপন**
**ঘোরে বনবন কাজে ঠনঠন...**

**মন্তব্য :** এটি হ'ল বইয়ের ৪র্থ ছড়া। ৫ লাইনের উক্ত ছড়ায় ১ম শ্রেণীর শিশুদের জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে? তারা যেন ভবিষ্যতে 'কাজে ঠনঠন' ও অকর্মা হয়, সেটাই কি শেখানো হচ্ছে? আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ভবঘুরেদের দেখলে তো সেটাই মনে হয়।

**(১/১/১৪)** পৃ. ৪৪ পাঠ-৩২ **আ-কার**

**কাকা যায়। ডাব খায়।**
**খালা যায়। জাম খায়।**

**মন্তব্য :** আ-কার শিখানোর জন্য 'চাচা' বাদ দিয়ে 'কাকা' কেন? এদেশের কত শতাংশ শিশু 'কাকা' বলে? মুসলমানদের বিপরীতে এটা হিন্দুরা বলে থাকে। অথচ হিন্দুদের এ ভাষাটাই মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসায় বসিয়ে শিখানো হচ্ছে। ছবিতে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পানি খাওয়া ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি শিখানো হচ্ছে।

আ-কার শিখানোর জন্য 'খাতা' বাদ দিয়ে 'খালা' কেন? ছেলেটিকে তাহ'লে কি খালাদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ জড়তার বদলে তাদের সাথে ফ্রি মেলামেশার দিকে উসকে দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া খালারা কি 'জাম' খেতে খেতে রাস্তায় চলেন? এর দ্বারা মেয়েদের পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতা শিখানো হচ্ছে।

**(১/১/১৫)** পৃ. ৪৭ পাঠ-৩৫ **উ-কার**

**খুকুর ঘুঙুর। ঝুমুর ঝুমুর।**

**মুমুর পুতুল। আমের মুকুল।**

**মন্তব্য :** ঘুঙুর, ঝুমুর বা পুতুল কেন? এগুলি কোন সংস্কৃতির ইঙ্গিত বহন করে? এদেশে কয়জন ছেলে-মেয়ে এগুলিতে অভ্যস্ত? ইসলামে গান-বাজনা ও পুতুল-প্রতিমা নিষিদ্ধ। অথচ মুসলিম সন্তানদের মাদ্রাসায় বসিয়ে এগুলির তালীম দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া 'মুমু' কোন ছেলের নাম নাকি মেয়ের নাম, তা বুঝার উপায় কি? উ-কার দিয়ে কোন ইসলামী নাম কি লেখকদের জানা ছিলনা?

**(১/১/১৬)** পৃ. ৪৮ পাঠ-৩৬ **উ-কার**

**ময়ূর যায়। নূপুর পায়। ...সূর্য হাসে।**

**মন্তব্য :** আগের পৃষ্ঠায় ঘুঙুর, ঝুমুর ও পুতুল শিখানোর পর এ পৃষ্ঠায় 'নূপুর' শিখানো হচ্ছে। 'নূপুর' কয়জন শিক্ষার্থীর পায়ে থাকে? তাছাড়া 'ময়ূর' চিনানোর জন্য বাচ্চাদেরকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে হবে। যেয়ে দেখবে, সেই ময়ূরের পায়ে 'নূপুর' নেই। তখন ঐ শিক্ষার্থীর কাছে এটা কি ধোঁকা মনে হবেনা? এভাবে ছোট থেকেই বাচ্চাকে মিথ্যা শিখানো হচ্ছে। তাছাড়া দু'টি চোখ ও ঠোঁট দিয়ে 'সূর্যে'র হাসি দেখিয়ে কি শিখানো হচ্ছে? সূর্যকে যারা দেবতা বলে ও পূজা করে, এটা কি তাদের খুশী করার জন্য? অথচ মুসলমানরা সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*।

**(১/১/১৭)** পৃ. ৫০ পাঠ-৩৮ **এ-কার**

**জেলে জলে জাল ফেলে। মাছ ধরে হেসে খেলে।**

**ছেলে মেয়ে খেলা করে।**

**মন্তব্য :** মুসলিম জেলেরা 'জলে' জাল ফেলেনা। তারা 'পানি'তে জাল ফেলে। সেখানে ছেলে ও মেয়ে একসাথে যায় না বা হেসে খেলে মাছ ধরে না। ছেলে ও মেয়ে একসাথে খেলাও করেনা। তাহ'লে এসবের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে স্বভাবজাত পর্দার বাঁধন ছিন্ন করার দূরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না কি?

**(১/১/১৮)** পৃ. ৫১ পাঠ-৩৮ **ঐ-কার**

**বৈশাখ মাসে বৈকাল বেলা। সৈকতে বসেছে মেলা।**

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে বৈশাখী মেলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অথচ এসব 'মেলা' ইসলামে নেই। 'মেলা' হিন্দুরা বসায় তাদের পূজা উপলক্ষ্যে। মুসলমানরা নয়।

**(১/১/১৯)** পৃ. ৫২ পাঠ-৪০ **ও-কার**

**লোপা বসে ছোলা খায়। ঢোল হাতে খোকা যায়।**

**মন্তব্য :** 'লোপা' নাম অনৈসলামিক। তাছাড়া মুসলিম সন্তানরা 'ঢোল' হাতে রাস্তায় চলে না। মনে করি শিক্ষকদের সন্তানরাও এভাবে ঢোল নিয়ে রাস্তায় চলে না। তাহ'লে এর দ্বারা তাদেরকে হিন্দুদের ঢোল-তবলার দিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে না কি? কেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে ঢোল-তবলার তালীম দেওয়া হচ্ছে?

**(১/১/২০)** পৃ. ৫৩ পাঠ-৪১ **ঔ-কার**

**চৌকা ঘুড়ি। তৈরি করি।**

**নৌকায় যায় বউ। মৌচাকে আছে মৌ।**

**মন্তব্য :** ছাত্র-ছাত্রীরা কি তাহ'লে পড়া তৈরী বাদ দিয়ে 'চৌকা ঘুড়ি' তৈরী করবে? নৌকায় কি কেবল বউ যায়? নৌকা ভরে কি 'লাউ' বাজারে নেওয়া যায় না? তাছাড়া বউ আর মউ-এর মধ্যে মধুর সম্পর্ক শিশুকাল থেকেই কি শিখানো হবে? এর ফলে শিশুদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন না দেখিয়ে স্থূল কামনা-বাসনার দিকে উসকে দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে পুরা বইতে ৫ম পৃষ্ঠায় 'এত ডাকি তবু কথা, কও না কেন বউ'; ৩০ পৃষ্ঠায় 'বউ সাজবে কাল কি? চড়বে সোনার পালকি?' এবং ৫৩ পৃষ্ঠায় 'নৌকায় যায় বউ। মৌচাকে আছে মৌ'। এভাবে মোট ৭টি কবিতার তিনটিতেই শিশুদেরকে 'বউ'-এর প্রতি উৎসাহী করা হয়েছে। যার পরিণাম ভোগ করছে তারা তরুণ বয়স থেকেই। আজকে কিশোর গ্যাং-এর অত্যাচারে সমাজ ধসে যাচ্ছে। এরপরেও বোর্ড কর্তৃপক্ষের হুঁশ ফিরেনি।

**(১/১/২১)** পৃ. ৫৫ পাঠ-৪৩ **কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ লিখি**

এখানে রয়েছে ঢোল, নূপুর ও বীণ অর্থাৎ সাপুড়ের বাঁশির ছবি।

**মন্তব্য :** সবকিছুতেই হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারণা।

**(১/১/২২)** পৃ. ৫৮ পাঠ-৪৬ **রুবির বাগান**

**'বাগানের পাশে মাঠ জুড়ে রয়েছে সরষে খেত'।**

**মন্তব্য :** এখানে 'ক্ষেত' বানান 'খেত' লেখা হয়েছে। অথচ এদেশে সর্বদা 'ক্ষেত' শব্দটি শস্যক্ষেত অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এ শব্দটির বানান পরিবর্তন করে 'খেত' করা হয়েছে। একইভাবে 'আবহাওয়া'কে 'জলবায়ু' ও 'জলহাওয়া', 'ইতিমধ্যে'কে 'ইতোমধ্যে', 'রফতানী'কে 'রপ্তানি' বানিয়ে বিকৃতভাবে চালু করা হচ্ছে। অথচ বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে আরবী, ফার্সী, উর্দূ, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি শব্দ সমূহকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে। আর 'ক্ষেত' শব্দটি হিন্দী। যা উর্দূ ও বাংলা উভয় ভাষায় 'শস্যক্ষেত' অর্থে বহুল প্রচলিত। জানিনা এখন থেকে রুবির মা রুবিকে দস্তরখানে 'খেতে' ডাকলে সে বাড়ীর পাশে সরিষা 'ক্ষেতে' চলে যাবে কি না!

ঐরূপ অযৌক্তিক বানান পরিবর্তনের অপপ্রভাব পড়েছে আরবী বানানগুলিতে। যা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত বইসমূহে এবং ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসমূহে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। যেমন তারা ইসলামী বানান করেছে 'ইসলামি', আরবী বানান করেছে 'আরবি'। একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইবতেদায়ী বানান করেছে 'ইবতেদায়ি', ঈমানকে বানিয়েছে 'ইমান', তাওহীদকে বানিয়েছে 'তাওহিদ', নবীকে 'নবি', রাসূলকে 'রাসুল', মাজীদকে 'মাজিদ', তাক্বদীরকে 'তাকদির' ইত্যাদি। এইসব ভুল বানান দিয়ে আরবীর মূল উচ্চারণকে বিকৃত করা হয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.) চেয়েছিলেন আরবী-ফার্সী সমৃদ্ধ বাংলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.) চেয়েছিলেন সেখান থেকে আরবী-ফার্সী ছাঁটাই করতে। সে যুদ্ধ এখনো চলছে কলকাতার বাংলা ও ঢাকার বাংলার মধ্যে। অথচ ঢাকার চিহ্নিত বাংলা দৈনিকটি এবং সাথে সাথে বাংলা একাডেমীর ভাষা ও বানানগত আচরণ যেন আমাদের জাতীয় কবি নজরুলের ঘোর বিরোধী ও অবিভক্ত বাংলার প্রচারক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্ধ অনুসারী।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার বিরহ বেদনায় নজরুলের লিখিত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতার ২২তম লাইন 'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার' প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেন, 'কবিগুরুর আপত্তি সত্ত্বেও 'খুন'-এর বদলে 'রক্ত' ব্যবহার আমি করিনি। এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম। তাতে তিনি আপত্তি করে বলেছিলেন, ও লাইনটাকে- 'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুর্নবার'ও করা চলত। আমি বলি, কিন্তু তাতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত'। তিনি বলেন, যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার সেখানে জোর করে আমি 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে, 'রক্ত-খারাবি'ও লিখি নাই। হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি'।

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'আমার কৈফিয়ত' প্রভৃতি মোট ১০টি কবিতা নিয়ে নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ লিখিত ২৬ লাইনের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটির প্রথম দিকের লাইনগুলি ছিল নিম্নরূপ।-

দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

অতঃপর ১৯-২২ চার লাইনে তিনি লেখেন,

কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে নজরুল ছিলেন ৩৮ বছরের ছোট। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার সময় ১৯২১ সালটিকে যদি নজরুলের কবি হিসেবে উন্মেষকাল ধরি, তখন রবীন্দ্রনাথ ষাট বছরের পরিণত বয়সে পৌঁছে

গেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র কাব্য বলয় থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টা যেমন 'কল্লোল' যুগের কবিদের মধ্যে ছিল, সেটি নজরুলের মধ্যেও ছিল'।

একইভাবে তিনি তাঁর ৭৫ লাইনের দীর্ঘ 'কোরবানী' কবিতার শেষ তিন লাইনে লেখেন-

ওই খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

'বিদ্রোহী' 'কোরবানী' ও 'মোহররম' সহ মোট ১২টি কবিতা নিয়ে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট নজরুল অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা বের করেন। পত্রিকার ২৬শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে নজরুলের একটি রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হয়। ফলে ৮ই নভেম্বর উক্ত সংখ্যাটি বাযেয়াফ্ত করা হয়। অতঃপর ২৩শে নভেম্বর তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয়। অতঃপর বিচার শেষে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯২৩ সালের ১৫ই অক্টোবর কলিকাতার আলীপুর জেলখানা থেকে তিনি মুক্তি পান। উল্লেখ্য যে, কারাগারে ভদ্র কয়েদীদের বছর গণনা করা হয় ৯ মাসে। ১৬ লাইনের উক্ত কবিতাটির প্রথম চার লাইন ছিল নিম্নরূপ।-

আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?

নিঃসন্দেহে এরূপ কবিতা সহ্য করা ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

**(১/১/২৩)** পৃ. ৬২ পাঠ-৪৮ **মুমুর সাত দিন**

**মন্তব্য :** এখানে মুমুর সাতদিনের কর্মতালিকা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে একদিনও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কিংবা জুম'আর ছালাতের কথা নেই। বরং 'ওইদিন সে খেলাধুলা করে'। এতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে?

**(১/১/২৪)** পৃ. ৬৪ পাঠ-৪৯ **ছড়ায় ছড়ায় সংখ্যা**

**মন্তব্য :** এখানে ১ থেকে ২০ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে ছবি সহ দু'লাইন করে ১০টি ছড়ার মাধ্যমে। যার মধ্যে কোনটিতেই কোন শিক্ষণীয় বিষয় নেই। যেমন, **'পাঁচ আর ছয়। বাঘ দেখে ভয়'। 'তের আর চৌদ্দ। বাঘে মোষে যুদ্ধ'। 'এগারো আর বারো। হাতে হাত ধরো'।** ছবিতে একটি মেয়ের দু'হাত দু'দিকে দু'টি ছেলে ধরে আছে। এসব কবিতা শিখে যদি যৌবনে ছেলেরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয় কিংবা কোন মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, তাহ'লে তাদের দোষ দেওয়া যাবে কি?

**(১/১/২৫) মন্তব্য :** এভাবে পুরা বইয়ের ৫৬টি পাঠের প্রায় সর্বত্র ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ছবিতে ভরা। কোথাও কোন শিক্ষণীয় কবিতা বা গল্প নেই। হ্যাঁ, বইয়ের সর্বশেষ কভার পৃষ্ঠার বাইরে মাঝখানে বড় করে লেখা আছে 'বড়দের সম্মান কর'। এটা পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত। যদিও এই কভার পেজটি সর্বদা নীচেই পড়ে থাকে। আর সম্ভবতঃ সেজন্য বড়দের সম্মান এখন সর্বত্র নীচেই পড়ে আছে। প্রশ্ন হ'ল, প্রথম শ্রেণীর শিশুর জন্য ৭২ পৃষ্ঠার বিশাল বই কেন? তাকে তো ছোট বইয়ে অনেক কিছু শেখানো যেত। এছাড়াও রয়েছে তাদের ঘাড়ে অন্যান্য বইয়ের বোঝা।

## (২) ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class One

Re-print : August, 2019

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** M S Hoque, Yasmin Banu, Md Abdur Razzaque, Naina Shahzadi. **Illustration Editor :** Hashem khan

**(১/২/১)** [মোট ৬৪ পৃষ্ঠার অত্র বইয়ে মানুষের ছবি আছে ১১৫টি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে ইঁদুর, বিড়াল, পিঁপড়া, হাতি, ছাগল, কাক, মুরগী, কুকুর, বাঘ, গরু, মাছ ও জেব্রার সর্বমোট ছবি ২৯৮টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**মন্তব্য :** অথচ এগুলি অপ্রয়োজনীয়। সাথে সাথে ছবি-মূর্তির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সুচতুর প্রতিবাদ বৈ কি!

## (৩) গণিত

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** আ. ফ. ম. খোদাদাদ খান, সালেহ্ মতিন, হামিদা বানু বেগম, ড. মোঃ মোহসীন উদ্দিন। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[মোট ১০০ পৃষ্ঠার অত্র বইয়ে মানুষের ছবি ১০৬টি। পাখির ৭২, বিড়াল ১৩, মাছ ৩, প্রজাপতি ২৬, বাঘ ৫, মুরগী ৫, কাঠবিড়াল ৯, হাঁস ২, মুরগী ৫, সিংহ ১০, কুকুর ১, বিভিন্ন প্রাণীর কার্টুন ১২১টি, গরু ১০, হাতি ৩, কচ্ছপ ৬, খরগোশ ২, ইঁদুর ১ ও হরিণের ৩১টি। সর্বমোট ৪২৬ টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৬।]

**(১/৩/১)** বইয়ের নির্দেশনায় 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা' শিরোনামে বলা হয়েছে, ১) চরিত্র : পাঠ্য পুস্তকে রেজা ও মিনা দু'জনের কথোপকথন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে'।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**(১/৩/২)** পৃ. ২৬ **৭. যোগের ধারণা (১ থেকে ১০)**

দিপু ও ইমা শহিদ মিনারে ফুল নিয়ে এসেছে। দিপু এনেছে তিনটি ফুল। ইমা এনেছে চারটি ফুল। তারা দুইজনে কতগুলো ফুল এনেছে?

**মন্তব্য :** ছবিতে দেখানো হয়েছে যে, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারে ফুল দিচ্ছে। যা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক এবং স্থানপূজার শামিল। প্রশ্ন হ'ল, গণিতের সাথে এর সম্পর্ক কি? তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের সাথে এরূপ পূজার সম্পর্ক কি? বরং উচিৎ ছিল সর্বস্তরে বাংলা চালু করা। অথচ আজও বিচার বিভাগে ইংরেজীতে রায় লেখা হয়।

**(১/৩/৩)** পৃ. ৪২ **সংখ্যার তুলনা** চিত্রে শিশু বেশি নাকি টুপি বেশি? *(পৃ. ৪৫)* ...খিসা ও তপুর বেলুনের সংখ্যার পার্থক্য কত?

**মন্তব্য :** সংখ্যা শেখানোর জন্য শিশু বেশী না টুপি বেশী এমন উদাহরণ কেন? এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে টুপির প্রতি তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। তাছাড়া যে

টুপির ছবি দেওয়া হয়েছে, তা ইসলামী টুপি নয়। বরং বিগত যুগের ইংরেজ ছাহেবদের হ্যাট-এর অনুকরণ। যা মাদ্রাসার ছাত্ররা কখনো দেখেনা এবং পরেনা। অতঃপর ছেলের নাম দেওয়া হয়েছে তপু ও মেয়ের নাম খিসা। অর্থহীন এইসব নাম ইসলামী নয়। রাসূল (ছাঃ) মন্দ নাম সমূহ পরিবর্তন করে দিতেন।[৩৩]

**(১/৩/৪)** ৫০ পৃষ্ঠায় ৪নং অংকে বলা হয়েছে- একটি শ্রেণিকক্ষে ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী বসে আছে। তাদের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। শ্রেণিকক্ষে কতজন ছাত্র আছে?

**মন্তব্য :** গণিত শিখানোর আড়ালে ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা ও বেপর্দা শিখানো হচ্ছে। বরং প্রথম শ্রেণী থেকেই ছেলে ও মেয়েদের পৃথক কক্ষে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও পৃথক প্রতিষ্ঠান হওয়াই উত্তম।

**(১/৩/৫)** পৃ. ৯৯ পরিশিষ্ট ৩ : **সংখ্যা গণনা খেলা**

...এখানে প্রশ্নকর্তা হাতে এক বা একাধিক তালি দিবে এবং উত্তরদাতা তালির সংখ্যা বলবে।

**মন্তব্য :** হাততালি ইসলামী শিষ্টাচারের বিরোধী। মক্কার কাফেররা রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত নষ্ট করার জন্য কাবাগৃহের পাশে দাঁড়িয়ে শিস দিত ও হাতে তালি বাজাত *(আনফাল ৮/৩৫)*। তাছাড়া খেলাটি জুয়া খেলার ন্যায়। প্রশ্ন হ'ল মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এভাবে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইসলামী শিষ্টাচারের বিরোধী এবং জুয়া খেলার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পিছনে ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে না কি?

**(১/৩/৬)** পৃ. ১০০ পরিশিষ্ট ৪ : **বোর্ড খেলা**

...খেলতে লুডুর গুটি ও কৌটা লাগবে।

**মন্তব্য :** এটিও জুয়া খেলার অন্তর্ভুক্ত। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দুর্ভাগ্য, এটি দিয়েই মাদ্রাসার **১ম** শ্রেণীর **১০০** পৃষ্ঠার বিশাল গণিত শিক্ষা বই শেষ করা হয়েছে। যেখানে ইসলামী শিক্ষার কোন কিছুই নেই।

---

৩৩. তিরমিযী হা/২৮৩৯ রাবী আয়েশা (রাঃ); মিশকাত হা/৪৭৭৪-৭৭, ৮১-৮২; ছহীহাহ হা/২০৭-০৯।

## (৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন :** আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম খন্দকার, মুহাম্মদ আখতার ফারুক, মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ। **সম্পাদনা :** আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(১/৪/১) মন্তব্য :** বইয়ের শুরুতে **মাজিদ, তাজভিদ, ইবতেদায়ি** বানানগুলি বিকৃত করা হয়েছে। এখানে হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার-এর পার্থক্য রাখা হয়নি। আরবী উচ্চারণের জন্য যা অপরিহার্য। যেমন মাজিদ-এর আরবী বানান হ'ল مَاجِد। যা আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণবাচক নাম। অর্থ 'মর্যাদাবান'। আর মাজীদ এর আরবী হ'ল مَجِيد। যা কুরআনের বিশেষণ *(বুরূজ ৮৫/২১)*। অর্থ 'মর্যাদামণ্ডিত'। এখানে সেটাই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বানান দেওয়া হয়েছে ভুল। একইভাবে তাজভিদ ও ইবতেদায়ি বানানে দীর্ঘ ঈ-কার বাদ দিয়ে হ্রস্ব ই-কার দেওয়া হয়েছে। যার কোন অর্থ হয় না। সঠিক উচ্চারণ হবে 'তাজভীদ' বা তাজবীদ ও 'ইবতেদায়ী'। এভাবে আরবীর প্রায় সকল বানানেই বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যদি দীর্ঘ ঈ-কার ও হ্রস্ব ই-কারে কোন পার্থক্য না থাকবে, তাহ'লে তাজবীদ পাঠের উদ্দেশ্য কি? জানিনা বোর্ড কর্তৃপক্ষের আরবীর প্রতি এত এলার্জী কেন?

**(১/৪/২) মন্তব্য :** বইটির শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে, **পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন -আল কুরআন।** অথচ এটি কুরআনের কোন্ আয়াত সেটি লেখা হয়নি। কুরআনের নামে অস্পষ্টভাবে এরূপ উদ্ধৃতি দেওয়া ঠিক নয়। শেষ কভারের পিছনে কেন? যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি কি কুরআনের অবমাননা নয়? রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে যেভাবে কুরআনকে পিছনে ফেলা হয়েছে, এখানে কি সেটারই নমুনা দেখানো হ'ল?

## (৫) আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। **সম্পাদনায় :** অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১২।]

**(১/৫/১)** বইয়ের প্রসঙ্গ-কথায় বলা হয়েছে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

**মন্তব্য :** উক্ত বানান রীতি আরবী-ফার্সী ও ইসলামী শব্দগুলির বানান ধ্বংস করেছে। যা আদৌ অনুসরণীয় নয়। যেমন ঈমানকে 'ইমান' নবী-রাসূলকে 'নবি-রাসুল' মাজীদকে 'মাজিদ' আযান ও ছালাতকে 'আজান ও সালাত' ওযূকে 'অজু' ইত্যাদি ভুল বানানে লেখা হয়েছে।

**(১/৫/২)** পৃ. ১ প্রথম অধ্যায় পাঠ-১ **ইমানের পরিচয়**

**মন্তব্য :** এখানে 'ইমান' বানান ভুল করা হয়েছে। প্রকৃত বানান হবে 'ঈমান'। হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কারের প্রভেদ না করে আরবী বানানে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। সাথে সাথে অর্থেরও তারতম্য ঘটে। এরূপ ভুল বানান অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**(১/৫/৩)** পৃ. ৩ পাঠ-৩ **কালিমা তায়্যিবা** لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

**মন্তব্য :** বাংলায় 'কালিমা' অর্থ কলুষ। অতএব বানান হওয়া উচিৎ ছিল 'কালেমা'। 'তায়্যিবা' বানান হওয়া উচিৎ ছিল 'ত্বাইয়েবা'। অতঃপর 'কালিমা তায়্যিবা' বলে যেটা লেখা হয়েছে, সেটা হ'ল কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। কেননা কালেমা ত্বাইয়েবা হ'ল 'সর্বোত্তম যিকর'।[৩৪] 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কোন যিকরের কালেমা নয়। আল্লাহ হ'লেন স্রষ্টা এবং মুহাম্মাদ হ'লেন সৃষ্টি। যিকর হবে স্রেফ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র, কোন সৃষ্টির নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমায়ে ত্বাইয়েবা হ'ল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[৩৫]

---

৩৪. তিরমিযী হা/৩৩৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮০০; মিশকাত হা/২৩০৬, রাবী জাবের (রাঃ)।
৩৫. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ইব্রাহীম ১৪/২৪ আয়াত।

কালেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয় অংশ বিভিন্ন নবীর নামে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম অংশ ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্’-এর মধ্যে কোন যুগে কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন আদম ‘ছফিউল্লাহ’ আল্লাহ্র মনোনীত;[৩৬] মূসা ‘কালীমুল্লাহ’ আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন কারী *(নিসা ৪/১৬৪)*; ঈসা ‘রূহুল্লাহ’ আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে জিব্রীল মারফত রূহের ফুঁক লাভকারী *(নিসা ৪/১৭১)*; ইব্রাহীম ‘খলীলুল্লাহ’ আল্লাহ্র বন্ধু।[৩৭] আল্লাহ বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ– ‘আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহি ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর’ *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। বুঝা গেল যে, সকল নবীর দাওয়াত ছিল ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ এবং সকল নবীর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে তাদের কল্পিত ও পূজিত সকল প্রকারের ইলাহ বা উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃত ইলাহ বা হক মা‘বূদ আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা। আর এটাই হ’ল কালেমায়ে ত্বইয়িবাহ বা পবিত্রতম বাক্য ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’। যে পবিত্র বাক্যের প্রতি ছিল সকল নবীর একান্ত আহ্বান। নবীগণ ছিলেন এ বাক্যেরই বাস্তব রূপকার। তাঁরা এসেছিলেন মানব সমাজে এ কালেমার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে। ‘কালেমায়ে ত্বইয়িবাহ’ তাই মানুষের অন্তর্বিপ্লবের মহা বিস্ফোরণ, ইহকাল ও পরকালে কল্যাণময় জীবনের মহান বারতা। এ কালেমা শুধু একটি বাক্য মাত্র নয়, বরং এটি হ’ল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান।

**(১/৫/৪)** পৃ. ৪ পাঠ-৪ **কালিমা শাহাদাত** أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

**মন্তব্য :** বরং কালেমায়ে শাহাদাত হ’ল : أَشْهَدُ أَنْ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ– *(আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ)*।

৩৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৪৬২।
৩৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩২৪৬২; তিরমিযী হা/৩৬১৬ যঈফ; মিশকাত হা/৫৭৬২।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল'।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, উক্ত কালেমাটি সংক্ষেপে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ* বলে প্রচলিত। এটি কালেমা ত্বাইয়েবাহ নয়, বরং কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ।

**(১/৫/৫)** একই পৃষ্ঠার নীচে আরবী ক্যালিওগ্র্যাফীতে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা হয়েছে।

**মন্তব্য :** এটি শিরকের উদ্বোধক। অথচ আল্লাহ হ'লেন সৃষ্টিকর্তা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সৃষ্টি। দু'টির মর্যাদা কখনোই সমান নয়। তাছাড়া ক্যালিওগ্র্যাফীতে অস্বচ্ছ বানান কেন?

**(১/৫/৬)** পৃ. ৬ দ্বিতীয় অধ্যায়, পাঠ-১ **ছড়া**

**আদি পিতা আদম নবি**
**মাতা হলেন হাওয়া**
**তাঁদের প্রতি রাখলে ইমান**
**পাব আল্লাহর দয়া।**

**মন্তব্য :** এরূপ কথার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তাছাড়া এটি ঈমানের ৬টি স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**(১/৫/৭)** পৃ. ৭ **ছড়া**

**শেষ নবি মুহাম্মদ (ﷺ)**
**সকল নবির সেরা ,**
**পরকালে পাব নাজাত**
**তাঁর অসিলায় মোরা।**

**মন্তব্য :** মুমিন তার ঈমান ও আমলের অসীলায় মুক্তি পাবে *(মুমিন ৪০/৪০)*, শেষনবীর অসীলায় নয়। এমনকি তাঁর মেয়ে ফাতেমাও তাঁর অসীলায় মুক্তি পাবেন না।[৩৯]

---

৩৮. বুখারী হা/৩৫২২; মুসলিম হা/১৭৬৪; মিশকাত হা/৩৯৬৪; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪।

**(১/৫/৮)** পৃ. ১১ তৃতীয় অধ্যায় পাঠ-১ **অজু**

অজুর ফরজ চারটি। যথা-...৩। মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা।

**মন্তব্য :** মাথার কিছু অংশ বা এক চতুর্থাংশ মাসাহ করার কোন দলীল নেই। বরং পূর্ণ মাথা বা মাথার সামনের কিছু অংশ সহ পাগড়ীর উপর মাসাহ অথবা কেবল পাগড়ীর উপর মাসাহ করা প্রমাণিত *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৯ পৃ.)*।

**(১/৫/৯)** পৃ. ৫ চতুর্থ অধ্যায় **আজান ও সালাত** পাঠ-১ আজান

অজু করে কিবলার দিকে মুখ করে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আজান দিতে হয়।

**মন্তব্য :** আযান ওযূ অবস্থায় দেওয়া উচিত। তবে বে-ওযূ অবস্থায়ও দেওয়া জায়েয আছে।[৪০] আর মাইক থাকলে সুবিধামত স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। মাইক না থাকলে বাইরে উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া যায়।[৪১] অসুস্থ হ'লে বসেও আযান দেওয়া যাবে।[৪২]

**(১/৫/১০)** পৃ. ২০ পাঠ-৩ **মুসাফাহা**

মুসাফাহার দোআ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ অর্থ: আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে ক্ষমা করুন।

**মন্তব্য :** মুছাফাহার সময় يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ অথবা نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ পড়ার বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ'।[৪৩]

**(১/৫/১১)** পৃ. ২০ **ছড়া**

**সুন্দরভাবে সালাম দিয়ে**
**একে অন্যের হাত ধরি,**
**গুনাহ মাফের জন্য দোআ**
**আল্লাহর কাছে করি।**

দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত (দুই জনের চার হাতে মুছাফাহার ছবি দেওয়া হয়েছে)।

---

৩৯. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৫; মিশকাত হা/৫৩৭৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৪০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫১-৫২; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৯ পৃ.।
৪১. দ্র. আত-তাহরীক, অক্টোবর'০৯, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৬।
৪২. বায়হাক্বী হা/১৯১৭; ইরওয়া হা/২২৫, ১/২৪২ পৃ.।
৪৩. আবুদাঊদ হা/৫১৩১ রাবী বারা বিন 'আযেব (রাঃ); যঈফাহ হা/২৩৪৪।

**মন্তব্য :** 'মুছাফাহা' অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো (إلصاق صفح الكف بالكف =*লিসানুল আরব*)। এর অর্থ একজনের হাতের তালু ও আরেকজনের হাতের পিঠ নয়। অথচ দুইজনের দুই হাত করে চার হাত মিলালে সেটিই হয়ে যায়। যা প্রচলিত আছে। অতএব মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলানো সুন্নাত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে করা পসন্দ করতেন'।[৪৪] ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহা করতেন।[৪৫] অতএব দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল।

**(১/৫/১২) মন্তব্য :** পূর্বের বইটির ন্যায় এ বইটিরও শেষ কভারপেজের পিছনে লেখা হয়েছে, পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন -আল কুরআন। অথচ আয়াত নম্বর না দিয়ে এরূপ লেখা ঠিক নয়। তাতে পবিত্র কুরআনকে অন্যান্য বইয়ের মত গণ্য করা হয়। যা পরোক্ষভাবে কুরআনের অবমাননার শামিল।

## (৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ্

ইবতেদায়ি প্রথম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৭

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মোঃ আহাম্মদ উল্লাহ, ড. মোঃ নূরুল্লাহ, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। **সম্পাদনা :** শাব্বীর আহমদ মোমতাজী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। এতে সিংহের ছবি ৪টি, উট ৩, মানুষ ১৫, মাছি ৩, জেব্রা ৪, ব্যাঙ ২, পাখি ১৭, হরিণ ৩, ছাগল ৫, গরু ৩, হাতি ৫ এবং বানর ২। সর্বমোট প্রাণীর ছবি ৬৬টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

---

৪৪. বুখারী হা/৪২৬; মুসলিম হা/২৬৮; মিশকাত হা/৪০০ 'তাহারৎ' অধ্যায়-৩, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪; বুখারী হা/১৬৮, 'ওযূ' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৩১, (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى نَعْلَيْهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ) মুসলিম হা/২৬৮ (৬৭), 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-১৯।

৪৫. বুখারী হা/৬২৬৩; মিশকাত হা/৪৬৭৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ-৩।

**(১/৬/১)** পৃ. **১১** প্রথম আরবী কবিতা **يَا إِلٰهِيْ** (হে আমার উপাস্য)

يَا إِلٰهِيْ أَنْتَ رَبِّيْ- كُلُّ خَيْرٍ مِنْكَ رَبِّيْ-

كُلُّ حَمْدٍ لَكَ رَبِّيْ- يَا إِلٰهِيْ لَكَ حُبِّيْ-

'হে আমার উপাস্য! তুমি আমার প্রতিপালক'। 'সকল কল্যাণ তোমার থেকেই আসে হে আমার প্রতিপালক!' 'সকল প্রশংসা তোমার জন্য হে আমার প্রতিপালক!' 'হে আমার উপাস্য! তোমার জন্য আমার ভালবাসা'।

**মন্তব্য :** এই কবিতায় আল্লাহ একমাত্র প্রতিপালক কথাটি শিখানো হয়েছে। যাকে 'তাওহীদে রুবূবিয়াত' বলা হয়। এ বিশ্বাস মুসলিম-অমুসলিম সবার মধ্যে রয়েছে। মক্কার আবু জাহল ও আবু লাহাবদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু কেবল এটুকু বিশ্বাস দিয়ে কেউ মুসলমান হ'তে পারেনা। যদিনা তার মধ্যে 'তাওহীদে ইবাদত' তথা সার্বিক জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্বের বিশ্বাস না থাকে। কেননা আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর দাসত্ব করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অমুসলিমরাও আল্লাহকে মানে। কিন্তু তাঁর বিধান মানে না। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কবিতাটি নিম্নরূপ হওয়া ভাল ছিল।-

اَللهُ رَبُّنَا وَمُحَمَّدٌ نَّبِيُّنَا- وَالْاٰخِرَةُ مَعَادُنَا-

اِغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا- يَا وَلِيُّنَا يَا مَوْلَانَا-

'আল্লাহ মোদের প্রভু'। 'মুহাম্মাদ মোদের নবী'। 'আখেরাত মোদের ঠিকানা'। 'ক্ষমা কর রব্বানা, হে মোদের বন্ধু! হে মোদের সুহৃদ!' এরূপ কবিতা থাকলে শিক্ষার্থীদের আক্বীদা বিশুদ্ধভাবে গড়ে উঠত।

**(১/৬/২)** পৃ. ২৫ **১২**তম পাঠে **هَيَّا هَيَّا** কবিতায় ছেলে ও মেয়ের ছবি দিয়ে বলা হচ্ছে- هَيَّا هَيَّا يَا اَصْحَابِيْ + سِيْرُوْا صَفًّا لِلْأَلْعَابِ...

(অর্থ : এসো এসো, আমার বন্ধুরা। খেলার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দৌঁড়াও!)

**মন্তব্য :** এখানে ছেলে ও মেয়েদের একত্রে খেলতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সহশিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে এবং লিঙ্গসমতার দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা স্বভাবধর্মের বিপরীত এবং ইসলামী শিক্ষার বিরোধী।

## ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ৬টি। ১- বাংলা (আমার বাংলা বই (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- ইংরেজী (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ৬৪); ৩- গণিত (পৃ. ১০০)। ৪- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (পৃ. ৪৪)। ৫- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ৩৬)। ৬- আরবী (আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ (পৃ. ৭৬)। ৬টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৮। মোট প্রাণীর ছবি ২১১৬ টি। বইগুলির মোট ওযন ৯০০ গ্রাম। বইগুলিতে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫০।]

### (১) আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন রচনা ও সম্পাদনা :** শফিউল আলম, ড. মাহবুবুল হক, ড. সৈয়দ আজিজুল হক, নূরজাহান বেগম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। মোট প্রাণীর ছবি ২৯৭টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ১৬১, পাখি ৪৫, মাছ ১৩, হাঁস ৪, মুরগী ৫, পিঁপড়া ৭, বানর ১৬, হরিণ ১৩, বাঘ ৫, কুমির ১, গরু ৫, ছাগল ৭, কুকুর ২, শিয়াল ২ ও ইঁদুর ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৮।]

**(২/১/১)** ১ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মতো ২য় শ্রেণীর এ বইতেও শুরুতে রয়েছে জাতীয় সংগীত, যা শিরক মিশ্রিত। (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ১/১/২)।

**(২/১/২)** পৃ. ১ **আমার পরিচয়**

'ঐশী' ও 'ওমর' এবং 'দাদিমা' নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

**মন্তব্য :** 'ওমর' বাদে বাকী 'ঐশী' ও 'দাদিমা' অমুসলিমদের ব্যবহৃত।

পৃ. ৬ ছবির গল্প **সুন্দরবন**

**মন্তব্য :** সুন্দরবন দেখতে গেছে 'অমি'। লেখকগণ এই অনর্থক নামটি খুঁজে পেয়েছেন। অর্থবোধক প্রচলিত কোন নাম তাদের পসন্দ হয়নি।

**(২/১/৩)** পৃ. ১২ কবিতা **আমাদের দেশ**

-আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (ফরিদপুর ১৯১১-১৯৮৬ খৃ.)।

**সোনার ফসল ফলে খেত ভরা ধান**

**মন্তব্য :** অত্র কবিতায় 'খেত' বানানে বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। যা অপ্রচলিত। যদিও বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান জানুয়ারী ২০১৪-এর ১৭শ সংস্করণে ৩২৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'খেত' 'ক্ষেত' অর্থ মাঠ, চাষের জমি। সংস্কৃত 'ক্ষেত্র'; প্রাকৃত 'খেত্ত'; বাংলা 'খেত'। অথচ এভাবে ভাগাভাগির কোন প্রয়োজন ছিলনা। যেটা প্রচলিত সেটা রাখাই যথেষ্ঠ ছিল। কেননা বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা দাওয়াত 'খেতে' যায়। কিন্তু অন্যের বেগুন 'ক্ষেতে' যায়না। তাছাড়া বাংলা একাডেমীর অভিধান লেখকরা কিসের ভিত্তিতে লিখলেন যে, 'ক্ষেত'কে বাংলায় বলে 'খেত'? তারা কি ছোট বেলায় 'ক্ষেতে' গিয়ে ঢেঁড়স বা মরিচ তুলেননি?

**(২/১/৪)** পৃ. ১২ কবিতা **আমাদের দেশ**

**'সকলের মুখে হাসি, গান আর গান'।**

**মন্তব্য :** মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সকালে উঠে ফজরের ছালাত আদায় করে। অতঃপর কুরআন পড়ে। তারা গান গেয়ে সময় নষ্ট করেনা। রাখালের হারমোনিয়াম বাজানোর ছবি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর একটি ছবিতে একটি মেয়ে নৌকা চালাচ্ছে। অথচ এ কাজ ছেলেদের। এগুলির মাধ্যমে লেখকরা শিক্ষার্থীদেরকে কোন দিকে উদ্বুদ্ধ করছেন, সেটিই জিজ্ঞাস্য।

**(২/১/৫)** পৃ. ১৬ **শীতের সকাল**

'নানা শরিফাকে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন। হাতে খবরের কাগজ। আর শরিফা বই পড়ছে'।

**মন্তব্য :** এখানে 'শরিফা' বানান ভুল। প্রকৃত বানান হবে 'শরীফা'। অতঃপর বাংলাদেশে কয়জন নানা আছেন, যিনি চেয়ারে বসে শীতের সকালে খবরের কাগজ পড়েন? এছাড়া পুরা গল্পে কোন উপদেশ নেই। আবার নানার দাড়ি হ'ল কাটিং দাড়ি। যা সুন্নাতী দাড়ি নয়।

**(২/১/৬)** পৃ. ১৬ ...'বেঁচে থাক বুবু। অনেকগুলো ভাল কাজ করেছ আজ'।

**মন্তব্য :** গল্পের শেষে নানা শরীফাকে বলছেন, 'বেঁচে থাক বুবু। অনেকগুলো ভাল কাজ করেছ আজ'। অথচ সেখানে কোন দো'আ নেই।

বরং উচিৎ ছিল এটাই বলা যে, ‘আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন!’ কেননা এ দো‘আর মধ্যে আল্লাহ্র সন্ধান রয়েছে। যা সন্তানের অন্তরে রেখাপাত করবে। অথচ ‘বেঁচে থাকো’ কথার মধ্যে আল্লাহ্র সন্ধান নেই। বরং ওটি তাকে নাস্তিক্যবাদের দিকে নিয়ে যাবে। যেমনটি আজকাল রেডিও-টিভিতে প্রায়ই বলা হচ্ছে, ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন ইত্যাদি। অথচ ভাল থাকা ও সুস্থ থাকা বা না থাকা সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ– ‘যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে তার অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইউনুস ১০/১০৭; আন‘আম ৬/১৭)*।

**(২/১/৭)** পৃ. ২৩ বোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলো নিচে ফাঁকা জায়গায় কথায় লিখি।

**মন্তব্য :** একই ব্ল্যাকবোর্ডের বাম পাশে একটি মেয়ে ও ডান পাশে একটি ছেলে অংক করছে, যা সহশিক্ষার সরাসরি প্রশিক্ষণ। আর হিজাব পরিহিতা মেয়ে ও টুপি পরিহিত ছেলে পরস্পরে তাকিয়ে আছে। এসব ছবি কিশোরদের ইভটিজিং-য়ে উৎসাহিত করবে।

**(২/১/৮)** পৃ. ২৪-২৫ **জলপরি ও কাঠুরে**

**মন্তব্য :** গল্পটিতে কিছু শিক্ষণীয় থাকলেও কাহিনী অলীক। কেননা ‘জলপরি’ বলে কিছুই নেই। এর চাইতে শিক্ষণীয় ও বাস্তব কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে বহু রয়েছে।

**(২/১/৯)** পৃ. ৩৬-৩৭ **দাদির হাতে মজার পিঠা-**

**মন্তব্য :** গল্পে মায়ের বেগুনী যমীনের শাড়ি ও দাদির সাদা যমীনের শাড়ি এবং উভয়ের দু’হাতে শঙ্খ চুড়িতে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ বিদ্যমান। আর গল্পে নাম ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে- তুলি, অনু, তপু ও পলা। এগুলি সবই অনৈসলামী নাম।

**(২/১/১০)** পৃ. ৪০ ছড়া : **ট্রেন**

-কবি শামসুর রহমান (রায়পুরা, নরসিংদী ১৯২৯-২০০৬ খৃ.)।

**ঝক ঝকাঝক ট্রেন চলেছে**
**রাত দুপুরে অই।**
**ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে**
**ট্রেনের বাড়ি কই?**

**মন্তব্য :** 'ট্রেন' ছড়াটিতে শিক্ষণীয় কিছুই নেই। যেমন 'থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি একটু কেশে খক। আমায় নিয়ে ছুটবে আবার ঝক ঝকাঝক ঝক' *(পৃ. ৪০)*। বিগত সময়ে কয়লার ইঞ্জিন চালিত রেল গাড়ীতে 'ঝক ঝকাঝক ঝক' শব্দ হ'লেও বর্তমান যুগের ট্রেনে ঐ শব্দ হয়না। ফলে শিক্ষার্থীরা ঢাকায় যাবার সময় ঐ ট্রেন খুঁজে পাবেনা।

**(২/১/১১)** ৪৩ পৃষ্ঠায় ছড়াটির অনুশীলনীতে শূন্যস্থান পূরণ করার স্থলে বড় বড় ৩টি ছেলে ও ৩টি মেয়ে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

**মন্তব্য :** এখানে সুকৌশলে পর্দাহীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

**(২/১/১২)** পৃ. ৪৮ **প্রার্থনা**

-সুফিয়া কামাল (বরিশাল, ১৯১১-১৯৯৯ খৃ.)।

**তুলি দুই হাত করি মুনাজাত**
**হে রহিম রহমান...**
**কতো ভালো তুমি,**
**কতো ভালোবাস**
**গেয়ে যাই এই গান।**

**মন্তব্য :** প্রার্থনারত একটি মেয়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। ছেলের ছবিও দেওয়া যেত। এমনকি কোন ছবিরই প্রয়োজন ছিলনা। আর আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনায় মুসলমানরা গান গায়না। বরং বিনম্রচিত্তে তাঁর নিকট দো'আ করে।

**(২/১/১৩)** পৃ. ৫১ ছেলে ও মেয়েরা একই সাথে ক্রিকেট খেলছে।

**মন্তব্য :** ওমর বাদে খেলোয়াড়দের নামগুলি ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণীর বাংলার অনৈসলামী নাম। আর ছেলে ও মেয়ে এক সাথে খেলছে। যা আদৌ শোভনীয় নয়। ছবিতে একজন মেয়ে উইকেট কিপার। সে কেন উইকেট কিপার হবে? সে তো হবে হাউজ কিপার। সে তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল এবং সেজন্য সে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে'।[৪৬]

**(২/১/১৪)** পৃ. ৫২-৫৩ **খামার বাড়ির পশুপাখি**

গনি মিয়ার মেয়ে রিতা। ...পাশেই পরান বাবুর ছাগলের খামার। ... সেখানেই শীতল বড়ুয়ার হাঁসের খামার।

**মন্তব্য :** রিতা, পরান বাবু ও শীতল বড়ুয়া সবই অমুসলিমদের নাম। এখানে গল্পের ছত্রছায়ায় মুসলিম ও মুশরিকদের একাকার করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। অথচ মুসলিম ও মুশরিক কখনোই এক নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি লোকদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক শত্রু পাবে ইহূদী ও মুশরিকদের' *(মায়েদাহ ৫/৮২)*।

**(২/১/১৫)** পৃ. ৫৫ অনুশীলনী ৫. রেখা টেনে মিল করি।

বামে পশু-পাখির ছবি ও ডানে-

**ব্যাঁ ব্যাঁ**
**হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া**
**হাম্বা হাম্বা**
**কুক্কুরু কু কুক্কুরু কু**
**ঘেউ ঘেউ**

**মন্তব্য :** বাচ্চাদের মাদ্রাসায় পাঠানো হয় কি শিয়াল-কুকুর ও গরু-ছাগলের ডাক শিখানোর জন্য? ৮ বছরের বালক-বালিকারা এগুলি ভালভাবেই জানে। তাহ'লে এতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে? শিক্ষার পিছনে জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তার ফলাফল কি আসছে?

**(২/১/১৬)** পৃ. ৫৬ **ছয় ঋতুর দেশ**

৪৬. বুখারী হা/৮৯৩; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

**মন্তব্য :** ৫৬ পৃষ্ঠায় মাথাল ওয়ালা কিষাণী বৃষ্টিতে ভিজছে। আর ৫৭ পৃষ্ঠায় একটি মেয়ে খোলা মাথায় ফুল তুলছে। আর একটি মেয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে খোলা মাথায় খেজুর গাছে ঝুলানো মাটির ভাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ৫৮ পৃষ্ঠায় মহিলা খোলা মাথায় ধান মাড়াই করছে।

বাংলাদেশের কোন ভদ্র মহিলা কি বর্ষায় কিষাণী হয়ে মাঠে যায়? তারা কি এভাবে প্রকাশ্যে ধান মাড়াই করে? তারা কি শীতকালে খেজুর গাছের রস পাড়তে মাঠে যায়? তাহ'লে এগুলি কিসের ইঙ্গিত?

মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে বাচ্চাদের ছয় ঋতু শেখাতে অনুশীলনী সহ মোট ১৩টি ছেলে-মেয়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ সমতার নামে প্রতিটি ছবি যেন পর্দাহীনতার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। যেগুলি শিখে সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতে কোনই উপকার হবেনা। বরং আগামীর মুসলিম সমাজ কৃষ্টি-কালচারে একটি ধর্মহীন উদ্ভট সমাজে পরিণত হবে।

**(২/১/১৭)** পৃ. ৬৬ **কাজের আনন্দ**

-নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (হাওড়া, কলকাতা ১৮৫৯-১৯৪১ খৃ.)।

**...এখন না কব কথা**
**আনিয়াছি তৃণলতা**
**আপনার বাসা আগে বুনি।**

**মন্তব্য :** উক্ত কবিতার শেষের অত্র লাইনগুলিতে বাচ্চাদেরকে স্বার্থপরতার মন্দশিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

**(২/১/১৮)** পৃ. ৭১ **সবাই মিলে করি কাজ**

**মন্তব্য :** খন্দকের যুদ্ধের সময় শত্রুদের হামলা থেকে মদীনার সুরক্ষার জন্য শহরের প্রবেশ পথে ছাহাবীগণ সকলে মিলে যে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন, সে বিষয়ে রচিত এক পৃষ্ঠার অত্র গল্পটি ৭৮ পৃষ্ঠার পুরা বইয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষণীয় গল্প, তাও সবার শেষে ৭১ পৃষ্ঠায়।

গল্পে লেখা হয়েছে 'শহরের চারপাশে পরিখা খনন করা' হয়, তথ্যটি ভুল। 'শত্রুরা দুইবার মদিনায় হামলা করল। কিন্তু তারা শহরে প্রবেশ করতে পারছিল না' তথ্যটি ভুল। বরং শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে প্রায় একমাস অবরোধ করে রাখে। অবশেষে আল্লাহ্র গযবে ঝড়-ঝঞ্ঝা কবলিত হয়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[৪৭]

৪৭. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ, 'খন্দক যুদ্ধ' অধ্যায় ৪০৩ পৃ.।

## (২) ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Two

Re-print : August, 2018

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** M S Hoque, Yasmin Banu, Md Abdur Razzaque, Naina Shahzadi.

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। মোট ছবি ৪০০টি। যার মধ্যে মানুষের ছবি ১৭৯ টি, অন্যান্য প্রাণীর কার্টুন ছবি ৭, পাখির ছবি ৭, কুকুর ৩, পিঁপড়া ৪৮, মুরগী ১৭, সিংহ ৮, জেব্রা ৫, বিড়াল ১২, মাছ ৪২, বাঘ ৬, ব্যাঙ ১, ইঁদুর ২১, গরু ১০, প্রজাপতি ১০, মানুষের অবয়ব ৫ (পৃ. ৪১-৪২), হাতি ২, ছাগল ২, ভল্লুক ২, বানর ৫, হরিণ ২, শিয়াল ৪ এবং হাঁস ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৮।]

**(২/২/১)** এই বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ের পরস্পরে কথোপকথন রয়েছে। মেয়েটি বলছে, Hello, I'm Shuva. What's your name? উত্তরে ছেলেটি বলছে, Hi, Shuva. I'm Rafi. পুনরায় মেয়েটি বলছে, How are you, Rafi? জবাবে ছেলেটি বলছে, I'm Fine, thanks. And you? মেয়েটি বলছে, Fine, thanks. Bye! ছেলেটি বলল, Bye! কাছাকাছি একইরূপ এসেছে ১০ ও ১৪ পৃষ্ঠায়।

**মন্তব্য :** Hello প্রচলিত সম্বোধন বাদ দিয়ে Hi কেন? যদিও দু'টির অর্থ একই। কথোপকথন কি ছেলের সাথে ছেলের ও মেয়ের সাথে মেয়ের হ'তে পারত না? এর মধ্যে সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। তাছাড়া সাক্ষাতে সালামের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

**(২/২/২)** পৃ. ৩ একটি মেয়ের হাতে ক্রিকেটের ব্যাট।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা মাদ্রাসা শিক্ষার্থী মেয়েদের কি ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে?

**(২/২/৩)** পৃ. ৬ এক টেবিলে দু'জন মেয়ের মাঝখানে একজন ছেলেকে বসানোর ছবি।

**মন্তব্য :** এটি ইসলামী শিষ্টাচারের বিরোধী ও অবাধ মেলামেশায় উদ্বুদ্ধকারী।

**(২/২/৪)** ২৬ পৃষ্ঠায় ৩জন শিক্ষিকার ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** ছবিতে একজন নগ্ন মাথার শিক্ষিকা। বাকী দু'জন শর্ট-কাট স্কার্ফ ও টাইট-ফিট শাড়ি পরিহিতা। মুখ খোলা দু'জনের একজনের ফুল হাতা ও আরেক জনের হাফ হাতা ব্লাউজ পরা। এর মাধ্যমে পর্দাহীনতার প্রতি বা অসম্পূর্ণ পর্দার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

**(২/২/৫)** পৃ. ৪৫ একটি বই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এক টেবিলে একসাথে বসে পড়ছে।

**মন্তব্য :** একটি বই একটি ছেলে ও মেয়ে একত্রে পড়ছে কেন? তাদের কি দুই টেবিলে পৃথকভাবে দু'টি বই দিয়ে বসানো যেত না? এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

**(২/২/৬)** ৫০ পৃষ্ঠায় ছাত্রীর সকালের রুটিন উল্লেখ করে বলা হয়েছে : I get up in the morning. I wash my face. Then, I have breakfast. After breakfast, I brush my teeth. Then, I go to school. (আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি। আমি আমার মুখ ধুই। অতঃপর আমি নাশতা করি। নাশতার পরে আমি আমার দাঁত ব্রাশ করি। অতঃপর আমি স্কুলে যাই)।

**মন্তব্য :** এখানে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক সহ ওযূ করে ফজরের ছালাত আদায় করার কথা নেই। যেটা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ফরয। ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক সহ ময়লা দাঁত ও দুর্গন্ধযুক্ত মুখমণ্ডল ছাফ করা সর্বাগ্রে কর্তব্য। অথচ এখানে এগুলি সহ আগে নাশতা করতে বলা হয়েছে। যা পরিচ্ছন্নতার বিপরীত। তাছাড়া এখানে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

**(২/২/৭)** পৃ. ৫১ শিক্ষার্থীর বিকাল-সন্ধ্যার রুটিনে বলা হয়েছে, ...Then, I read and watch TV. (অতঃপর (সন্ধ্যার পর) আমি পড়ি এবং টিভি দেখি)।

**মন্তব্য :** এখানে শিক্ষার্থীদের টিভি দেখার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যা তাদের মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হবে। ফলে তারা অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

**(২/২/৮)** পৃ. ৫৫ এখানে হরিণের উপর বাঘের হামলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** এরূপ দৃশ্যে কি শিক্ষণীয় রয়েছে? এর দ্বারা কি ছেলেরা মেয়েদের উপর হামলা করা শিখবে?

## (৩) গণিত

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** আ. ফ. ম. খোদাদাদ খান, সালেহ্ মতিন, হামিদা বানু বেগম, ড. মোঃ মোহসীন উদ্দিন।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০। মোট ছবি সংখ্যা ১৪১৯। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ২২৬, পাখি ৬, মানুষ সহ বিভিন্ন প্রাণীর কার্টুন ছবি ১০২৪, মুরগী ৬৩, স্মাইল ইমোজি ৮৮ *(পৃ. ৯)*, মাছ ১২। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(২/৩/১)** ৮টি। একজন ছেলের মাথায় ইংরেজ ছাহেবদের অনুকরণে হ্যাট-এর ছবি। আর প্রতি পৃষ্ঠার নীচের দুই দিকে দু'টি মেয়ের কার্টুন ছবি দেওয়া হয়েছে। এখানে চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যায় রেজা ও মিনার কথোপকথন রয়েছে। যা গণিতের অন্য বইগুলিতেও আছে। লেখকরা অন্য নাম খুঁজে পাননি।

**(২/৩/২)** পৃ. ১৩ **ক্রমবাচক সংখ্যা**

লাইনে দশজন শিশু দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে 'নাছিমা' এবং পিছনে আছে 'শান্তি'। ক্রমবাচক সংখ্যা ব্যবহার করে এই শিশুদের অবস্থান বলি।

**মন্তব্য :** দশজনের মধ্যে শান্তি, রতন, আকাশ, সবিতা নামগুলি অনৈসলামী নাম। এরপর ছেলে-মেয়ে সবাই এক লাইনে। সবার সামনে আছে মেয়ে। এর দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে? 'আকাশ' কিভাবে মানুষের নাম হ'তে পারে, এটাও অবোধ্য!

**(২/৩/৩)** পৃ. ৩৯ কোনো শ্রেণিতে ৪টি বেঞ্চ আছে, প্রতিটি বেঞ্চে ৩ জন করে শিক্ষার্থী বসে। সেখানে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

**মন্তব্য :** প্রত্যেকটি বেঞ্চের ৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন মেয়ে ও দু'জন ছেলে অথবা দু'জন মেয়ে ও একজন ছেলে। এভাবে শিশুদেরকে শুরুতেই বেপর্দা ও অবাধ মেলামেশা শিখানো হচ্ছে। অথচ কোন ছেলে বা মেয়ে শিশুই এভাবে বসতে চায় না।

**(২/৩/৪)** পৃ. ৪৩ **২ এর গুণ**

ছেলে ও মেয়ে একজোড়া করে মোট চার জোড়া শিশু একত্রে খেলছে। প্রত্যেকের হাতে প্লাস্টিকের বল ও পুতুল।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা যোগের গুণ শিখানোর আড়ালে শিশুদের কোন দিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে? এভাবে ছোটবেলা থেকেই যদি ছেলেমেয়ে একসাথে খেলতে অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে বড় হয়ে তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা সহজ হয়ে যাবে। দু'জন ছেলে ও দু'জন মেয়েকে নিয়ে কি পৃথক জোড়া করা যেত না? এরপর বল ও পুতুল কেন? মেয়েরা কি ছেলেদের সাথে একত্রে বল খেলবে? পুতুল কি মূর্তির প্রাথমিক সংস্করণ নয়? অন্য কিছু দিয়ে কি অংক শেখানো যেত না?

**(২/৩/৫)** পৃ. ৮৫ ১২ মাসের নাম বাংলা ও ইংরেজী বর্ষপঞ্জি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** যেহেতু এটি মাদ্রাসার পাঠ্য গণিত বই, সেহেতু বাংলা ও ইংরেজী বর্ষপঞ্জির সাথে সাথে হিজরী বর্ষপঞ্জি দেওয়া উচিৎ ছিল।

## (৪) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন :** আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম খন্দকার, মুহাম্মদ আখতার ফারুক, মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ। **সম্পাদনা :** আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(২/৪/১) মন্তব্য :** বইয়ের শুরুতে **মাজিদ, তাজভিদ, ইবতেদায়ি** বানানগুলি বিকৃত করা হয়েছে। এখানে হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার-এর পার্থক্য রাখা হয়নি। আরবী উচ্চারণের জন্য যা অপরিহার্য। (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ১/১/২২)।

**(২/৪/২)** পৃ. ১ ...এ ছাড়া বাকি ২২টি হরফ লেখার সময় ডানের ও বামের হরফের সাথে মিলিত হয়। ২২টি হরফের মিলিতরূপ হলো : بنيتثجحخسشصضطظعغفقكلهم

**মন্তব্য :** এগুলি স্রেফ অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কুরআন-হাদীছ বা কোন আরবী বইয়ে ২২টি হরফের মিলিতরূপ শব্দ নেই। তাহ'লে এরূপ উদাহরণ দেওয়ার কারণ কি? শিক্ষার্থীদের নিকট আরবী ভাষাকে কঠিন ও অপাঠ্য ভাষা হিসাবে তুলে ধরাই কি এর উদ্দেশ্য?

## (৫) আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ, আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। **সম্পাদনায় :** অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৬।]

**(২/৫/১)** পৃ. ৩ পাঠ-৩ **কালিমা তায়্যিবা** لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

**মন্তব্য :** আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/৫/৩)।

**(২/৫/২)** পৃ. ৩ পাঠ-৪ **কালিমা শাহাদাত** أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

**মন্তব্য :** আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/৫/৪)।

**(২/৫/৩)** পৃ. ৭ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-২ **সর্বশেষ নবি ও রাসুল** ...তিনি ৫৭০ খৃস্টাব্দের **১২ই** রবিউল আউয়াল, সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

**মন্তব্য :** এখানে নবি, রাসুল, আসমানি বানান ভুল। প্রকৃত বানান হবে নবী, রাসূল, আসমানী। আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/১/২২)।

ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম সোমবারে হয়েছে। কোন তারিখ সেটা বলা নেই। অতএব সোমবার ঠিক রাখতে গেলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে **৯ই** রবীউল আউয়ালই সঠিক জন্ম তারিখ হয়, **১২ই** রবীউল আউয়াল নয়, যা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি **১ম** হস্তীবর্ষের **৯ই** রবীউল আউয়াল[৪৮] সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং **১১** হিজরী সনের **১**লা রবীউল আউয়াল সোমবার সকাল **১০**টার দিকে মদীনায় নিজ বাসগৃহে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৯]

৪৮. সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী, (মৃ. ১৯৩০ খৃ.) রহমাতুল্লিল 'আলামীন (উর্দূ), দিল্লী : ১৯৮০ খৃ. ১/৪০; আর-রাহীক্ব পৃ. ৫৪; মা শা-'আ ৫-৯ পৃ.।

৪৯. মুসলিম হা/১১৬২ (১৯৮); মিশকাত হা/২০৪৫, রাবী ক্বাতাদাহ (রাঃ); বুখারী হা/১৩৮৭, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

**(২/৫/৪)** পৃ. ১২ **অজুর দোআ** بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ للهِ عَلَي دِيْنِ الْإِسْلاَمِ. اَلْإِسْلاَمُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ- اَلْإِسْلاَمُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ এরপর নিয়ত করবে।

**(২/৫/৫)** পৃ. ১২ **অজুর নিয়ত** نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلاَةِ وَتَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى **অর্থ :** অপবিত্রতা দূর করা ও সালাত ঠিক করে পড়ার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য আমি অজুর নিয়ত করছি।

**মন্তব্য :** নিয়ত অর্থ হৃদয়ে সংকল্প করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকের জন্য তাই-ই রয়েছে, যার জন্য সে সংকল্প করে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১)*। ওযূ-ছালাত-ছিয়াম প্রভৃতি ইসলামের কোন ইবাদতের জন্য কোন নিয়ত মুখে পাঠ করার বিধান নেই। বরং এ রেওয়াজটি দ্বীনের নামে পরবর্তীকালে সৃষ্ট। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় যে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়, তা মানতের উচ্চারণের ন্যায়। কারণ মানতের কথা মুখে বলতে হয়। কেবল হৃদয়ে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হয় না *(ওছায়মীন)*।[৫০]

ওযূর দো'আ ও নিয়ত পাঠের কোন দলীল নেই। শিক্ষার্থীদের এইসব লম্বা লম্বা আরবী দো'আ ও নিয়ত মুখস্থ করানো নিতান্তই অন্যায়। বরং আরবী নিয়ত সমূহ মুখস্থ করার ভয়ে তারা নিয়তই বাদ দিবে। বস্তুতঃ এভাবে ইসলামের সহজ বিধানকে কঠিন করা হয়েছে। যার পিছনে কুরআন-হাদীছের কোন দলীল নেই। অতএব এগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে অবশ্যই প্রত্যাহার যোগ্য। অথচ ওযূর সহজ নিয়ম হ'ল প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত বা সংকল্প করবে।[৫১] অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ শুরু করবে।[৫২]

---

৫০. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ.।
৫১. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১ রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
৫২. আহমাদ হা/১১৩৮৮; তিরমিযী হা/২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৪০২, 'ওযূর সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ-৪; আবুদাঊদ হা/১০১-০২; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ওযূর বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

**(২/৫/৬)** পৃ. ১৩ **অজুর ফরজ চারটি**। যথা- ...৩। মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা।

**মন্তব্য :** বরং সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা সুন্নাত। আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/৫/৮)।

**(২/৫/৭)** পৃ. ১৮ **আজানের দোআ** আজান শেষে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ শরিফ পড়বে। তারপর এ দোআ পড়বে,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًانِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ–

**মন্তব্য :** আযানের দো'আয় কয়েকটি বিষয় বাড়তিভাবে চালু হয়েছে, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করল, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[৫৩]

ইবনুস সুন্নীর 'ফী 'আমালিল ইয়াওমে ওয়াল লায়লাহ'তে *'ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা'*।[৫৪] *'ওয়ারঝুক্বনা শাফা'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ'* বাক্যটি যোগ করা হয়েছে। যার কোন শারঈ ভিত্তি জানা যায় না। এছাড়া *ওয়াল ফাযীলাতা*-র পরে *ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা* এবং শেষে *ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী'আ-দ (১/৪১০ পৃ.)* যোগ করা হয়, যা পরিত্যাজ্য।[৫৫]

**(২/৫/৮)** পৃ. ২০ পঞ্চম অধ্যায় পাঠ-১ **সালাতের সময়**

জোহর:...মূল ছায়া বাদে কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সালাতের সময় থাকে।

---

৫৩. – مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ =বুখারী হা/১২৯১; মিশকাত হা/১৯৮ রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।

৫৪. দ্রষ্টব্য : আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩ পৃ. ১/২৬০-৬১; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩।

৫৫. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'আযানের দো'আয় বাড়তি বিষয় সমূহ' অনুচ্ছেদ।

**মন্তব্য :** সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়।[৫৬] যোহরের সময় জিব্রীল (আঃ) এসে প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইব্রাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে দু'দিনে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের পসন্দনীয় 'সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[৫৭] তবে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৫৮]

**(২/৫/৯)** পৃ. ২১ পাঠ-২ **সালাতের রাকাত সংখ্যা**

**এশা :**...এরপর তিন রাকাত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

**মন্তব্য :** তিন নয়, বরং বিতর হ'ল এক রাক'আত। প্রত্যেক জোড়ের সঙ্গে এক যোগ করলেই তবে বেজোড় হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক'আত দ্বারা বিতর করতেন'।[৫৯] আর রাতের নফল ছালাত সহ বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[৬০] বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[৬১] এটি ওয়াজিব নয় *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'বিতর ছালাত' অধ্যায়)*।

---

৫৬. মুসলিম হা/৬১২; মিশকাত হা/৫৮১, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অনুচ্ছেদ-১; আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯-১৫০; মিশকাত হা/৫৮৩; ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একটি মতে (ছহীহ হাদীছে বর্ণিত) উক্ত সময়কালকে সমর্থন করেছেন। -হেদায়া, পৃ. ১/৮১ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সময়' অনুচ্ছেদ।

৫৭. (الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; ঐ, মিশকাত হা/৫৮৩; মুসলিম হা/৬১৩; মিশকাত হা/৫৮২, 'ছালাতের ওয়াক্তসমূহ' অনুচ্ছেদ-১; নায়লুল আওত্বার ২/২৬ পৃ.।

৫৮. سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا– আহমাদ হা/২৭১৪৭; আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭, 'ছালাত আগেভাগে পড়া' অনুচ্ছেদ-২; দারাকুৎনী হা/৯৫৬-৫৭।

৫৯. ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫।

৬০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাঊদ হা/২২৬, ১৩৬২, ১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৪; মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫; বুখারী হা/৯৯৬; মুসলিম হা/৭৪৫; মিশকাত হা/১২৬১।

৬১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির'আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭।

**(২/৫/১০)** পৃ. ২১ **জুমা:** প্রথমে চার রাকাত সুন্নাত, তারপর দুই রাকাত ফরজ, তারপর চার রাকাত সুন্নাত এবং এরপর দুই রাকাত সুন্নাত।

**মন্তব্য :** জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশের পর বসার পূর্বে কমপক্ষে ২ রাক'আত 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' এবং জুম'আ শেষে ৪ অথবা ২ রাক'আত সুন্নাত। উপরে বর্ণিত সবগুলিই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল দ্বারা নির্ধারিত এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।[৬২] আর জুম'আর (খুৎবার) পূর্বে এক সালামে চার রাক'আত পড়ার হাদীছটি 'যঈফ'।[৬৩] জুম'আর ছালাত ২ রাক'আত ফরয। এরপর চার রাক'আত সুন্নাত। কিন্তু যদি সেটি এহ্তিয়াত্বী জুম'আ হয়, যা এদেশে 'আখেরী যোহর' নামে পরিচিত, তবে সেটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা জুম'আ হ'ল যোহরের স্থলাভিষিক্ত *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায়)*।[৬৪]

**(২/৫/১১)** পৃ. ২১-২২ **সালাত আদায়ের নিয়ম**

...তারপর দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে কিবলামুখী হয়ে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে নিচের দোআটি পড়বে।-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

**মন্তব্য:** 'দু'পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে' দাঁড়ানোর নিয়মটি ভিত্তিহীন। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাঁধগুলি সমান কর ও ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন জায়গা খালি ছেড়োনা'। 'কেননা আমি দেখি যে, শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় (كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) তোমাদের মাঝে ঢুকে পড়ে'।[৬৫] আর ছালাত শুরুর আগে জায়নামাযের দো'আ মনে করে *'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু...'* পড়ার রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ জায়নামাযের দো'আ বলে কিছু নেই।[৬৬] বরং এটি সূরা আন'আমের ৭৯ আয়াত।

---

৬২. দ্র. ছহীহ ইবনু খুযায়মা 'ছালাত' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ; নাসাঈ 'ছালাত' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৩।
৬৩. মির'আত ৪/২৫৭-৫৮।
৬৪. তিরমিযী হা/৫২৬; মিশকাত হা/১৩৯৪ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৪৪।
৬৫. আবুদাঊদ হা/৬৬৬-৬৭; মিশকাত হা/১১০২, ১০৯৩, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ-২৪।
৬৬. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়।

**(২/৫/১২)** পৃ. ২২ **ফজরের দু'রাকাত ফরজ সালাতের নিয়ত**

نَوَيْتُ اَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالَي رَكْعَتَيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالَي مُتَوَجِّهًا إِلَي جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ-

**মন্তব্য :** নিয়ত অর্থ হৃদয়ে সংকল্প করা। কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত। (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ২/৫/৫)।

**(২/৫/১৩)** পৃ. ২৪ সাজদার তাসবিহ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে আবার সাজদায় গিয়ে সাজদার তাসবিহ পড়বে।

**মন্তব্য :** বরং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ পাঠ করতে হবে।-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপরে রহম কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ প্রদর্শন কর, আমাকে সুস্থতা দান কর ও আমাকে রূযী দান কর'।[৬৭] অথবা কমপক্ষে ২ বার বলবে *'রব্বিগ্‌ফিরলী'* (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর)।[৬৮] অতঃপর ২য় সিজদা করবে ও দো'আ পড়ে ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। এই দো'আ না পড়ার কারণেই হানাফী মাযহাবের মুছল্লীদের অধিকাংশ দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে সোজা হয়ে না বসে দ্রুত সিজদায় চলে যান। যা সুন্নাত বিরোধী আমল।

**(২/৫/১৪)** পৃ. ৩২ পাঠ-৫ **খাওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়**

খাওয়ার শুরুতে পড়তে হয় : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللهِ

৬৭. তিরমিযী হা/২৮৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাঊদ হা/৮৫০; ঐ, মিশকাত হা/৯০০, অনুচ্ছেদ-১৪; নায়লুল আওত্বার ৩/১২৯ পৃ.।

৬৮. ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭; নাসাঈ হা/১১৪৫; দারেমী হা/১৩২৪; মিশকাত হা/৯০১, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'সিজদা ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪।

**মন্তব্য :** খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' বলার কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। বরং খাওয়ার শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। ওমর ইবনু আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، 'তুমি বিসমিল্লাহ বল এবং তোমার ডান হাত দিয়ে খাও'।[৬৯]

**(২/৫/১৫)** পৃ. ৩৩ পাঠ-৫ খাওয়ার শেষে পড়তে হয় : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

**মন্তব্য :** মূল হাদীছে রয়েছে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ। তবে হাদীছটি যঈফ।[৭০] এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল, খাওয়া ও পানি পান শেষে বলবে, (১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লাহ'*।[৭১] অথবা বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ– (২) *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ'* (সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এটি পাঠ করবে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে।[৭২] অথবা বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ– (৩) *আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু'* ('হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও')।[৭৩]

**(২/৫/১৬) মন্তব্য :** বইটির শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে, **ক্ষমা করা উত্তম কাজ -আল কুরআন।** অথচ এটি কুরআনের কোন্ আয়াত সেটি

৬৯. বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯।
৭০. আলবানী, মিশকাত হা/৪২০৪ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায় রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
৭১. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়।
৭২. তিরমিযী হা/৩৪৫৮; আবুদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৩।
৭৩. তিরমিযী হা/৩৪৫৫; আবুদাঊদ হা/৩৭৩০; মিশকাত হা/৪২৮৩ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়।

লেখা হয়নি। কুরআনের নামে অস্পষ্টভাবে এরূপ উদ্ধৃতি পবিত্র কুরআনকে অন্যান্য বইয়ের ন্যায় গণ্য করার শামিল। যা কুরআনের অবমাননার শামিল। তাছাড়া এটি বইয়ের পিছনে লেখা হয়েছে। যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে যেভাবে কুরআনকে পিছনে ফেলা হয়েছে, এখানে কি সেটারই নমুনা দেখানো হ'ল? (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ১/৪/২ ও ১/৫/১২)।

## (৬) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ

ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মোঃ আহাম্মদ উল্লাহ, ড. মোঃ নূরুল্লাহ, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। **সম্পাদনা :** শাব্বীর আহমদ মোমতাজী। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।

**(২/৬/১)** পৃ. ৩৬ ও ৩৮ ছালাতে মুক্তাদীদের নাভির নীচে হাত বাঁধার ছবি দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** ছালাতে মক্কার ইমামের ছবি দেওয়া হয়েছে নীচে হাত বাঁধা অবস্থায়। অথচ মক্কা-মদীনার স্থানীয় ইমাম ও মুছল্লীরা বুকে হাত বাঁধেন, সরবে আমীন বলেন ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন। মক্কার ইমামের ছবি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, হানাফীদের ছালাতটাই রাসূলের ছালাত। অথচ হানাফীরা মক্কার ইমামদের ন্যায় সরবে আমীন বলেন না ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন না। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছের ছালাতই রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)*।

## ইবতেদায়ী তৃতীয় শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ৮টি। ১- বাংলা (আমার বাংলা বই (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- ইংরেজী (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ৮৪)। ৩- গণিত (পৃ. ১১৬)। ৪- বিজ্ঞান (পৃ. ৮০)। ৫- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ৭৮)। ৬- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (পৃ. ৬০)। ৭- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ৩৬)। ৮- আরবী (আদ্‌দুরূসুল আরাবিইয়াহ (পৃ. ৮৮)। ৮টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬৩। মোট প্রাণীর ছবি ৮০০২টি। বইগুলির মোট ওযন ১ কেজি ২৪০ গ্রাম। ৮টি বইয়ের মধ্যে 'বিজ্ঞান' বাদে ৭টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪৮।]

### (১) আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** শফিউল আলম, ড. মাহবুবুল হক, ড. সৈয়দ আজিজুল হক, নূরজাহান বেগম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৯। মোট প্রাণীর ছবি ৫৩৫ টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৩৬৯, পাখি ১৩৭, কুকুর ৬, খরগোশ ২, বিভিন্ন ছবি ও মূর্তি ১৬, বাঘ ১, শিয়াল ২ এবং মাছ ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৭।]

**(৩/১/১)** পৃ. ১-৩

**মন্তব্য :** ছবিতে বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ের মাথা খোলা ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এখানে 'বেগুন খেত' বানান লেখা হয়েছে 'খেত' দিয়ে, যা অপ্রচলিত। আর 'ক্ষেত' অর্থ জমি। তিনটি নামের মধ্যে **ঐশী ও সীমা** ইসলামী নাম নয়।

**(৩/১/২)** পৃ. ৮-১০ **রাজা ও তাঁর তিন কন্যা** গল্পে বহুসংখ্যক পুরুষের সামনে বেপর্দা নারীর উপবেশন। ...তাঁর জিভে এল জল *(পৃ. ১০)*।

**মন্তব্য :** গল্পটি স্রেফ উদ্ভট ও অবাস্তব। আর রাজা-রাণীর গল্প হিন্দুদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। তাদের জিভেই কেবল 'জল' আসে। আর মুসলমানদের জিভে আসে 'পানি'। এভাবে সুকৌশলে গল্পের নামে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী বানানের বিরুদ্ধে মিছরীর ছুরি চালানো হয়েছে।

**(৩/১/৩)** পৃ. ১৪ ছড়া **হাটে যাবো**

-আহসান হাবীব (শংকরপাশা, পিরোজপুর সদর, ১৯১৭-১৯৮৫ খৃ.)।

**মন্তব্য :** 'হাটে যাবো হাটে যাবো ঘাটে নেই নাও, 'নি–ঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও' বলে নাস্তিক লালন ফকীরের (১৭৭৪-১৮৯০ খৃ.) 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'-র অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। যেখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টায় কোন পার্থক্য নেই। যা শিক্ষার্থীদের আল্লাহ্র নাম ভুলিয়ে দিবে।

**(৩/১/৪)** পৃ. ১৬ **ভাষা শহিদদের কথা**

**মন্তব্য :** 'ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে' এটা বলে বইয়ে প্রদত্ত চারজনের ছবি দিয়ে ১৯৫২ সালের পূর্বের ও পরের নেতা-কর্মীদের অবদানকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়েছে। ১৭ পৃষ্ঠায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত গণমিছিল দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম মা-বোনদের পর্দাহীনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**(৩/১/৫)** পৃ. ২২ **চল্ চল্ চল্**

-কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ও মস্তিষ্ক বিকৃতি ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.)।

চল্ চল্ চল্!
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণি-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্।

**মন্তব্য :** উক্ত কবিতার শিরোনামের উপরে মেয়েদের পিটি এবং কবিতার নীচে ছেলেদের পিটির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মেয়েদের দৃশ্যটি উপরে দেওয়ার কারণ কি? তাছাড়া মেয়েদের পিটি কেন? দেশ রক্ষার ও নারীদের ইযযত রক্ষার দায়িত্ব তো ছেলেদের।

**(৩/১/৬)** পৃ. ২৩ ধুতি পরিহিত একজন পুরুষ ঢোল বাজাচ্ছে। আর হলুদ শাড়ি, হাতে চুড়ি ও পায়ে নূপুর পরিহিতা তিনজন মহিলা নাচছে।

**মন্তব্য :** এটা কি ইসলামী সংস্কৃতি? যা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিখানো হচ্ছে?

**(৩/১/৭)** পৃ. ২৬ গল্প **স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে**

**মন্তব্য :** গল্পের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনিস বাদে ছাত্রী তিথি, রুনু, নীলা, রবি, পারুল কোন নামই ইসলামী নয়। তারা রঙিন কাগজ দিয়ে আর্টবোর্ডে ফুল এঁকেছে। কাজটি খুব সুন্দর হয়েছে বলে 'ছবি আঁকার শিক্ষক রূপা আপা' তাদের বললেন, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। তাতে 'খুশিতে সকলে হাততালি দিল'। এ গল্পে কয়েকটি বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ। (১) স্বাধীনতা দিবসে ফুল আঁকাই কি বড় কাজ, না কি স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝানোই বড় কাজ? (২) মাদ্রাসায় ছবি আঁকার জন্য পৃথক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে কি? (৩) ঐ শিক্ষককে মহিলা হ'তে হবে কি? (৪) শিক্ষক শব্দের কোন স্ত্রীলিঙ্গ থাকবেনা কি? (৫) প্রাণীর ছবি অঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। ছবি অঙ্কনকারীদের ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে'।[৭৪] অথচ এত ছবির বহর কেন? (৬) 'খুশিতে সকলে হাততালি দিল'। অথচ ইসলামে হাততালি নেই। বরং খুশীতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। (৭) ২৭ পৃষ্ঠায় একজন শিক্ষিকা দু'জন ছাত্র ও একজন ছাত্রী নিয়ে টেবিলে পতাকা তৈরী করছে। এখানে কেবল ছাত্রী নিয়ে কাজ করা যেত না কি? (৮) ৩০ পৃষ্ঠায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পুষ্পস্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো কি ইসলামী রীতি?

**(৩/১/৮)** পৃ. ৩২-৩৪ **কুঁজো বুড়ির গল্প**

-উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জন্ম : কিশোরগঞ্জ, ১৮৬৩; মৃত্যু : কলকাতা, ১৯১৫ খৃ.)।

**লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়**
**চিঁড়ে খায় আর খায় গুড়**
**বুড়ি গেল অনেক দূর।**

**মন্তব্য :** 'কুঁজো বুড়ির গল্প' নামে একটি উদ্ভট গল্প বানানো হয়েছে। যাতে নেই কোন শিক্ষা, নেই কোন উপদেশ। বইয়ে চিড়ে বানান করা হয়েছে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে। বুড়ির তিনটি কুকুরের নাম রঙ্গা, বঙ্গা, ভুতু। বুড়িকে একটি লাউয়ের খোলের মধ্যে বসানো হয়েছে। যা একেবারেই অবাস্তব। ঐ গল্পের ভিত্তিতে ৩৬ পৃষ্ঠার নীচে শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে বলা হয়েছে এবং

৭৪. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; মিশকাত হা/৪৪৯৭ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

তাতে শিক্ষককে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। শিশু অবস্থাতেই বাচ্চাদের যদি এইরূপ মিথ্যা অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহ'লে আজকের শিশুরা আগামী দিনে মিথ্যার অভিনয়ে পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠবে। তাছাড়া বুড়ী তো শ্রদ্ধার পাত্রী। তাকে সম্মান ও সহযোগিতা করা শিখতে হবে। অথচ তার বদলে তাকে ঠাট্টার পাত্রী বানানো হয়েছে। আর সম্ভবতঃ লেখক বা শিক্ষক কেউ জানেন না 'লাউ গুড় গুড়' অর্থ কি? অথচ লেখকের মূল 'কুঁজো বুড়ির কথা' বইয়ে রয়েছে, লাউ গড়-গড়, লাউ গড়-গড়। যার একটি অর্থ আছে যে, লাউ গড়িয়ে যায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এটিকে বিকৃত করেছেন।

**(৩/১/৯)** পৃ. ৫২ গল্প **পাখিদের কথা**

**মন্তব্য :** এর মধ্যে কাক, কোকিল, ময়না, বুলবুলি, টিয়া, দোয়েল, টুনটুনি, বাবুই, শালিক ও মাছরাঙ্গা সহ ১০টি পাখির ছবি দেওয়া হয়েছে ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কতই না ভাল হ'ত বাবুই পাখির উপরে রজনীকান্ত সেনের (সিরাজগঞ্জ, ১৮৬৫-১৯১০ খৃ.) লেখা প্রসিদ্ধ ও শিক্ষণীয় কবিতাটি দিলে! যেখানে বলা হয়েছে,

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
'কুঁড়ে ঘরে থাকি কর, শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে'।
বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা'।

**(৩/১/১০)** পৃ. ৫৯ কবিতা **আমাদের গ্রাম**

-বন্দে আলী মিঞা (পাবনা ১৯০৬-১৯৭৯ খৃ.)।

**আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,**
**আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।**

**মন্তব্য :** উক্ত কবিতায় গ্রামকে 'মা' এবং গ্রামই 'আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ' বলা হয়েছে। যা তাওহীদের শিক্ষার বিপরীত। এর বদলে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি' কবিতাটি পাঠ্য করলে ইসলামী শিক্ষার অনুকূলে হ'ত।[৭৫]

**(৩/১/১১)** পৃ. ৬২ **কানামাছি ভোঁ ভোঁ** খেলার ছবিতে ছেলে-মেয়ে একাকার।...সেদিন খেলার শুরুতে রাতুলের দুই চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সোমা। এমনটাই নিয়ম। শেষে বলা হয়েছে,

**আনি মানি জানি না**
**পরের ছেলে মানি না।**
**আনি মানি জানি না**
**পরের মেয়ে মানি না।**

এর পরেই চোখ বাঁধা রাতুল কান্তা আপুকে ধরে ফেলল। ব্যস, রাতুলের মুক্তি।

**মন্তব্য :** ছেলে রাতুলের চোখ মেয়ে সোমা বেঁধে দিবে এমনটাই নিয়ম নয়। বরং ছেলে ছেলের ও মেয়ে মেয়ের চোখ বাঁধবে এটাই নিয়ম। অথচ উক্ত ছবিতে তার বিপরীত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই 'প্লে টুগেদার' আগামী দিনে 'লিভ টুগেদার'-এর জন্ম দিবে। যার পরিণতি হবে ভয়াবহ। আর 'পরের ছেলে মানি না। পরের মেয়ে মানি না' বলে ৯/১০ বছরের কিশোর-কিশোরীদের কোন দিকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে?

**(৩/১/১২)** পৃ. ৭১ **ছবি দেখি ও ইচ্ছামতো তিনটি বাক্য লিখি।**

উক্ত ছবিতে বই বুকে নিয়ে একজন শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করছেন ও বেঞ্চে পাশাপাশি বসা ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে শিক্ষিকাকে সালাম দিচ্ছে।

**মন্তব্য :** শিক্ষিকা সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা বেঞ্চে বসেই সালামের উত্তর দিবে, এটাই সুন্নাত। দাঁড়ানোটা ইসলামী রীতি নয়। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রী পাশাপাশি বসা ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

৭৫. দ্র. 'বনগীতি' বই; ৭১টি গান নিয়ে 'বনগীতি' বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। বইটি উৎসর্গ করা হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সংগীত শিল্পী যমীরুদ্দীন খানকে। উৎসর্গের সূচনা গানটি সহ বইয়ে মোট গানের সংখ্যা ৭২টি।

**(৩/১/১৩)** পৃ. ৭২ গল্প **একজন পটুয়ার কথা** (লেখকের নাম বিহীন)

বাবা তাকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতা মাদরাসায়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছবি আঁকার স্কুলে পড়বেন। বাবা শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করালেন। বাবা বললেন, পড়ার খরচ তিনি দেবেন না। পড়ার খরচ জোগাতে তিনি কাজ করেছেন পুতুলের কারখানায় *(পৃ. ৭৩)*।

**মন্তব্য :** উক্ত লেখাগুলিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হেয় করে ছবি আঁকার স্কুলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দিয়েই মাদ্রাসা শিক্ষাকে ভিতর থেকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে। অথচ প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামে নিষিদ্ধ। ক্বিয়ামতের দিন ঐসব ছবি অঙ্কনকারীকে আল্লাহ বলবেন, ওতে জীবন দাও। সে জীবন দিতে পারবে না। ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(বুখারী হা/৭৫৫৭)*।

**(৩/১/১৪)** 'তিনি দেশ সেবক তরুণদের সংগঠন ব্রতচারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন খাঁটি বাঙালি হওয়ার শিক্ষা' *(পৃ. ৭৩)*। যার ১৪ লাইনের কবিতায় বলা হয়েছে,

খিচুড়ি ভাষায় বলিব না।
ভুলেও ভুঁড়ি বাড়াইব না।...
দৈবে ভরসা রাখিব না।
চেষ্টা না করে থাকিব না।

**মন্তব্য :** গুরু সদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১ খৃ.) কর্তৃক ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, ঐক্যবদ্ধভাবে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে মানসিক ও আত্মিক বিকাশ লাভ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।...ইউরোপে এ আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায়। ইংরেজ সরকারেরও এ আন্দোলনের প্রতি সপ্রশংস সমর্থন ছিল।

দখলদার ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি খাঁটি বাঙালী হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন। অথচ কে না জানে, বাঙালী হিন্দুরাই ছিল ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট, বাঙালী মুসলমানরা নয়। আর 'খাঁটি বাঙালী হওয়ার শিক্ষা' *(পৃ. ৭৩)* বলতে খাঁটি হিন্দু হওয়ার শিক্ষা বুঝানো হয়েছে।

তাই আলোচ্য 'একজন পটুয়ার কথা' গল্পে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন স্বাধীনচেতা শিক্ষার্থীর জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই। বরং এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে পুনরায় ভারতভুক্ত হয়ে তাদের দাসত্ব বরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে তারা কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, মানভাদর, গোয়া, সিকিম প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের খাঁটি বাঙালী নয়, বরং খাঁটি মুমিন হওয়াই উদ্দেশ্য থাকে।

**(৩/১/১৫)** উক্ত বইয়ে ব্রতচারীদের ১৪ লাইন বিশিষ্ট নিয়মনীতি শিখানো হয়েছে। অথচ ইসলামের শিষ্টাচার মূলক কোন বাণী শিখানো হয়নি। গল্পের শেষে বলা হয়েছে, 'আমরাও তাঁর মত দেশকে ভালবাসব। ছবিকে ভালবাসব। মানুষকে ভালবাসব'। অথচ দেশকে ভালবাসা মানুষের সহজাত। এজন্য কোন পটুয়ার মত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছবিকে ভালবাসারও কোন প্রয়োজন নেই।

**(৩/১/১৬)** বইয়ে পটুয়া কামরুল হাসানের (জন্ম : কলকাতা ১৯২১; মৃত্যু : ঢাকা ১৯৮৮) 'তিন কন্যা', 'নাইওর', 'উঁকি' ইত্যাদি ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব ছবির প্রধান উপজীব্য হ'ল নারী। বিশেষতঃ নারীর দেহ। এর মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কিছুই শিক্ষণীয় নেই। বরং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার শিক্ষা রয়েছে। আর 'পটুয়া' অর্থ চিত্রকর। অথচ প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ।

**(৩/১/১৭)** পৃ. ৮৬ গল্প **পাল্লা দেওয়ার খবর** (লেখকের নাম বিহীন)

**মন্তব্য :** এখানে একজন শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। অথচ এখানে একজন শিক্ষককে দেওয়া যেত। এর মাধ্যমে সহশিক্ষার বিপক্ষে ইসলামী নীতির প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে। এভাবে ১০৯ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত 'খলিফা হযরত আবু বকর (রা)' ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই। যেখানে 'খলিফা' বানানটাও ভুল। সঠিক বানান হবে 'খলীফা'।

বইয়ের শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে 'পরনিন্দা ভাল নয়'। কথাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু পাঠ্যসূচীর বাইরে এবং সবের পিছনে কেন?

## (২) ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Three

Reprint : August, 2018

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** M S Hoque, Yasmin Banu, Md Abdur Razzaque, Naina Shahzadi. **Illustration Editor :** Hashem khan

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪। বইয়ে মোট ছবি ও কার্টুনের সংখ্যা ৪৫০টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৩০১, ভেড়া ২, পাখি ২৮, ব্যাঙ ১২, কুকুর ৭, হাতি ২, বিড়াল ১০, পিঁপড়া ৩২, ইঁদুর ১৬, মাছ ৩, ছাগল ৩, সিংহ ৫, বাঘ ৯, মুরগী ২, জেব্রা ২, গরু ১০, কচ্ছপ ১, খরগোশ ১, ঘোড়া ২ এবং পাতিহাঁস ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৩/২/১)** পৃ. ১ Contents বা সূচীপত্র। পৃষ্ঠার উপরে ডান দিকে টম এন্ড জেরি নামের দু'টি কুকুরের কার্টুন ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** শিক্ষার সকল স্তরের পাঠ্যবই থেকে সকল প্রকার প্রাণীর ছবি প্রত্যাহার করা আবশ্যক। নইলে শিক্ষার্থীরা ছবি-মূর্তির পূজারী হয়ে পড়বে।

**(৩/২/২)** বইয়ের শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে Health is wealth (স্বাস্থ্যই সম্পদ) কথাটি খুবই সুন্দর। কিন্তু অনুবাদ দেওয়া হয়নি কেন? তাছাড়া পাঠ্যসূচীর বাইরে এবং সবের পিছনে কেন?

## (৩) গণিত

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** আ. ফ. ম. খোদাদাদ খান, সালেহ্ মতিন, হামিদা বানু বেগম, ড. মোঃ মোহসীন উদ্দিন। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬। মোট ছবি সংখ্যা ৬৩২১। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ১৭৪টি, পাখি ৪১৯, কার্টুন ছবি ২৩২, গরু ৫৪৮১, মূর্তির অবয়ব ১৫টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৩/৩/১)** প্রতি পৃষ্ঠার উপরের দিকে পাখির ছবি। পৃষ্ঠার নীচের দুই দিকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের কার্টুন ছবি। এখানেও **১ম** শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর গণিতের ন্যায় 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'য় রেজা ও মিনার কথোপকথন রয়েছে।

**মন্তব্য :** প্রতি পৃষ্ঠার উপরের ও নীচের ছবিসহ প্রাণীর সমস্ত ছবি ও কার্টুন প্রত্যাহারযোগ্য।

**(৩/৩/২)** পৃ. ২ **ছবিতে কতগুলো গরু আছে?**

**মন্তব্য :** ছবিতে ২৫৮টি গরুর ছবি দিয়ে সেগুলি বিভিন্নভাবে গণনার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। অথচ এগুলি অনর্থক। আলিয়া মাদ্রাসার বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ের ছবি, কার্টুন, আকৃতি ও প্রতিকৃতি কোনটাই শিক্ষাসহায়ক নয়। অত্র বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় গরুর ছবি আছে ৫৪৮১টি। শিশুদেরকে শৈশবকাল থেকেই গো-পূজারী বানানোর অপকৌশল নয় কি? এটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গো-পূজারী এজেণ্ডার বাস্তবায়ন নয় তো?

**(৩/৩/৩)** পৃ. ১৬ **১.৫ ক্রমবাচক সংখ্যা**

তোমার শ্রেণিতে যেকোন ২০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা তুলনা কর এবং ছোট থেকে বড় ক্রমে লাইন কর। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের অবস্থান ক্রমবাচক সংখ্যায় বলবে। তোমার অবস্থান কত? কতজন শিক্ষার্থী তোমার থেকে লম্বা (বা খাটো)?

**মন্তব্য :** কারু লম্বা বা খাটো হওয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উঁচু-নীচু তুলনা করা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশলকে অবজ্ঞা করার শামিল। এতে বেঁটে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে ছোট মনে করবে।

**(৩/৩/৪)** পৃ. ১৭ গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী ক্রমবাচক অবস্থান লিখি।

**মন্তব্য :** ঐশি, শিমু, ইমন, তপন, লাকি, শিপু, দীপা, মিতু, হ্যাপি, মিতালি অনৈসলামী নামগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

## (৪) বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. আলী আসগর, ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, কাজী আফরোজ জাহানআরা ও মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। মোট প্রাণীর ছবি ৪২৬টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৩০৯, ছাগল ১৮, কার্টুন ছবি ২, পাখি ১৯, গরু ২০, বক ৯, হরিণ ৯, ঘোড়া ২, বাঘ ১, কেঁচো ১, চিংড়ি ১, প্রজাপতি ১, শামুক ১, সাপ ৩, মুরগী ১৫, মাছ ১১, বাদুড় ১, ব্যাঙ ১, কাছিম ১ ও টিকটিকি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৩/৪/১)** সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় চরিত্রে দেওয়া হয়েছে একটি মেয়ের নাম হিয়া এবং একটি ছেলের নাম রেজা। অথচ 'হিয়া' নামটি অপ্রচলিত। যদি এর অর্থ 'হৃদয়' হয়, তাহ'লে কি মেয়েটিকে রেজার হৃদয়ের মানুষ হিসাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে? দু'টি ছেলেকে কি চরিত্রে দেখানো যেত না?

**(৩/৪/২)** পৃ. ৬৯-৭৩ অধ্যায় ১১ **তথ্য ও যোগাযোগ**

ছবিতে দেখানো হয়েছে, এসো একটা ''সহজ টেলিফোন'' বানাই *(পৃ. ৭৩)*। পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া হয়েছে দু'টি পানির গ্লাসের নীচে ছিদ্র করে তার সংযোগ করে এক প্রান্তে গ্লাসের ভিতর একটি মেয়ে কথা বলছে ও অপর প্রান্তে টুপী পরিহিত একটি ছেলে কানে গ্লাস লাগিয়ে শুনছে।

**মন্তব্য :** একটি ছেলে ও একটি মেয়ের যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন দিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে? এ যুগের মোবাইল প্রেম এটারই আধুনিক সংস্করণ নয় কি?

## (৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. মাহবুবা নাসরীন, ড. আব্দুল মালেক, ড. ঈশানী চক্রবর্তী, ড. সেলিনা আক্তার। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। মোট প্রাণীর ছবি ২৬৭। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ২১৪, পাখি ৮, হরিণ ৪, গরু ২, বিভিন্ন কার্টুন ছবি ২৫, হিন্দুদের দেবী মূর্তি ৫, মুরগী ৪, জিরাফ ১, পান্ডা ১, পেঙ্গুইন ১, ক্যাঙ্গারু ১, ভল্লুক ১ ও অন্যান্য মূর্তি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৬।]

**(৩/৫/১)** পৃ. ১০ অধ্যায় ২ **মিলেমিশে থাকা**

**মন্তব্য :** ছবিতে মুসলিম-অমুসলিম, ছোট-বড়, নারী-পুরুষের বড় একটি দলের ছবি দেওয়া হয়েছে। অথচ মিলেমিশে থাকার অর্থ একস্থানে থাকা নয়, বরং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা পোষণ করা বুঝায়। ছবিতে বুঝানো হয়েছে ইসলামের পর্দানীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

**(৩/৫/২)** পৃ. ১২ **২. ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎসব**

**মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব :** ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহা।... আরো কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। যেমন শব-ই বরাত, শব-ই ক্বদর ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি।

**মন্তব্য :** অথচ শেষের তিনটি শরী'আত অনুমোদিত কোন ধর্মীয় উৎসব নয়। এর মাধ্যমে বিদ'আতের প্রচার করা হয়েছে মাত্র।

**(৩/৫/৩) হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব :** হিন্দুধর্মে প্রায় সারাবছর নানা পূজার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান পূজাগুলো হচ্ছে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজা। পূজার সময় তারা মন্দিরে পূজা করেন, সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। (ছবিতে দুর্গাপূজার মূর্তিসমূহ দেখানো হয়েছে)।

**মন্তব্য :** 'মিলেমিশে থাকা' গল্পের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারপর 'সবাই সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন' বলে বাকী পার্থক্যটুকুও মিটিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। তাহ'লে আমাদের সোনামণিদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে লাভ কি হচ্ছে? মুসলমান সবার সঙ্গে মিশবে। কিন্তু তার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে নয়।

**(৩/৫/৪)** পৃ. ১৪ **৩. বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের উৎসব**

**বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব :** বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালন করা হয়। এই সময় বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিশুরাও তাতে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে। মাঘীপূর্ণিমাও বৌদ্ধধর্মের একটি উৎসব। (ছবিতে বুদ্ধপূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের মূর্তির প্রতি ভক্তদের প্রার্থনা দেখানো হয়েছে)।

**মন্তব্য :** গৌতম বুদ্ধ একজন মানুষ। তিনি মানুষের পূজা পাওয়ার যোগ্য নন। অনুমান করা হয়, তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬২৫ অব্দে এক সময়ে প্রাচীন

ভারতের পূর্বাঞ্চলে জীবিত ছিলেন এবং শিক্ষাদান করেছিলেন। তিনি নির্বাণবাদের প্রবক্তা। 'নির্বাণ' হ'ল এমন একটি অবস্থার নাম, যেখানে জন্ম-মৃত্যু, শোক বা হতাশা নেই। এটি জীবন থেকে পলায়নের মতবাদ। যা ইসলামের বিপরীত। কেননা ইসলামে পুনরুত্থান ও আখেরাতে কর্মফল প্রাপ্তির আক্বীদা রয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

**(৩/৫/৫) খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব :** খ্রিষ্টানদের প্রধান উৎসব বড়দিন। প্রতিবছর ২৫শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন বড়দিন হিসাবে পালন করা হয়। আমাদের দেশে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীগণ এই দিনে গির্জায় প্রার্থনা করেন। ...খ্রিষ্টধর্মের মানুষ গুড ফ্রাইডে ও ইস্টার সানডে পালন করেন। (ছবিতে বড়দিনের উৎসবে সান্তাক্লজ ও ভক্তদের দেখানো হয়েছে)।

**মন্তব্য :** ২৫শে ডিসেম্বর ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিন নয়। কারণ এটি শীতকাল। অথচ ঈসা (রাঃ)-এর জন্মের সময় ছিল গ্রীষ্মকাল ও খেজুর পাকার মৌসুম।[৭৬] তিনি তাকে পূজা করতে বলেননি। বরং এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সর্বোপরি বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য কোনই শিক্ষণীয় নেই। আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অচিরেই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মূর্তিপূজারীদের সাথে মিশে যাবে'।[৭৭] গৌতম বুদ্ধ অহিংস নীতির প্রবর্তক হ'লেও তার অনুসারী বৌদ্ধরা সহিংস আচরণে সিদ্ধহস্ত। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা বৌদ্ধদের দ্বারাই নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

**রোহিঙ্গাদের ইতিহাস :** রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের আদি বাসিন্দা। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবে যখন থেকে ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন থেকে চট্টগ্রামের ন্যায় এখানেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে *(থিসিস ৪০৩ পৃ.)*। অনেকে ছূফীদের কথা বলেন।

৭৬. সূরা মারিয়াম ১৯/২৫; মুহাম্মাদ আমীন শানক্বীত্বী, তাফসীর আযওয়াউল বায়ান ৩/৩৯৭।
৭৭. আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬।

কিন্তু এটা ভুল। কেননা ইসলামের প্রাথমিক ও স্বর্ণযুগে কথিত ছূফীবাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দের বহু পরে তিব্বত হয়ে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আরাকান হ'ল টেকনাফের পূর্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদীর পূর্ব পাড়ে ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য ও সুউচ্চ ইয়োমা (Yoma) পর্বতমালা বেষ্টিত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রায় ১৫ হাযার বর্গমাইল ব্যাপী একটি সমতল ভূমি। এটাকে প্রাচীন রাহমী (رهمي) রাজ্যভুক্ত এলাকা বলে ধারণা করা হয়। যাকে এখন 'রামু' বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদেরকে কক্সবাজার থেকে নোয়াখালীর ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, তাদেরকে বাংলাদেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুনর্বাসন করা উচিত। তাতে সেখানে বিদেশী চক্রান্ত প্রতিহত করা সহজ হবে।

**(৩/৫/৬)** পৃ. ৬৬ অধ্যায় ১১ : **আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি**

**৩ নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব :** বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন **পহেলা বৈশাখ**, এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এই দিনটি সবাই উদযাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গান-বাজনা ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়।

**মন্তব্য :** আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/১/৩)।

## (৬) আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। **সম্পাদনায় :** অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৪।]

### (৩/৬/১) প্রসঙ্গ কথা

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভূল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'আকাইদ ও ফিকহ' পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

**মন্তব্য :** কিন্তু বইয়ে এর তেমন কোন প্রমাণ নেই। বরং 'নির্ভূল' বানানটাও ভুল। তাছাড়া ইমান, সহিহ আকিদা বানানও ভুল। তবে যেহেতু সেখানে লেখা হয়েছে, 'কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে' সেহেতু আমরা ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিম্নে পেশ করলাম।-

**(৩/৬/২)** পৃ. ২ প্রথম অধ্যায় পাঠ-২ **তাওহিদ**

'কালিমা তায়্যিবা' বলে যেটা লেখা হয়েছে, সেটা হ'ল কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালেমায়ে ত্বাইয়েবা হ'ল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[৭৮] আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/৫/৩)।

**(৩/৬/৩)** পৃ.৫ পাঠ-৩ **ইমান**

**ইমানে মুফাস্‌সাল** وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ...'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান'

**মন্তব্য :** মুমিনের বিশ্বাসের ভিত্তি ছয়টি। যাকে ঈমানে মুফাছছাল বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম (১) আল্লাহ্‌র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণের উপরে (৩) তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপরে (৪) তাঁর রাসূলগণের উপরে (৫) শেষ দিবসের উপরে এবং (৬) আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপরে *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*।

কিন্তু এখানে ৭ম স্তম্ভ হিসাবে 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' বিষয়টি অতিরিক্তভাবে সংযোজিত হয়েছে। কেননা ৫ম স্তম্ভ 'শেষ দিবস' অর্থ ক্বিয়ামত দিবস। যা দুনিয়ার শেষ এবং আখেরাতের শুরু। যার পরেই হিসাব, কর্মফল, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু আসে *(মিরক্বাত; মির'আত)*। অতএব 'শেষ দিবস' বললে আর 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' বলার প্রয়োজন হয়না।

**(৩/৬/৪)** পৃ. ১০ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ-৩ **ফেরেশতা**

চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব :...৩। হযরত আজরাইল (আঃ) : আল্লাহর হুকুমে সকল প্রাণীর রূহ কব্‌জ করেন।

৭৮. কুরতুবী; ইবনু কাছীর; তাফসীর সূরা ইব্রাহীম ২৪ আয়াত।

**মন্তব্য :** ‘আযরাঈল’ নামটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং ‘মালাকুল মউত’ নামটি প্রমাণিত *(সাজদাহ ৩২/১১)*। অনুরূপভাবে ‘ইস্রাফীল’ নাম সম্পর্কিত হাদীছটির সনদ কেউ ছহীহ, কেউ ‘যঈফ’ বলেছেন।[৭৯] বরং তাকে ‘মালাকুছ ছূর’ বলাই শ্রেয়।

তৃতীয় অধ্যায় পাঠ-১ **তাহারাত**

**(৩/৬/৫)** পৃ. ১৪ অজুর ফরজ :...৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা। একইভাবে ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর ৩৪ পৃষ্ঠার পাঠ-৪ ‘অজু’-তেও লেখা হয়েছে।

**মন্তব্য :** আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক (১/৫/৮ ও ২/৫/৬)।

**(৩/৬/৬)** পৃ. ১৫ **অজু করার নিয়ম :** ‘ভিজা হাতে মাথা, ঘাড় ও কান একবার মাসেহ করতে হবে’।

**মন্তব্য :** গর্দান মাসাহ করার কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। ইমাম নবভী (রহঃ) একে ‘বিদ‘আত’ বলেছেন।[৮০] ‘যে ব্যক্তি ওযূতে ঘাড় মাসাহ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় বেড়ী পরানো হবেনা’ মর্মে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সেটি মওযূ বা জাল।[৮১]

**(৩/৬/৭)** পৃ. ১৬ পাঠ-৩ **তায়াম্মুম**

তায়াম্মুমের ফরজ :...৩. ‘উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা’। একইভাবে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতেও লেখা হয়েছে *(পাঠ-৬, পৃ. ৩৭)*।

**মন্তব্য :** বরং পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে মাটির উপর দু’হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু’হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ ‘যঈফ’।[৮২]

**(৩/৬/৮)** পৃ. ১৭ চতুর্থ অধ্যায় পাঠ-১ **সালাত**

---

৭৯. হায়ছামী, মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূত্বী, জামে‘উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২; যঈফাহ হা/৬৮৯৫।

৮০. আহমাদ হা/১৫৯৯৩, আবুদাঊদ হা/১৩২ রাবী ত্বালহা বিন মুছাররিফ তিনি তার পিতা ও দাদা হ’তে, আলবানী, উভয়ের সনদ ‘যঈফ’; নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-৪৭ পৃ.।

৮১. কানযুল ওম্মাল হা/২৬১৪২ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ); আলবানী, যঈফাহ হা/৭৪৪।

৮২. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৬ পৃ.।

**সালাত আদায়ের উপকারিতা** :...দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ পাঁচটি পুরস্কার দিবেন। যথা: ১. রিজিকের কষ্ট থাকবে না। ২. কবরে আযাব হবে না। ৩. হাশরের ময়দানে ডান হাতে আমলনামা পাবে। ৪. পুলসিরাত তাড়াতাড়ি পার হতে পারবে। ৫. বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে।

**মন্তব্য :** সরাসরি এরূপ বর্ণনা কুরআন-হাদীছে নেই।

**(৩/৬/৯)** পৃ. ১৯ পাঠ-২ **সালাতের নিয়ত**

মনে মনে নিয়ত করাই আসল নিয়ত। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম'। এভাবে ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠা জুড়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের অর্থসহ পাঁচটি আরবী নিয়ত লেখা হয়েছে।

**মন্তব্য :** নিয়তের স্থান হ'ল অন্তরে। আর মুখে নিয়ত পাঠ করা 'উত্তম' নয় বরং 'বিদ'আত'। যা অবশ্যই 'মন্দ' ও পরিত্যাজ্য। বরং বাস্তব কথা এই যে, নিয়ত মুখস্ত করার ভয়ে অনেকে ছালাতই পড়েনা। তাছাড়া ভুলক্রমে ফজরের নিয়ত মাগরিবে পড়লে তো ছালাতই শেষ।

**(৩/৬/১০)** পৃ. ২৪ **দুটি দোআ** ছালাত শেষে মুনাজাতের জন্য কুরআন মাজিদ থেকে দুটি দোআ নিম্নে দেওয়া হলো: رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *(বাক্বারাহ ২/২০১)* এবং رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- *(আ'রাফ ৭/২৩)*। পৃষ্ঠার নীচে দেওয়া হয়েছে, **শান্তি মনে সালাত পড়ি + দু'হাত তুলে দোআ করি।**

**মন্তব্য :** দো'আর নিয়ম হ'ল প্রথমে হামদ ও ছানা পাঠ করা। অতঃপর দো'আ করা। আর ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠের প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এর পক্ষে 'ছহীহ' বা 'যঈফ' কোন দলীল নেই। বরং একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে।[৮৩]

**(৩/৬/১১)** পৃ. ২৯ পাঠ-৫, **দেশপ্রেম ...দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।**

---

৮৩. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৩ পৃ.।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'জাল' *(যঈফাহ হা/৩৬)*। তবে নিঃসন্দেহে দেশপ্রেম মানুষের স্বভাবজাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের রাতে জন্মস্থান মক্কার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন *(বাক্বারাহ ২/১৪৪)* দেশপ্রেমের কারণেই। 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ' 'হরকতে বরকত' 'সত্য বলা থেকে চুপ থাকা ব্যক্তি বোবা শয়তান' কথাগুলি হাদীছ নয়, বরং প্রবাদ বাক্য হিসাবে সমাজে প্রচলিত।

**(৩/৬/১২)** পৃ. ৩২ **অজুর পর যে দোআ পড়তে হয়**

...سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

**মন্তব্য :** বইয়ে ওযূর দো'আ ঠিক আছে। কিন্তু শেষে উপরোক্ত দো'আটি যোগ করা হয়েছে। যা ওযূর দো'আর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি মজলিস ভঙ্গের দো'আ।[৮৪]

**(৩/৬/১৩)** পৃ. ৩৩ **প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে যে দোআ পড়তে হয়**

غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى.

**মন্তব্য :** দো'আটির প্রথম অংশ 'ছহীহ'।[৮৫] দ্বিতীয় অংশটি 'যঈফ'।[৮৬]

**(৩/৬/১৪)** পৃ. ৩৩ **ঘরে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়**

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'যঈফ'।[৮৭] গৃহে প্রবেশের সুন্নাতী নিয়ম হ'ল, প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলবে।[৮৮] অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১)*।

---

৮৪. তিরমিযী হা/৩৪৩৩; নাসাঈ হা/১৩৪৪; মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

৮৫. তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

৮৬. ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪ রাবী আনাস (রাঃ); ইরওয়া হা/৫৩।

৮৭. আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/২৪৪৪ রাবী আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ); আলবানী, তারাজু'আত হা/২১, ৩৭।

## (৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মোঃ আহাম্মদ উল্লাহ, ড. মোঃ নূরুল্লাহ, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। **সম্পাদনা :** শাব্বীর আহমদ মোমতাজী।

[পৃষ্ঠা সংখা ৭৬। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৩/৭/১)** পৃ. ২৫ ও ২৬ ছেলে ও মেয়ে, ডাক্তার ও মহিলা এবং বিভিন্ন প্রাণীর ছবি।

**মন্তব্য :** প্রাণীর ছবি ইসলামে নিষিদ্ধ। (আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক : ১/১/১)।

**(৩/৭/২)** পৃ.৩৫ ৯ম পাঠে ছেলে-মেয়েদের একত্রিতভাবে ক্লাস করার ছবি। সাথে একজন প্যান্ট-শার্ট পরা, টুপী ও কাটিং দাড়িওয়ালা শিক্ষকের ছবি।

**মন্তব্য :** এগুলি আদৌ ইসলামী নয়। মাদ্রাসার পাঠ্যবই থেকে এগুলি প্রত্যাহারযোগ্য।

**(৩/৭/৩)** পৃ. ৪৬ **১১তম পাঠ** পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ে সহ পুরা পরিবারের ছবি।

**মন্তব্য :** পরিবার বুঝানোর জন্য এগুলির কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেননা ইসলামে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ। এর দ্বারা পরিবারের গোপনীয়তা অন্যের কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

৮৮. মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, পরিচ্ছেদ-১, রাবী জাবের (রাঃ)।

## ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ৮টি। ১- বাংলা (আমার বাংলা বই, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৬, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- ইংরেজী (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ৯১)। ৩- গণিত (পৃ. ১৬৪)। ৪- বিজ্ঞান (পৃ. ১০৩)। ৫- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ৯০)। ৬- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (পৃ. ৬০)। ৭- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ৬৪)। ৮- আরবী (আদ্‌দুরূসুল আরাবিইয়াহ পৃ. ৯৬)। ৮টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭৪। মোট প্রাণীর ছবি ১৪৩৮টি এবং ৩টি ছবির মানুষের সংখ্যা অগণিত। বইগুলির মোট ওযন ১ কেজি ৫৯২ গ্রাম। ৮টি বইয়ের মধ্যে 'কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ' বাদে বাকী ৭টিতে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫০।]

### (১) আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** হায়াৎ মামুদ, মহাম্মদ দানীউল হক, মাসুদুজ্জামান। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৬। মোট প্রাণীর ছবি ২৮৮। তন্মধ্যে মানুষ ২০৮, হরিণ ১১, পাখি ২৪, প্রজাপতি ২, কুকুর ৩, বিড়াল ২, আবক্ষ ভাস্কর্য ১, পোড়া মাটির মূর্তি বিশিষ্ট ফলক ২০, ঘোড়া ১৫, উট ১ ও হাতি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৯।]

**(৪/১/১)** পৃ. ৬ **পালকির গান**

-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলকাতা ১৮৮২-১৯২২ খৃ.)।

পালকি চলে!

পালকি চলে!

গগন তলে

আগুন জ্বলে।

...পালকি চলে রে!

অঙ্গ ঢলে রে!

আর দেরি কত ?

আরও কত দূর ?

(সংক্ষেপিত)

**মন্তব্য :** মানুষ, কুকুর সহ অসংখ্য ছবি দিয়ে সাজানো ৩৪ লাইনের এই দীর্ঘ কবিতায় শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই। বরং এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শিশুদের বিয়ের পালকিতে বসার সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে।

**(৪/১/২)** পৃ. ১০ **বড় রাজা ছোট রাজা** বড় রাজা মস্ত মস্ত হাতি-ঘোড়া, রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে।

**মন্তব্য :** এটি কাল্পনিক গল্প। এর দ্বারা সুকৌশলে রথ-রথী ইত্যাদি হিন্দুয়ানী শব্দ শিখানো হয়েছে।

**(৪/১/৩)** পৃ. ৩২ গল্প **মহীয়সী রোকেয়া**

শুধু মেয়ে হবার কারণে রোকেয়াকে এভাবে কাটাতে হতো বন্দিজীবন।... আসলে সেই সময়টা ছিল এমনই। মেয়েদের না ছিল লেখাপড়ার অধিকার, না ছিল বাইরে কোথাও বেরোবার স্বাধীনতা। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো খুব অল্প বয়সে। ...রোকেয়ার বিয়ে হ'ল ষোলো বছর বয়সে *(পৃ. ৩৪)*।

**মন্তব্য :** উক্ত গল্পের বক্তব্য বাস্তবতা বিরোধী। লেখাপড়ার সুযোগ না থাকলে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২ খৃ.) কিভাবে লেখাপড়া শিখলেন? যদিও সে সময় বর্তমানের মত বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। পর্দার মধ্যে থেকে ঘরোয়াভাবে সব জায়গাতেই লেখাপড়ার সুযোগ ছিল। আর অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াটা ইসলামের দৃষ্টিতে আদৌ দোষের কিছু নয়। রোকেয়ার বিয়ে হয়েছে ১৬ বছর বয়সে। যা আদৌ অল্প নয়।

**(৪/১/৪)** পৃ. ৩৭ কবিতা **নেমন্তন্ন**

-অন্নদাশঙ্কর রায় (উড়িষ্যা, ভারত ১৯০৫-২০০২ খৃ.)।

যাচ্ছ কোথা?

চাংড়িপোতা।

কিসের জন্য?

নেমন্তন্ন।

বিয়ের বুঝি?

না, বাবুজি।

কিসের তবে?

ভজন হবে।

শুধুই ভজন?

প্রসাদ ভোজন।...

**মন্তব্য :** পূর্বের কবিতার ন্যায় অত্র কবিতায়ও বিয়ের সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর হিন্দুদের ভজন তথা পূজা উপলক্ষ্যে প্রসাদ ভোজনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আহ্বান করা হয়েছে। সেইসাথে তাদেরকে কিছু হিন্দুয়ানী শব্দ শিখানো হয়েছে। যেমন নেমন্তন্ন, বাবুজি, ভজন, প্রসাদ ইত্যাদি।

**(৪/১/৫)** পৃ. ৪০ গল্প **মোবাইল ফোন**

এখন এমন মোবাইল ফোনও আছে যাতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায়। ...গান শুনতে পারি,...তুমি তোমার বাসায় বসে মোবাইলে ছবি তুলে সেই ছবি পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে পাঠাতে পার।

**মন্তব্য :** শিশুদের মোবাইল ফোন থেকে দূরে রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চলছে। অথচ আমাদের বোর্ড কর্তৃপক্ষ মোবাইল ফোনের বহু উপকারিতা বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করছেন। ইন্টারনেট সংযুক্ত মোবাইল ফোনে সেলফি তোলা, সিনেমা দেখা, গান শোনা ইত্যাদি হারাম কাজের কথা না বলে কুরআন তেলাওয়াত শোনা, কুরআন-হাদীছের আলোচনা শ্রবণের উল্লেখ করা যেত।

**(৪/১/৬)** পৃ. ৪৫ **আবোল-তাবোল**

-সুকুমার রায় (কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)।

ছুটলে কথা, থামায় কে?

আজকে ঠেকায় আমায় কে?

আজকে আমার মনের মাঝে

ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে-

রাম-খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ

কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,

গানের পালা সাঙ্গ মোর।

(সংক্ষেপিত)

**মন্তব্য :** এটি কোন ভদ্র মানুষের কবিতা হ'তে পারেনা। এরূপ ভাষায় কোন ভদ্র শিক্ষার্থী তৈরী হবেনা।

**(৪/১/৭)** পৃ. ৪৮ গল্প **হাত ধুয়ে নাও**

গল্পে অন্তু, সান্টু নাম রয়েছে।

**(৪/১/৮)** পৃ. ৪৯ ...''আহ্ বুবু, তুমি আবার বকছ কেন? ...খেতে খেতে অন্তুর নাকে সর্দির পানি এসে যায়। ও সেটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে সার্টে মুছে নেয়।

**(৪/১/৯)** পৃ. ৫০ ...মা বললেন-''শুনলি তো বাবুসোনা! মামার কথাই না হয় শুনলে।''

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে তাদেরকে পরিচ্ছন্নতা শিখানোর বদলে বিপরীতটা শিখানো হয়েছে। এগুলি কোন ভদ্র সন্তানের কাজ নয়। এগুলি স্রেফ বাজে পাঠ্য। গল্পে অন্তু, সান্টু, বুবু, বাবুসোনা ইত্যাদি অধিকাংশ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর নাম নয়।

**(৪/১/১০)** পৃ. ৫৪ **অনুশীলনী** ১. জেনে নিই। ...আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন।

**মন্তব্য :** সকলে বাংলায় কথা বললেও মুসলিম বাংলা ও হিন্দু বাংলায় পার্থক্য রয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীরা কখনো ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বলে না।

**(৪/১/১১)** পৃ. ৬৭ **কাজলা দিদি**

-যতীন্দ্রমোহন বাগচী (নদীয়া, ভারত ১৮৭৮-১৯৪৮ খৃ.)।

**..বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?**

**কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!**

**মন্তব্য :** ২৫ লাইনের উক্ত দীর্ঘ কবিতায় ৮বার 'দিদি' বলা হয়েছে। হিন্দু বাংলায় 'দিদি' বলার রীতি থাকলেও মুসলিম বাংলায় এরূপ রীতি নেই।

অথচ এগুলিই মুসলিম শিক্ষার্থীদের রপ্ত করানো হচ্ছে। এছাড়া উক্ত কবিতায় শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

**(৪/১/১২)** পৃ. ৭৫ **মা**

-কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.)।

**যেখানেতে দেখি যাহা**

**মা-এর মতন আহা...**

**মন্তব্য :** মায়ের সম্পর্কে ৩৬ লাইনের এই বিশাল কবিতা দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলনা। মাকে চিনাবার জন্য মা ও ছেলের বড় বড় ছবি তিন স্থানে ছয়টি এবং কবির ছবি দেওয়া হয়েছে। যা স্রেফ অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া নজরুলকে যারা হিংসা করত এবং যারা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, তাদের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই মায়ের মত কিছু দেখতেন না। সকলকে ভালবাসা কেবল আল্লাহ্র পক্ষেই সম্ভব। যিনি তাঁর শত্রু-মিত্র সবাইকে সমভাবে আলো-বাতাস ও রূযী দিচ্ছেন।

**(৪/১/১৩)** পৃ. ৭৮ গল্প **ঘুরে আসি সোনারগাঁও**

পৃ. ৭৯ লোকশিল্প যাদুঘর, সোনারগাঁও। ছবিতে প্রাচীন পানাম সিটির সাথে আধুনিক ভাস্কর্য যোগ করা হয়েছে।

**(৪/১/১৪)** পৃ. ৮৪-৮৫ কবিতা **বীরপুরুষ**

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ., জোড়াসাঁকো-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ)।

**এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে'**

**ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।**

**তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে**

**ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করছ মনে,**

**...বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল**

**কী দুর্দশাই হতো তা না হলে!'**

(সংক্ষেপিত)

**মন্তব্য :** মুসলমানরা বিপদে পড়লে ঠাকুর-দেবতাকে নয়, বরং আল্লাহকে স্মরণ করে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*।

**(৪/১/১৫)** পৃ. ৮৮ গল্প **পাহাড়পুর**

ছবিতে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার

...প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় থাকতেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এরকম জায়গার নাম বিহার।

**মন্তব্য :** মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধ ধর্ম, ভিক্ষু ও বিহার শিখানোর উদ্দেশ্য কি? তারা কি এগুলি শিখার জন্য মাদ্রাসায় যায়?

**(৪/১/১৬)** পৃ. ৮৯ বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানান রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে।...পাহাড়পুর ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। 'পাহাড়পুর বিহারের পোড়া মাটির ফলক' ছবিতে বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে।

**মন্তব্য :** পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি যদি উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হওয়ার দলীল হয়, তাহ'লে সেখানে আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হবে এটাই স্বাভাবিক। যেমনভাবে ধ্বংস হয়েছে কওমে ফেরাঊন, লূত ও অন্যান্য সম্প্রদায়।

**(৪/১/১৭)** পৃ. ৯০ **অনুশীলনী** বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছবি

**মন্তব্য :** দুই পা পরস্পর বিপরীতমুখী ভাঁজ করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে পদ্মাসনে বসা ধ্যানী বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছবি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (২৬শে মে ২০১৪ থেকে) তার দলবল নিয়ে দিল্লীর রাজপথে যোগাসনে বসে ধ্যান করে দেখিয়েছেন যে, এটা হিন্দুদেরও একটি উপাসনা। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কোনই শিক্ষণীয় নেই।

**(৪/১/১৮)** পৃ. ৯২-৯৩ **লিপির গল্প**

শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলব। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।

গল্পের চরিত্র : মনজুলা, শিক্ষক, আলো, অনজু, হাসান, আদিত্য, আমিনা, সুজিত, নাহিদ, টমাস, শিউলি

...প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতে ও পড়তে জানত না। জানবে কী করে? তখন তো বর্ণ বা অক্ষর কিছুই ছিল না। ...তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি-কলম ছিল না। আমাদের বাবা, মা, দাদি ছোটদের জন্য গল্প বানাতেন। আর পাহাড়ের গুহায় বসে

রাতে চাঁদের আলোতে গল্প বানিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতেন। বড়রা গল্প বানাতেন আর ছোটরা গল্প শুনত। গল্প শুনে শুনে বড় হয়ে নিজেরা আবার ছোটদের গল্প শোনাত। ...ভুলে গেলে তখন আর গল্প বলতে পারত না। আবার নতুন করে গল্প বানাতে হতো। সে জন্যই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এল। ...মানুষ একদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল। সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

**মন্তব্য :** এ গল্পে শিক্ষার্থীদের কিছুই শিক্ষণীয় নেই। মনজুলা, আলো, অনজু, আদিত্য, সুজিত, টমাস, শিউলি নামগুলি অনৈসলামী। এগুলির বদলে আরবীতে অর্থবহ ইসলামী নাম দেওয়া উচিৎ ছিল। কেননা মাদ্রাসায় তো কোন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান শিক্ষার্থী নেই। তবে কি মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামী নাম ছেড়ে অনৈসলামী নামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে? আর ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি। পড়া ও লেখা আল্লাহ্র হুকুমে হয়েছে। এ নিয়ে ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া বোকামী।

**(৪/১/১৯)** পৃ. ৯৭ গল্প **খলিফা হযরত উমর (রা)**

গল্পের ছবিতে একটি উট, জুব্বা ও রুমাল পরিহিত দু'জন পুরুষ।

**মন্তব্য :** ওমর (রাঃ)-এর ঘটনাবলী শিখানোর জন্য উট, জুব্বা ও রুমাল পরিহিত লোকদের প্রয়োজন নেই। এভাবে ৮টি কবিতা ও ১৫টি গল্পে একমাত্র শিক্ষণীয় গল্প 'খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)'। তা-ও সবার শেষে।

শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে 'পরনিন্দা ভালো নয়'। এই সুন্দর কথাটি পাঠ্যসূচীর বাইরে কেন?

## (২) ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Four

Reprint : August 2015

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, DHAKA

**Writers :** Shaheen M. Kabir, A.M.M. Hamidur Rahman, Md. Zulfeqar Haider, Goutam Roy. **Illustratior :** Azizur Rahman. **Illustration Editor :** Hashem khan.

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১। প্রাণীর মোট ছবি সংখ্যা ৩৪০টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৩০৯টি। পাখি ৬, সাপ ১, জেব্রা ১, হাঁস ২, মুরগী ৬, ক্যাঙ্গারু ২, মাছ ১, বিড়াল ১, ঘোড়া ১, বাঘ ১, সিংহ ৪, হাতি ১, বানর ১, কুকুর ১, ছাগল ১ এবং ইঁদুর ১টি। প্রথম কভার পেজেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীর মিলিত পিকনিকের ছবি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৪/২/১)** পৃ. ২ ও ৩ ছাত্র ও ছাত্রীর সংলাপ।

**(৪/২/২)** পৃ. ১৪ দোকানদার ও একটি মেয়ের কথোপকথন।

**(৪/২/৩)** পৃ. ২৩ ৯ নম্বর খেলায় ২ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে মোট ৪ জন ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে ধরে ঘুরছে ও খেলছে।

**(৪/২/৪)** পৃ. ৭১ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীর মিলিত পিকনিকের ছবি।

**মন্তব্য :** এগুলি ইসলামী পর্দারীতির ঘোর বিরোধী। এগুলির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা ছোট থেকেই অশালীন ও নির্লজ্জ হয়ে বেড়ে উঠবে।

## (৩) গণিত

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** শামসুল হক মোল্লা, এ. এম. এ. আহ্সান উল্লাহ, ড. অমল হালদার, স্বপন কুমার ঢালী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৪। ছবির সংখ্যা ১২৬। এতে মানুষের ১২৪টি ও পাখির ২টি ছবি আছে। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৪/৩/১)** বইয়ের শুরুতে 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'য় বলা হয়েছে, ১) চরিত্র : পাঠ্যপুস্তকে 'রেজা' ও 'মিনা' নামের দু'জন শিক্ষার্থীর কথোপকথন দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে।

**মন্তব্য :** এই বইয়ের অধিকাংশ স্থানে ছেলে ও মেয়ের ছবি ও কথোপকথন দিয়ে সহশিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে পুরা বইয়ে 'রেজা' ও 'মিনা' নামের দু'জন শিক্ষার্থীর কথোপকথন রয়েছে।

## (৪) বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. আলী আসগর, ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, কাজী আফরোজ জাহানআরা ও মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩। মোট প্রাণীর ছবি ৩০৫টি। তন্মধ্যে মানুষ ২১৮, গণ্ডার ১, ভল্লুক ১, কুকুর ১, সাপ ৩, পাখি ১৫, হরিণ ৯, গরু ১৩, মাছ ২১, বাঘ ৪, খরগোশ ২, ঘোড়া ১, কুমির ১, শিয়াল ১, কাঠবিড়ালী ৩, কচ্ছপ ৪, ইঁদুর ১, বানর ৩ এবং উট ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৪/৪/১)** পৃ. ৬৪ অধ্যায় ৯ **বিনোদনে প্রযুক্তি**

আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিনোদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করি।... যেমন- ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম-গিটার, বেহালা-পিয়ানো, ড্রামস, সিডি ও ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি।

**মন্তব্য :** এগুলি বাদ্য-বাজনার উপকরণ। যা মুসলিম শিক্ষার্থীদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামে বাদ্য-বাজনা নিষিদ্ধ।[৮৯]

## (৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. মাহবুবা নাসরীন, ড. আব্দুল মালেক, ড. ঈশানী চক্রবর্তী, ড. সেলিনা আক্তার। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯০। প্রাণীর মোট ছবি ৪৬৩টি। তন্মধ্যে মানুষ ২৪২, পাখি ৬, গরু ২, বানর ১, বাঘ ১, হাতি ২, সাপ ১, হরিণ ২, মূর্তি ১, বিভিন্ন প্রাণীর

৮৯. মুসলিম হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩৮৯৫ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); সূরা লোকমান ৩১/৬; হাকেম হা/৩৫৪২।

ছবি ২০৫টি, কার্টুন সহ রয়েছে অগণিত মানুষ সম্বলিত ছবি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(৪/৫/১) মন্তব্য :** পৃ. ১ সূচীপত্রের পৃষ্ঠায় একজন নারীকে পুলিশের পোষাক পরিয়ে হাতে লাঠি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। তার উপরে একজন পুরুষকে দমকল বাহিনীর কর্মী বানিয়ে আগুন নিভানোর ছবি দেওয়া হয়েছে। সর্বনিম্নে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। এর দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে?

**(৪/৫/২)** পৃ. ৬ অধ্যায় ২ **সমাজে পরস্পরে সহযোগিতা**

**১ নারী ও পুরুষ :** বর্তমান সময়ে নারী ও পুরুষ সবাই ঘরে ও বাইরে কাজ করেন। সবখানেই নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা উচিত। ...কাজেই নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য করা উচিৎ নয়। ছবিটির নীচে লেখা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ একত্রে কাজ করছেন।

**মন্তব্য :** 'সবখানেই নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখা উচিত' 'কাজেই নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো বৈষম্য করা উচিৎ নয়' কথাগুলি আপত্তিকর। নারী-পুরুষ সমান সমান করে সৃষ্টি করেন আল্লাহ। যাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়। আর বংশ বৃদ্ধি না হ'লে পৃথিবীর অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পোষাক হিসাবে এবং পুরুষকে নারীর অভিভাবক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে উভয়ের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছেন। উভয়ের পারিবারিক ও সামাজিক অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা বৈষম্য বলেন, তারা অজ্ঞতাবশে কিংবা হঠকারিতাবশে সেটি বলে থাকেন।

**(৪/৫/৩)** পৃ. ১০-১৭ অধ্যায় ৩ **বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী**

চাকমা, মারমা, মণিপুরি ও সাঁওতাল চারটি নৃ-গোষ্ঠীর চারজন মহিলার ছবি দেওয়া হয়েছে।

'বিবাহ অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী মারমা পোষাকে বর ও কনে'র ছবি। 'সাঁওতালি নৃত্যে'র ছবি। মণিপুরি নৃত্যে'র ছবি।

**মন্তব্য :** মারমা পোষাকে বর ও কনে, সাঁওতালী নৃত্য ও মণিপুীর নৃত্যের অর্ধনগ্ন ছবিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে যৌনতায় প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

**(৪/৫/৪)** পৃ. ১৮ অধ্যায় ৪ **নাগরিক অধিকার**

ওঁ এবং ক্রুশের ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** ওঁ (ওম বা অউম্) হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের পবিত্রতম প্রতীক। হিন্দুশাস্ত্রে এটি হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ব্রহ্মের বাচক। ওঁ-কারের বারংবার উচ্চারণে মানুষ তার পাশবিক প্রবৃত্তি জয় করতে সক্ষম হয়। ওঁ-কার অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুকালে ওঁ-কারের উচ্চারণে পরম সত্য লাভ হয়। মন্দির, ঠাকুরঘর প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানের প্রতীকচিহ্ন রূপেও ওঁ-কার ব্যবহৃত হয়। ক্রুশ চিহ্ন দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শূলে বিদ্ধ করে হত্যার ছবি দেওয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তারা তাকে হত্যা করেনি, শূলেও দেয়নি, বরং তাদের জন্য (অন্যকে) সদৃশ বানানো হয়েছিল। আর যারা এতে মতভেদ করেছিল, তারা ঈসার বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিল। এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই কেবল ধারণা ব্যতীত। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি' *(নিসা ৪/১৫৭)*। অথচ এগুলি শিখানো হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে। নাগরিক ও সামাজিক অধিকার বুঝানোর জন্য এগুলির কোন প্রয়োজন ছিলনা।

**(৪/৫/৫)** পৃ. ৮৪-৮৫ **আচার অনুষ্ঠান ও সংগীত**

আমাদের জীবনে বিভিন্ন সময়ে অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়। নিচে সেরকম তিনটি ছবি দেওয়া হলো : **(১) মুখেভাত (২) জন্মদিন (৩) গায়ে হলুদ**

**মন্তব্য :** মুখেভাত, জন্মদিন ও গায়ে হলুদ ইত্যাদি বিজাতীয় সংস্কৃতি। এগুলি পাঠ্যবই থেকে প্রত্যাহার করা উচিৎ।

বইটির শেষ কভার পেজের পিছনে লেখা হয়েছে, 'গাছ মানুষের পরম বন্ধু'। যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি শেষ কভারের পিছনে কেন?

## (৬) আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** আবু সালেহ মোঃ কুতবুল আলম, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান ও মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। **সম্পাদনায় :** অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১৯।]

**(৪/৬/১)** পৃ. ২ প্রথম অধ্যায় পাঠ-২ **ইমান**

ইমানে মুফস্সালে বর্ণিত ৭টি বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না।

**মন্তব্য :** ৬টি বিষয় হবে, ৭টি নয়। এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য তৃতীয় শ্রেণী ক্রমিক (৩/৬/৩)।

**(৪/৬/২)** পৃ. ১৩ সালাতের মধ্যে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা ফরজ।

**মন্তব্য :** কেবল কুরআন নয়, বরং সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না'।[৯০] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের সারবস্তু' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ'...। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, إِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ *(ইক্বরা' বিহা ফী নাফসিকা)* 'তুমি ওটা চুপে চুপে পড়'।[৯১]

**(৪/৬/৩)** পৃ. ১৭ পাঠ-২ **প্রধান চার ফেরেশতা**

**আজরাইল ও ইসরাফিল...**

**মন্তব্য :** উক্ত দুই ফেরেশতাকে মালাকুল মউত ও মালাকুছ ছূর বলা উচিৎ। আলোচনা দ্রষ্টব্য তৃতীয় শ্রেণী ক্রমিক (৩/৬/৪)।

**(৪/৬/৪)** পৃ. ২৬-২৭ চতুর্থ অধ্যায় : তাহারাত, পাঠ-১ **অজু**

*মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা। *শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। *মুখ ভরে বমি করা

**মন্তব্য :** রক্ত বা পুঁজ বের হওয়া কিংবা মুখ ভরে বমি করা ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়।[৯২]

---

৯০. বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২, রাবী উবাদা বিন ছামেত (রাঃ); কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

৯১. মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়।

৯২. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৩ পৃ.।

**(৪/৬/৫)** পৃ. ২৮ পাঠ-২ **গোসল**

**বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে গোসল শুরু করা।**

**মন্তব্য :** শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলাটাই সুন্নাত।[৯৩] পুরোটা বলা সম্পর্কে মতভেদ আছে *(ছহীহাহ হা/৩৪৪-এর আলোচনা দ্র.)*।

পৃ. ২৯ তায়াম্মুমের ৩নং ফরজ- **উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।**

**মন্তব্য :** উক্ত বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য তৃতীয় শ্রেণী ক্রমিক (৩/৬/৭)।

**(৪/৬/৬)** পৃ.২৯ পাঠ-০৩ **তায়াম্মুম**

যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায় : ***অজু করে আসতে গেলে জানাজা বা ইদের সালাত না পাওয়ার আশঙ্কা করলে।**

**মন্তব্য :** এটি হানাফী মাযহাবে জায়েয। ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, নফল ছালাত ছেড়ে দেওয়ার চাইতে আদায় করাটাই উত্তম। তবে এর বিপরীতে জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, জানাযার ছালাত বা ঈদের ছালাত ফরয নয় এবং এগুলি পরেও ওযূ করে পড়া যায়।[৯৪]

**(৪/৬/৭)** পৃ.৩০ **ইসতিনজার নিয়ম**

প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আবশ্যক মত মাটির ঢিলা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত।

**মন্তব্য :** পানি পেলে কুলূখের (মাটির ঢেলা) প্রয়োজন নেই।[৯৫] স্রেফ পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করায় ক্বোবাবাসীদের প্রশংসা করে আল্লাহ সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াতটি নাযিল করেন।[৯৬]

**(৪/৬/৮)** পৃ. ৩০ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।

**মন্তব্য :** বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয।[৯৭] আর ঘেরা টয়লেটের মধ্যে পেশাব-পায়খানায় কিবলা শর্ত নয়।[৯৮]

---

৯৩. আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭; তিরমিযী হা/১৮৫৮; মিশকাত হা/৪২০২ রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৯৪. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ১৪/২৭১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৪৩৯।
৯৫. তিরমিযী হা/১৯ রাবী আয়েশা (রাঃ); মির'আত ২/৭২।
৯৬. আবুদাঊদ হা/৪৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); আলবানী, ইরওয়া হা/৪৫, পৃ. ১/৮৩-৮৪; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'পেশাব-পায়খানার আদব' অধ্যায়, ৬৮ পৃ.।
৯৭. বুখারী হা/২২৪; মুসলিম হা/২৭৩; মিশকাত হা/৩৬৪ রাবী হুযায়ফা (রাঃ)।
৯৮. বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫ রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩ রাবী মারওয়ান আল-আছফার মাওলা আয়েশা (রাঃ)।

**(৪/৬/৯)** পৃ. ৩৫ **সালাত আদায়ের নিয়ম**

সালাতের নিয়ম দেওয়া হলো :...জায়নামাজের দোআ পাঠ করা।

**মন্তব্য :** ছালাত শুরুর আগেই জায়নামাযের দো'আ মনে করে *'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু...'* পড়ার রেওয়াজটি সুন্নাতের বরখেলাফ। মূলতঃ 'জায়নামাযের দো'আ' বলে কিছু নেই। আলোচনা দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় শ্রেণী ক্রমিক (২/৫/১১)।

**(৪/৬/১০)** পৃ. ৩৫ ...তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় পুরুষ দু'কান পর্যন্ত এবং মহিলা দু'কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠাবে। পুরুষ নাভির নিচে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। মহিলা বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে।

**মন্তব্য :** হাত বাঁধার সময় দুই কানের লতি বরাবর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী উঠানোর হাদীছ 'যঈফ'।[৯৯] বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুছল্লী দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।[১০০]

ছালাতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জন্য বুকে হাত ও পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধার যে রেওয়াজ চালু আছে, হাদীছে এর কোন প্রমাণ নেই।[১০১] বরং এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, ছালাতের মধ্যকার ফরয ও সুন্নাত সমূহ মুসলিম নারী ও পুরুষ সকলে একই নিয়মে আদায় করবে।[১০২]

**(৪/৬/১১)** পৃ. ৩৭ পাঠ-৩ **সালাতের ফরজসমূহ**

সালাতের ফরজ মোট **১৩**টি।

**মন্তব্য :** ছালাতটাই ফরয। এতদ্ব্যতীত ছালাতের রুকন ৭টি, ওয়াজিব ৮টি এবং বাকী সবই সুন্নাত।[১০৩]

**(৪/৬/১২)** পৃ. ৩৮ পাঠ-৪ **সালাতের ওয়াজিবসমূহ**

সাজদায়ে সাহু হলো-শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা।

---

৯৯. আবুদাঊদ হা/৭৩৭; মিশকাত হা/৮০২ রাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)।
১০০. বুখারী হা/৮২৮; মিশকাত হা/৭৯২ রাবী আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী (রাঃ)।
১০১. মির'আত (লাহোর : ১ম সংস্করণ, ১৩৮০ হি./১৯৬১ খৃ.) ১/৫৫৮; ঐ, ৩/৬৩; তুহফা ২/৮৩।
১০২. মির'আত ৩/৫৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯; নায়লুল আওত্বার ৩/১৯।
১০৩. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতের রুকন সমূহ' অধ্যায়।

**মন্তব্য :** সিজদায়ে সহো-র পরে 'তাশাহ্হুদ' পড়ার বিষয়ে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'যঈফ'।[১০৪] বরং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পরপর দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিয়ে সালাম ফিরাবে।[১০৫]

**(৪/৬/১৩)** পৃ. ৩৮ পাঠ-৪...৭. তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সাজদা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ স্থির থাকা।

**মন্তব্য :** এটি বানোয়াট কথা। বরং পুরা ছালাতটাই ধীরে-সুস্থে পূর্ণ খুশূ-খুযূ সহকারে আদায় করতে হবে।[১০৬]

**(৪/৬/১৪)** পৃ. ৩৯ পাঠ-৫ বিতর সালাতের তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবির বলে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দোআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। আর তাকবির বলা ও কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত।

**মন্তব্য :** বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে কুনূত পাঠের কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[১০৭] বরং শেষ রাক'আতে রুকূ শেষে দাঁড়িয়ে দো'আয়ে কুনূত পাঠ করে মুছল্লী *'আল্লাহু আকবার'* বলে সিজদায় যাবে।[১০৮] আর বিতরের জন্য কুনূত ওয়াজিব নয়।[১০৯]

**(৪/৬/১৫)** পৃ. ৩৯ পাঠ-৫ **দোআ কুনুত**

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ...إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ

**মন্তব্য :** উপরোক্ত শব্দে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ 'মুরসাল' বা 'যঈফ'।[১১০] অধিকন্তু এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে,

---

১০৪. আবুদাঊদ হা/১০৩৯; তিরমিযী হা/৩৫৯; মিশকাত হা/১০১৯ রাবী ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ); ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃ.; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ১৫২-৫৩ পৃ.।

১০৫. মুসলিম হা/৫৭১; মিশকাত হা/১০১৫ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ); বুখারী হা/৮২৯; মিশকাত হা/১০১৮ 'সহো' অনুচ্ছেদ-২০, রাবী আব্দুল্লাহ বিন বুহায়না (রাঃ)।

১০৬. বুখারী হা/৭৫৭; মুসলিম হা/৩৯৭; মিশকাত হা/৭৯০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৬-১৬৯ পৃ.।

১০৮. মুসলিম হা/৬৭৫; নাসাঈ হা/১০৭৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃ.।

১০৯. আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; মিশকাত হা/১২৯১-৯২ রাবী আনাস ও আবু মালেক আশজাঈ (রাঃ)।

১১০. মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯; বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫।

কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়।[১১১] বরং বিতরের কুনূতের জন্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আটি হ'ল, اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ...وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ– যা রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্বীয় নাতি হাসান (রাঃ)-কে শিক্ষা দেন।[১১২]

**(৪/৬/১৬)** পৃ.৪২ পাঠ-২ **সাওমের নিয়ত**

نَوَيْتُ أَنْ أَصُوْمَ غَدًا...إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

**মন্তব্য :** উক্ত মর্মে কোন হাদীছ নেই। বস্তুতঃ নিয়তের স্থান হ'ল হৃদয়ে। অতএব ইবাদতের সংকল্প করাই যথেষ্ঠ। আর মুখে নিয়ত পাঠের প্রচলিত রেওয়াজটি 'বিদ'আত'- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[১১৩] আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (২/৫/৫ ও ৩/৬/৯)।

**(৪/৬/১৭)** পৃ.৪২ **ইফতারের দোআ** اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

**মন্তব্য :** হাদীছটি মুরসাল ও 'যঈফ'।[১১৪] বরং 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার করবে।[১১৫]

**(৪/৬/১৮)** পৃ. ৫৬ পাঠ-৯ **দেশপ্রেম** : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

**মন্তব্য :** এটি হাদীছ নয় এবং ঈমানের অঙ্গ নয় বরং এটি স্বভাবজাত বিষয়। এ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য : ক্রমিক (৩/৬/১১)।

**(৪/৬/১৯)** পৃ. ৬১ হাই উঠলে মুখের উপর হাত রাখবে এবং পড়বে- 'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'

**মন্তব্য :** এ সময় *'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* বলার কোন প্রমাণ নেই এবং হাই উঠলে তার জন্য কোন দো'আ নেই। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন

১১১. ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃ.।
১১২. আবুদাঊদ হা/১৪২৫; মিশকাত হা/১২৭৩; দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ১৬৭ পৃ.।
১১৩. দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮৩ পৃ.।
১১৪. আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; ইরওয়া হা/৯১৯।
১১৫. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০, রাবী আনাস (রাঃ)।

তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন সে যেন সাধ্যপক্ষে তা চাপা দেয়। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে ও 'হা' করে মুখ খুলে শব্দ করলে শয়তান হাসে'।[১১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুখে হাত দিয়ে তা চেপে রাখবে। নইলে শয়তান সেখানে ঢুকে পড়বে।[১১৭]

## (৭) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ আবদুর রহমান। **সম্পাদনা :** শাব্বীর আহমদ মোমতাজী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬। ছবির সংখ্যা ৪২টি। তন্মধ্যে মানুষ ৪১ জন এবং গরু ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৪/৭/১)** পৃ. ৩৭-৩৮ **هَوَايَةُ مَرْيَمَ** : اَلدَّرْسُ السَّادِسُ (৬ষ্ঠ পাঠ : মারিয়ামের শখ)

هَوَايَتِى الرَّسْمُ وَهَذِهِ رُسُوْمَاتِي. : اَلتِّلْمِيْذَةُ (ছাত্রী : আমার শখ ছবি আঁকা। আর এই যে আমার ছবিগুলি) ছবিতে রয়েছে ছাত্রীর অঙ্কিত মানুষের ছবির ২টি গ্যালারি।

**মন্তব্য :** মাদ্রাসার ছাত্রীদের শখ ছবি আঁকা হ'তে পারেনা। কারণ ইসলামে ছবি-মূর্তি হারাম। রাসূলুল্লাহ ছবি বা প্রতিকৃতি নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক আযাবপ্রাপ্ত লোক হবে ছবি প্রস্তুতকারীগণ'।[১১৮] কিন্তু জোর করে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিখানো হচ্ছে ছবি আঁকানো। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অপপ্রয়াস বন্ধ হবে কি?

---

১১৬. বুখারী হা/৬২২৩; মুসলিম হা/২৯৯২; মিশকাত হা/৪৭৩২, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১১৭. মুসলিম হা/২৯৯৫; মিশকাত হা/৪৭৩৭, রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
১১৮. বুখারী হা/৫৯৫০; মুসলিম হা/২১০৯; মিশকাত হা/৪৪৯৭।

## ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ৮টি। ১- বাংলা (আমার বাংলা বই, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৪, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- ইংরেজী (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ১০৮)। ৩- গণিত (পৃ. ১৫৯)। ৪- বিজ্ঞান (পৃ. ১০২)। ৫- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ১০২)। ৬- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (পৃ. ৯২)। ৭- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ৮৪)। ৮- আরবী (আদ্‌দুরূসুল আরাবিইয়াহ পৃ. ২২৪)। ৮টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০৫। মোট প্রাণীর ছবি ১১৮৮টি। অগণিত প্রাণীর ছবি ১৩টি। বইগুলির মোট ওযন ২ কেজি ৫৮ গ্রাম। বইগুলিতে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৭৬।]

### (১) আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** হায়াৎ মামুদ, মহাম্মদ দানীউল হক, ড. মাসুদুজ্জামান। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৪। প্রাণীর ছবির সংখ্যা ২১৬টি। তন্মধ্যে মানুষ ১২৭, পাখি ২৭, অগণিত প্রাণীর ছবি ৭ স্থানে, মূর্তি ৯, বাঘ ৫, হাতি ৩, শুকর ১, গণ্ডার ১, হরিণ ৯, পাতি হাঁস ১৩, মাছ ১, শিয়াল ২, মুরগী ১, কচ্ছপ ৩, উট ৭টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১২।]

**(৫/১/১)** পৃ. ১ **এই দেশ এই মানুষ**

পৃ. ২ 'আমাদের আছে নানা ধরনের উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। **হিন্দুদের দূর্গাপূজা সহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ'**। ...অতঃপর নীচে দেওয়া হয়েছে হুতোম পেঁচা ও অন্যান্য ছবি। সব নীচে লেখা হয়েছে, **পহেলা বৈশাখের উৎসব।**

**মন্তব্য :** এর দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পহেলা বৈশাখের উৎসব সকল ধর্মের মানুষের। অথচ এটি কেবল হিন্দুদের উৎসব। নইলে হুতোম পেঁচা ও সাপ ইত্যাদির মূর্তি কেন? মুসলানদের ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার উৎসবে কি এগুলি থাকে?

দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এসব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে পেঁচা, রামের বাহন হিসাবে হনুমান, দুর্গার বাহন হিসাবে সিংহ, দেবতার প্রতীক হিসাবে সূর্য ইত্যাদি নিয়ে শরীরে দেব-দেবী ও জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি আঁকে। তারা কালীর লাল জিহবা, গণেশের মস্তক ও মনসার উল্কি ইত্যাদি এঁকে এদিন পূজা-অর্চনা করে এবং 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' করে। অথচ তাদের এই শিরকী সংস্কৃতিকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি নাম দিয়ে ৯০ শতাংশ তাওহীদবাদী মুসলিম শিক্ষার্থীদের মগযে সুকৌশলে শিরকী সংস্কৃতি প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। যা চরম অন্যায় শুধু নয় বরং গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

**(৫/১/২)** পৃ. ২ **'ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার'।**

**মন্তব্য :** কথাটি চরম আপত্তিকর। কারণ অধিকাংশ উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের আলোকে। তাই অন্যদের উৎসবের সাথে ইসলামী উৎসব সব দিক দিয়েই পৃথক। ইসলামের উৎসব নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে। এই উৎসবে যেমন রয়েছে ইবাদতের পবিত্রতা, তেমনি রয়েছে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন দ্যোতনা। সুতরাং মুশরিকদের উৎসবকে মুমিনদের উৎসবের সমান গণ্য করা প্রকারান্তরে শিরক ও তাওহীদকে একাকার করার শামিল। অতএব মুসলিম শিক্ষার্থীদের সিলেবাস থেকে উক্ত বক্তব্য অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিৎ।

**(৫/১/৩)** পৃ. ৩ **'দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে'।**

**মন্তব্য :** এগুলি স্রেফ অর্থহীন আবেগ ও শিরকী বক্তব্য। এখানে দেশকে একটি প্রাণবান সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। যার হাতে আলো, বাতাস ও সম্পদের মালিকানা রয়েছে। অথচ সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা *(মায়েদা ৫/১২০)*। দেশের মালিকানা বদল হয়। কিন্তু আল্লাহ্র মালিকানায় বদল নেই।

**(৫/১/৪)** পৃ. ১০-১১ গল্প **সুন্দরবনের প্রাণী**

**...'প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান'।**

**মন্তব্য :** বরং সব কিছুই আল্লাহ্র দান। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে অবগত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

**(৫/১/৫)** পৃ. ৩৪ **শখের মৃৎশিল্প**

'গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখের মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব।

**মন্তব্য :** মৃৎশিল্প শখের নয়। বরং প্রয়োজনীয় শিল্প। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। যা হাযার হাযার মানুষের জীবিকার উৎস।

**(৫/১/৬)** পৃ. ৩৭ ...মামা পড়েন ঢাকার চারুকলা ইন্সটিটিউটে।...মামা বললেন, সুযোগ মতো একসময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব'।

**মন্তব্য :** কথায় বলে, ধান ভানতে শিবের গীত। মৃৎশিল্প বুঝাতে গিয়ে পহেলা বৈশাখের মেলা কেন? পহেলা বৈশাখের ছুটি বাংলাদেশে কবে থেকে চালু হয়েছে? এটা কি হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য সার্বজনীন ও চিরন্তন উৎসব? কয়জনের মামা ঢাকার চারুকলা ইন্সটিটিউটে পড়াশুনা করে? আমি ও মামাতো বোনের নাম 'বৃষ্টি' ও 'সোহানা' কেন? ফাতেমা-আয়েশা হ'তে পারতো না? সবশেষে মামা তাদেরকে শালবন বিহারে (ময়নামতি, কুমিল্লা) নিয়ে যাবেন কেন? তিনি কি সুন্দরবন-ষাট গুম্বজ মসজিদ দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন না? এদেশে বৌদ্ধ কতজন আছে? যে তাদের পূজার স্থান শালবন বিহার দেখতে যেতে হবে? সবকিছুর মধ্যেই অতি সূক্ষ্মভাবে শিক্ষার্থীদের মন-মগয থেকে ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্য চেতনা নিঃশেষ করে দেওয়ার সুচতুর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**(৫/১/৭)** পৃ. ৫৬-৬১ গল্প **কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা**

'এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ'।

পৃ. ৬০ অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে :

**সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর**

**সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।**

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাখ লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ। সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখে মুখে বিঁধে যায়। জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়'।

**মন্তব্য :** শিক্ষাহীন এক উদ্ভট হিন্দুয়ানী গল্প। যার কোন ভিত্তি নেই। এসব ফালতু বস্তু দিয়ে শিক্ষার্থীদের সিলেবাসের বোঝা বাড়ানো হয়েছে।

**(৫/১/৮)** পৃ. ৬৪-৬৯ নাটক **অবাক জলপান**

-সুকুমার রায় (কলকাতা, ১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)।

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘন্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজে ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে?...মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

**মন্তব্য :** বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীরা জল নয়, পানি পান করে। তাদের তেষ্টা লাগেনা, বরং পিপাসা লাগে। তারা কোন মশাইয়ের কাছে চায় না। বরং ভাই বা চাচাজীর কাছে চায়। পশ্চিম বাংলার কবি সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)-এর প্রাচীন বাংলা আধুনিক যুগে শিখানোর উদ্দেশ্য কি? মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিন্দু বাংলায় অভ্যস্ত করানোই কি উদ্দেশ্য? এরূপ শিক্ষাহীন ও ভদ্রতা বিবর্জিত নাটক অবিলম্বে সিলেবাস থেকে ছাঁটাই করা উচিৎ।

**(৫/১/৯)** পৃ. ৮১-৮২ **শিক্ষাগুরুর মর্যাদা**

-কাজী কাদের নওয়াজ (জন্ম : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ১৯০৯; মৃত্যু : মাগুরা, বাংলাদেশ ১৯৮৩ খৃ.)।

**'উচ্ছ্বাস ভরি শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে,**

**কুর্ণিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে'।**

**মন্তব্য :** বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গযেবের (১৬১৮-১৭০৭ খৃ.) নামে রচিত উক্ত কবিতায় 'কুর্ণিশ করি' কথা এসেছে। ইসলামে কুর্ণিশ করার

কোন বিধান নেই। এটি অমুসলিমদের রীতি। যা আজও দেশের আদালত সমূহে ও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। শিক্ষকদেরকে এ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে বুঝিয়ে দিতে হবে।

**(৫/১/১০)** পৃ. ৯৪ গল্প **বিদায় হজ** (লেখকের নাম বিহীন)

...নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না। ...'তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। বিদায়!' *(পৃ. ৯৭)*।

**মন্তব্য :** উক্ত কথাগুলি বিদায় হজ্জের ভাষণে নেই। আরাফাতের ময়দানে এবং কুরবানী ও মিনার দিনগুলির ভাষণে রাসূল (ছাঃ) সর্বমোট **১৩**টি হাদীছে **৩১**টি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যার প্রতিটি মানব জীবনে চিরন্তন দিক নির্দেশনা মূলক। কিন্তু সেখানে বোর্ডের বইয়ে লিখিত উপরোক্ত প্যারাটি কোথাও পাওয়া যায় না। এটি নিজেদের বানানো এবং বিদায় হজ্জের ভাষণকে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মকে সমমর্যাদায় দেখানো হয়েছে। অথচ ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম।[১১৯] ইসলামকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে।[১২০] তবে এজন্য অন্য ধর্মের লোকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবেনা। কারণ আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফেরূন ১০৯/৬)*। এর অর্থ সূর্যোদয়ের পর যেমন অন্ধকার থাকেনা। ইসলাম আসার পর তেমনি ভ্রান্ত পথ থাকেনা। এর পরেও যদি কেউ ভ্রান্ত পথে চলে, তাহ'লে তাদের জন্য ভ্রান্ত পথ এবং আমাদের জন্য সরল পথ।

**(৫/১/১১)** পৃ. ১১৫ গল্প **শহিদ তিতুমীর** (লেখকের নাম বিহীন)

তেতো, তিতু, তিতুমীর।...শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুখ হলো। রোগ সারানোর জন্য তাকে দেওয়া হল ভীষণ তেতো ঔষধ।...এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে তিতুমীর।

---

১১৯. আলে ইমরান ১৯; মায়েদাহ ৩।
১২০. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০ রাবী আত্বা বিন ইয়াসার ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

**মন্তব্য :** লেখকের নামহীন এই গল্পে 'তিতু' নামের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা রীতিমত হাস্যকর। পশ্চিমবঙ্গের বৃটিশ বিরোধী এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর শৈশবকালে এরূপ ঘটনার প্রমাণ কোথায়? আর যদি এরূপ ঘটনা ঘটেও থাকে, তবে সেটা বোর্ডের বইয়ে প্রকাশ করার অর্থ কি? এর মাধ্যমে শিশুমনে তাঁর সম্পর্কে কেমন ধারণা তৈরী হবে? এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই। বরং হাসির খোরাক রয়েছে। অতএব এই ঘটনা অবশ্যই প্রত্যাহার যোগ্য। মুসলমান প্রজাদের উপর নির্যাতনকারী ও দাড়ির উপর ট্যাক্স আরোপকারী হিন্দু জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও তার পৃষ্ঠপোষক দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতেই কি তিনি আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের সেক্যুলার লেখকদের কাছে হাসির পাত্র হয়েছেন? ধিক ঐসব লেখকদের প্রতি!

মোশাররফ হোসেন খান রচিত ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর বইয়ে (২০০৭ খৃ.) সূত্রহীনভাবে উক্ত গল্পটি দেখা যায়।

**(৫/১/১২)** পৃ. ১২০ গল্প **অপেক্ষা**

-সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৯৪৭ খৃ., রাজশাহী)

**...দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়।**

**মন্তব্য :** ইসলামে খুশীতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হয়। হাততালি নয়। এটি অমুসলিমদের রীতি।

সবশেষে বলব, ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর ১৩৪ পৃষ্ঠার পুরা বইয়ে ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'বিদায় হজ' ব্যতীত কোন স্থানে উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই। বইয়ের প্রথম কভার পেজের উপরে হাঁটু ও মাথা আলগা দু'জন ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি মুনাজাতের ভঙ্গিতে চোখ বুঁজে বসে আছে। তাছাড়া বইয়ের সর্বত্র নারী-পুরুষের ছবির ছড়াছড়ি। যা ইসলামের পর্দানীতির বিরোধী। শেষ কভার পেজে একটি ভাল উপদেশ লেখা হয়েছে, 'পরনিন্দা ভালো নয়'। এটা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকার বাইরে কেন? এর দ্বারা যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে থাকেন যে, তারা আমাদের বাচ্চাদের আক্বীদা ধ্বংস

করার জন্য যা খুশী লিখবেন, তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করা যাবেনা, তাহ'লে তারা মহা ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ বোর্ড কারু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যে যা খুশী তাই লিখবেন ও সিলেবাসে ঢুকাবেন। সর্বোপরি আমরা মুসলমান। আমাদের রাসূলের বাণী এই যে, 'তোমরা কোন অন্যায় দেখলে হাত দ্বারা প্রতিরোধ কর অথবা যবান দ্বারা প্রতিবাদ কর'।[১২১] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে'।[১২২] অতএব ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে বলা বা লেখা পরনিন্দা নয়, বরং এটি প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব।

## (২) ENGLISH FOR TODAY

Ibtedaie Class Five

Reprint : August 2015

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** Shaheen M. Kabir, A.M.M. Hamidur Rahman, Md. Zulfeqar Haider, Goutam Roy. **Illustration Editor :** Hashem khan.

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮। মোট প্রাণীর ছবি ৩৪২টি। তন্মধ্যে মানুষ ২৩৫, গরু ২, জন্মদিনের প্যাকেটজাত কেক ৩টি, ছেলে ও মেয়েদের খেলার দৃশ্য ৭টি, বিভিন্ন পশুপাখি ২২, ব্যাঙ ১, মাছ ১০, হাতি ২, জেব্রা ৩, জিরাফ ১, বানর ২, সিংহ ২, কুমির ১, শিয়াল ৪, শহীদ মিনার ১, কাঠবিড়ালী ২, পোকা ৩, গিরগিটি ৫, সাপ ৩, বাঘ ১, কুকুর ১, প্রজাপতি ১১, খরগোশ ৯, কচ্ছপ ৪, ইঁদুর ৭ এবং সজারু ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১০।]

**(৫/২/১)** পৃ. ৭ বইয়ের দোকানের সামনে জিন্সের প্যান্ট ও ইন করা গেঞ্জী ও বুক খোলা কোর্ট পরিহিতা সাবালিকা মেয়ে অন্যান্য পুরুষদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

---

১২১. মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
১২২. আবুদাঊদ হা/৩৬৫৮; মিশকাত হা/২২৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

**মন্তব্য :** এরূপ পোষাক ও পরিবেশ ইসলামী শালীনতার ঘোর বিরোধী। এই অশালীন পোষাক ছেলেদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

**(৫/২/২)** পৃ. ১০ Mr. Rashidul Islam is a banker...He wants to improve his English, so he watches cartoons on TV everyday...He likes books about animals, especially tigers and loins. (মি. রশীদুল ইসলাম একজন ব্যাংকার। তিনি তার ইংরেজী ভাষায় উন্নতি করতে চান। সেকারণ তিনি টিভিতে কার্টুন ছবি দেখেন। তিনি পশুদের বিষয়ে বই সমূহ ভালবাসেন। বিশেষ করে বাঘ ও সিংহের।)

**মন্তব্য :** মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কুরআন-হাদীছ পড়ে ব্যাংকার হয়না। আর তাদেরকে ইংরেজী ভাষায় উন্নতি করতে হয়না। বরং কুরআন-হাদীছের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। প্রতিদিন টিভিতে কার্টুন দেখাও তাদের কাজ নয়। আর পশুদের বই-পত্র পড়ে তারা পশুত্ব শিখতে চায় না। বরং উন্নত মানুষের জীবনী পড়ে তারা মনুষ্যত্ব শিখতে চায়।

**(৫/২/৩)** পৃ. ১৪ **Tamal, Sima, Nasreen, Biju**-এর কথপোকথন।

**মন্তব্য :** দু'জন ছেলে ও দু'জন মেয়ের নামের মধ্যে Nasreen (নাসরীন) নাম বাদে তমাল, সিমা, বিজু সবগুলিই অনৈসলামী নাম। কথোপকথন ছেলেরা ও মেয়েরা পৃথকভাবেও করতে পারত। তাছাড়া নাসরীন বাদে বাকী নামগুলিতে নারী-পুরুষ বুঝার উপায় নেই। এর মাধ্যমে লিঙ্গ সমতার অবাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যাতে উভয়ের মধ্যে পর্দার ফরয বিধান ধ্বংস করা হয়েছে।

**(৫/২/৪)** পৃ. ১৬ ফ্যাশনে হিজাব পরিহিতা একজন মহিলার ছবি দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** মেয়েদের পোষাক হবে ঢিলাঢালা ও সর্বাঙ্গ আবৃতকারী। হিজাবের নামে আঁট-সাট অর্ধনগ্ন পোষাক নয়।

**(৫/২/৫)** পৃ. ২১ **Jump! Clap!** মেয়েটি এখানে Jump বা লাফ দিচ্ছে ও ছেলেটি Clap তথা হাততালি দিচ্ছে।

**মন্তব্য :** কি চমৎকার আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা! ছেলেরা হাত তালি দিবে ও মেয়েরা উর্ধ্বে দুই হাত ছড়িয়ে লাফাবে। এ দৃশ্যের মাধ্যমে বেগানা ছেলে-মেয়েদের কোন দিকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে? এগুলি কি ইভটিজিং ও ধর্ষণের দিকে ছেলে-মেয়েদের ঠেলে দিবেনা?

**(৫/২/৬)** পৃ. ২৯ Clap again.

Let's have some fun,

With our friends.

(পুনরায় হাততালি দাও। এসো আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে কিছু কৌতুক করি)।

**মন্তব্য :** কথাগুলি বড়ই মারাত্মক। বিবেকবান পিতা-মাতা কখনোই এগুলি বরদাশত করতে পারে কি? বোর্ডের লেখক ও দায়িত্বশীলদের কি ছেলে-মেয়ে নেই? নাকি তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন?

**(৫/২/৭)** পৃ. ৩৫ হিজাব পরিহিতা একটি মেয়ের হাতে মাইক্রোফোন She sings. She is a singer. (সে গান গাইছে। সে একজন গায়িকা)

**মন্তব্য :** হিজাব পরিহিতা মেয়েরা 'গায়িকা' হয় না। হিজাব পরিয়ে গান গাওয়ানো অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করার একটি অপকৌশল মাত্র। তাছাড়া এর মাধ্যমে ইসলামী পোষাক হিজাবকে অপমান করা হয়েছে।

**(৫/২/৮)** পৃ. ৫৮ HAPPY BIRTHDAY (শুভ জন্মদিন) ছবিতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সামনে রক্ষিত বড় কেকের উপর জ্বলন্ত মোমবাতি স্থাপন করা হয়েছে। পাশে রয়েছে নানা বয়সের ছেলে-মেয়েরা।

**মন্তব্য :** জন্মদিন পালন অমুসলিমদের রীতি। এই সাথে মোমবাতি প্রজ্বলন প্রাচীন গ্রীকদের অনুকরণ। তারা তাদের ধারণা মতে চাঁদের দেবী 'আর্তেমিসে'র জন্মদিন উপলক্ষে তার জন্য কেক তৈরি করত। অতঃপর তার গায়ে অনেকগুলি মোমবাতি জ্বালিয়ে বসিয়ে দিত। এরপর সবাই মিলে প্রার্থনা করে ফুঁ দিয়ে সেটি নিভিয়ে দিত। আর ভাবত যে সেই মোমবাতির ধোঁয়া তাদের প্রার্থনা নিয়ে দেবতার কাছে চলে যাচ্ছে।

এভাবে মুসলমানদের মধ্যে যত প্রকারের দিবস, মাস ও বর্ষ পালন অনুপ্রবেশ করেছে, সবই বিজাতীয় অপসংস্কৃতি। এসবের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে'।[১২৩]

১২৩. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৬১৪৯।

**(৫/২/৯)** পৃ. ৬০ The 21st of February, 1952 is the Language Martyr's Day. (১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদ দিবস)।

**মন্তব্য :** বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করার জন্য যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন, সবাই স্মরণযোগ্য। কিন্তু এজন্য কোন নির্দিষ্ট দিবস পালন করা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি-মূর্তিতে ফুল দেওয়া এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান করা, যা পূজার শামিল, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। ইসলামে কোন দিবস পালনের রীতি নেই। তাছাড়া মাদ্রাসায় কোন হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি কাম্য নয়।

**(৫/২/১০)** পৃ. ৬৬ হিজাব পরিহিতা ২জন মেয়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যাডমিন্টন ও অপরজন ফুটবল খেলছে।

**মন্তব্য :** এগুলি মাদ্রাসা ছাত্রীদের বেহায়াপনার দিকে ধাবিত করার অপকৌশল মাত্র।

## (৩) গণিত

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** শামসুল হক মোল্লা, এ. এম. এম. আহ্সান উল্লাহ, ড. অমল হালদার, স্বপন কুমার ঢালী। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৯। মোট ছবি সংখ্যা ১২৬। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ১২৪ এবং পাখির কার্টুন ছবি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৭।]

**(৫/৩/১)** বইয়ের শুরুতেই 'চরিত্র ও প্রতীকের ব্যাখ্যা'য় বলা হয়েছে, (১) চরিত্র : পাঠ্য পুস্তকে রেজা ও মিনা দুইজনের কথোপকথন ছবিতে দেখানো হয়েছে। তাদের আলোচনা ও মতামতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিতের ধারণা স্পষ্ট হবে'। একইভাবে প্রথম শ্রেণীতেও দেখানো হয়েছে। (আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক : ১/৩/১; ২/৩/১; ৩/৩/১ ও ৪/৩/১)।

**(৫/৩/২)** পৃ. ৬১ হাবিব সাহেব তার সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ নিজের জন্য রাখলেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তার সম্পত্তির আর কত অংশ বাকী রইল?

**মন্তব্য :** মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা ইসলাম সম্মত নয়। বরং মৃত্যুর পরে শরী'আত মোতাবেক সব বণ্টিত হবে *(নিসা ৪/১১-১২)*।

**(৫/৩/৩)** পৃ. ৯৬ ৯.২. **সরল মুনাফা**

জসিম একটি ব্যাংক থেকে ৬% বার্ষিক মুনাফায় ২০০০ টাকা ঋণ নিলে জসিমকে প্রতি বছর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

**(৫/৩/৪)** পৃ. ৯৬ (১) সোহেল একটি ব্যাংক থেকে ৮০০ টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ৮৫৬ টাকা ফেরত দিল। বার্ষিক মুনাফার হার কত ছিল?

**(৫/৩/৫)** পৃ. ৯৬ (২) আমিনা কোন ব্যাংক থেকে বার্ষিক ৫% মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ৩০ টাকা মুনাফা দিল। আসল টাকা কত ছিল?

**(৫/৩/৬)** পৃ. ৯৭ তনিমা ব্যাংক থেকে ৩ বছরের জন্য ২০০০/- টাকা ঋণ নিলেন। বার্ষিক মুনাফার হার ৬%। ৩ বছর পর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

**মন্তব্য :** 'তনিমা' কেন, লেখকগণ 'ফাতেমা' নাম জানেন না? তাছাড়া ঋণের উপর লাভটাই তো সূদ। অথচ উপরের উদাহরণগুলিতে সূদকে 'সরল মুনাফা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা স্পষ্টভাবে প্রতারণার শামিল। আর 'সরল ও চক্রবৃদ্ধি' সকল প্রকার সূদকে আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। সূদ হ'ল কবীরা গোনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এগুলি শিখে শিক্ষার্থীরা শুরুতেই ভাববে যে, ইসলামে সূদ বৈধ।

**(৫/৩/৭)** পৃ. ৯৯ ৯ম অধ্যায় অনুশীলনীর ৬নং অংকে রয়েছে, ব্যাংক থেকে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৮ বছর পর মোট ৯৮,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হলো। আসলের ওপর ব্যাংকের মুনাফার হার কত ছিল?

**মন্তব্য :** এখানে পঞ্চাশ হাযার মূল টাকার উপর বাড়তি ৪৮,০০০ টাকা সূদ। এটিকে মুনাফা বলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে।

## (৪) বিজ্ঞান

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. আলী আসগর, ড. মোঃ আনোয়ারুল হক, কাজী আফরোজ জাহানআরা ও মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। **শিল্প সম্পাদনা :** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। মোট প্রাণীর ছবি ১৮৮টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ১২৮, পাখি ১০, গরু ৭, মাছ ২১, ইঁদুর ২, কুকুর ১, কচ্ছপ ৩, বানর ১, কাঠবিড়ালী ২, মশা ২, সাপ ৩, হরিণ ১, ব্যাঙ ২, বাঘ ১, খরগোশ ১, ঘাস ফড়িং ২ ও পেঙ্গুইন ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৫/৪/১)** বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়ম নীতি আলোচনা করতে গিয়ে এবং পাঠকের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে অনেক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ আলাপচারিতা, এক সাথে হেঁটে চলা, পাশাপাশি বসে গল্প করা ও বিভিন্ন কাজে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যেমন- সূচিপত্র পৃষ্ঠায় জুঁই ও দিপুর কথোপকথন। 'এসো আমরা এক সঙ্গে বিজ্ঞান শিখি'। এছাড়াও পৃষ্ঠা ২, ১২, ১৩, ১৫, ২১, ৩৬, ৫২, ৬২, ৬৩, ৭১, ৮৭, ৯৪-তে ছাত্র-ছাত্রীদের এক সাথে অবাধ চলাফেরার ছবি দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে উঠতি বয়সের শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের চরিত্র ভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**(৫/৪/২)** পৃ. ১৫-১৬ অধ্যায় ৩ **জীবনের জন্য পানি**

প্রাণী : বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীদেরও পানির প্রয়োজন। মানবদেহের ৬০-৭০ভাগ পানি।...ছবিতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করছে।

**মন্তব্য :** পানি বসে পান করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/১৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৮৭)*। অথচ

ছবিতে মেয়ের দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা শিখানো হয়েছে। তাছাড়া মানবদেহের ৬০-৭০ ভাগ পানি বুঝানোর জন্য ছবি দেখানোর কোন প্রয়োজন আছে কি?

**(৫/৪/৩)** পৃ. ২৬ বায়ু প্রবাহের ব্যবহারে ভেজা বস্তু শুকানোর দৃশ্য দেখানোর জন্য ড্রায়ারের মাধ্যমে একজন মহিলার চুল শুকানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** বাংলাদেশী মহিলাদের মধ্যে ড্রায়ারের মাধ্যমে চুল শুকানোর প্রচলন নেই। এর পরেও প্রকাশ্য স্থানে বসে এরূপ চুল শুকানো ইসলামের পর্দা বিধানের পরিপন্থী। কেননা মহিলাদের মাথার চুলও তাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত।

**(৫/৪/৪)** পৃ. ৩২ একটি মেয়ের পিছে একটা ছেলে জোরে দৌড়াচ্ছে। একই পৃষ্ঠায় দু'জন ছাত্র-ছাত্রী পাশাপাশি বসে টেলিভিশন দেখছে।

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে তাদেরকে অবাধ মেলামেশায় উৎসাহিত করা হয়েছে। যা পরিত্যাজ্য।

## (৫) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা ও সম্পাদনা :** ড. মাহবুবা নাসরীন, ড. আব্দুল মালেক, ড. ঈশানী চক্রবর্তী, ড. সেলিনা আক্তার। **শিল্প সম্পাদনা** হাশেম খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। মোট প্রাণীর ছবি ৫৭৪টি। তন্মধ্যে পাখি ২, মানুষ ২৯৯, অসংখ্য মানুষের ছবি ৬টি স্থানে, মানুষের কার্টুন ছবি ২৪৪, সাপ ১, গরু ৪, ছাগল ১, মূর্তি ও ভাস্কর্য ১৬ এবং স্মাইল ইমোজি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৮।]

**(৫/৫/১)** পৃ. ২২ ও ২৩ **বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন** শিরোনামে উদ্ধারকৃত মূর্তির ছবি। পাথরে খোদাই করা বুদ্ধের দণ্ডায়মান

চিত্রটি লক্ষ কর। যারা এটা দেখেনি তাদের জন এটি সম্পর্কে বর্ণনা মূলক একটি রচনা লেখ।

**মন্তব্য :** ছবি-মূর্তি ইসলামে হারাম। আর বুদ্ধের পূর্ণদেহী চিত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

**(৫/৫/২)** পৃ. ৩৪-৩৮ **আমাদের অর্থনীতি** শিরোনামে **পাট, চা ও তামাক**। এখানে তামাককে বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান সহ চা বাগানে নারী-পুরুষের যৌথ কর্ম বা শ্রম ছবিতে দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** পাট ও চা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যৌথ কর্ম কেন? নারীরা ঘরে থেকে কাজ করবে, মাঠে-ময়দানে নয়। আর তামাক হ'ল মাদক উৎপাদন কারী ফসল। এতে 'নিকোটিন' বিষ রয়েছে। তামাকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটির বেশী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, যেগুলি মানবদেহে ক্যান্সার উৎপাদক। একে 'অর্থকরী ফসল' হিসাবে মর্যাদা দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে প্রচারণা চালানো শিক্ষার্থীদের ধূমপান ও মাদকতার প্রতি উৎসাহ দানের শামিল। যা সিলেবাস থেকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক। যা মূলতঃ বস্তুবাদী ম্যালথুসিয়ান বিরোধী।

**(৫/৫/৩)** পৃ. ৪০-৪৭ অধ্যায় ৫ **জনসংখ্যা**

পুরা আলোচনাটাই করা হয়েছে অধিক জনসংখ্যার মন্দ দিক বর্ণনা করে।

**মন্তব্য :** এসব আলোচনা দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অথচ বংশ বৃদ্ধির উপরেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। রাসূল (ছাঃ) বংশ বৃদ্ধিকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'তোমরা অধিক সন্তানদায়িনী নারীদের বিবাহ কর...আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গর্ব করব'।[১২৪] অথচ মাদ্রাসায় পড়ানো হচ্ছে তার বিপরীত।

**(৫/৫/৪)** পৃ. ৫৪ অধ্যায় ৬ **ভূমিকম্প** শীর্ষক আলোচনায় ভূমিকম্পের কারণ, ভূমিকম্প মোকাবেলা ও সতর্কতা বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে ভূমিকম্পকে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

---

১২৪. আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১ রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ), সনদ 'ছহীহ'।

**মন্তব্য :** আলোচনায় কোথাও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কথা বলা হয়নি। যার হুকুমে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। যা মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারু নেই। বরং এর অনিষ্টকারিতা হ'তে বাঁচার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এজন্য দো'আ পড়তে হবে। ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে বলবে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ *লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'* (নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত)।[১২৫] **অথবা** এর সাথে উপরের দো'আটি পড়বে। **অথবা** বলবে, *আল্ল-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না* (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না)।[১২৬]

**(৫/৫/৫)** পৃ. ৫৬ অধ্যায় ৭ **মানবাধিকার** : ১. সকলের অধিকার ২. অটিস্টিক শিশুর অধিকার ৩. শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৪. নারী অধিকার লঙ্ঘন।

**(৫/৫/৬)** পৃ. ৬৪ অধ্যায় ৮ **নারী-পুরুষ সমতা** ১. নারী জাগরণের অগ্রদূত ২. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৩. নারী নির্যাতন।

**(৫/৫/৭)** পৃ. ৭০ অধ্যায় ৯ **আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য** ১. সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২. বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা ৩. রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা ৪. রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য।

**(৫/৫/৮)** পৃ. ৭৮ অধ্যায় ১০ **গণতান্ত্রিক মনোভাব** ১. মাদরাসা (আমরা কিভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার একটি উদাহরণ পড়ি) ২. বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে।

**মন্তব্য :** এইসব অধ্যায়গুলি পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গুলি ইসলামে ছোট থেকেই শিখানো হয়। পরিবার ও সমাজের দায়িত্বশীলরাই এগুলি বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। এজন্য গণতন্ত্রের কাছ থেকে সবক নিতে হবে না। আর 'গণতন্ত্র' নামটাই ধোঁকাপূর্ণ। যার সংজ্ঞা ও পরিচয় একেক দেশে একক রকম। অতএব ৭, ৮, ৯ ও ১০ম অধ্যায় সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া আবশ্যক।

---

১২৫. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৭; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৭৭।

১২৬. বুখারী হা/৯৩৩, ১০২১; আবুদাঊদ হা/১১৭৪; বুখারী হা/৯৩৩; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২, অধ্যায়-২৯, অনুচ্ছেদ-৭; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সংকটকালীন দো'আ' অনুচ্ছেদ ।

## (৬) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন :** মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন, ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ। **সম্পাদনা :** আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৫/৬/১)** পৃ. ১ "أَعْبَدُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ تِلاَوَةً لِلْقُرْآنِ". (كذا في كنز العمال عن أبي هريرة) "মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় আবেদ ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করে।"

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফাহ হা/২৮১৪; যঈফুল জামে' হা/৯২৪)*।

**(৫/৬/২)** পৃ. ৫১ صَدَقَ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

**মন্তব্য :** পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেষে এই দো'আ পড়ার কোন বিধান শরী'আতে নেই। আল্লাহ সত্য বলেছেন না মিথ্যা বলেছেন এরূপ মন্তব্য করার অধিকার কারু নেই। বরং কুরআনে কেবল সত্যই থাকে। সেখানে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, 'সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭; আলে ইমরান ৩/৬০)*। তাছাড়া কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'এই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*।

## (৭) আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** আবু সালেহ মোঃ কুতবুল আলম, আবু জাফর মুহাম্মদ নুমান ও মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান। **সম্পাদনায় :** অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ

আব্দুল আলীম। বইটি ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩০।]

**(৫/৭/১)** পৃ. ১০ প্রথম অধ্যায়, পাঠ-৬ **সুন্নাত ও বিদআত**

বিদআত দু-প্রকার। যথা : উত্তম বিদআত ও নিন্দনীয় বিদআত। যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত তাকে উত্তম বিদআত বলে। যেমন মসজিদ পাকা করা, ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রণয়ন, রেল, বিমান, টেলিফোন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত আবিষ্কার সমূহ উত্তম বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। ২. যে বিদআত শরিয়ত অনুমোদিত নয়, বরং এটি গুনাহের দিকে ধাবিত করে ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করে তাকে নিন্দনীয় বিদআত বলা হয়। যেমন, অশ্লীল গান-বাজনা ও চরিত্র ধ্বংসকারী পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

**মন্তব্য :** এখানে বিদ'আতের সংজ্ঞায় পুকুর চুরি করা হয়েছে। যেগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি আদৌ বিদ'আত নয়। বরং বৈষয়িক ব্যাপার। কেননা বিদ'আত হ'ল, ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। যার একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম'।[১২৭] বোর্ডের সিলেবাসে বিদ'আতের উক্ত ভুল সংজ্ঞার অন্তরালে ধর্মের নামে সৃষ্ট মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত-শবে মি'রাজ, কুলখানী-চেহলাম, চার মাযহাব মান্য করা ফরয ইত্যাদি নিজেদের তৈরী বিদ'আতী রেওয়াজগুলিকে শরী'আত সম্মত বলার অপচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

**(৫/৭/২)** পৃ. ১৯ পাঠ-৪ : ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন প্রধান। তারা হলেন-... হজরত আজরাইল আলাইহিস সালাম ও হজরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম।

**মন্তব্য :** এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক (৩/৬/৪ ও ৪/৬/৩)।

**ফেরেশতাদের আকৃতি নিয়ে দুই রকমের বক্তব্য**

**(৫/৭/৩)** ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের পরিচয় লেখা হয়েছে, **'তাদের নির্ধারিত কোনো আকৃতি নেই'**। অথচ দাখিল অষ্টম শ্রেণীর 'আকাইদ ও ফিকহ' বইয়ের

১২৭. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

**(৫/৭/৪)** ৪০ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের পরিচয় লেখা হয়েছে, **'তাদের নিজস্ব আকৃতি রয়েছে'**।

**মন্তব্য :** 'ফেরেশতাদের কোন আকৃতি নেই' কথাটি ভুল। বরং তাদের নিজস্ব আকৃতি আছে। যা মানুষ দেখতে পায়না। যেমন ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীল (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'সে মহা শক্তিধর। অতঃপর সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল'। 'তখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিল' *(নাজম ৫৩/৬-৭)*।

জিব্রীলকে তার ছয়শো ডানা বিশিষ্ট নিজ আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার হেরা গুহায় নুযূলে অহীর পর সাময়িক বিরতি শেষে আবতাহ উপত্যকায়[১২৮] এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজে গিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায়। সূরা নাজমে মে'রাজের সময়ের কথাটিই বলা হয়েছে।[১২৯]

অন্যত্র আল্লাহ ফেরেশতাদের আকৃতি সম্পর্কে বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। যিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার ডানা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যা খুশী বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' *(ফাত্বির ৩৫/১)*।

**(৫/৭/৫)** পৃ. ২২ পাঠ-৫, **আখেরাত :** জান্নাত আটটি।...জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে।

**মন্তব্য :** কথাটি ভুল। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের আটটি ও জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে'।[১৩০] আর জান্নাতের **১০০**টি স্তর রয়েছে।[১৩১] জাহান্নামেরও বহু স্তর রয়েছে *(হিজর ৪৩/১৫)*।

**(৫/৭/৬)** পৃ. ২৪ পাঠ-৭ অলি ও কারামাত; **অলির মর্যাদা**।

**মন্তব্য :** এখানে সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ তিনটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে অলিদেরকে একটি পৃথক শ্রেণী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ 'অলি' বলে

১২৮. বুখারী হা/৪৯২৬; মুসলিম হা/১৬১; মিশকাত হা/৫৮৪৩।
১২৯. বুখারী হা/৪৮৫৭; তিরমিযী হা/৩২৭৭; ইবনু কাছীর।
১৩০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৬৬৩, সনদ 'হাসান' রাবী উতবা বিন আব্দিস সুলামী (রাঃ)।
১৩১. বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ইসলামে নেই। প্রত্যেক দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীই আল্লাহ্র অলি বা বন্ধু *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। এর মাধ্যমে খৃষ্টানদের পোপ-পাদ্রী ও হিন্দুদের যোগী-সন্ন্যাসীদের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে পীর পূজার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের শিরকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রচলিত অসীলাপূজা ও কবরপূজার দিকে ধাবিত করবে।

**(৫/৭/৭)** পৃ. ২৫ পাঠ-৭ **কারামাত**

...হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর উজির আসাফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক ইয়ামেন হতে রাণী বিলকিসের সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসা ইত্যাদি।

**মন্তব্য :** অথচ এগুলি স্রেফ ভিত্তিহীন কাহিনী মাত্র। কোন কোন মুফাসসির প্রমাণহীনভাবে এগুলি লিখেছেন। এসব অখ্যাত বিষয়কে বিখ্যাত করার পিছনে কথিত পীর-আউলিয়াদের পূজা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মাত্র। এখানে সঠিক বিষয়টি হ'ল, ঐ ব্যক্তি ছিলেন স্বয়ং সোলায়মান (আঃ)। যার নিকটে আল্লাহ্র কিতাবের ইলম ছিল।[১৩২]

**(৫/৭/৮)** পৃ. ২৮ তৃতীয় অধ্যায়, পাঠ-১ **ফিকহ শাস্ত্র ও ইমামগণ**

ইসলামী শরিয়তের মূল উৎসসমূহ তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে শরিয়তের বিধি-বিধান অবগত হওয়াকে ফিকহ বলে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هَذَا الدِّينُ الْفِقْهُ. অর্থ : প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি রয়েছে। আর দীন ইসলামের খুঁটি হলো আল ফিকহ (তবারানি)।

**মন্তব্য :** ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ *(হাকেম হা/৩১২; মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*। বাকীগুলি মূল নয়। তাছাড়া ত্বাবারাণীর যে হাদীছ আনা হয়েছে, সেটি মওযূ' বা জাল *(যঈফুল জামে' হা/৫১০৪)*। এক্ষণে ফিক্বহ শাস্ত্রের জন্মের আগে ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণ যুগে যেসব মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দ্বীনের কথিত এই খুঁটির জ্ঞান হাছিল করেননি, তাদের পরকালীন অবস্থা কেমন হবে?

---

১৩২. দ্র. নবীদের কাহিনী ২/১৫৪ পৃ.।

এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন-হাদীছ ছেড়ে নিজেদের তৈরী ফিক্বহমুখী করার অপকৌশল করা হয়েছে মাত্র। যা হাযারো মতভেদে পূর্ণ। আলিয়া হৌক বা কওমী হৌক, সর্বত্র ফিক্বহ হ'ল মূল বিষয়। কুরআন-হাদীছ হ'ল গৌণ। শেষবর্ষে গিয়ে জাঁকজমক সহকারে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান করা হয়। বলা হয় এটি বরকতের জন্য। বরং এটি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। বাস্তব কথা এই যে, মাযহাবী ফিক্বহ পড়া হয় আমলের জন্য। আর কুরআন-হাদীছ পড়া হয় বরকতের জন্য। এমনকি কোন কোন আলেম বলেন, কুরআন-হাদীছ পড়লে মানুষ গোমরাহ হয়ে যাবে। অথচ কুরআন-হাদীছ এসেছে গোমরাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য।

**(৫/৭/৯)** পৃ. ২৯ পাঠ-১ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. অর্থ : শয়তানের মুকাবিলায় একজন ফকিহ হাজার আবিদ হতেও শক্তিশালী (ইবনে মাজাহ)।

**মন্তব্য :** হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফুল জামে' হা/৩৯৭৮)*। এর পরে উক্ত পৃষ্ঠায় চার মাযহাবের চার ইমামের নাম দেওয়া হয়েছে। ভাবখানা এই, যেন ইসলাম ঐ চার ইমামের উপরে দণ্ডায়মান। ইসলামী জগতে আর কোন ইমাম বা ফক্বীহ নেই। এভাবে ছাত্রদেরকে ইসলামী জগতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ বিদ্বানগণ থেকে অন্ধকারে রাখার কৌশল করা হয়েছে। তাছাড়া এক ইসলামে চার মাযহাব ভাগ করে দেখালে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরী হবে এবং মুসলিম ঐক্যের ধারণা বিলুপ্ত হবে। বলা যেতে পারে যে, এই মাযহাবী তাক্বলীদের কারণেই মাযহাবী আলেমরা কুরআন ও সুন্নাহ্র নিরপেক্ষ অনুসারী হ'তে পারেন না। আর এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ কখনোই ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারছে না। বরং শী'আ এবং হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বের পরিণামে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। আজও মুসলিম দেশ সমূহে নিজেদের মধ্যে সর্বদা মারমুখী অবস্থা বিরাজ করছে মূলতঃ মাযহাবী তাক্বলীদের কারণে।

**(৫/৭/১০)** পৃ. ৩৪ পাঠ-৪ অজু : **অজুর ফরজ চারটি**। যথা : ...৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা : মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরজ। সমস্ত মাথা মাসেহ করা সুন্নাত।

**মন্তব্য :** এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক (১/৫/৮; ২/৫/৬ ও ৩/৬/৫)।

**(৫/৭/১১)** পৃ. ৩৪ **অজুর সুন্নাত** : ...২. 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে অজু আরম্ভ করা'।

**মন্তব্য :** আলোচনা দ্রষ্টব্য চতুর্থ শ্রেণী ক্রমিক (৪/৬/৫)।

**(৫/৭/১২)** পৃ. ৩৫ **অজু ভঙ্গের কারণ** : ...২. শরীরের কোনো স্থান দিয়ে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। ৩. মুখ ভরে বমি হওয়া। ৬. কোনো সালাতের মধ্যে অট্টহাসি দেওয়া'।

**মন্তব্য :** পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়াটাই মাত্র ওযূ ভঙ্গের কারণ। বাকীগুলি নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৩ পৃ.)*। তাছাড়া ছালাতের মধ্যে অট্টহাসি দিলে ছালাত নষ্ট হ'তে পারে, ওযূ নষ্ট হবে কেন? আলোচনা দ্রষ্টব্য চতুর্থ শ্রেণী ক্রমিক (৪/৬/৪)।

**(৫/৭/১৩)** পৃ. ৩৫ **অপবিত্র অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধ** : অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা ও স্পর্শ করা, ...কাবা ঘর তাওয়াফ করা, সালাত ছাড়া অন্য কোনো সাজদা, যেমন তেলাওয়াতে সাজদা করা নিষেধ'।

**মন্তব্য :** সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয *(মুসলিম হা/৩৭৩)*। তবে মাসিক ও ফরয গোসলের নাপাকী অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।[১৩৩] ওযূ অবস্থায় কা'বাগৃহ তাওয়াফ শুরু করবে। কিন্তু মাঝখানে টুটে গেলে ঐভাবেই শেষ করবে। তার ক্বাযা আদায় করতে হবে না।[১৩৪] সিজদায়ে তেলাওয়াত বা সিজদায়ে শুক্রের জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়।[১৩৫]

**(৫/৭/১৪)** পৃ. ৩৭ পাঠ-৬ **তায়াম্মুম** : তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা... ৩. উভয় হাত পবিত্র মাটিতে মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

---

১৩৩. মিশকাত হা/৪৬৫ রাবী আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর (রহঃ) তিনি তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা হ'তে; ইরওয়া হা/১২২।

১৩৪. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই ৬৩ পৃ.।

১৩৫. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫৩, ১৫৫ পৃ.।

**মন্তব্য :** বরং পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটির উপর দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে। দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীছ 'যঈফ'।[১৩৬]

**(৫/৭/১৫)** পৃ. ৩৭ **তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ** :... ৫. সালাতরত অবস্থায় যদি পানি পাওয়ার সংবাদ আসে এবং নতুন করে অজু করে সালাত আদায় করার সময় বাকি থাকে, তবে তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। কিন্তু ঈদ ও জানাজার সালাত শুরু করলে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

**মন্তব্য :** এগুলি সবই অনর্থক কথা। বরং তায়াম্মুম হ'ল ওযূর স্থলাভিষিক্ত। অতএব 'তায়াম্মুম' করে ছালাত আদায়ের পর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করতে হবে না।[১৩৭]

**(৫/৭/১৬)** পৃ. ৪১ পাঠ-৯ **প্রস্রাব-পায়খানা করার নিয়ম** : প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ঢিলা ব্যবহার করা এবং পরে পানি দিয়ে উত্তমভাবে ধৌত করা।

**মন্তব্য :** এটিও ঠিক নয়। বরং কুলূখ নিলে পুনরায় পানির প্রয়োজন নেই।[১৩৮]

**(৫/৭/১৭)** পৃ. ৪৭ সাজদায়ে সাহু হলো- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা। সাহু সাজদার পর পুনরায় তাশাহহুদ, দরূদ শরিফ ও দোআ মাছুরা পড়তে হয়।

**মন্তব্য :** এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য চতুর্থ শ্রেণী ক্রমিক (৪/৬/১২)।

**(৫/৭/১৮)** পৃ. ৫০ ৪র্থ অধ্যায় ইবাদত পাঠ-৬ **জুমার সালাত** : জুমার সালাতের জন্য দুইবার আজান দেয়া হয়। জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর প্রথম আজান এবং ইমাম সাহেব খুতবার জন্য মিম্বরে উঠলে ইমাম সাহেবের সামনে দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়। জুমার সালাতের প্রথমে খুতবার পূর্বে চার রাকাত 'কাবলাল জুমা' সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত পড়তে হয়।... জুমার সালাতের নিয়ত (আরবীতে লেখা হয়েছে)। অর্থ : আমার উপর থেকে জোহরের ফরয সালাত রহিত করার জন্য আমি জুমার

১৩৬. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৬ পৃ.।
১৩৭. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৭ পৃ.।
১৩৮. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬৯ পৃ.।

দু'রাকাত ফরজ সালাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী হয়ে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার। জুমার ফরজ সালাতের শেষে 'বা'দাল জুমা' নামে...এবং এরপর আরো দু'রাকাত... সালাতকে 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত সালাত' বলে।

**মন্তব্য :** নিয়ম হ'ল খতীব মিম্বরে বসার পর মুওয়ায্যিন জুম'আর আযান দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধ্বে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলমানদের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে অল্প দূরে 'যাওরা' বাজারে একটি বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের আগাম হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন।[১৩৯] খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক নির্দেশ মাত্র। যা তিনি ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র চালু করেননি। অতএব পরবর্তীকালে ঘড়ি-মোবাইলের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই সকল মুমিনের কর্তব্য।[১৪০]

অতঃপর সকল ইবাদতের পূর্বে নিয়ত বা সংকল্প করা ফরয। কিন্তু মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত। এভাবে নিয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে কোমলমতি বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ইবাদতের পূর্বে নিজেদের বানানো বিভিন্ন আরবী নিয়ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বরং এটাই বাস্তব যে, এইসব বানোয়াট নিয়ত মুখস্ত করার ভয়ে অনেকে ছালাতই পড়েনা।

অতঃপর জুম'আর দিন খুৎবার পূর্বে ৪ রাক'আত ক্বাবলাল জুম'আ এবং ছালাত শেষে 'বা'দাল জুম'আ' ও 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত' নামে কোন ছালাত নেই। বরং খুৎবার পূর্বে তাহিইয়াতুল মাসজিদ দু'রাক'আত সহ যত রাক'আত সম্ভব নফল ছালাত পড়া যায়। এসময় 'বয়ানে'র নামে মিম্বরে বসে বক্তব্য দেওয়ার ও মুছল্লীদের নফল ছালাত থেকে বিরত রাখার কোন অধিকার খতীবের নেই। অতঃপর ফরয ছালাত শেষে এক সালামে চার রাক'আত বা তার পরে আরও দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যায়। কিন্তু এগুলির পৃথক কোন নাম নেই। তাছাড়া 'সুন্নাতুল ওয়াক্ত' বা ওয়াক্তের সুন্নাত বলতে

১৩৯. বুখারী হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪০৪ রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৫; ফাৎহ ২/৪৫৮। 'যাওরা বাজার' বর্তমানে মসজিদে নববীর আঙিনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

১৪০. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৯৪ পৃ.।

কি বুঝায়? তাহ'লে কি জুম'আর ছালাতের পরে জুম'আর ওয়াক্ত হয়? অথচ এগুলি নফল ছালাত। যা ব্যস্ততা বা বাধ্যগত কারণে না পড়লেও চলে। কিন্তু পৃথক পৃথক নাম দেওয়ার কারণে মুছল্লীগণ এগুলিকে অধিক গুরুত্ব দিবে এবং যত দ্রুত গতিতেই হোক এগুলি তারা পড়তে চেষ্টা করবে। অথচ খুশূ-খুযূ ব্যতীত ঝটপট ছালাতের কোন মূল্য নেই। যাকে হাদীছে 'মোরগের ঠোকর' বলা হয়েছে।[১৪১]

**(৫/৭/১৯)** পৃ. ৫১ পাঠ-৭ **দুই ঈদের সালাত** : ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সালাত দুরাকাত করে পড়তে হয়। এটি অন্যান্য সালাতের মতো, তবে প্রতি রাকাতে তিনটি করে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির বলা ওয়াজিব। প্রথম রাকাতে ছানা পড়ার পর তিনটি তাকবির এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে আরো তিনটি তাকবির বলতে হয়'। (অতঃপর অর্থসহ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার আরবী নিয়ত লেখা হয়েছে)।

**মন্তব্য :** বর্ণিত পদ্ধতিতে ছয় তাকবীরের ছহীহ বা যঈফ কোন হাদীছ নেই। আর মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত।[১৪২]

**(৫/৭/২০)** পৃ. ৫২ পাঠ-৮ **বিতরের সালাত** : এ সালাতের শেষ রাকাতে অন্যান্য সালাতের মতো সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা পাঠ করতে হয়। এরপর তাকবিরে তাহরিমার মতো আল্লাহু আকবার বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার হাত বেঁধে দোআ কুনুত পড়তে হয়। ...এ সালাতের মধ্যে দোআ কুনুত পড়া ওয়াজিব'। ...(এরপর অর্থ ছাড়াই আরবীতে দো'আ কুনূত লেখা হয়েছে)।

**মন্তব্য :** কুনূত পড়ার জন্য রুকূর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[১৪৩] বিতরের জন্য দো'আয়ে কুনূত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া বর্ণিত দো'আ কুনূত রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ নয়। বরং বিদ্বানগণের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে নেওয়া। যা 'মুরসাল' সূত্রে প্রাপ্ত।[১৪৪]

---

১৪১. আহমাদ হা/২৪৪৫৭ রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৫৩।
১৪২. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২১১-১২ পৃ.।
১৪৩. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬।
১৪৪. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৪, ১৬৬, ১৬৯ পৃ.।

কুনূতের জন্য বিশুদ্ধ দো'আ যা রাসূল (ছাঃ) স্বীয় নাতি হাসান বিন আলীকে শিখিয়েছিলেন, সেটি হ'ল, আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা...।[১৪৫]

**(৫/৭/২১)** পৃ. ৫৩ পাঠ-৯ **তারাবির সালাত** : রমজান মাসে এশার সালাতের পর ও বিতর সালাতের পূর্বে বিশ রাকাত সুন্নাত সালাত পড়তে হয়। একে 'তারাবির সালাত' বলা হয়। তারাবির সালাত দু'রাকাত করে দশ সালামের সাথে বিশ রাকাত আদায় করতে হয়। প্রতি রমজানে উক্ত সালাতে একবার কুরআন মাজিদ খতম করা উত্তম'। ...(এরপর প্রতি চার রাক'আত শেষে একটি মুস্তাহাব দো'আ এবং তারাবীহ শেষে আরেকটি দো'আ লেখা হয়েছে)।

**মন্তব্য :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি।[১৪৬] ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী তিন রাক'আত বিতর সহ **১১** রাক'আত তারাবীহ চালু করেছিলেন, ২০ রাক'আত নয়।[১৪৭] তাছাড়া প্রতি চার রাক'আত পর পর একটি 'মুস্তাহাব' দো'আ এবং তারাবীহ শেষে আরেকটি দো'আ পাঠ করার কোন নির্দেশ হাদীছে নেই। লিখিত দু'টি দো'আ সরাসরি হাদীছ ভিত্তিক নয়। বরং দু'টিই জোড়াতালি দিয়ে তৈরী করা।

**(৫/৭/২২)** পৃ. ৫৪ **জানাজার সালাত** : এ (ছালাতের অর্থ সহ আরবী নিয়ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে,) 'আরবি নিয়ত জানা না থাকলে বাংলায় নিয়ত করলেও হবে'।

**মন্তব্য :** আরবী বা বাংলায় মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত ও ভিত্তিহীন। বরং হৃদয়ের সংকল্পই যথেষ্ট।

**(৫/৭/২৩)** পৃ. ৫৬ **সাওম ভঙ্গের কারণ** : (১)...কেউ জোর পূর্বক কোনো কিছু খাওয়ালে। (২) ধোঁয়া, ধূপ ইত্যাদি কোনো কিছু নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে।...(৯) কুলি করার সময় হঠাৎ করে পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে। (১০) নিদ্রিত অবস্থায় কোনো বস্তু খেয়ে ফেললে।

**মন্তব্য :** এগুলির কোনটিই ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়।

**(৫/৭/২৪)** পৃ. ৫৮ রমজান শেষে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের পূর্বে শরিয়ত নির্ধারিত যে খাদ্য বস্তু বা এর সমপরিমাণ মূল্য গরিব-

১৪৫. আবুদাঊদ হা/১৪২৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৭৩ রাবী হাসান বিন আলী (রাঃ); ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৭-৬৮ পৃ.।

১৪৬. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

১৪৭. মিশকাত হা/১৩০২ রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ); ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৩-৭৫ পৃ.।

মিসকিনদের প্রদান করা হয় তাকে সদকাতুল ফিতর বা ফিতরা বলা হয়। মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ মালের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব।... ঈদের দিন মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা স্বরূপ সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন'।

**মন্তব্য :** দেশের প্রধান খাদ্যবস্তু দিয়ে ফিৎরা আদায় করতে হবে। হাদীছে যব, খেজুর, পনির, কিশমিশ ইত্যাদি যেসব খাদ্যবস্তুর নাম এসেছে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮১৬)*, সেগুলি তৎকালীন আরব দেশে প্রচলিত প্রধান খাদ্যবস্তু সমূহের নাম। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল। অতএব তা দিয়েই ফিৎরা দিতে হবে। গম, যব, খেজুর, পনির বা কিশমিশ দিয়ে নয়। কারণ এগুলি বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যবস্তু নয়। শরী'আতে খাদ্যবস্তু প্রদানের নির্দেশ এসেছে, মূল্য প্রদান করতে বলা হয়নি। যার বাড়ীতে একদিনের অতিরিক্ত খাদ্য রয়েছে, তার উপরে ছাদাক্বাতুল ফিৎর ওয়াজিব। নিছাব পরিমাণ মালের তথা ২০ দীনার বা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি জানের ছাদাক্বা, মালের ছাদাক্বা নয়। ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্ম নিলেও তার পক্ষে ফিৎরা দিতে হয়। আবার ঐ সময় কেউ মারা গেলে তার ফিৎরা নেই। আর ফিৎরা আদায়ের সর্বশেষ সময়সীমা হ'ল ঈদের ছালাতে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত। সুতরাং তা বণ্টন হবে ঈদের ছালাতের পর। সেকারণ ঈদের দিন মিসকীনদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে ফিৎরা নয়। বরং এটি ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হিসাবে দিতে হয়। আর বণ্টনের সময় ফকীর-মিসকীন অগ্রাধিকার পাবে।[১৪৮]

**(৫/৭/২৫)** পৃ. ৫৮ **ইতিকাফ :** মহিলাদের জন্য ইতিকাফ হলো- নিয়তসহ ঘরের ভিতর নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করা। ...হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'ইতিকাফকারী মূলত গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে এবং তার জন্য সকল প্রকার নেক আমলকারীর নেকির সমপরিমাণ লেখা হতে থাকে (ইবনে মাজাহ)।

**মন্তব্য :** মহিলাদের ই'তিকাফ মসজিদে করতে হবে, ঘরে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদেই ই'তিকাফ করেছেন।[১৪৯] অতঃপর পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৫৯৪০)*।

---

১৪৮. দ্র. লেখক প্রণীত 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বই 'যাকাতুল ফিৎর' অধ্যায় ১৫৯-১৬৭ পৃ.।

১৪৯. বাক্বারাহ ২/১৮৭; বুখারী হা/২০৩৩; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭; আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬ 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

**(৫/৭/২৬)** পৃ. ৬০ **জাকাতের নিসাব :** নগদ অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কারো কাছে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ পূর্ণ এক বছর জমা থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হিসেবে বিবেচিত হবেন'।

**মন্তব্য :** এটি ঠিক নয়। কেননা হাদীছে এসেছে ২০ দীনারে অর্ধ দীনার অথবা ২০০ দিরহামে পাঁচ দিরহাম *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*। অর্থাৎ সঞ্চিত নগদ অর্থের ৪০ ভাগের ১ ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা। 'দীনার' অর্থ স্বর্ণমুদ্রা এবং 'দিরহাম' অর্থ রৌপ্যমুদ্রা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ২০ দীনার অর্থাৎ সাড়ে ৭ ভরি (৮৫ গ্রাম) স্বর্ণ ও ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে দু'টির মূল্যমানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেকারণ মূল্যমানের স্থিতিশীলতার বিবেচনায় স্বর্ণকেই নিছাব হিসাবে গণ্য করা হয়। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।[১৫০] তবে রৌপ্য মূল্যের হিসাবে দেওয়াতেও বাধা নেই। মূল কথা হ'ল বছর ব্যাপী সঞ্চিত অর্থের ৪০ ভাগের একভাগ।

**(৫/৭/২৭)** পৃ. ৬২ **যাদের উপর হজ্জ ফরজ :** ...(৮) দৃষ্টিবান হওয়া।

**মন্তব্য :** এটি একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। বরং অন্ধ ব্যক্তি আরাফা ময়দানে পৌঁছতে সক্ষম হ'লে অবশ্যই তার উপরে হজ্জ ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ছিলেন অন্ধ। এযুগে সঊদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী ও ফাৎহুল বারী-এর টীকাকার শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.) দৃষ্টিহীন ছিলেন এবং তিনি হজ্জের সময় আরাফা ময়দানের খতীব ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্র্যাণ্ড মুফতী পদে আসীন আল্লামা আব্দুল আযীয আলে শায়েখ দৃষ্টিহীন ছিলেন। তিনি ১৪০২-১৪৩৭ হি. তথা ১৯৮১-২০১৫ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছর আরাফাতের ময়দানে খতীবের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

**(৫/৭/২৮)** পৃ. ৬৭ **আত্মশুদ্ধি :** যে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পূত-পবিত্র হয় এবং আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর সন্তুষ্টি

১৫০. ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃ.।

ও নৈকট্য লাভ করা যায় তাকে ইলমুত তাজকিয়া বলা হয়। এ ধারণাটি ইলমে তাসাওউফ এর সহায়ক ও পরিপূরক। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য বিষয়'।... মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন ডাক্তারের প্রয়োজন, তেমনি আত্মিক রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে তাজকিয়া তথা আত্মিক পরিশুদ্ধতা লাভের জন্য কামিল মুরশিদের প্রয়োজন। একজন কামিল মুরশিদ আল্লাহ ও তার রাসুল (সাঃ) এর নির্দেশনা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের তরিকা অনুযায়ী ইলমে তাসাওউফ শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য তালিম তারবিয়াত প্রদান করে থাকেন।

**মন্তব্য :** 'ইলমুত তাযকিয়া' বলে কোন শাস্ত্র ইসলামে নেই। ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ সকল ইবাদতই তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। অতএব কথিত আউলিয়ায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নয়, বরং রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী ফরয ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। ক্বিয়ামতের দিন ফরয আমলের নেকীতে ঘাটতি হ'লে আল্লাহ বলবেন, দেখ তার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না। তখন সেই নফল ইবাদতের নেকী দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে।[১৫১]

বইয়ের আলোচনার মাধ্যমে আউলিয়ায়ে কেরামের নামে কথিত পীরপূজা ও কবরপূজার দিকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত ছূফীবাদ ভ্রান্ত যুগে সৃষ্ট একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা মুসলমানকে আল্লাহ্র বদলে মানুষ পূজায় প্ররোচিত করে।

**(৫/৭/২৯)** পৃ. ৬৮ **মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য :** এখানে লেখা হয়েছে, اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থ : নিশ্চয় মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত (আল-জামিউস সগির)।

**মন্তব্য :** উক্ত শব্দে হাদীছটি 'যঈফ' ও মওযূ'।[১৫২] তবে উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ হ'ল, فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا– 'অতএব মায়ের সেবায় রত

১৫১. আবুদাঊদ হা/৮৬৪-৬৬; মিশকাত হা/১৩৩০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫২. আলবানী, যঈফুল জামে' হা/২৬৬৬; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৩।

হও। কেননা জান্নাত রয়েছে তার দু'পায়ের নীচে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। তাই মায়ের সেবা না করে কেবল পায়ের ধূলা নিলেই জান্নাত পাওয়া যাবে না।

**(৫/৭/৩০)** পৃ. ৬৯ **বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ**

এখানে ৭০ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا– অর্থ : যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না আর বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (তিরমিজি)।

**মন্তব্য :** উক্ত শব্দে হুবহু তিরমিযীতে কোন হাদীছ নেই। বরং সেখানে রয়েছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا– অর্থ : 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও আমাদের বড়দের সম্মান করে না' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

## (৮) আদ্‌দুরূসুল আরাবিয়্যাহ্

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৭

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান। **সম্পাদনা :** শাব্বীর আহমদ মোমতাজী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। মোট ছবি সংখ্যা ৫২। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৪৫, জিরাফ ২, বানর ১, কুমির ১, সিংহ ১, বাঘ ১, হাতি ১। এছাড়াও একত্রে অগণিত ছবি আছে ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৫/৮/১)** পৃ. ২৬ ৫ম পাঠের কবিতায় দাদা-দাদীর ছবি দেওয়া আছে।

**মন্তব্য :** দাদা-দাদী বুঝানোর জন্য ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না।

**(৫/৮/২)** ৪৮ পৃ. ৯ম পাঠে ছেলে-মেয়ের যৌথ এসেম্বলী করার ছবি।

**(৫/৮/৩)** পৃ. ৮২ ১৫তম পাঠে ছেলে-মেয়ে এক সাথে হেঁটে মাদ্রাসায় যাওয়ার ছবি।

**মন্তব্য :** এগুলি সহশিক্ষা সিদ্ধ করার অপতৎপরতা মাত্র।

## দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ১৬টি। ১- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ১৩৬)। ৩- আরবী সাহিত্য (আল-লুগাতুল আরাবিইয়াতুল ইত্তেছালিইয়াহ পৃ. ১১২)। ৪- আরবী ব্যাকরণ (ক্বাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ পৃ. ১৩৬)। ৫- বাংলা সাহিত্য (চারুপাঠ পৃ. ৯৫)। ৬- বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (পৃ. ১২২)। ৭- ইংরেজী সাহিত্য (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ১১৯)। ৮- ইংরেজী ব্যাকরণ (ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION (পৃ. ১১৬)। ৯- গণিত (পৃ. ১৫৫)। ১০- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ১০৪)। ১১- বিজ্ঞান (পৃ. ১৫৬)। ১২- কৃষি শিক্ষা (পৃ. ১০৮)। ১৩- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (পৃ. ১৩২)। ১৪- শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (পৃ. ৭২)। ১৫- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (পৃ. ৬৮)। ১৬- কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (পৃ. ৬০)।

দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১৬টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৯৯। মোট প্রাণীর ছবি ১৩৩৩টি। অগণিত প্রাণীর ছবি ১৪টি। বইগুলির মোট ওযন ২ কেজি ৮৮৪ গ্রাম। ১৬টির মধ্যে ১১টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩১। ইংরেজী ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' মোট ৫টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য নেই।]

### (১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি.

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন** : আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম, মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক। **সম্পাদনা** : প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৬/১/১)** পৃ. ৩ –إِنَّ الَّذِى لَيْسَ فِى جَوْفِهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ অর্থাৎ, যার মধ্যে কুরআন মাজিদের কিছু নেই, সে উজাড় গৃহের মতো।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[১৫৩]

**(৬/১/২)** পৃ. ৭ তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী তেলাওয়াত না করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে নবি করিম (ﷺ) বলেন: رُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ (كذا في الإحياء عن انس) অর্থাৎ, "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন লানৎ করে।"

**মন্তব্য :** এটিকে গাযালী তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীন *(১/২৭৪ পৃ.)*-য়ে আনাস (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হিসাবে প্রমাণিত নয়।[১৫৪] শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, এটির মর্ম ঠিক আছে। তবে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হিসাবে এটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত নই।[১৫৫]

**(৬/১/৩)** পৃ. ৮ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ قَلْباً وَعَى الْقُرْآنَ 'যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করে ধারণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন না'।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফাহ হা/২৮৬৫)*।

## (২) আল আকায়েদ ওয়াল ফিক্‌হ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : ২০১৭

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। **সম্পাদনা :** মাওলানা রূহুল আমীন খান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। মানুষের ছবি ১৬টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

১৫৩. তিরমিযী হা/২৯১৩; মিশকাত হা/২১৩৫; আলবানী, যঈফুল জামে' হা/১৫২৪; আহমাদ হা/১৯৪৭, আরনাঊত্ব 'যঈফ' বলেছেন।
১৫৪. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/২১৩ পৃ.।
১৫৫. বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৬১ পৃ.।

**(৬/২/১)** পৃ. ১১৩ **কদমবুছি** বড়দের প্রতি সম্মান ছোটদের প্রতি মায়া-মমতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাদের আন্তরিক দোআ লাভ করা হয়। আলেম, বুযুর্গ, ওস্তাদের নেক-নজর পাওয়ার জন্য কদমবুছি অন্যতম মাধ্যম। হাত ও পায়ে মহব্বতে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য চুমু খাওয়া সুন্নত। হযরত সোহাইব (ﷺ) বর্ণনা করেন- رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ– আমি হযরত আলী (ﷺ)-কে হযরত আব্বাস (ﷺ)-এর হাত এবং পায়ে চুম্বন করতে দেখেছি (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৮)।

**(৬/২/২)** এছাড়া ওযযা ইবনে আমের বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমাদেরকে বলা হলো ইনি রসুল (ﷺ), আমরা তাঁর দুই হাত ও দুই পায়ে ধরেছি এবং চুমু খেয়েছি (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৩৮)।

**মন্তব্য :** হাত-পায়ে চুমু খাওয়া সুন্নাত নয়, বরং বিদ'আত। সুন্নাত হ'ল স্রেফ সালাম করা ও মুছাফাহা করা।[১৫৬] হাত-পায়ে চুমু খাওয়া সম্পর্কে উপরে যে দু'টি হাদীছ বলা হয়েছে, দু'টিই 'যঈফ'। এছাড়া প্রথমটি আলী ও তাঁর চাচা আব্বাস-এর বিষয়। দ্বিতীয়টি বহিরাগত জনৈক ব্যক্তির প্রথাগত আচরণ। যা নবীর সুন্নাত নয় এবং যার প্রচলন ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ছিলনা। আর ঐ ব্যক্তির নাম ওযযা ইবনে আমের নয়, বরং ওয়াযে' বিন 'আমের। যিনি বনু আব্দিল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসেছিলেন ইসলাম কবুল করার জন্য।[১৫৭]

## (৩) আললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইক্তিসালিয়্যাহ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**إِعْدَاد وَتَأْلِيْف** : اَلدَّكْتُوْر مُحَمَّدْ نُوْرُ اللهِ، مُحَمَّدْ مُسْتَفِيْضُ الرَّحْمَنِ، مُحَمَّدْ عَتِيْقُ الرَّحْمَنِ. **تحرير** : مُحَمَّدْ كَفِيْلُ الدِّيْنِ سَرْكَارْ

১৫৬. আবুদাঊদ হা/৫২০০; মিশকাত হা/৪৬৫০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); তিরমিযী হা/২৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; মিশকাত হা/৪৬৮০ রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৬০।

১৫৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৫-৭৬ সনদ 'যঈফ'।

(**সংকলন ও রচনা :** ড. মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। **সম্পাদনা :** মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন সরকার)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২। প্রাণীর ছবি ৪৩টি। তন্মধ্যে মানুষ ৩৫, মাছ ৫, সিংহ ১, বানর ১ এবং উটপাখি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৬/৩/১)** পৃ. ৩৩ اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : **قَدْرُ الْمُعَلِّمِ** (শিক্ষকের মর্যাদা)

ছবিতে জুব্বা ও পাগড়ী পরিহিত শিক্ষকের পায়ের কাছে বসা একজন ছাত্র ও পাশে আরেকজন ছাত্র বসার প্রায় উপক্রম অবস্থায় রয়েছে।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা কদমবুসী শিখানো হয়েছে। যা শরী'আতে প্রমাণিত নয়। অথচ কেবল সালাম-ই যথেষ্ট। আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক (৬/২/১ ও ৯/১/৮)।

**(৬/৩/২)** পৃ. ৫১ اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ : **اَلرِّيَاضَةُ الْجِسْمَانِيَّةُ** (দৈহিক ব্যায়াম) ছবিতে হাফ প্যান্ট পরিহিত একজন পুরুষের ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝানোর জন্য হাফ প্যান্ট পরা ছবির কোন প্রয়োজন ছিলনা। এটি বেহায়াপনা মাত্র।

## (৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান, মাওলানা মোঃ রেজাউল হক, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ, মাওলানা মোঃ মঈনুল ইসলাম। **সম্পাদনায় :** ড. মোঃ হোসাইন মাহমুদ ফারুক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৬/৪/১)** পৃ. ১৭ اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ (ষষ্ঠ পাঠ : ফে'লে মাদী)।

**(৬/৪/২)** পৃ. ৩১ اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ (সপ্তম পাঠ : ফে'লে মুদারে)।

**মন্তব্য :** মাদী এবং মুদারে নয় বরং মাযী ও মুযারে। কারণ যোয়াদ-এর উচ্চারণ তিন ভাগের দু'ভাগ হবে যোয়া-র মত। যা দালের সঙ্গে আদৌ

সামঞ্জস্য হবে না। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.) বলেন, আজকাল অধিকাংশ লোকের অভ্যাস হ'ল, এই হরফটিকে দাল পোর বা বারীক অথবা দাল-এর মত করে পড়া। অথচ এভাবে কখনোই পড়া উচিত নয়। এটি একেবারেই ভুল (یہ بالکل غلط ہے)। একইভাবে পুরা 'য-' পড়াটাও ভুল'।[১৫৮] সেকারণ বাংলা উচ্চারণে 'য' লেখা উচিত, 'দ' নয়। 'দাল' উচ্চারণে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে ছালাত বিনষ্ট হওয়ার ও কঠিন গুনাহের ভয় আছে। যেমন- ضَآلِّيْنَ (য-ল্লীন) অর্থ 'পথভ্রষ্টগণ'। কিন্তু 'দাল' উচ্চারণে 'দা-ল্লীন' পড়লে তার অর্থ হবে 'পথপ্রদর্শকগণ'। যা মূল অর্থের একেবারেই বিপরীত। পক্ষান্তরে حُضُوْرٌ (হুযূর), رَمَضَانَ (রমাযান), وُضُوْءٌ (ওযূ), هَضْمٌ (হযম) ইত্যাদি শব্দ সমূহ য- উচ্চারণে পঠিত হয়। অতএব যদি কেউ সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও যোয়াদ-এর সঠিক উচ্চারণ করতে না পারেন, তাহ'লে তিনি 'য-' পড়বেন। কিন্তু কখনোই 'দাল' পড়বেন না। আজকাল অনেকে আরবদের দোহাই দেন। কিন্তু এটি তাদের কথ্য ভাষাগত ভুল। সেকারণ তাদের অনেকে ق-কে غ এবং ض-কে د উচ্চারণ করেন। কিন্তু তাঁদের ক্বারীগণ তাজবীদ অনুযায়ী সঠিক উচ্চারণে পাঠ করে থাকেন।[১৫৯]

## (৫) চারুপাঠ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. সরকার আবদুল মান্নান, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান।

---

১৫৮. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি./১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.), 'জামালুল কুরআন' (টীকা : ক্বারী হেফযুর রহমান, দেউবন্দ : এমদাদিয়া কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ.) ৮নং মাখরাজ, পৃ. ৮।

১৫৯. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'আরবী ক্বায়েদা (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা' সবক-৪, পৃ. ২০-২১।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫। মোট ছবি ৯৫টি। তন্মধ্যে মানুষ ৭২, পাখি ১৭, উট ২, প্রজাপতি ৩ এবং শহীদ মিনার ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৬/৫/১) মন্তব্য :** 'চারুপাঠ' নামটাই আপত্তিকর। কেননা চারুকলা ইনস্টিটিউট বা বিভাগে মূর্তি গড়া ও মূর্তির আলোচনাই মুখ্য। যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

**(৬/৫/২)** পৃ. ৪২-৪৫ **কতদিকে কত কারিগর**

-সৈয়দ শামসুল হক (কুড়িগ্রাম, ১৯৩৫-২০১৬ খৃ.)

**পাঠ পরিচিতি :** একসময় মাটির তৈজসপত্র তৈরি করতেন কুমোরগণ। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন তাঁরা মাটি দিয়ে তৈরি করেন খ্যাতিমানদের অবয়ব, মূর্তি। পালমশাই তেমনি একজন জাতশিল্পী। তাঁর তত্ত্বাবধানে শিল্পীগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, লালন ফকির, মাওলানা ভাসানীসহ খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরও প্রতিমূর্তি গড়েন। শুধু তাই নয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত বিষয়ও তাঁরা শিল্পকর্মের বিষয় হিসেবে বেছে নেন।

**মন্তব্য :** মাটি বা অন্য কোন কিছু দিয়ে অবয়ব, মূর্তি ইত্যাদি কোন প্রাণীর ছবি বা আকৃতি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/২১০৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সম্মান প্রদর্শনের জন্য মূর্তি বা ভাস্কর্য বানানোকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে বড় শিরক বা ছোট শিরক হ'তে পারে।[১৬০]

**(৬/৫/৩)** পৃ. ৪৫ **কর্ম-অনুশীলন** ১. তোমাদের গ্রামে বা শহরে নিশ্চয় বিভিন্ন লোকমেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। যেমন বৈশাখী বা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা। তুমি তেমনি একটি মেলায় যাও।...

**মন্তব্য :** আমাদের কোমলমতি সন্তানদেরকে বৈশাখী বা চৈত্র-সংক্রান্তির হিন্দুয়ানী মেলায় যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ– 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[১৬১]

---

১৬০. ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৩৩৪ পৃ.।
১৬১. আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।

## (৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** ড. আমিনুর রহমান সুলতান, নির্মল সরকার, মোহাম্মদ মামুন মিয়া। **সম্পাদনা :** প্রফেসর ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২২। প্রাণীর ছবি ১৪টি। তন্মধ্যে মানুষ ১২, বাঘ ১ ও পাখির ১টি ছবি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৬/৬/১)** পৃ. ৫৭ **৬. বানান ৬.১ বানানের ধারণা**

আমাদের দেশে বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ড, বাংলা একাডেমি বানানরীতি তৈরী করেছে। টেকস্ট বুক বোর্ড ও বাংলা একাডেমির বানানরীতি এক হয়েছে। বাংলা একাডেমির বানানরীতি এখন সর্বত্র মানা হচ্ছে।

**মন্তব্য :** বাংলা একাডেমীর বানানরীতিতে মতভেদ রয়েছে। সেখানে বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত আরবী-উর্দূ-ফার্সী শব্দগুলিকে বিদেশী শব্দ আখ্যায়িত করে ভুল বানানরীতি শিখানো হচ্ছে। যেমন আরবী, নবী, হাদীছ বানান লেখা হচ্ছে আরবি, নবি, হাদিস ইত্যাদি। যা আরবী বানান রীতির বিপরীত।

**(৬/৬/২)** পৃ. ৫৭ **৬.২ বানানের নিয়ম**

নিচে বাংলা বানানের কিছু নিয়ম উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো :

১. বিদেশী শব্দের (ইংরেজি, আরবি-ফারসি, ও অন্যান্য ভাষার শব্দ) বানানে সব সময় হ্রস্ব ই বা ই-কার (ি) হবে। যেমন- জাফরানি, মিশনারি, ফিরিস্তি, উর্দি, বনেদি প্রভৃতি।

২. ভাষা ও জাতিবাচক শব্দের শেষে হ্রস্ব ই-কার হবে। যেমন- বাঙালি, ইংরেজি, ইরানি, পুনজাবি (পাঞ্জাবি), ইরাকি, পাকিস্তানি, জাপানি প্রভৃতি।

**মন্তব্য :** এখানেও নিজেদের বানোয়াট ত্রুটিপূর্ণ বানানরীতি শিখানো হচ্ছে।

## (৬/৬/৩) পৃ. ৯২ ৬.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

**ভূমিকা :** বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি জাতির পিতা।

**নেতৃত্ব :** ৬ দফা আন্দোলনকে দমন করবার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দকে গোপন বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি দেওয়া। এভাবে নেতৃত্বশূন্য করে আন্দোলন থামিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য।

**মন্তব্য :** মামলাটির প্রকৃত শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু শিরোনাম যা-ই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়ায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বা 'আগরতলা মামলা'। এটি ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের দায়ের করা মামলা। কর্নেল (অব.) শওকত আলী[১৬২] তার 'সত্য মামলা আগরতলা' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যাঁরা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাঁদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নেব, তাদের বন্দী করব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব'।[১৬৩] অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

---

১৬২. (দীঘিরপার, নড়িয়া, শরীয়তপুর, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৭-১৬ই নভেম্বর ২০২০) ১৯৭৯ সালে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের হুইপ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। তিনি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকারের (২৫ জানুয়ারী ২০০৯-২৪ জানুয়ারী ২০১৪) দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৬৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২রা ডিসেম্বর ২০২০ 'আগরতলা মামলার আদ্যোপান্ত'।

## (৭) ENGLISH FOR TODAY

Dakhil Class Six

Re-print : August, 2019

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers & Editors :** Shaheen M. Kabir, Md. Zulfeqar Haider, Goutam Roy, Surajit Roy Majumder.

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯। মোট প্রাণীর ছবি ২৫৯ টি। তন্মধ্যে মানুষের ২৩১টি, গরু ৩, ব্যাঙ ১০, হাতি ৫, পাখি ২, স্মৃতি সৌধ ১, শহীদ মিনার ১, জেব্রা ১, জিরাফ ১, সিংহ ১, সাপ ১ ও বিড়ালের ছবি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৬/৭/১)** ৬৬ পৃ. Lesson 21 **Hason Raja : The mystic bard of Bangladesh**

A bard is one who writes poems and songs. And a mystic bard is one who tries to search the truth and become united with God through prayer and meditation. He wrote poems and songs to express their deep thoughts and feelings about God, life and for man.

(**হাসন রাজা : বাংলাদেশের মরমী চারণ কবি।** একজন সঙ্গীত শিল্পী, যিনি গান এবং কবিতা লেখেন। তিনি একজন মরমী চারণ কবি, যিনি সত্য অনুসন্ধান করেন এবং উপাসনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন। তিনি আল্লাহ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে তাদের গভীর চিন্তা ও অনুভূতি সমূহ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কবিতা সমূহ রচনা করেন)।

**মন্তব্য :** গল্পে **prayer and meditation** (উপাসনা ও ধ্যান) শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, ইবাদত এবং ধ্যান একই বস্তু। এভাবে কৌশলে পাঠ্য বইয়ে বাউল ও ছূফীবাদের ভ্রান্ত দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। অথচ হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২ খৃ. সুনামগঞ্জ, সিলেট) প্রথম যৌবনে ছিলেন একজন ভোগবিলাসী। রমণী সম্ভোগে তিনি পটু ছিলেন। তার এক গানে তিনি নিজেই সেটা উল্লেখ করেছেন- 'সর্বলোকে বলে হাসন রাজা লম্পটিয়া'। অথচ তারই গল্প পড়তে হবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের? হে স্বাধীন দেশের শিক্ষাবোর্ড! আর কত বেহায়া হ'তে চাও তোমরা?

**(৬/৭/২)** পৃ. ৮২ **The Concert for Bangladesh** (বাংলাদেশের গণ সংগীত) কবিতায় জর্জ হ্যারিসনের (১৯৪৩-২০০১, যুক্তরাজ্য) গান গাওয়ার ছবি। **Buying clothes** (কাপড় কেনা) গল্পে কোট, টি-শার্ট, গেঞ্জী, ফ্রক, হাতাকাটা টাইটফিট টু-পিস, জিন্সের প্যান্ট, মেয়েদের হাই-হিল জুতার ছবি দেওয়া হয়েছে *(পৃ. ৮৫)*। ছবি সংবলিত ও ইংরেজী লেখার গেঞ্জী সহ সর্বমোট ১৮ রকমের মডার্ণ পোষাকের ছবি রয়েছে *(পৃ. ৮৮)*।

**মন্তব্য :** জ্বী হ্যাঁ, এগুলিই এখন মাদ্রাসায় শিখানো হচ্ছে।

## (৮) গণিত

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** সালেহ্ মতিন, ড. অমল হালদার, ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, শেখ কুতুবুউদ্দিন, হামিদা বানু বেগম, এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ্, মোঃ শাহজাহান সিরাজ। **সম্পাদনা :** ড. মো: আবদুল মতিন, ড. আব্দুস ছামাদ।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৬/৮/১)** পৃ. ১ প্রথম অধ্যায় **স্বাভাবিক সংখ্যা ও ভগ্নাংশ**

এখানে বলা হয়েছে যে, মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন প্রতীক, সমানাকারের একই প্রকার বস্তু বা কাঠি এবং মাটিতে বা পাথরে দাগ দিয়ে প্রাণী বা বস্তুর হিসাব রাখা হতো। ...সেখান থেকে গণনারও জন্ম হয়...।

**মন্তব্য :** বার মাসের গণনা সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে *(তওবা ৯/৩৬)*। তাছাড়া আল্লাহ আদমকে শুরু থেকেই ছোটবড় সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। এগুলি গণিতবিদদের কোন আবিস্কৃত বিষয় নয়। বরং আল্লাহ্র সৃষ্টির বিকাশ মাত্র। এজন্য শিক্ষার্থীদের সর্বাগ্রে আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া জানানোর শিক্ষা প্রদান করা উচিৎ।

**(৬/৮/২)** পৃ. ২৬ উদাহরণ ৪ : কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রীকে, $\frac{১}{২}$ অংশ পুত্রকে ও $\frac{১}{৪}$ অংশ মেয়েকে দান করলেন।...

**মন্তব্য :** ইসলামী শরী'আতে মৃত্যুর পরেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিছগণের মধ্যে ভাগ হয়। মৃত্যুর আগে নয়। আর এজন্য কুরআনে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত রয়েছে *(নিসা ৪/১১-১২)*। সাধারণ কোন অংক দিয়ে সম্পত্তি ভাগের উদাহরণ দেওয়া ইসলামের বণ্টন নীতির বিরোধিতা করার শামিল। উচিৎ ছিল অংকের মাধ্যমে ইসলামী ফারায়েয শিক্ষা দেওয়া।

**(৬/৮/৩)** পৃ. ৫১ অনুশীলনী ২.২ ৬। ডেভিড সাময়িক পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৬০০ নম্বর পেয়েছে।...

**মন্তব্য :** 'ডেভিড' হ'ল খৃষ্টানদের নাম। 'দাঊদ' নামটি কি লেখকদের পসন্দ হয়নি?

**(৬/৮/৪)** পৃ. ১০৭ **৬.২ রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি**

এ ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানই আমাদেরকে বিন্দুর ধারণা দেয়। পেন্সিলের সরু মাথা দিয়ে কাগজে ফোঁটা দিলে একে বিন্দুর প্রতিকৃতি বলে ধরা হয়। বিন্দু কেবল অবস্থান নির্দেশ করে। দুটি বিন্দুর উপর একটি স্কেল রেখে টান দিলে একটি সরল রেখার প্রতিরূপ পাওয়া যায়।

**মন্তব্য :** দু'টি বিন্দু দিয়ে কেবল একটি সরল রেখা টানা যায়। আমরা আমাদের জীবনকে একটি বিন্দু এবং জান্নাতকে যদি শেষ বিন্দু ধরি, তাহ'লে জান্নাতে যাওয়ার পথ হয় মাত্র একটি। একাধিক নয়। পুকুরের চারটি সিঁড়ির যে কোন একটি দিয়ে নামলে গোসল করা যায়, কিন্তু জান্নাতে যাওয়া যায় না। জান্নাতে যাওয়ার পথ মাত্র একটি। আর সেটি হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে সরল রেখা টেনে তার দু'পাশে একাধিক রেখা টেনে জ্যামিতিক কায়দায় উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অতঃপর বলেছেন, এটি আল্লাহ্র পথ। আর ডানে-বাঁয়ে রেখা সমূহের মাথায় রয়েছে শয়তান। সে তোমাদেরকে তার দিকে ডাকছে। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে'... *(আহমাদ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/১৬৬; আন'আম ৬/১৫৩)*। অতএব জান্নাতের পথ কেবল একটাই। আর তা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। বলা চলে যে, গণিতের প্রতি পদে পদে রয়েছে আল্লাহ্র নিদর্শন, যদি শিক্ষক সেটি বুঝিয়ে দিতে পারেন।

## (৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনায় :** অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ, ড. সেলিনা আক্তার, ফাহ্মিদা হক, ড. উত্তম কুমার দাশ, আনোয়ারুল হক, সৈয়দা সঙ্গীতা ইসলাম।

**সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক শফিউল আলম, আবুল মোমেন, অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক, অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দ মাহফুজ আলী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪। মোট প্রাণীর ছবি ৯১। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ৮৫, হরিণ ৬। এছাড়া রয়েছে অগণিত মানুষের ছবি ১২টি। অগণিত গরু-ছাগল-ভেড়ার ছবি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(৬/৯/১)** পৃ. ২৫-২৬ **দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ**

...কৃষিপ্রধান এ দেশটির উন্নতির প্রধান অন্তরায় দ্রুত ও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

**মন্তব্য :** অন্ধ এই লোকগুলি দেখতে পায়না যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আছে বলেই দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি আছে। নইলে এতদিনে দেশ অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধায় ভরে যেত।

**(৬/৯/২)** পৃ. ২৮ ...বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট মৌসুমি বায়ুর প্রবাহে আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়।

**মন্তব্য :** মৌসুমী বায়ুর স্রষ্টা ও পরিচালক হ'লেন আল্লাহ। আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন *(লোকমান ৩১/৩৪; শূরা ৪২/২৮)*। সর্বাগ্রে তাঁরই প্রশংসা করা আবশ্যক।

**(৬/৯/৩)** পৃ. ৩৪-৩৫ **বিবাহ :** কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্মাহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ...এজন্য দেশের সম্পদের কথা বিবেচনা করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিরীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর হার কমবেশী করার মালিক আল্লাহ। তিনি বলেন, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُورَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ-

'আল্লাহ্র জন্যই রাজত্ব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। একইভাবে সম্পদের কমবেশী করার মালিকও আল্লাহ *(মায়েদাহ ৫/৬৪; ফাত্বির ৩৫/১৫)*।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫ খৃ.) ১৮ বছর বয়সে ৮ বছরের বেগম ফজিলাতুন্নেসাকে বিবাহ করেছেন এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ (জন্ম : ১৯৪৪) নিজের ২০ বছর বয়সে বেগম রাশিদা খানমকে বিবাহ করেন। অতএব বয়স ও সম্পদ কোন চিন্তার বিষয় নয়। কেননা সন্তান কোন জঞ্জাল নয় বরং সম্পদ। সে কেবল মুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনা। বরং দু'খানা হাত ও মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতএব প্রয়োজন সুশাসন ও নৈতিকতার উন্নয়ন। ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত যার কোন বিকল্প নেই।

**(৬/৯/৪)** পৃ. ৪৮ ষষ্ঠ অধ্যায় **বাংলাদেশের সংস্কৃতি**

সমাজের মানুষের আনন্দ, বিনোদন ও কল্যাণের জন্য তৈরি হলো নাচ, গান, সাহিত্য আরও কতো কী! ফলে রচিত হলো সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত রূপ। ছবিতে পহেলা বৈশাখের রেপ্লিকা ও ঢোল বাজানো দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংস্কৃতিবান মানুষকে চেনা যায় তার বাহ্যিক ব্যবহারে, পোষাকে ও আচরণে এবং তার সার্বিক জীবনাচারে। নাচ-গান, পহেলা বৈশাখ, ঢোল

বাজানো প্রভৃতি অনৈতিক আনন্দ কোন বিনোদন বা সংস্কৃতি নয়। বরং এগুলি অপসংস্কৃতি। যা মানুষের মানবিকতাকে ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়।[১৬৪]

**(৬/৯/৫)** পৃ. ৮৮ **ধর্ম :** ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের বিশ্বাস, যা নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

**মন্তব্য :** এটি লেখকদের মনগড়া সংজ্ঞা। বরং আল্লাহ ধর্মের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেক প্রাণীরই ধর্ম আছে। আর আল্লাহ প্রেরিত ইসলামই হ'ল মানবজাতির একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

## (১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** আবু মুহম্মদ, মো আবদুল হক, মোঃ তাজমুল হক, জসিম উদ্দিন আহম্মদ। **সম্পাদনা :** প্রফেসর আ ব ম ফারুক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। মানুষের প্রতিচ্ছবি ৫০টি, ছেলেদের ৬৬, মেয়েদের ৫১, মাছ ২টি মোট প্রাণীর ছবি ১৬৯টি। এছাড়া রয়েছে দাবা খেলার বোর্ড ১টি এবং ক্যারম বোর্ড ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৬/১০/১)** পৃ. ২ পাঠ-১ : **প্রাত্যহিক সমাবেশের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা**

ক্লাস শুরুর আগে মাদ্‌রাসার সামনে খোলা জায়গায় প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের সমবেত হওয়াকে সমাবেশ বলে। ...প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিমিত জায়গা রেখে দাঁড়াবে যেন হাত তুলে শপথ নেওয়ার সময় কারোর গায়ে হাত না লাগে।

**সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম :**

**১. জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন-** মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। ওই সময় শিক্ষার্থীরা সোজা হয়ে দাঁড়াবে ও নড়াচড়া করবেনা। 'জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করো' বলার সাথে সাথে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাত তুলে সবাই সম্মান প্রদর্শন করবে।

---

১৬৪. দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'জীবন দর্শন' বই 'সংস্কৃতি দর্শন' অধ্যায়।

**২. পবিত্র কোরান হতে কিছু অংশ পাঠ-** একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে পবিত্র কোরান থেকে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে। এ সময় শিক্ষার্থীরা আরামে দাঁড়াবে।

**৩. শপথবাক্য পাঠ-** শিক্ষার্থীরা সোজা (Attention) অবস্থায় থেকে ডান হাত কাঁধ বরাবর সামনে তুলবে। আঙ্গুলগুলো খোলা অবস্থায় একত্রে থাকবে। একজন শিক্ষার্থী শপথবাক্য পাঠ করবে এবং অন্য সবাই তার সাথে তা পাঠ করবে। শপথ শেষে 'হাত নামাও' বলার সাথে সাথে সকলে একসাথে হাত নামাবে।

**শপথ :** "আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিরাব জন্য সচেষ্ট থাকিব। অন্যায় ও দুর্নীতি করিবনা এবং অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিব না।...

**৪. জাতীয় সংগীত-** শিক্ষকমণ্ডলীসহ শিক্ষার্থীরা একত্রে জাতীয় সংগীত গাইবে।

**(৬/১০/২)** পৃ. ৮-৯ **ব্রতচারী ব্যায়াম** বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিত্তবিনোদনের জন্য বহু ধরনের লোকগীতি প্রচলিত রয়েছে। এই লোকগীতির পথিকৃত গুরু সদয়দত্ত। ...তাঁর সৃষ্ট লোকনৃত্যকে ব্রতচারী নৃত্য হিসেবে অভিহত করা হয়। ... ব্রতচারী নৃত্য বা নাচ হলো- ১. কাঠি নাচ ২. ঝুমুর নাচ ৩. লড়ি নাচ। তাল- ধাতিং তা, ধাতিং তা।

**মন্তব্য :** এগুলি সবই অনর্থক।

**(৬/১০/৩)** পৃ. ৪২-৪৩ চতুর্থ অধ্যায় **আমাদের জীবনে বয়ঃসন্ধিকাল**

**ছেলেদের পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :** ক. দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠা, খ. দ্রুত ওজন বৃদ্ধি, গ. শরীরে দৃঢ়তা আসা, ঘ. শরীরের গঠন প্রাপ্তবয়স্কদের মতো হয়ে ওঠা, ঙ. দাড়ি-গোঁফ গজাতে থাকা, চ. স্বরভঙ্গ হওয়া ও গলার স্বর মোটা হওয়া, ছ. বুক ও কাঁধ চওড়া হয়ে ওঠা।

**মেয়েদের পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :** ক. মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, খ. শরীর ভারী হওয়া, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হওয়া ছাড়াও আরও কিছু শারীরিক পরিবর্তন ঘটে।...

**মন্তব্য :** স্রেফ বেহায়া বানানোর প্রশিক্ষণ।

**(৬/১০/৪)** পৃ. ৫৮ **ক্যারম :** ক্যারম খেলা অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ঘরে বসে সেজে আনন্দ লাভের জন্য ক্যারমের জুড়ি মেলা ভার। একক ও দ্বৈত দুভাবেই ক্যারম খেলা যায়।

**মন্তব্য :** এগুলি শিখানোর উদ্দেশ্য হ'ল যাতে শিক্ষার্থীরা কুঁড়ের বাদশা হয়। পুরা অধ্যায়টিই বাদ দেওয়া আবশ্যক।

## (১১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** ড. সুরাইয়া পারভীন, ড. আবুল কালাম মোঃ রফিকুল্লাহ, ফারজানা আরেফীন, শামসুজ্জাহান লুৎফা, মোঃ মুনাব্বির হোসেন, লুৎফুর রহমান।
**সম্পাদনা :** ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মোস্তাফা জব্বার, মুনির হাসান, মোঃ আফজাল হোসেন সারওয়ার, মোঃ মোখলেস উর রহমান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। মোট প্রাণীর ছবি ১৩৯। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ১২২, মাছ ২, পেঙ্গুইন ১, মানুষের কার্টুন ছবি ২, ইঁদুর ১, মাকড়সা ১, ব্যাঙ ১, হাতি ১, পাখি ২, ময়ূর ১, শুকর ১ এবং ডাইনোসর ১টি। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য মানুষের মিলিত ছবি ২টি, দাবা খেলার বোর্ড ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৬/১১/১)** পৃ. ২০ পাঠ ২ : **কম্পিউটার কম্পিউটার খেলা**

ছবিতে ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার কম্পিউটার খেলার জন্য প্রস্তুত দেখানো হয়েছে। গেমসের সফটওয়্যার ছবিতে দাবা খেলার দৃশ্য দেখানো হয়েছে *(পৃ. ৩৩)*।

**মন্তব্য :** এগুলি বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়ভুক্ত। মাদ্রাসায় এগুলি আবশ্যক নয়। আর দাবা খেলা তো সর্বতোভাবেই হারাম *(মুসলিম হা/২২৬০)*। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়কে পাঠ্যভুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। এতে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার গেম খেলার দিকে বেশী মনোযোগী হচ্ছে। যা তাদের মূল লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এবং খেলাধূলার দিকে তাদের আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ স্বাস্থ্য গঠনের জন্য শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধূলার কোন বিকল্প নেই।

## দাখিল সপ্তম শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ১৬টি। ১- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ১৭৪)। ৩- আরবী সাহিত্য (আল-লুগাতুল আরাবিইয়াতুল ইত্তেছালিইয়াহ পৃ. ১২৩)। ৪- আরবী ব্যাকরণ (ক্বাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ, পৃ. ১৪৪)। ৫- বাংলা সাহিত্য (সপ্তবর্ণা পৃ. ৯৬)। ৬- বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (পৃ. ১২৮)। ৭- ইংরেজী সাহিত্য (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ১২৩)। ৮- ইংরেজী ব্যাকরণ (ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION (পৃ. ২০৪)। ৯- গণিত (পৃ. ১৭৫)। ১০- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ১২৭)। ১১- বিজ্ঞান (পৃ. ১৭২)। ১২- কৃষি শিক্ষা (পৃ. ১২৪)। ১৩- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (পৃ. ১৪৪)। ১৪- শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (পৃ. ৬০)। ১৫- তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি (পৃ. ৭২)। ১৬- কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (পৃ. ৫২)। ১৬টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৫০। মোট প্রাণীর ছবি ১৩২০টি। অগণিত প্রাণীর ছবি ১৪টি। বইগুলির মোট ওযন ৩ কেজি ২৬৩ গ্রাম। ১৬টির মধ্যে ১০টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৯৩। ইংরেজী ব্যাকরণ, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' সহ মোট ৬টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য নেই।]

### (১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন** : আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম, মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক। **সম্পাদনা** : প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন। [পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(৭/১/১)** পৃ. ৯ ...এমনকি অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে নবি করিম (ﷺ) বলেন رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ অর্থাৎ, "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে, কুরআন যাকে লানত করে।"

**মন্তব্য :** এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত কোন হাদীছ নয়। এটি তাবেঈ মায়মূন বিন মিহরানের (মৃ. ১১৬ হি.) বক্তব্য।[১৬৫] ইমাম গাযালী এটিকে তাঁর এহইয়াউ উলূমিদ্দীনে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন *(২/৩২ পৃ.)*।

**(৭/১/২)** পৃ. ৬১ **যে সব লোকদের জাকাত দেওয়া যাবে না :**

...১. নিজ সন্তান, সন্তানের সন্তান যত অধঃস্থন হোক।...৪. নিজ স্বামীকে।

**মন্তব্য :** নিজ স্বামী ও সন্তানদেরকে প্রয়োজনে যাকাত দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ছওয়াব এবং দান করার ছওয়াব।[১৬৬] কারণ স্বামী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্ত্রীর নয়।

**(৭/১/৩)** পৃ. ৭৫ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ এর দ্বারা উদ্দেশ্য: ...তাফসীরে زاد المسير এ বলা হয়েছে- ১. أمير বা নেতা উদ্দেশ্য। ২. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ও হাসান বসরি (রহ.) প্রমুখের মত عالم উদ্দেশ্য। ৩. মুজাহিদ (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। ৪. ইকরামা (রহ.) বলেন, হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) উদ্দেশ্য। ৫. ইবনুল আরাবি (রহ.) বলেন- وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُمْ الْأُمَرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ جَمِيعًا. (أحكام القرآن)...আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হলো, আমির এবং আলেম উভয় শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। ৬. ফখরুদ্দিন রাজি রহ. বলেন, أولي الأمر দ্বারা মুজতাহিদ আলেমগণ উদ্দেশ্য।

**মন্তব্য :** 'উলুল আমর' অর্থ আমীর বা নেতা। ওলামা নন, যেমনটি প্রচলিত আছে'।[১৬৭] কেননা আলেমের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু আমীর থাকেন একজন। এতে সামাজিক শৃংখলা বজায় থাকে। যদিও আলেমদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সর্বদা বেশী এবং তাদের নিকট থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নেওয়া আমীরের কর্তব্য।

---

১৬৫. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, প্রশ্নোত্তর ক্রমিক : ১৬১৩১, ৩/২১৩।
১৬৬. বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪ রাবী যয়নব (রাঃ)।
১৬৭. তাফসীর ক্বাসেমী; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৭১৩৭-এর পূর্বে উক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনা ১৩/১১১; ।

**(৭/১/৪)** পৃ. ৭৬ নবী (ﷺ) যেমন মুয়াজ (رضي الله عنه) কে বলেছিলেন, কী দ্বারা ফয়সালা দিবে? সে বলল: আল্লাহর কিতাব দ্বারা, তিনি বললেন, যদি তাতে না পাও? সে বলল, আমার রায় দ্বারা গবেষণা করব এবং কসুর করব না। তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র, যিনি তার রসুলের দূতকে ভালো কাজের তাওফিক দিয়েছেন। (أحكام القرآن لابن العربي)

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮১)*।

**(৭/১/৫)** পৃ. ১০০ একটি হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন-الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا- অর্থাৎ, গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফাহ হা/১৮৪৬)*।

## (২) আকাইদ ও ফিকহ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮ খ্রি.

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** অধ্যক্ষ ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারুফ, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। **সম্পাদনা :** মাওলানা রূহুল আমীন খান। [পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৪। মোট মানুষের ছবি ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪৩।]

**(৭/২/১)** পৃ. ৩ ...তাই বলা হয়, إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ (রাসূলকে হীন করা কুফরী)।

**মন্তব্য :** উক্ত শব্দে কোন হাদীছ নেই। অতএব মর্ম সঠিক হ'লেও বক্তব্য সঠিক নয়।

**(৭/২/২)** পৃ. ৮ সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শিক্ষা করা ও আমল করা ফরযে আইন, একইভাবে **ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরযে আইন।**

**মন্তব্য :** 'ইলমুত তাযকিয়া' ও 'তাছাউওফের জ্ঞান' বলে কোন শাস্ত্র ইসলামে নেই। এর অন্তরালে ছূফীবাদের অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের বীজ

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বপন করাই উদ্দেশ্য (আলোচনা দ্রষ্টব্য পঞ্চম শ্রেণী ক্রমিক : ৫/৭/২৮)।

**(৭/২/৩)** পৃ. ১১ **সৃজনশীল প্রশ্ন**

**আব্দুর রহমান সাহেব একজন হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়মিত যিকির আযকার করেন।**

**মন্তব্য :** এগুলো বলে শিক্ষার্থীদের পীরপূজার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আত্মার পরিশুদ্ধিতার জন্য খুশূ-খুযূর সাথে ফরয ও নফল ইবাদতই সমূহ পালন করাই যথেষ্ট। যিকির-আযকারের জন্য পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা শর্ত নয়। ইসলামের স্বর্ণ যুগে 'পীর প্রথা' ছিলনা।

**(৭/২/৪)** পৃ. ৩০ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ... (আমিই রসূলগণের নেতা...)

**মন্তব্য :** হাদীছটির সনদ আলবানী 'যঈফ' বলেছেন।[১৬৮] তবে أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা' শব্দে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ।[১৬৯]

**(৭/২/৫)** পৃ. ৫৫ **সাহাবীগণের মর্যাদা** أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ– (আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রের মতো, অতএব তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েতের পথ পেয়ে যাবে)।

**মন্তব্য :** হাদীছটি জাল *(রাযীন, মিশকাত হা/৬০০৯; যঈফাহ হা/৫৮)*। তবে ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদা বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তথাপি সেটি তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ ব্যয়ের সমান হবে না'।[১৭০]

১৬৮. দারেমী হা/৪৯; মিশকাত হা/৫৭৬৪ রাবী জাবের (রাঃ); যঈফুল জামে' হা/১৩১৯।
১৬৯. মুসলিম হা/২২৭৮; মিশকাত হা/৫৭৬১ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
১৭০. বুখারী হা/৩৬৭৩; মিশকাত হা/৫৯৯৮ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

**(৭/২/৬)** পৃ. ৬৫ **সৃজনশীল প্রশ্ন**

**...কুরআন হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে।**

**মন্তব্য :** বরং কুরআন ও হাদীছেই সবকিছুর সমাধান রয়েছে *(আন'আম ৬/৩৮; নাহল ১৬/৮৯)*। আলেমগণ সেখান থেকেই সমাধান দিবেন *(নাহল ১৬/৬৪)*।

**(৭/২/৭)** পৃ. ৬৮ **নাজাসাতে গালিজার একটি তালিকা**

...৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত। ৪. বমি (যে কোন বয়সের মানুষের হোক) ৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বা অন্য যে কোন তরল পদার্থ।...

**মন্তব্য :** হায়েয, নিফাস ও ইস্তেহাযা ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই।[১৭১]

**(৭/২/৮)** পৃ. ৭৪ টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময়...নিম্নোক্ত দোআ পড়া- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى–

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'যঈফ'।[১৭২] বরং টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় বলতে হয় غُفْرَانَكَ *'গুফরা-নাকা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি')।[১৭৩] হাদীছটি ছহীহ।

**(৭/২/৯)** পৃ. ৭৪ পবিত্রতার জন্য মাটির ঢিলা ব্যবহার করা ভালো। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে টয়লেট পেপার।

**মন্তব্য :** পানি পেলে পবিত্রতার জন্য মাটির ঢেলা বা টয়লেট পেপারের প্রয়োজন নেই।[১৭৪]

**(৭/২/১০)** পৃ. ৭৫ اَلْإِسْتِجْمَارُ অর্থ কুলুখ ব্যবহার করা।...পুরুষ শীতকালে প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢেলা ব্যবহার করবে। গ্রীষ্মকালে প্রথমে পেছন দিক থেকে

---

১৭১. আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্র. দারাকুৎনী বর্ণিত 'প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের জন্য ওযূ' (اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)-এর ব্যাখ্যা; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৬১ পৃ.।

১৭২. ইবনু মাজাহ হা/৩০১; মিশকাত হা/৩৭৪ রাবী আনাস (রাঃ); ইরওয়া হা/৫৩।

১৭৩. তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ-২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

১৭৪. তিরমিযী হা/১৯ রাবী আয়েশা (রাঃ); মির'আত ২/৭২ পৃ.।

তারপর সামনের দিক থেকে এরপর পিছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। মহিলাদের সবসময় প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে।

**মন্তব্য :** এগুলি স্রেফ বানোয়াট নিয়ম। শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই। আলোচনা দ্রষ্টব্য চতুর্থ শ্রেণী ক্রমিক : ৪/৬/৭)।

**(৭/২/১১)** পৃ. ৭৮ **তায়াম্মুমের ফরয**

...৩. উভয় হাত পাক মাটিতে মেরে প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

**মন্তব্য :** কনুইসহ মাসাহ করার কোন দলীল নেই (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ৩/৬/৭ ও ৪/৬/৬)।

**(৭/২/১২)** পৃ. ৭৮ **তায়াম্মুমের সুন্নত**...৭। চেহারা মাসেহ করার পর দাড়ি খিলাল করা।

**মন্তব্য :** 'তায়াম্মুমে দাড়ি খিলাল করা' কথাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট।

**(৭/২/১৩)** পৃ. ৮০ **যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ**...পাথর, বিলাতি মাটি, চুনাপাথর, হরিতাল, সুরমা, গেরুমাটি ইত্যাদি।

**মন্তব্য :** ধুলা-মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কাঠ, কয়লা, লোহা, মোজাইক, প্লাস্টার, টাইল্‌স, চুন ইত্যাদি দ্বারা 'তায়াম্মুম' জায়েয নয়।[১৭৫]

**(৭/২/১৪)** পৃ. ৮২ فَضْلُ الصَّلاَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِي لاَ يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا– (মেসওয়াক করে যে ছালাত আদায় করা হয় সে সালাতে মেসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রয়েছে)।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'যঈফ'।[১৭৬]

---

১৭৫. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ৬৭ পৃ.।
১৭৬. বায়হাক্বী হা/১৬২; মিশকাত হা/৩৮৯ রাবী আয়েশা (রাঃ); যঈফাহ হা/১৫০৩।

**(৭/২/১৫)** পৃ. ৮৬ **ইকামতের পরিচয় : ইকামতের মধ্যে এভাবেই ৮টি বাক্য ১৭ বার উচ্চারণ করতে হয়।**

**মন্তব্য :** আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখাৎ আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী এক্বামতের কালেমা **১১**টি। দু'বার করে আযান ও একবার করে এক্বামত বিশিষ্ট বেলালী আযান ও এক্বামত-এর পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য, যা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক সকল যুগে সমাদৃত।

দু'বার এক্বামত-এর রাবী আবু মাহযূরাহ (রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র বেলাল (রাঃ)-এর অনুসরণে একবার করে 'এক্বামত' দিতেন।[১৭৭]

**(৭/২/১৬)** পৃ. ৮৭ **ইকামতের সুন্নত তরিকা** قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ এর জওয়াবে মুছল্লীদেরকে বলতে হয়, اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ. **মন্তব্য :** اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا এই পর্যন্ত হাদীছটি 'যঈফ'।[১৭৮] আর শেষের অংশটি مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ এক্বামতের জওয়াব হিসাবে বানোয়াট। যার কোন ভিত্তি নেই।

**(৭/২/১৭)** পৃ. ৮৭ **ইকামতে সালাতের জন্য দাঁড়াবার সঠিক সময়**

ইকামতের জন্য মুয়াজ্জিন প্রথমে দাঁড়াবে। আর মুসল্লিগণ বসে থাকবেন। তিনি যখন حَيَّ عَلَي الْفَلاَحِ বলবেন, তখন মুক্তাদিগণ দাঁড়াবেন। ...কিন্তু বহুস্থানে দেখা যায় মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করলেই মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যান।...এটা সুন্নতের খেলাফ।

**মন্তব্য :** মুছল্লীগণ এক্বামতের সূচনাতে বা মধ্যে বা শেষে যেকোন সময় দাঁড়াতে পারেন। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়নি।[১৭৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হবে, তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখে তোমরা দাঁড়াবে না'।[১৮০] জাবের বিন

১৭৭. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৪ পৃ.।
১৭৮. আবুদাঊদ হা/৫২৮; মিশকাত হা/৬৭০ রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।
১৭৯. উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/১৩ পৃ.।
১৮০. বুখারী হা/৬৩৭; মুসলিম হা/৬০৪; মিশকাত হা/৬৮৫ রাবী আবু ক্বাতাদা (রাঃ)।

সামুরা (রাঃ) বলেন, বেলাল আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। যখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন এক্বামত দিতেন।[১৮১] হাদীছ দু'টির মধ্যে সমন্বয় করে বিদ্বানগণ বলেন, বেলাল লক্ষ্য রাখতেন কখন রাসূল (ছাঃ) বের হন। যখনই তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বের হ'তে দেখতেন, তখনই তিনি এক্বামত শুরু করতেন। আর ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে দেখে ছালাতের জন্য দাঁড়াতেন।[১৮২] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার ছালাতের জন্য এক্বামত দেওয়া হ'ল। রাসূল (ছাঃ) এসে পৌঁছার আগেই আমরা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিলাম। এরপর রাসূল (ছাঃ) এসে ছালাতের স্থানে দাঁড়ালেন।[১৮৩] উপরের হাদীছ সমূহে প্রমাণিত হয় যে, এক্বামত শুরু হ'লে যে কোন সময় ছালাতের জন্য দাঁড়ানো যায়।

**(৭/২/১৮)** পৃ. ৯১ **সালাতের ওয়াজিবসমূহ** ...৯। **দুই ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।**

**মন্তব্য :** ঈদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সে হিসাবে অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ সুন্নাত, ওয়াজিব নয়; যা তরক করলে ছালাত বাতিল হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি নয়, বরং **১২**টি। ৬ তাকবীরের পক্ষে স্পষ্ট কোন দলীল নেই।[১৮৪]

**(৭/২/১৯)** পৃ. ৯৪ **রুকু সেজদার নিয়ম ও দোআ**

**(ক) রুকু :** স্ত্রীলোকের রুকু করার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর স্থাপন করবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

**মন্তব্য :** উক্ত নিয়মের কোন ভিত্তি নেই। বরং পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতে কোন পার্থক্য নেই। কেবল ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী সরবে *'সুবহা-*

১৮১. মুসলিম হা/৬০৬; তিরমিযী হা/২০২; আহমাদ হা/২০৮২৩।
১৮২. ফাৎহুল বারী ২/১২০; মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮৮; তুহফাহ ৩/১৬৫ পৃ.।
১৮৩. বুখারী হা/৬৪০; মুসলিম হা/৬০৫।
১৮৪. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২১০-১১ পৃ.।

*নাল্লা-হ'* বলবে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করে 'লোকমা' দিবে।[১৮৫] আর ছালাতের সময় পুরুষের সতর হ'ল দুই কাঁধ ও নাভী হ'তে হাঁটু পর্যন্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৫)* এবং মহিলাদের সতর হ'ল সর্বাঙ্গ *(নূর ২৪/৩১)*।[১৮৬] তবে নারীদের চেহারা ও দু'হাতের তালু খোলা রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম আবুদাঊদ নিজেই 'মুরসাল' বলেছেন। যদিও আলবানী 'হাসান' বলেছেন *(ইরওয়া হা/১৭৯৫)*।

**(৭/২/২০)** পৃ. ৯৮ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ অর্থ : অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী রয়েছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে লানত করে।

**মন্তব্য :** এটি ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি.) তার এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ)-এর নামে হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(১/২৭৪ পৃ.)*। সেখানে قَارِئٍ -এর স্থলে تَالٍ রয়েছে। অর্থ একই। তবে এটি আদৌ কোন হাদীছ নয়।[১৮৭] বরং ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন শিখে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে'।[১৮৮] আর ইবাদতে রাত্রিজাগরণ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রাত্রিতে অনেক ইবাদতকারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া ইবাদতের কিছুই হয় না' *(আহমাদ হা/৯৬৮৩)*।

**(৭/২/২১)** পৃ. ৯৮ قِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَّهُ ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাআত।

**মন্তব্য :** ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই ত্রুটিযুক্ত। সেকারণ 'হাদীছটি সকল বিদ্বানের

১৮৫. কুরতুবী; বুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮ রাবী সাহল বিন সা'দ (রাঃ)।
১৮৬. আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২ রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/২০৪৫ 'হাসান লেগায়রিহী'; ইরওয়া হা/১৭৯৫।
১৮৭. আব্দুল আযীয বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি./১৯১০-১৯৯৯ খৃ.), মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/৬১ পৃ.।
১৮৮. বুখারী হা/৪৯৩৭; মুসলিম হা/৭৯৮; মিশকাত হা/২১১২ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

নিকট সর্বসম্মতভাবে ‘যঈফ’ (إِنَّهُ ضَعِيْفٌ عِنْدَ جَمِيْعِ الْحُفَّاظِ)’।[১৮৯] অত্র হাদীছে ‘ক্বিরাআত’ কথাটি ‘আম’। কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি ‘খাছ’। অতএব অন্য সব সূরা বাদ দিয়ে ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য ছালাতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয।[১৯০]

**(৭/২/২২)** পৃ. ১০০ **কাযা সালাতের নিয়ত** نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِيَ لِلّٰهِ تَعَالَي رَكْعَتَيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللهِ تَعَالَي مُتَوَجِّهًا إِلَي جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللهُ أَكْبَرُ– অর্থ : আমি ফজর সালাতের ফরযের কাযা সালাত কিবলামুখী হয়ে আদায় করছি, আল্লাহু আকবার।

**মন্তব্য :** এরূপ কোন নিয়তের বিধান শরী‘আতে নেই। বরং ফরয হৌক বা নফল হৌক সকল ইবাদতের পূর্বে নিয়ত বা সংকল্প করা অপরিহার্য।[১৯১] কিন্তু মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ‘আত (আলোচনা দ্রষ্টব্য ক্রমিক : ২/৫/৫; ২/৫/১২; ৩/৬/৯; ৪/৬/১৬ ও ৫/৭/২২)।

**(৭/২/২৩)** পৃ. ১০১ **কাযা সালাতের কাফ্ফারা**

প্রতি ফরয ও ওয়াজিব সালাতের পরিবর্তে সদকায়ে ফেতর বা ফেতরার সমপরিমাণ গম বা তার মূল্য ফিদয়া স্বরূপ দিতে হয়।...

**মন্তব্য :** এটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন একটি বিদ‘আতী প্রথা মাত্র।[১৯২] যেমনটি জানাযার ছালাতে মাইয়েতকে সামনে রেখে অনেক ইমাম আদায় করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারেনা।[১৯৩] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়,

---

১৮৯. ফাৎহুল বারী ২/২৮৩ পৃ., হা/৭৫৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৩-৯৪ পৃ.।
১৯০. মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮); মিশকাত হা/৮২৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৯১. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১ রাবী ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)।
১৯২. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছঃ) ২৪৫ পৃ.।
১৯৩. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ...لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ– বায়হাক্বী ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত ২/৩৩৬; যঈফাহ ১০ (১)/৬২ পৃ.; মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫, ‘ছওম’ অধ্যায়-৭, ‘ক্বাযা ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ-৫।

মৃত্যুর পরেও তেমনি সম্ভব নয়। এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায়না কেবলমাত্র দো'আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ ব্যতীত।[১৯৪] আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– 'মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। বরং ইবাদতের কোন কাফফারা নেই, তওবা করা ব্যতীত *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

**(৭/২/২৪)** পৃ. ১০৫ ...اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থী...

**মন্তব্য :** উপরোক্ত শব্দে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ 'মুরসাল' বা 'যঈফ'।[১৯৫] (আলোচনা দ্রষ্টব্য চতুর্থ শ্রেণী ক্রমিক : ৪/৬/১৫)।

**(৭/২/২৫)** পৃ. ১০৯ **মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি**

একটি চওড়া তক্তা বা খাটের চতুর্দিকে ৩/৫/৭ বার লুবান অথবা আগরবাতি দিয়ে ধূঁয়া দিতে হবে।...

**মন্তব্য :** এগুলি ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার মাত্র। হিন্দু শাস্ত্র মতে, অগ্নি হ'ল দেবতা। আগুনের স্পর্শেই সবকিছু পুড়ে খাঁটি হয়। সকল শুভ কাজের শুরু হয় আগুন দিয়ে। একারণেই হিন্দুরা তাদের শবদেহ চিতায় স্থাপন করার পর তাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে পুত্র (প্রধানতঃ জ্যেষ্ঠপুত্র) বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মুখাগ্নি করে। হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকান খুলেই আগুন দিয়ে ধূপ-ধুনা বা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিন শুরু করে। একইভাবে তারা 'মঙ্গল প্রদীপ' বা মোমবাতি জ্বালায়। দুর্ভাগ্য এখন রাজনীতির নামে বহু নামধারী মুসলিম নেতা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। আর মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ান। অথচ মেনে চলছেন হিন্দুদের প্রথা।

**(৭/২/২৬)** পৃ. ১১০ ...'মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ করতে পারবে না। তবে শুধু দেখা ও কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগানো দুরস্ত আছে'।

---

১৯৪. আবুদাঊদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭ 'অছিয়ত সমূহ' অনুচ্ছেদ, রাবী আমর বিন শো'আয়েব তার পিতা হ'তে তিনি তার দাদা হ'তে; বায়হাক্বী শু'আব; মির'আত হা/১৭৩১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫/৪৫৩ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬ পৃ.।

১৯৫. মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯ রাবী খালেদ বিন আবু ইমরান (রহঃ); বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির'আত ৪/২৮৫।

**মন্তব্য :** এটাও ভিত্তিহীন বক্তব্য। মৃত্যুর ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়না। বরং স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল দিতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি তুমি আমার পূর্বে মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব'।[১৯৬] হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন।[১৯৭]

**(৭/২/২৭)** পৃ. ১১০ আর মহিলাদের জন্য তিনখানা ছাড়া আরও ২ খানা অতিরিক্ত কাপড় লাগবে।

**মন্তব্য :** মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ'।[১৯৮] বরং পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে।[১৯৯]

**(৭/২/২৮)** পৃ. ১১২ জানাজার সালাতের প্রথম তাকবির (তাকবিরে তাহরিমা)-এর পর সানা পড়তে হবে- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ–

**মন্তব্য :** জানাযার ছালাতে ছানা নেই।[২০০] বরং প্রথম তাকবীরের পর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হয়।[২০১]

**(৭/২/২৯)** পৃ. ১১২ সানা পড়ার পর দ্বিতীয় তাকবির উচ্চারণ করে দুরুদে ইবরাহিমী পড়তে হয়। اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ...

**মন্তব্য :** দরূদে ইব্রাহীমীতে سَيِّدِنَا শব্দ নেই। যা অত্র বইয়ে যোগ করা হয়েছে। سَيِّدِنَا অর্থ 'আমাদের নেতা'। এটি ছালাতে পড়া জায়েয নয়।

---

১৯৬. ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৭১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, সনদ হাসান, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৯৭. বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১২, ১৮৭৩ সনদ হাসান।
১৯৮. আবুদাঊদ হা/৩১৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮৪৪।
১৯৯. বুখারী হা/১২৬৪, ১২৭২-৭৩; মুসলিম হা/৯৪১ (৪৫); মির'আত ৫/৩৪৩-৪৫।
২০০. ইবনুন নাজ্জার (৮৯৮-৯৭২ হি.), শারহুল মুনতাহা ৩/৬০ পৃ.; আলবানী, তালখীছ ১০১ পৃ.; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছঃ) ২১৫ পৃ.।
২০১. বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫, 'জানায়েয' অধ্যায়-২৩, অনুচ্ছেদ ৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪ রাবী ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন 'আওফ (রাঃ); নাসাঈ হা/১৯৮৭, ৮৯; তালখীছ, ৫৪ পৃ.।

কারণ রাসূল (ছাঃ) এটি পড়েননি। আর অন্য সময় পড়াটাও অপসন্দনীয়। কেননা তিনি বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করোনা। যেমনটি খৃষ্টানরা ঈসাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং বল, 'আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল'।[২০২] অতএব তিনি যে সব ক্ষেত্রে নিজের জন্য 'সাইয়িদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কেবল সেখানে এটি ব্যবহার করা যাবে, অন্যত্র নয়। যেমন তিনি বলেন, أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، 'আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা, এতে কোন অহংকার নেই'।[২০৩]

**(৭/২/৩০)** পৃ. **১১৩** চতুর্থ তাকবিরে (হাত না উঠিয়ে)...চতুর্থ তাকবির বলে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাজা শেষ করবে।

**মন্তব্য :** বরং প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[২০৪]

## (৭/২/৩১) পৃ. ১১৪ (মৃত ব্যক্তির জন্য) দোআর পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তির জন্য দোআকে ইসালে সওয়াব বা সওয়াব রেসানি বলা হয়।...কুরআন খতম, মিসকিনদের খাওয়ানো, দোআ ও মিলাদ মাহফিল করলে জীবিতদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তা মনকে আল্লাহমুখী করতে সহায়ক হয়। তবে ঐ দিনই করতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আর ঐ দিন করলেও শরিয়তে নিষেধ নেই।

**মন্তব্য :** দো'আকে কখনোই 'ঈছালে ছওয়াব' বলা হয়না। বরং 'ঈছালে ছওয়াব' বলা হয় জীবিত ব্যক্তির কোন দৈহিক ইবাদতের ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশে দেওয়া। এটি ইসলামের নামে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র।[২০৫] কুরআন খতম একটি দৈহিক ইবাদত। যার নেকী পাঠক পাবেন, মৃত ব্যক্তি নন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*।

---

২০২. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭ রাবী ওমর (রাঃ)।
২০৩. তিরমিযী হা/৩১৪৮; মুসলিম হা/২২৭৮; মিশকাত হা/৫৭৬১ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
২০৪. বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৪৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৩৪ পৃ.।
২০৫. দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'কোরআন ও কলেমাখানী' বই, ৬ পৃ.।

**(৭/২/৩২)** পৃ. ১১৫ **কবর যিয়ারতের সুন্নত পদ্ধতি** ...বিশেষ করে শুক্রবার কবর যিয়ারত করা খুবই উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا– অর্থ : যে প্রত্যেক জুমুয়ার দিন তার পিতা-মাতা অথবা তাদের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং সে সদাচরণকারী সন্তান হিসাবে তালিকাভুক্ত হবে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'জাল'।[২০৬] বরং বছরের যেকোন দিন যেকোন সময় আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত করা যায় এবং যেখান থেকেই হৌক তাদের জন্য দো'আ করা যায়।

**(৭/২/৩৩)** পৃ. ১১৫ কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নিম্নের দোআটি পড়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে সালাম করতে হয় : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ...يَرْحَمُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ. 'হে কবরস্থিত মুমিন মুসলমান ব্যক্তিগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।...আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতি রহম করুন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'যঈফ'।[২০৭] আর শেষাংশটি কবর যিয়ারতের দো'আ হিসাবে বইয়ে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ– 'মুমিন কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আল্লাহ চাহেন তো আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর!'[২০৮]

---

২০৬. বায়হাক্বী হা/৭৫২২, ১০/২৯৭; মিশকাত হা/১৭৬৮ রাবী মুহাম্মাদ বিন নু'মান (রহঃ); যঈফাহ হা/৪৯।

২০৭. তিরমিযী হা/১০৫৩; যঈফুল জামে' হা/৩৩৭২; মিশকাত হা/১৭৬৫।

২০৮. মুসলিম হা/৯৭৪, ২৪৯ (৩৯); মিশকাত হা/২৯৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩; ঐ, হা/১৭৬৬ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

মুসলিম-এর মতনে রয়েছে, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ– 'হে আল্লাহ! বাক্বী'উল গারক্বাদ কবরস্থানের অধিবাসীদের ক্ষমা কর'। আমরা সেখানে اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ– 'হে আল্লাহ! তুমি কবরবাসীদের ক্ষমা কর'। যাতে যেকোন মুসলিম কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে দো'আটি পাঠ করা যায়। *-লেখক।*

**(৭/২/৩৪)** পৃ. ১১৮ **সালাতুল আওয়াবীন** মাগরিবের ফরয ও সুন্নত সালাতের পর দু রাকাত করে ছয় রাকাত সালাতকে সালাতুল আউয়াবিন বলে। সালাতুল আউয়াবিন আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন- مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً অর্থ : যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত সালাত পড়বে এবং এর মাঝে কোন খারাপ কথা বলবে না তার এই সালাতে ১২ বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব হবে।

**মন্তব্য :** পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত হাদীছটি নিতান্তই 'যঈফ' (ضَعِيْفٌ جِدًّا)। একই হাদীছের শেষে রয়েছে ২০ রাক'আতের কথা। সবই 'যঈফ'।[২০৯] এছাড়া মাগরিব হ'তে এশার মধ্যে পঠিত নফল ছালাত সমূহকে *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলার হাদীছটিও 'যঈফ'।[২১০] বরং ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাতকে রাসূল (ছাঃ) *'ছালাতুল আউয়াবীন'* বলেছেন'।[২১১] কিন্তু সেখানে এইসব বাড়তি ফযীলতের কথা নেই।

**(৭/২/৩৫)** পৃ. ১২৩ **ইফতারের পরিচয় ও মর্যাদা** ইফতারের সময় এই দোআ পড়া সুন্নত- اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'মুরসাল ও 'যঈফ'।[২১২] বরং ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলাই যথেষ্ট[২১৩] এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' ও সেই সাথে 'যাহাবায যামাউ'... দো'আটি পড়বে।[২১৪]

---

২০৯. তিরমিযী হা/৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৬; মিশকাত হা/১১৭৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); যঈফাহ হা/৪৬৯।
২১০. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬১৭।
২১১. মুসলিম হা/৭৪৮; মিশকাত হা/১৩১২ রাবী যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ); দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬১ পৃ.।
২১২. আলবানী, তারাজু'আত হা/৩৫।
২১৩. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০ রাবী আনাস (রাঃ)।
২১৪. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৮৬ পৃ.।

**(৭/২/৩৬)** পৃ. ১২৫ **তারাবিহ সালাতের রাকাতের সংখ্যা**

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (ﷺ)-এর খেলাফত কালেই সবাই রমযান মাসে প্রতি রাতে ২০ রাকাত করে তারাবিহ সালাত আদায় করতেন। তারাবিহ সালাত ২০ রাকাত। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা সম্মিলিত মত এটাই। এর বাইরে কিছু করার অবকাশ নেই।

**মন্তব্য :** উপরোক্ত দাবীর কোনই ভিত্তি নেই।[২১৫]

**(৭/২/৩৭)** পৃ. ১২৫ তবে...রসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে ৮ রাকাত নফল সালাত আদায় করতেন। এ আট রাকাত ছিল রাতের নফল বা তাহাজ্জুদ। যা তিনি রমযান ব্যতীত অন্য মাসেও আদায় করতেন। সর্বপ্রথম যখন উবাই ইবনে কাব (ﷺ)-এর মাধ্যমে মসজিদে নববিতে তারাবিহ জামাতের সাথে আদায় শুরু হয়, তখন ২০ রাকাত আদায় করা হয়। এজন্য ২০ রাকাত তারাবিহ সুন্নত।

**মন্তব্য :** এটাও ভিত্তিহীন দাবী মাত্র। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের অধিক আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[২১৬] চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[২১৭] আর 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন'।[২১৮]

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রেওয়ায়াতের পরে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে 'ওমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত' বলে যে বর্ণনা

---

২১৫. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ' অধ্যায় ১৭৩-৭৭ পৃ.।
২১৬. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮ প্রভৃতি; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৪ পৃ.।
২১৭. বুখারী হা/৯৯৪; মুসলিম হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১১৮৮ প্রভৃতি, রাবী আয়েশা (রাঃ); দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৭৪ পৃ.।
২১৮. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ, রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ)।

এসেছে *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮০)*, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'মওযূ' বা জাল।[২১৯] এতদ্ব্যতীত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি 'আছার' এসেছে, যার সবগুলিই 'যঈফ'।[২২০] ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপরে ওমরের যামানায় ছাহাবীগণের মধ্যে 'ইজমা' বা ঐক্যমত হয়েছে বলে যে দাবী করা হয়, তা ভিত্তিহীন ও একেবারেই বাতিল কথা (بَاطِلَةٌ جِدًّا) মাত্র।[২২১] তিরমিযীর ভাষ্যকার খ্যাতনামা হানাফী আলেম দারুল উলূম দেউবন্দ-এর মুহতামিম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২ হি./১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.) বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত ছিল।[২২২]

**(৭/২/৩৮)** পৃ. ১২৫ ...প্রতি দুই রাকাত পরপর অন্তত একবার নিচের দরুদ শরিফ পড়া উত্তম। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ অতঃপর চার রাকাত অন্তর বসে তিনবার নিম্নের দোআ পড়তে হয়- سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ... শেষ পর্যন্ত। অতঃপর এ সময় মুনাজাত করা উত্তম।...তবে ২০ রাকাত শেষ করেও একবার মুনাজাত করা যেতে পারে।

**মন্তব্য :** এ ধরনের দো'আ এবং এভাবে পড়ার রীতি রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়নি। চার রাক'আত শেষে অথবা তারাবীহ শেষে মুনাজাত করার কোন নিয়ম নেই। এগুলি সবই নব্য রীতি। যা পরিত্যাজ্য। বরং ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে শেষ বৈঠকে সালাম ফিরোনোর আগে সব দো'আ করা আবশ্যক *(নাসাঈ হা/১১৬৩; ইরওয়া হা/৩৩৬)*।

---

২১৯. আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬, ৪৪৫, ২/১৯৩, ১৯১ পৃ.।

২২০. মির'আত হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/৩২৯-৩৫ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা দ্র. ২/১৯৩ পৃ.।

২২১. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্র. ৩/৫৩১ পৃ.; মির'আত ৪/৩৩৫।

২২২. (وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمِ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ ﷺ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ) আল-'আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্র. ২/২০৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২১।

**(৭/২/৩৯)** পৃ. ১৩০ **শবে বরাতের সাওম**

শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত। এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা ও সাওম পালন করা সুন্নত। এ মর্মে হজরত আলী (ﷺ) বলেন, إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا، وَصُومُوا نَهَارَهَا– যখন শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত আসে তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে সাওম পালন কর।...সুতরাং সকল মুমিন মুসলমানের উচিত, পবিত্র শবে বরাতের সাওম পালন করে ও বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা।

**মন্তব্য :** 'শবেবরাত' বলে কোন কিছু ইসলামে নেই। পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত হাদীছটি 'জাল'।[২২৩] বরং শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, এ মাসের অধিকাংশ দিন নফল ছিয়াম পালন করা। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) করতেন'।[২২৪]

**(৭/২/৪০)** পৃ. ১৫৫ **শিক্ষকের প্রতি আদব** ...৬. শিক্ষক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের সাথে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা।

**মন্তব্য :** কেবল পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা নয় বরং শিক্ষককে সালাম দিতে হবে। এসময় শিক্ষার্থীরা আগে থেকে বসে থাকলে শিক্ষককে দেখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। কারণ কারু সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা নাজায়েয। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখে দাঁড়াতেন না।[২২৫]

**(৭/২/৪১)** পৃ. ১৫৫ হযরত আলী (ﷺ) বলেন, مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِي عَبْدًا. (যে আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিল সে আমাকে দাসে পরিণত করল)।

২২৩. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; মিশকাত হা/১৩০৮ রাবী আলী (রাঃ); যঈফাহ হা/২১৩২।
২২৪. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬ রাবী আয়েশা (রাঃ)।
২২৫. তিরমিযী হা/২৭৫৪; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮।

**মন্তব্য :** আলী (রাঃ)-এর উক্তি হিসাবে বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। কেউ কেউ বলেন, উক্তিটি হোসায়েন (রাঃ)-এর। মূলতঃ এটি বিগত কোন বিদ্বানের উক্তি।

**(৭/২/৪২)** পৃ. ১৭০ **দোআ ও মুনাজাত**

**হাদিসের আলোকে দোআ :** রাসূলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন- اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ।

**মন্তব্য :** হাদীছটি 'যঈফ'।[২২৬] বরং ছহীহ হাদীছ হ'ল, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ– 'দো'আই হ'ল ইবাদত'।[২২৭]

**(৭/২/৪৩)** পৃ. ১৭০ مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابُ الدُّعَاءِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ **অর্থ** : যার জন্য দোআর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** এ হাদীছটিও 'যঈফ'।[২২৮]

## (৩) আল্লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তেসালিয়া

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

প্রথম মুদ্রণ: আগস্ট, ২০১৩

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**إِعْدَاد وَتَأْلِيْف** : محمد نور الله، محمد مستفيض الرحْمن، محمد عتيق الرحْمن. **تحرير** : محمد كفيل الدين سركار

**(সংকলন ও রচনা :** মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। **সম্পাদনা :** মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন সরকার)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

২২৬. তিরমিযী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১ রাবী আনাস (রাঃ); যঈফুল জামে' হা/৩০০৩।
২২৭. তিরমিযী হা/২৯৬৯ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২২৩০ রাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)।
২২৮. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; মিশকাত হা/২২৩৯ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ); যঈফুল জামে' হা/৫৭২০।

**(৭/৩/১)** পৃ. ৭৫ ১৫তম পাঠে শাহ জালাল আল-ইয়ামনী প্রবন্ধে বলা হয়েছে, اِتَّخَذَ الْمُسْلِمُونَ قَبْرَهُ مَزَارًا مُبَارَكًا، يَزُوْرُوْنَهُ صَبَاحًا وَمَسَاءًا لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ. (মুসলমানেরা তার কবরকে পবিত্র মাযার হিসাবে গ্রহণ করেছে। বরকত হাছিল ও তার অসীলা ধরার জন্য তারা সকাল-সন্ধ্যা তার কবর যিয়ারত করে)।

**মন্তব্য :** এর মধ্যে কবরপূজার তালীম দেওয়া হয়েছে। যা পরিষ্কার শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী তিনটি মসজিদ ব্যতীত নেকীর উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও সফর করা নিষিদ্ধ করেছেন।[২২৯] মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে বরকত হাছিল করা বা তার অসীলা ধরা শিরক *(ইউনুস ১০/১৮)*। মূলতঃ অসীলা হবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত সৎকর্ম সমূহ। যেমনভাবে গুহায় আটকে পড়া বিগত দিনে বনু ইস্রাঈলের তিন যুবকের মুক্তির বিষয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[২৩০] সুখের বিষয়, ২০১৭ সালের সংস্করণে وَالتَّوَسُّلِ بِهِ-এর বদলে وَالدُّعَاءِ لَهُ (তার জন্য দো'আর উদ্দেশ্যে) লেখা হয়েছে *(পৃ. ৬৬)*। যা সঠিক। আরবীতে নিবন্ধের নাম شَاهْ جَلَالْ الْيَمَانِي লেখা হয়েছে। অথচ সঠিক উচ্চারণ হবে الْيَمَنِي অর্থাৎ ইয়ামন দেশীয়। আর চারতলা মসজিদের উপর বড় করে الله লেখা ঠিক হয়নি। কারণ 'আল্লাহ' কোন সাইনবোর্ড নন। তাঁকে হৃদয়ে স্মরণ করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে বলেন আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى ، فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، 'আমি আমার বান্দার সংকল্পের নিকটে থাকি। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি'।[২৩১]

---

২২৯. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।
২৩০. বুখারী হা/৩৪৬৪; মুসলিম হা/২৯৬৪; মিশকাত হা/১৮৭৮ দ্র. টীকা ৮৮ পৃ.১০৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৩১. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; মিশকাত হা/২২৬৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

## (৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান, মাওলানা মোঃ রেজাউল হক, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ, মাওলানা মোঃ মঈনুল ইসলাম। **সম্পাদনায় :** ড. মোঃ হোসাইন মাহমুদ ফারুক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৭/৪/১) মন্তব্য :** বইয়ের প্রথম কভার পেজে আরবী ক্যালিগ্র্যাফীতে অনেকগুলি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ) লেখা হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর নামপূজার শামিল। যা অবশ্যই প্রত্যাহারযোগ্য।

**(৭/৪/২)** পৃ. ৫ অনুশীলনী ৪। নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ থেকে اسم; فعل ও حرف আলাদা করে দেখাও : اَلْإِسْلاَمُ دِيْنُ التَّوْحِيْدِ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)

**মন্তব্য :** لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ কালেমায়ে তাওহীদ নয়, বরং কালেমায়ে শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। (আলোচনা দ্রষ্টব্য প্রথম শ্রেণী ক্রমিক : ১/৫/৩ ও ১/৫/৪)।

**(৭/৪/৩)** পৃ. ১২২ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের মুল।

**মন্তব্য :** আরবী-বাংলা অনুবাদের জন্য যঈফ হাদীছ দেওয়ার প্রয়োজন ছিলনা। উল্লেখিত হাদীছটি ভিত্তিহীন।[২৩২]

**(৭/৪/৪)** পৃ. ১২২ إِقَامَةُ الْعَدْلِ فَرِيْضَةٌ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ফরজ।

**মন্তব্য :** এটি কোন হাদীছ নয়। সেকারণ 'ফরয' শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হয়নি।

---

২৩২. তিরমিযী হা/৩৩৭১; মিশকাত হা/২২৩১; যঈফাহ হা/২১ (لا اصل له)।

## (৫) সপ্তবর্ণা

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. সরকার আবদুল মান্নান, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৬। মোট প্রাণীর ছবি ৯১টি। তন্মধ্যে মানুষ ৭৯, গরু ২, মুরগী ২, পাখি ৫ এবং হাঁস ৩টি। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য মানুষের ছবি ১টি। এ বইয়ে গদ্য মোট ১০টি। এর মধ্যে ২ জন হিন্দু লেখক। আর কবিতা মোট ১০টি। এর মধ্যে ৬ জন হিন্দু কবি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২৬।]

**(৭/৫/১)** পৃ. ১ প্রথম গল্প **কাবুলিওয়ালা**

-লেখক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ., জোড়াসাঁকো-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ)।

**...মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কাউয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানেনা। না?"**

**মন্তব্য :** 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্যে এ যুগের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন শিক্ষণীয় নেই। বৃটিশ আমলের দাদন ব্যবসায়ী হিন্দুদের পাশাপাশি আফগানিস্তান থেকে আগত মুসলমান দাদন ব্যবসায়ী কাবুলীওয়ালারা এদেশের গরীবদের ঋণদানের বিনিময়ে দাদন নিয়ে রক্ত শোষণ করেছে। তাছাড়া এখন জমিদার ও দারোয়ানের যুগ নেই। কচি শিক্ষার্থীদের এগুলি মনে করিয়ে দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। বরং এগুলির নব্য সংস্করণ হিসাবে এযুগের ব্যংকিং ও এনজিও শোষণের চিত্র তুলে ধরা উচিৎ ছিল।

**(৭/৫/২)** পৃ. ৪ **...রাঙ্গাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।**

**মন্তব্য :** হিন্দু ধর্ম মতে কপালে চন্দন তিলক আঁকালে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে, ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধি পায়, মন শান্ত থাকে এবং একাগ্রতা বাড়ে। হিন্দু মুনি-

ঋষিরা কপালে চন্দন তিলক দেওয়ার বিধি প্রবর্তন করেন। এ কারণেই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হ'লে ব্রাহ্মণ উপস্থিত ভক্তদের কপালে চন্দন তিলক লাগিয়ে দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার বইয়ে ইসলামী গল্প-কাহিনী না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প দেওয়ার কারণ কি? অথচ তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। যেমন তিনি তার 'রীতিমত নভেল' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন, 'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্যসৈন্য। ...ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং...হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে। হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? ...বলিতে পার কি পাঠক? ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র'।

এই ছোট্ট একটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই তিনি মুসলমানদের দু'বার 'যবন', একবার 'ম্লেচ্ছ' ও একবার 'মেষ' বলে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

তিনি তার 'সোনার তরী' কাব্য বইয়ে 'হিং টিং ছট্' কবিতায় মুসলমানদেরকে দু'বার 'যবন' ও চার বার 'ম্লেচ্ছ' বলেছেন। অথচ এগুলি স্রেফ গালি ছাড়া কিছুই নয়।

'শিবাজী উৎসব' কবিতায় তিনি বলেন, **'এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল'।**

বস্তুতঃ এইরূপ হীন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসে পূর্ববঙ্গের গরীব কৃষকদের উপর জমিদারী শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন।

একইভাবে তিনি ও তার সমমনাদের আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯১২ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। এমনকি যে 'গীতাঞ্জলী' লিখে তিনি ১৯১১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, সে নামটাও ছিল ধার করা। অমিতাভ চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। সেখানে তিনি কুমারখালীর বিশিষ্ট এক তান্ত্রিকের সাথে পরিচিত হন। ১২৯৫ অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যার্ণব মশাই একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'গীতাঞ্জলী'। কুমারখালীর মথুরানাথ যন্ত্রে মহেশচন্দ্র দাস মুদ্রিত করেন'।[২৩৩] কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ বলেন, 'ঐ তান্ত্রিক ছিলেন লালন ফকির। যার বাউল গানের খাতা চুরি করেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর 'শান্তি নিকেতনে' অনেকেই তাকে বলেছিলেন, প্রাইজ তো পেয়েই গেছেন, অনেক টাকাও হাতে এসে গেছে, এখন গীতাঞ্জলীর খাতাটা ফেরত দিন'।[২৩৪]

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পূর্বে কোন প্রকাশক তার বই ছাপাতে চাইতেন না। ফলে তিনি নিজের খরচেই তার প্রথম বই 'কবি কাহিনী' ছাপেন। দ্বিতীয় বই 'বনফুল' প্রকাশ করেন কবির বড় ভাই সোমেন্দ্রনাথ। যিনি গীতাঞ্জলীর লেখক বলে নিজেকে দাবী করেছিলেন।[২৩৫] ফলে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পিছনে বৃটিশ আনুগত্যের অন্যতম ঘাঁটি কলকাতার ঠাকুরবাড়ির জমিদারদের খুশী করাও অন্যতম কারণ হ'তে পারে।[২৩৬] গীতাঞ্জলীর সব কবিতা বড়ভাই সোমেন্দ্রনাথের লেখা বলে তার ভাই দাবী করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেকারণেই তার মৃত্যুর পর ছোটভাই রবীন্দ্রনাথ শোক প্রকাশ করে কোন কবিতা লেখেননি।[২৩৭] তাঁর কবিতা সমূহে শুধুমাত্র শিখ, রাজপূত ও মারাঠা কুলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন মুসলিম বীরের মহিমায় তিনি এক ছত্রও লেখেননি'।[২৩৮]

---

২৩৩. গোলাম আহমদ মোর্তজা, এ এক অন্য ইতিহাস (বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন : বি-৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭ : নভেম্বর ২০০৫) ১৬৯ পৃ.।
২৩৪. ঐ, ১৭২ পৃ.।
২৩৫. ঐ, ১৭৯-১৮০ পৃ.।
২৩৬. ঐ, ১৫৩ পৃ.।
২৩৭. অমিতাভ চৌধুরী, ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ, ২৩, ৩০ পৃ., ছাপা ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
২৩৮. ডঃরমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস ৩/২০৩ পৃ.; এ এক অন্য ইতিহাস ১৫৭ পৃ.।

বর্তমানে মোদী-অমিত শাহ[২৩৯] রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের 'ভারতজুড়ে এক হিন্দু ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা'য় আত্মনিয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্রেফ একজন মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু কবি। তাঁর কাছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কিছুই শেখার নেই।

**(৭/৫/৩)** পৃ. ৯ গল্প **লখার একুশে**

-লেখক : আবুবকর সিদ্দিক (জন্ম : ১৯৩৪ বাগেরহাট)

**ছোট ছেলে লখা ফুল তুলতে গিয়ে ফুলকে বলে, 'এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো'।...মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে।**

**মন্তব্য :** শহীদ মিনার ও সেখানে ফুল দেওয়া ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এগুলি মূর্তিপূজার শামিল। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এসবের মধ্যে কোন শিক্ষণীয় নেই। তাছাড়া ছেলের নাম 'লখা' ফুলকে 'লক্ষ্মীসোনা' বলার মাধ্যমে হিন্দু দেবী লক্ষ্মীপূজার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'লখা' নামটির বিশেষ্য পদে কোন অর্থ নেই। ক্রিয়াপদে এর অর্থ দর্শন করা বা দেখা। অবশ্য 'লখাই' হ'ল চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর। যিনি মনসামঙ্গলে বেহুলার স্বামী। লেখক আবুবকর সিদ্দিক যদি 'লখা' নাম দ্বারা 'লখাই' বুঝিয়ে থাকেন, তাহ'লে সেটি তার হিন্দু মানসিকতার প্রমাণ হ'তে পারে। এইসব অর্থহীন নাম এ দেশের সিলেবাস থেকে অবশ্যই পরিত্যজ্য।

**(৭/৫/৪)** পৃ. ১৩ গল্প **মরু-ভাস্কর**

-হাবীবুল্লাহ্ বাহার (ফেনী ১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.)

**'যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে... তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ...জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা'।**

**মন্তব্য :** নিবন্ধের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'মহাপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাপুরুষ ও নবীর মধ্যে আলো ও আঁধারের পার্থক্য। সাধনায় 'মহাপুরুষ' হওয়া যায়। কিন্তু 'নবী' হওয়া যায় না। ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে

২৩৯. ভারতের শাসক দল বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (২০১৪ সাল থেকে অদ্যাবধি) এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (৩০শে মে ২০১৯ থেকে অদ্যাবধি)।

অনেক পরে। অথচ লেখকের চোখে হাদীছ পড়েনি, পড়েছে ঐতিহাসিকতা। শিক্ষার্থীদের নিকট হাদীছের চাইতে ইতিহাসকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস হ'ল ব্যক্তির কল্পিত বর্ণনা। যার অধিকাংশ অলীক ও ভিত্তিহীন। আর হাদীছ হ'ল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির নাম। রাবীদের মাধ্যমে যা বর্ণিত হয়েছে এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মাধ্যমে যার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই হয়েছে।

**(৭/৫/৫)** পৃ. ১৩ **'আল্লাহ্র নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন। ...তিনি হয়েছিলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা।**

**মন্তব্য :** প্রথমে নবীর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিৎ ছিল। কেননা মহাপুরুষ ও নবী কখনো এক নন। 'তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন' বলে যদি তাঁর উন্নত মানবিক আচরণ বুঝানো হয়, তাহ'লে বক্তব্য ঠিক আছে। আর যদি তাঁকে 'নূরের নবী' মনে করা হয়, তাহ'লে বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই' *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর তিনি কেবল নবী ছিলেন না, বরং ছিলেন শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই *(আহযাব ৩৩/৪০)*।

অতঃপর 'তিনি হয়েছিলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা' কথাটি ভুল। কারণ তিনি কাফেরদের নেতা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মুমিনদের নেতা। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেছেন। আর তিনি নেতা হননি, বরং আল্লাহ তাঁকে শেষনবী হিসাবে বাছাই করেছিলেন এবং তাঁকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন।[২৪০] নেতার জন্য কর্মী আবশ্যক। কিন্তু নবীর জন্য কর্মী বা অনুসারী অপরিহার্য নয়। কারণ ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী উম্মত ছাড়াই একাকী উঠবেন *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। কারু বা মাত্র একজন উম্মত বা অনুসারী থাকবে।[২৪১]

**(৭/৫/৬)** পৃ. ১৪ **'জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো'-...। 'জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেরও পবিত্র'।**

**মন্তব্য :** ১ম হাদীছটি খুবই 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৪৩০২)*। ২য় হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/৪৮৩২)*। এর দ্বারা আল্লাহ্র পথে শহীদগণের

২৪০. আ'রাফ ৭/১৫৮; সাবা ৩৪/২৮; আহযাব ৩৩/২১, ৪০।
২৪১. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪ রাবী আনাস (রাঃ)।

উচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আর জ্ঞান বলতে অহি-র জ্ঞান বুঝায়। মুশরিক ও নাস্তিকদের জ্ঞান কখনোই আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাপূর্ণ নয়। আর 'জ্ঞানসাধকের কালি' বলতে অহি-র জ্ঞানসাধকের কলমের কালি বুঝানো হয়। যে জ্ঞান অহি-র অভ্রান্ত জ্ঞানের বিপরীত, তা কখনোই গ্রহণীয় নয়। যেমন ইসলাম ও মানবতার দৃষ্টিতে নমরূদ, ফেরাঊন ও আবু জাহলদের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। বর্তমান যুগেও তাদের অনুসারীদের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। যদিও তারা কাফের-মুনাফিকদের নিকটে বড় জ্ঞানী ও জ্ঞানসাধক বলে পরিচিত।

**(৭/৫/৭)** পৃ. ১৯-২০ গল্প **শব্দ থেকে কবিতা**

-হুমায়ুন আজাদ (মুন্সীগঞ্জ ১৯৪৭-২০০৪ খৃ.)

লেখক কিশোরদের কবিতা লেখার উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন, -**'আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে'। 'চাঁপা ফুলের গন্ধে... বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর'।**

**মন্তব্য :** এখানে সপ্তম শ্রেণীর উঠতি বয়সের দু'জন তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি বসার ছবি দেওয়া হয়েছে। তরুণের হাঁটুসহ রান পর্যন্ত খোলা। আর বইগুলি মাটিতে ফেলা। তরুণীর মাথায় কাপড় নেই, বুকে ওড়না নেই। হাফ-হাতা ফ্রক গায়ে *(পৃ. ১৮)*। এগুলি কি মুসলমানদের জন্য গ্রহণীয়? তাছাড়া উক্ত ৩ পৃষ্ঠার বিরাট নিবন্ধে স্রেফ কিছু কল্পনার ফানুস ছাড়া কোথাও কোন শিক্ষণীয় বিষয় নেই।

**(৭/৫/৮)** পৃ. ২৩ গল্প **হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)**

...হযরত আবদুল কাদির (র.) আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

**মন্তব্য :** বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। বিশ্বস্ত জীবনীকার হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, তাঁর নাম আব্দুল ক্বাদের বিন আবু ছালেহ আব্দুল্লাহ বিন জীলী দোস্ত (جيلي دوست)। কেউ কেউ তাঁর বংশধারা হাসান বিন আলী (রাঃ) পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন'।[২৪২] আমাদের প্রশ্ন, হাসান বিন আলী (রাঃ) পর্যন্ত আব্দুল ক্বাদের জীলানীর বংশধারা বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে কি? তাছাড়া এদেশে এখনো 'আওলাদে রাসূল' নামধারী

২৪২. তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৭ পৃ.।

লোকদের আনাগোনা দেখা যায়। তারা কি আদৌ রাসূলের আওলাদ? আর আওলাদ হ'লেই যে তিনি আউলিয়া হবেন তার গ্যারান্টি কোথায়? ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশে নেতৃত্ব রেখে দেওয়ার আবেদন করলেও আল্লাহ তা কবুল করেননি *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

**(৭/৫/৯)** পৃ. ২৪ ...মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি পাঁচ বছর বয়সেই কুরআনের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন'। কাছাকাছি একই মর্মে এসেছে, 'আমি মায়ের তেলাওয়াত শুনে শুনে ১৮ পারা পর্যন্ত মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মুখস্ত করে ফেলেছি'।[২৪৩]

**মন্তব্য :** হাম্বলী মাযহাবের ফক্বীহ হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হি.) সম্পর্কে উল্লেখিত কাহিনী ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যাচার মাত্র।

**(৭/৫/১০)** পৃ. ২৫-২৬ ...মা অতি যত্নে জামার বগলের নিচে চল্লিশটি দিনার সেলাই করে দিলেন যাতে ডাকাতি বা চুরি না হয়। ...তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন। এমনই সত্যবাদী বালক হলেন পরবর্তী কালের পীরানে পীর গাউসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)।

**মন্তব্য :** 'তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন'। পাঠ্য বইয়ের এই অংশের সাথে 'ডাকাত সর্দারের সাথে আরো ৬০ জন অশ্বারোহী ডাকাত ছিলেন। তারাও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন'[২৪৪] কথাগুলি পরস্পর বিরোধী। আসল কথা হ'ল, উক্ত কথাটির যেহেতু কোন ভিত্তিই নেই, সেহেতু পরস্পর বিরোধী হওয়াটাই স্বাভাবিক। যিনি যেভাবে খুশী গল্পে যোগ-বিয়োগ করেছেন।

তাছাড়া 'গাউছুল আযম' অর্থ 'শ্রেষ্ঠ ফরিয়াদ শ্রবণকারী'। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৪০/৬০)*। অথচ এই বিশেষণ লাগানো হয়েছে একজন মানুষের নামের সাথে। যা পরিষ্কারভাবে শিরক।

বিদ'আতী ছূফীরা তাদের কল্পিত বাতেনী সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহ্র পক্ষে কয়েকটি স্তরে একদল আউলিয়া নির্ধারণ

২৪৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮/০১/২০১৬, আউলিয়াদের জীবন : বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) লেখক : ফিরোজ আহমাদ।

২৪৪. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারী, ২০১৬, আউলিয়াদের জীবন : বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)।

করেছেন। যারা গায়েব জানেন এবং তাদের নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না *(২২৯ পৃ.)*। এমনকি তারা জান্নাতে তাদের স্থান সমূহ জানেন। তাদের কোন ভয় নেই বা চিন্তা নেই *(২২৫ পৃ.)*। এমনকি তাদের ধারণা মতে, এইসব আউলিয়ারা বিশ্ব পরিচালনায় এমন ক্ষমতাশালী যে, তারা কোন বিষয়ে 'হও' বললেই তা হয়ে যায় *(২২৩ পৃ.)*।[২৪৫] অথচ আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ، 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

তদের অনেকের আক্বীদা হ'ল, পৃথিবীবাসী আউলিয়াদের নিকট প্রয়োজন সমূহ পেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় প্রথমে ৩১৯ জন 'নুজাবা'র কাছে। অতঃপর সেটি চলে যায় ৭০ জন 'নক্বীব'-এর কাছে। সেখান থেকে চলে যায় ৪০ জন 'আবদাল'-এর কছে। সেখান থেকে চলে যায় ৭ জন 'কুতুব'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় ৪ জন 'আওতাদ'-এর কাছে। সেখান থেকে যায় 'গাউছ'-এর কাছে। যিনি থাকেন মক্কায় (মোট ৪৪১ জন)।[২৪৬]

জানতে ইচ্ছা হয়, 'গাউছুল আযম' মক্কা ছেড়ে এখন ঢাকায় কেন? তাছাড়া একজন 'গাউছুল আযম' একই সময়ে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবারে ও ঢাকার গাউছুল আযম কমপ্লেক্সে কিভাবে থাকেন? বিশ্ব পরিচালনার শ্রেষ্ঠ আউলিয়া যখন আমাদের রাজধানীতেই থাকেন, তখন ছোট্ট এডিস মশাগুলোর কামড় থেকে রাজধানী বাসীকে কেন বাঁচাতে পারেন না? কেন রাজধানী সহ সারা দেশে শত শত মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে? আবার এখন চলছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুজীব করোনা ভাইরাসের মহামারি। মরছে মানুষ শত শত। ঢাকাতেই প্রকোপ বেশী। অথচ সেখানেই রয়েছে 'গাওছুল আযম কমপ্লেক্স'। বস্তুতঃ এ সবই প্রকাশ্য কুফরী আক্বীদা। এ থেকে তওবা করা অপরিহার্য।

---

২৪৫. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (কুয়েত ১৯৩৯-২০২০ খৃ.) : আল-ফিকরুছ ছূফী, মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ, কুয়েত ২য় সংস্করণ, তাবি।

২৪৬. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/৯৭ পৃ.; ১১/৪৩৩, ৪৩৮ পৃ.।

**(৭/৫/১১)** পৃ. ২৬ 'শেষে তিনি কঠোর সাধনায় মন দিলেন। লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গলে নির্জন পরিবেশে চলে গেলেন। সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে একমাত্র আল্লাহর জিকিরে দিন কাটাতে লাগলেন। আল্লাহর ধ্যানে বাধা সৃষ্টি হয় বলে তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করলেন'।

**(৭/৫/১২)** পৃ. ২৭ ...রাতের ঘুমকে পরিত্যাগ করে সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এমনিভাবে কঠোর সাধনার ফলে হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একজন কামেল অলিতে পরিণত হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। ...গোসলের পর তিনি এশার নামায আদায় করলেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইন্তেকাল করলেন'...।

**মন্তব্য :** বক্তব্যগুলি স্বভাবধর্ম ইসলামের বিরোধী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। আমি ছিয়াম রাখি, ছালাত আদায় করি এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়'।[২৪৭] তাছাড়া বিশ্বস্ত জীবনীকার হাফেয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) আব্দুল ক্বাদের জীলানীর জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বহু গল্প ও কাহিনী জমা করেছেন।[২৪৮] সেখানে তিনি বলেছেন, এগুলির মধ্যে সঠিক, বাজে ও মিথ্যা রয়েছে' *(৩৯/১০০ পৃ. وبالصحيح والواهي والمكذوب)*। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হ'ল এই যে, এদেশে প্রচলিত উপরোক্ত গল্পসমূহের কোনটিই তার মধ্যে নেই। তাছাড়া ৪ স্ত্রীর[২৪৯] ২৭টি পুত্র ও ২২টি কন্যা সন্তান সহ মোট ৪৯টি সন্তানের জনক *(ঐ ৩৯/৯৭ পৃ.)* হয়ে কোন পিতা সংসারের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে কিভাবে জঙ্গলে যেয়ে সাধনা করতে পারেন, সেটাও ভাববার বিষয়। বস্তুতঃ এগুলি সবই বানোয়াট গল্প ছাড়া কিছুই নয়।

**(৭/৫/১৩)** পৃ. ৩০ গল্প **পিতৃপুরুষের গল্প**

-লেখক : হারুন হাবীব (জন্ম : ১৯৪৮ খৃ. দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর)

পৃ. ৩২ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই

---

২৪৭. বুখারী হা/৫০৫৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫ রাবী আনাস (রাঃ)।

২৪৮. তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৯-১০২ পৃ.।

২৪৯. সাইয়েদ মী'আদ শারফুদ্দীন কীলানী, তারীখুন নুক্বাবা ফী সীরাতিল ইমাম আব্দুল ক্বাদির (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ২০১১) ৬১ পৃ.; গৃহীত : শায়েখ ওমর সোহরাওয়ার্দী (মৃ. ৬৩২ হি./১২৩৪ খৃ.), 'আওয়ারেফুল মা'আরেফ (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৬৬) ১৬৭ পৃ.।

শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে। মামাকে বলে, 'মামা এবার কি তুমি ফুল দিয়ে আসবে শহিদ মিনারে?' 'আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব।

**(৭/৫/১৪)** পৃ. ৩৩ শহিদ মিনার থেকে কাজল মামা আর অন্তু জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, 'অন্তু চল, আমরা দু'জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই'। অন্তু ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

**(৭/৫/১৫)** পৃ. ৩৫ **সৃজনশীল প্রশ্ন**

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

**মন্তব্য :** (ক) **'অন্তু, কাজল, প্রিয়তি'** কোন ইসলামী নাম নয়। বস্তুতঃ সবকিছুর মধ্যেই সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মন থেকে ইসলামকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (খ) 'পিতৃপুরুষের গল্প' শিরোনাম দিয়ে তার মধ্যে শহীদ মিনারের গল্প টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক বটে। তাছাড়া ঢাকায় এসে আর কিছু দেখার নেই? অতঃপর ভাষা শহীদ বলে কেবল চার জনকে নিয়ে বাড়াবাড়ী করার মাধ্যমে ১৯৫২-এর আগে ও পরে যারা ভাষা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অতঃপর শহীদ মিনার বানানো এবং তাতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ইসলামী রীতির বিরোধী। আর দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা পূজা করার শামিল। যা অনৈসলামী রীতির অনুকরণ।

**(৭/৫/১৬)** পৃ. ৩৬ গল্প **ছবির রং**

-লেখক : হাশেম খান (জন্ম : ১৯৪১ খৃ., চাঁদপুর)

পৃ. ৩৮ চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন।

**মন্তব্য :** ছবি-মূর্তি আঁকা ও পুতুল বানানোর মধ্যে সাহসের কিছু নেই। তাছাড়া চারুকলা শিক্ষার নামে ছবি-মূর্তি বানানো ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে মূর্তিপূজার দিকে উদ্বুদ্ধ করার এই অপপ্রয়াস বন্ধ করা আবশ্যক।

**(৭/৫/১৭)** পৃ. ৪০ গল্প **রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন**

-লেখিকা : সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৯৪৭ খৃ., রাজশাহী)

**...পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না।**

**মন্তব্য :** এটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। বৃটিশ আমলে মুসলিম মেয়েদের পর্দার মধ্যে থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকার কারণেই তারা শিক্ষা থেকে পিছিয়ে ছিল। বর্তমান স্বাধীন দেশেও অনেকটা একই অবস্থা বিরাজ করছে। সে যুগে পর্দার মধ্যে থেকে তারা যতটুকু লেখাপড়া শিখেছিল, তাতে তাদের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন থাকত। তাদের স্বামী ও অভিভাবকরাই তাদের ভরণ-পোষণ করত। বর্তমান যুগে তাদেরকে পর্দা থেকে বের করে এনে উচ্চশিক্ষার নামে সহশিক্ষা ও সহচাকুরীর মাধ্যমে তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে। সেই সাথে মাতৃত্ব ও সন্তান পালনের গুরু দায়িত্ব পালন ব্যাহত হওয়ায় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন পরিবারে ভাঙ্গন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিগত সময়ে মুসলিম মেয়েদের নিকট পর্দা রক্ষা ছিল মুখ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমান যুগে সেটি অনেকটা গৌণ হয়ে গেছে। আর পর্দাহীনতাকেই বলা হচ্ছে আধুনিকতা। অতএব ইসলামী পর্দা রক্ষা করেই নারীকে পৃথক পরিবেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং পৃথক পরিবেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পরপুরুষের সঙ্গে সহশিক্ষা ও সহচাকুরী নয়।

**(৭/৫/১৮)** পৃ. ৫২-৫৫ গল্প **বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা**

-লেখক : এ. কে. শেরাম (জন্ম : ১৯৫২ খৃ., হবিগঞ্জ)

**...তারা আজ জাতীয় মূল ধারার অংশ।**

**মন্তব্য :** বাংলাদেশের এই সব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় কিছু নেই। তদুপরি তাদের মণিপুরী নাচ ও সাঁওতাল নাচের ছবি ক্লাসের বইয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। 'তারা আজ জাতীয় মূল ধারার অংশ' বলে

বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। এদেশের জাতীয় মূল ধারা হ'ল 'ইসলাম'। অতএব ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মানুষ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের মধ্যে যথাযথভাবে প্রবেশ করুক, সেটাই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। যাতে তারা পরকালে জান্নাত পায়।

**(৭/৫/১৯)** পৃ. ৬২-৬৩ **কুলি-মজুর** কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, **'যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে'। দধীচি শব্দের অর্থ ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একজন ত্যাগী কুলি'।**

এখানে কবি ত্যাগী দধীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, **'তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান' তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে উত্থান'।**

**মন্তব্য :** অত্র কবিতায় কুলি-মজুরদের দেবতার আসনে বসিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরকে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এই কর্মবণ্টন আল্লাহ্র সৃষ্টিকৌশলের অংশ। যাতে একে অপর থেকে কাজ নিতে পারে *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। মালিক-শ্রমিক যে কেউ দায়িত্বহীন ও অনৈতিক কর্ম করবে, সে অবশ্যই আখেরাতে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। অতএব কুলি-মজুরদের ঢালাওভাবে 'দেবতা' বলে মালিকদেরকে তাদের হিংস্রতার শিকার বানানোর দিকে প্ররোচিত করা আদৌ সংগত নয়। যা দেশের শিল্প উন্নয়নের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করবে। যা কম্যুনিস্টদের কল্পিত শ্রেণী সংগ্রামের অনুকূলে এবং ইসলামের ন্যায়বিচার ভিত্তিক শ্রমনীতির সম্পূর্ণ প্রতিকূলে।

**(৭/৫/২০)** পৃ. ৬৬ কবিতা **আমার বাড়ি**

-কবি জসীম উদ্‌দীন (তাম্বুলখানা, ফরিদপুর ১৯০৩-১৯৭৬ খৃ.)

**'আমার বাড়ি যাইও ভোমর,**
**বসতে দিব পিঁড়ে'।**

**মন্তব্য :** এখানে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো নগ্ন মাথার মেয়েটি 'ভোমর' বলে গাছের শাখায় বসা পাখির দিকে ইঙ্গিত করলেও এর মাধ্যমে সে তার প্রিয়জনকে আহ্বান করবে। যা তাকে পরকীয়া প্রেমের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসব কবিতা উঠতি বয়সের কিশোরীদের শিখানোর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে কিশোর অপরাধ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পিছনে এইসব কবিতার কুপ্রভাব অবশ্যই রয়েছে।

**(৭/৫/২১)** পৃ. ৬৬-৬৭ **'চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো**
**মাখিয়ে দেব সুখে।**
**তারা ফুলের মালা গাঁথি,**
**জড়িয়ে দেব বুকে'।**
**...মৌরী ফুলের গন্ধ শুঁকে**
**থামিও তব রথ।**

**মন্তব্য :** একই কবিতায় 'জলপান যে করতে দেব' লেখা হয়েছে। অথচ মুসলমানরা জলপান করেনা, পানি পান করে। ভোমরকে 'থামিও তব রথ' বলে তার বাড়িতে আসতে বলা হচ্ছে। অথচ এদেশের প্রিয়জনেরা 'রথে' চড়ে আসেনা। 'রথ'কে হিন্দুরা দেবতা মনে করে। বাল্য বয়সে এইসব ভাষা শিখানোর মাধ্যমে এদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীদের যবান ও কলম দিয়ে মুশরিকদের ভাষা রপ্ত করানো হচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**(৭/৫/২২)** পৃ. ৭৪-৭৫ **সবার আমি ছাত্র**

-সুনির্মল বসু (বিহার, ভারত ১৯০২-১৯৫৭ খৃ.)।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,

**মন্তব্য :** কবি তার ২১ লাইনের দীর্ঘ কবিতায় আকাশ, বায়ু, পাহাড়, খোলা মাঠ, সূর্য, চাঁদ, সাগর, নদী, মাটি, ঝরণা, শ্যাম বনানী ও পৃথিবী সবার কাছে শিক্ষা পান। কিন্তু এসবের সৃষ্টিকর্তা কে? সে বিষয়ে কবিতার মধ্যে তার কোন উল্লেখ নেই। উচিৎ ছিল সেটাই তুলে ধরা, যার দয়ায় কবি মেধা প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৭)*। তাছাড়া এর মধ্যে হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের প্রচার রয়েছে। যেখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই সত্তা। যা তাওহীদের ঘোর বিরোধী। কারণ ইসলামে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক। অতঃপর 'বিশ্ব-জোড়া' বানানের মাঝে ড্যাশ (-) হবেনা। এর অর্থ হ'ল, বিশ্ব যা, জোড়া তাই। যেমন হাসি-খুশী, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি।

**(৭/৫/২৩)** পৃ. ৭৮ **শ্রাবণে**

-সুকুমার রায় (কলকাতা ১৮৮৭-১৯৩২ খৃ.)

**জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত-**

**...জলে জলে জলময় দশদিক টলমল,**

**...অবিরাম একই গান, ঢাল জল ঢাল জল।**

**মন্তব্য :** সুকুমার রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন হিন্দু কবি। সেহেতু তার ভাষায় 'জল ঝরে' কথা ঠিক আছে। কিন্তু এদেশের শিক্ষার্থীরা 'জল' ঢালে না, 'পানি' ঢালে। এদেশের শিক্ষার্থীদের চোখ দিয়ে জল ঝরে না, পানি ঝরে। আর শ্রাবণে আকাশ থেকে জল নয়, বরং বৃষ্টি ঝরে। সুকুমার রায়ের এই কবিতায় ৮ বার 'জল' শব্দ আনা হয়েছে। এগুলি মুখস্ত করিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পানি ঢেলে দেওয়ার অর্থ কি? 'শ্রাবণে' কবিতার জন্য কি বাংলাদেশের কোন কবিকে বাছাই করা যেত না? যারা এদেশের ভাষায় কবিতা লেখেন? যদিও আমরা দাবি করি যে, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। যদি সেটাই হয়, তাহ'লে ভাষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গোলামী কেন? তাও আবার ইংরেজের গোলামী যুগের কবিতা?

**(৭/৫/২৪)** পৃ. ৮৩ **গরবিনী মা জননী**

-সিকান্দার আবু জাফর (তেঁতুলিয়া, তালা, সাতক্ষীরা ১৯১৮-১৯৭৫ খৃ.)

**'ওরে আমার মা-জননী**

**জন্মভূমি বাঙলারে**

**তোর মত আর পুণ্যবতী**

**ভাগ্যবতী বল মা কে' ॥**

**মন্তব্য :** কবি এখানে জন্মভূমিকে মা-জননী, পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমান নামধারী হয়েও মাটিকে প্রাণীবাচক সম্বোধন করে তিনি পরিষ্কারভাবে শিরক করেছেন। মাটির পাপ-পূণ্য করার ক্ষমতা নেই। মাটিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার বান্দাদের বসবাসের জন্য। আর আল্লাহ্র হুকুমেই বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত মাটি জীবিত হয় এবং তা থেকে শস্য উৎপাদিত হয় *(বাক্বারাহ ২/১৬৪)*। ৩৩ লাইনের ঐ 'সংক্ষেপিত' কবিতায় কবি সর্বত্র কেবল মা মা করেছেন এবং শেষ লাইনে বলেছেন,

**'যুগ-চেতনার চিত্তভূমি**

**নিত্যভূমি বাঙলারে' ॥**

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, তার সমস্ত চেতনার উৎস তার জন্মভূমি। অথচ মুসলিম শিক্ষার্থীদের সমস্ত চেতনার উৎস হ'ল 'তাওহীদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা ও তার রহমত কামনা। উক্ত কবিতায় তাওহীদের এই কালজয়ী চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শেষে একতারা হাতে এক বাউলের ছবি দিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা বোধগম্য নয়।

**(৭/৫/২৫)** পৃ. ৮৬ কবিতা **সাম্য**

-সুফিয়া কামাল (বরিশাল ১৯১১-১৯৯৯ খৃ.)

কবিতাটিতে সকলে মিলেমিশে কাজ করে দেশকে উন্নত করার কথা বলা হয়েছে।

**মন্তব্য :** এখানে কয়েকজন মাথাখোলা নারী ও কয়েকজন পুরুষের পরস্পরে হাত ধরে সাম্যের চিত্র দেখানো হয়েছে। যা স্রেফ বেহায়াপনা মাত্র। বস্তুতঃ সাম্যের অর্থ হ'ল নারী-পুরুষ পরস্পরের ন্যায্য অধিকারের সাম্য। হাত ধরাধরি বা ভোগের সাম্য নয়।

**(৭/৫/২৬)** পৃ. ৮৯ কবিতা **কোরানের বাণী**

-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলকাতা ১৮৮২-১৯২২ খৃ.)

**মন্তব্য :** 'কোরানের বাণী' হিন্দু কবির মুখ দিয়ে কেন? কবি যদি কুরআনের ভক্তই হ'তেন, তাহলে তিনি কুফরী ছেড়ে ইসলাম কবুল করতেন। অতএব কুরআনের বাণীর জন্য কোন মুসলিম কবির লিখিত কবিতা পেশ করা উচিৎ ছিল। এভাবে ৯৬ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই।

## (৬) বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনায় :** প্রফেসর ড. অনিরুদ্ধ কাহালি, প্রফেসর ড. দেলওয়ার মফিজ, গৌতম গোস্বামী। **সম্পাদনায় :** প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৮। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৭/৬/১)** পৃ. ৯২-৯৩ **রচনা : আমাদের জাতীয় পতাকা**

**জাতীয় পতাকার গুরুত্ব :** জাতীয় পতাকা আমাদের সকল বৈষম্য দূর করে দেয়। আমরা এ পতাকার ছায়াতলে একত্রে মিলিত হই। ...শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতের সকল কর্মপ্রেরণার উৎসও আমাদের জাতীয় পতাকা।

**জাতীয় পতাকার সম্মান :** ...বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য স্থানে বা অনুষ্ঠানে যখনই জাতীয় পতাকা প্রদর্শন করা হোক না কেন, তখনই দাঁড়িয়ে তার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে না, সে সকলের ঘৃণার পাত্র। তাকে সকলে দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। ...আমাদের লক্ষ লক্ষ বীর শহিদ এ পতাকার জন্যই তাঁদের জীবন দান করেছেন।

**মন্তব্য :** তারা জীবন দান করেছেন দেশ স্বাধীন করার জন্য। পতাকা হয়েছে পরে। পতাকা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দেশের মাটি অপরিবর্তনীয়। এটি আল্লাহ্‌র দান। তাই স্বাধীনতার জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। আর তা হৃদয়ের বিষয়, লোক দেখানোর বিষয় নয়।

**(৭/৬/২)** পৃ. ৯৩-৯৪ **আমাদের গ্রাম**

**স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রামের অবদান :** ...পাকিস্তানি বাহিনীর গতি রোধ করার লক্ষ্যে এ গ্রামের এক ছেলে ব্রিজ ধ্বংস করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধে আরো যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে গ্রামে একটি শহিদ মিনার স্থাপন করা হয়েছে।

**(৭/৬/৩)** পৃ. ১০৫-৬ **শহিদ মিনার**

**শহিদ মিনারের তাৎপর্য :** শহিদ মিনারের স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানদের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ...আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার তার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা যোগায়।

**শহিদ মিনার ও আমাদের সংস্কৃতি :** আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারের সামনে থেকে তার প্রতিবাদ করা হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। এমনকি কোনো জাতীয় বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

**মন্তব্য :** শহীদদের পরকালীন মাগফেরাতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দো'আ করা যায়, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়। তাছাড়া কোন মিনার বা বেদী প্রতিষ্ঠা করা ও সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পূজার শামিল। যা পরিষ্কারভাবে শিরক। ইসলামে এগুলি চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ। অথচ মাদ্রাসায় এগুলিই শিখানো হচ্ছে।

## (৭) ENGLISH FOR TODAY

Dhakhil Class Seven

Reprint : July, 2019

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** M S Hoque, Raihana Shams, Md. Zulfeqar Haider, Goutam Roy, Md Abdur Razzaque, Rozina Parvin. **Editor :** Abdus Subhan.

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩। মোট প্রাণীর ছবি ২৬৯টি। তন্মধ্যে মানুষের ছবি ২৫৫, গরু ১, ভেড়া ৪, খরগোশ ১, বাঘ ২, পাখি ২, হাতি ১, মাছ ২, মুরগী ১ এবং অগণিত মানুষের ছবি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৭/৭/১)** p. 1-2 Unit one **Attention, please** গল্পে বোরকা ও নিকাববিহীন শিক্ষিকার ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** জ্বী! সপ্তম শ্রেণী থেকে নেকাব খোলা শিখাতে হবে। নইলে মডার্ণ হবে কিভাবে?

**(৭/৭/২)** p. 10 Unit two **My study guide** পাঠে Indigenous people of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh (পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষ) ছবিতে জনৈকা উপজাতি নারীর ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন আদিবাসী মানুষ নেই। বরং বাংলাদেশের আদিবাসী হ'ল মুসলমানরা। তারা ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিমরা ১২৪০ খৃষ্টাব্দে এদেশে এসেছে। আর উপজাতি না বলে 'আদিবাসী' প্রমাণ করতে পারলে জাতিসংঘ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ।

**(৭/৭/৩)** p. 44 Unit Five **Great women to remember** (স্মরণীয় মহিয়সী রমণীগণ)।

ছবিতে বেগম রোকেয়া, হেলেন কিলার ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল তিনজনের ছবি রয়েছে।

**মন্তব্য :** হেলেন কিলার ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন কোন শিক্ষণীয় নেই। বরং উম্মাহাতুল মুমেনীন, বিখ্যাত মহিলা ছাহাবী বা কুরআনে বর্ণিত মহিয়সী নারীদের কথা উল্লেখ করা যেত।

## (৮) বিজ্ঞান

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন, প্রফেসর ড. সফিউর রহমান, প্রফেসর এস এম হায়দার, প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা, প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, ড. মোঃ আব্দুল খালেক এবং গুল আনার আহমেদ। **সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭২। মোট প্রাণীর ছবি ৪০টি। তন্মধ্যে মানুষ ২৬, পাখি ৫, গরু ৩, ছাগল ৩ এবং মাছ ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৭/৮/১)** পৃ. ৮৪ শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি কেবল এক রূপ থেকে অপর এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।

**মন্তব্য :** এটি মিথ্যা ও কুরআন বিরোধী বক্তব্য। আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*।

**(৭/৮/২)** পৃ. ৯৪ **একতারা ও দোতরা :** এগুলো তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এসব যন্ত্রে তারের কম্পনের ফলে সুশ্রাব্য বা সুরেলা শব্দ সৃষ্টি করা যায়। **মন্তব্য :** এগুলির শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া ও উন্নত চিন্তা বাদ দিয়ে গায়ক হ'তে উদ্বুদ্ধ করবে। অথচ প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীর কণ্ঠস্বরের পার্থক্য ও সুরের মূর্ছনা যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর সৃষ্টিজগতের গবেষণায় নিবিষ্ট হওয়া ও সেসব থেকে কল্যাণ আহরণে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করাই ছিল মূল কাজ।

**(৭/৮/৩)** পৃ. ১২৮ **শিলা গঠন প্রক্রিয়া**

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আজকের বাসযোগ্য পৃথিবী হয়েছে। পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার সময় ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা (যা ম্যাগমা নামে পরিচিত) আটকে পড়ে। এই ম্যাগমা পরে ঠান্ডা হয়ে কঠিন শিলায় পরিণত হয়।

**মন্তব্য :** পৃথিবীর গঠন নিয়ে মাথা ব্যথার কারণ নেই। বরং পৃথিবীকে সুন্দরভাবে আবাদ করার জন্য আল্লাহ্র বিধান মেনে চলার প্রতি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করাই ছিল কর্তব্য *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*।

**(৭/৮/৪)** পৃ. ১৩২-৩৩ দ্বাদশ অধ্যায় **সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী**

পাঠ-১ : **সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে**

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে।...পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তন করছে।

**মন্তব্য :** বিগত দু'হাযার বছরের অধিককাল থেকে বিজ্ঞানীরা বিভক্ত হয়ে আছেন সূর্য ঘোরে, না পৃথিবী ঘোরে- এ বিষয়টি নিয়ে। অথচ মরুচারী উম্মী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মুখ থেকে জগদ্বাসী দেড় হাযার বছর আগেই শুনেছে সৌর জগতের সবই ঘোরে নিজ নিজ কক্ষপথে।[২৫০] যার কাছে এখন সকল বিজ্ঞানী মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু তত্ত্ব ও তথ্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের কোন তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২৫০. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রণীত 'এক্সিডেন্ট' বই ১৬ পৃ.।

কুরআনের শত্রুরা শত চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। সূর্য ঘোরে, না পৃথিবী ঘোরে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক সময় ছিল বিস্তর মতভেদ। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাস (খৃ. পূ. ৫৭০-৪৯৫) বলেন, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য স্থির। তার প্রায় সাতশ' বছর পর মিসরীয় বিজ্ঞানী টলেমী (৯০-১৬৮ খৃ.) বলেন, সূর্য ঘোরে পৃথিবী স্থির। তার প্রায় চৌদ্দশ' বছর পর পোলিশ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ.) বলেন, টলেমীর ধারণা ভুল। বরং পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য স্থির। কিন্তু এখন সবাই বলছেন, আকাশে সবকিছুই ঘোরে। অথচ প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন ঘোষণা করেছে, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ– 'নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০)*।

## (৯) কৃষিশিক্ষা

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই,২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা, প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল হক বেগ, ড. কাজী আহসান হাবীব, আনোয়ারা খানম, খোন্দ. জুলফিকার হোসেন, এ কে এম মিজানুর রহমান।

**সম্পাদনা :** প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৪। মোট প্রাণীর ছবি ২০১টি। তন্মধ্যে মানুষ ৫০ গরু ২, ছাগল ৩৪, হাঁস ৫, মুরগী ৭১, মাছ ৩১ এবং কবুতর ৮টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৭/৯/১)** পৃ. ২ পাঠ ১ : **পরিবার গঠনে কৃষি** চিত্র-১.১ : মা বাবা ও দুটি সন্তানের সুখী পরিবার

**(৭/৯/২)** পৃ. ৩ পাঠ ২ : **সমাজ গঠনে কৃষি** চিত্র-১.২ সামাজিক বৈঠক (ছবিতে বাড়ীর বারান্দায় দু'জন পুরুষের দু'পাশে দু'জন মহিলা ও নীচে উঠানে একপাশে ১০ জন মহিলা এবং ডানপাশে ৯ জন পুরুষ)

**মন্তব্য :** দু'টি সন্তানের সুখী পরিবার কথা বলার কি প্রয়োজন ছিল? একটি সন্তান অসুস্থ হ'লে বা মারা গেলে কৃষি কাজের অবস্থা কি হবে? তাছাড়া এগুলির জন্য পৃথক কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। মাদ্রাসায় কেন?

**(৭/৯/৩)** পৃ. ১১-১২ পাঠ ৮ : **বাংলাদেশের কৃষি ও সংস্কৃতি**

**বাংলা নববর্ষঃ** পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ।

**গ্রাম্য মেলাঃ** ...বিনোদনেরও নানা আয়োজন দেখা যায়। রাতভর চলে যাত্রা বা পালাগান। এই সব মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসে। এই মেলাগুলো আসলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতির মেলা। চিত্র-১.১০ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলা।

**মন্তব্য :** কৃষি শিক্ষার মধ্যে পহেলা বৈশাখ কেন? জণ্ডিসের রোগী সব হলুদ দেখে। আমাদের বোর্ড কর্তৃপক্ষ সবদিকে কেবল পহেলা বৈশাখ দেখেন। পুরা অধ্যায়টাই বাদ দেওয়া উচিৎ।

## (১০) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** আবু মুহম্মদ, মো আবদুল হক, মোঃ তাজমুল হক, জসিম উদ্দিন আহম্মদ। **সম্পাদনা :** প্রফেসর আ ব ম ফারুক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। মোট ছবি সংখ্যা-৫৮। তন্মধ্যে মানুষের ৫৭টি ও পাখির ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৭/১০/১)** পৃ. ৩১-৩৭ চতুর্থ অধ্যায় **'বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা'**

**মন্তব্য :** লেখকদের পূর্বপুরুষদের এ সময় কোন নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়নি। বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন হচ্ছে? এজন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল ইসলামী নৈতিকতা সৃষ্টি করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য যেকোন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পুরা অধ্যায়টিই বাদ দেওয়া আবশ্যক।

## দাখিল অষ্টম শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ১৬টি। ১- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ২২২)। ৩- আরবী সাহিত্য (আল-লুগাতুল আরাবিইয়াতুল ইত্তেছালিইয়াহ (পৃ. ১৩২)। ৪- আরবী ব্যাকরণ (ক্বাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (পৃ. ২২০)। ৫- বাংলা (সাহিত্য কণিকা, পৃ. ১২০)। ৬- বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (পৃ. ১৩৬)। ৭- ইংরেজী সাহিত্য (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ১৩২)। ৮- ইংরেজী ব্যাকরণ (ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION (পৃ. ২৪৪)। ৯- গণিত (পৃ. ১৮৪)। ১০- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ১৫২)। ১১- বিজ্ঞান (পৃ. ১৫৫)। ১২- কৃষি শিক্ষা (পৃ. ১৩১)। ১৩- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (পৃ. ১৩৯)। ১৪- শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (পৃ. ৭৬)। ১৫- তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি (পৃ. ৭৬)। ১৬- কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (পৃ. ৮০)। ১৬টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭১। মোট প্রাণীর ছবি ১৪৩৭টি। অগণিত প্রাণীর ছবি ৮টি। বইগুলির মোট ওযন ৩ কেজি ৭৯৮ গ্রাম। ১৬টি বইয়ের মধ্যে ৯টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫৫। এতদ্ব্যতীত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' সহ মোট ৭টি বইয়ে আমাদের কোন মন্তব্য নেই।]

### (১) কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন :** আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ, আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম, মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক। **সম্পাদনা :** প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৯।]

#### জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও ফযিলত

**(৮/১/১)** পৃ. ৬৪ ...قَلِيْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ অনেক ইবাদত অপেক্ষা অল্প ইলমও ভাল।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(যঈফুত তারগীব হা/৪৬)*।

**(৮/১/২)** পৃ. ৬৪ مَنْ جَاءَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لَقِيَ اللهَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ إِلاَّ دَرَجَةَ النُّبُوَّةِ ইলম শিখতে এসে যার মৃত্যু আসে আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত হবে এমতাবস্থায় যে, তার মাঝে এবং নবিদের মাঝে নবুওতের মর্যাদার পার্থক্য ছাড়া কোনো মর্যাদা থাকবে না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৫১]

**(৮/১/৩)** পৃ. ৬৫ يُبْعَثُ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ، فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ: اثْبُتْ حَتَّى تَشْفَعَ لِلنَّاسِ بِمَا أَحْسَنْتَ أَدَبَهُمْ আলেম ও আবেদের পুনরুত্থান হবে। অতঃপর আবেদকে বলা হবে তুমি জান্নাতে যাও। আর আলেমকে বলা হবে তুমি দাঁড়াও, যাতে তুমি যে শিক্ষা দিয়েছ সে কারণে সুপারিশ করতে পার।

**মন্তব্য :** হাদীছটি জাল *(যঈফুত তারগীব হা/৬৪)*।

## দোআ

**(৮/১/৪)** পৃ. ১২০ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) যখন দোআয় হাত তুলতেন। আর যখন দোআ শেষে হাত নামাতেন তখন তার দ্বারা চেহারা মাসেহ করতেন। (তিরমিযি)

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[২৫২]

**(৮/১/৫)** পৃ. **১২১ নবিদের অসিলা দিয়ে দোআ করা :** اَللهُ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ اِغْفِرْ لِأُمِّيْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- আল্লাহ যিনি মৃত্যু দেন ও জীবিত করেন। যিনি চিরঞ্জীব, যার

২৫১. মিশকাত হা/২৪৯; যঈফাহ হা/৫১।
২৫২. তিরমিযী হা/৩৩৮৬; যঈফুল জামে' হা/৪৪১২।

মৃত্যু নেই। আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন। তাকে দলিল শিক্ষা দিন, তার কবরকে প্রশস্ত করুন, আপনার নবির অসিলায় এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অসিলায়। নিশ্চয়ই আপনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/২৩)*।

**(৮/১/৬) পৃ. ১২১ ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব :** হজরত আবু উমামা (ﷺ) থেকে বর্ণিত- قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোনো দোআ বেশী তাড়াতাড়ি কবুল করা হয়? তিনি বললেন, মধ্যরাত এবং ফরজ নামাজের পরবর্তী দোআ। অত্র হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দোআ করা মুস্তাহাব।

**মন্তব্য :** এখানে একাকী হাত তুলে দো'আ করার কথা বলা হয়েছে, সম্মিলিতভাবে নয়। তাছাড়া সম্মিলিত মুনাজাত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে প্রমাণিত নয়।

**(৮/১/৭) পৃ. ১২২** عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ... ورجاله ثقات মুহাম্মদ ইবনে আবি ইয়াহইয়া (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (ﷺ) কে দেখলাম, আর তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে দুহাত তুলে দোআ করতে দেখলেন। উক্ত ব্যক্তি যখন ফারেগ হলো তখন ইবনে যুবায়ের (ﷺ) বললেন, নিশ্চয়ই রাসুল (ﷺ) তার নামাজ থেকে ফারেগ না হয়ে দুহাত তুলতেন না।... উপরোক্ত হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মহানবি (ﷺ) নামাজ শেষে হাত তুলে দোআ করতেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি প্রমাণিত নয় (اَلْحَدِيْثُ لاَ يَثْبُتُ)।[২৫৩] তাছাড়া এখানেও একাকী হাত তোলার কথা রয়েছে। সম্মিলিতভাবে নয়।

২৫৩. আলবানী, যঈফাহ হা/৬৬৩০-এর আলোচনা।

**(৮/১/৮)** পৃ. **১২২** لاَ يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوَ بَعْضُهُمْ، وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ، إِلاَّ أَجَابَهُمُ اللهُ একদল মানুষ একত্রিত হয়ে যদি একজনে দোআ করে এবং বাকিরা আমিন বলে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের দোআ কবুল করেন।...

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(যঈফাহ হা/৫৯৬৮)*।

পৃ. **১২৩** أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وهو مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসুল (ﷺ) নামাজের সালাম ফিরানোর পর কিবলামুখী থাকা অবস্থায় হাত তুলে দোআ করলেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৫৪] এখানেও একাকী হাত তোলার কথা রয়েছে। সম্মিলিতভাবে নয়।

**(৮/১/৯)** পৃ. **১২৮** **দরুদ বানানো যাবে কি না :** হাদিসে বর্ণিত দরুদ ছাড়াও অন্য শব্দে রসুল (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করা যায়। তদ্রুপ হাদিসে বর্ণিত দরুদের আগে ও পরে শব্দ বৃদ্ধি করেও পড়া জায়েজ। যা সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িনসহ আইম্মায়ে কেরামগণের নিকট থেকে প্রমাণিত। পৃ. **১৩২** **দরুদ শরিফ পড়ার আদব** **১.** দরুদ পাঠকারীকে পবিত্র হতে হবে।

**মন্তব্য :** দুরূদে ইব্রাহীমী সহ মোট সাতটি দুরূদ ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে।[২৫৫] এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন শব্দে যেসব দুরূদ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম স্বীয় 'জালাউল আফহামে' উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে ছহীহগুলি গ্রহণীয় ও অন্যগুলি বর্জনীয়। নইলে বিদ'আতের রাস্তা খুলে যাবে। উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো দুরূদ সমূহের কোথাও 'সাইয়েদেনা' শব্দ নেই। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো নিজের নামের শেষে 'সাইয়েদেনা' বলেননি। যেমন তিনি নিজের নামের শেষে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলেননি। তবে তাঁর

২৫৪. যঈফাহ হা/২৫৪৪-এর আলোচনা।
২৫৫. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী ১৪৬-৪৮ পৃ.।

উম্মতের জন্য 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলাটা মানদূব, যখনই তারা তাঁর নাম উচ্চারণ করবে'। ক্বাযী ইয়ায স্বীয় 'কিতাবুশ শিফা'র মধ্যে রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত দুরূদের একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কেউ 'সাইয়েদেনা' শব্দ বর্ণনা করেননি।[২৫৬] আর দুরূদ পাঠ করতে হবে নীরবে *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। কারণ এটি দো'আ। প্রচলিত নিয়মে উচ্চৈস্বরে দুরূদ পাঠ করা বিদ'আত। দরুদ পাঠের সময় 'দরুদ পাঠকারীকে পবিত্র হতে হবে' শর্তটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকল সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন অর্থাৎ দো'আ পড়তেন।[২৫৭]

## (২) আকাইদ ও ফিকহ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৮ খ্রি.

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ, মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। **সম্পাদনা :** মাওলানা রূহুল আমীন খান (সহ-সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২২। মানুষের ছবি আছে ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১২।]

বইটি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত। বই দু'টি প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০১৩ সালে। পাঠ্য করা হয় ২০১৪ সালে। ২০১৯ সালের পাঠ্য বইয়েও একইভাবে রয়েছে।

### (৮/২/১) পৃ. ২-৩ তাওহিদি আকিদার স্বরূপ

...তিনি নিরাকার ও অসীম, কোনো রং ও বর্ণ হতে তিনি পবিত্র।

---

২৫৬. ছিফাতু ছালাতিন নাবী ১৫৩-৫৪ পৃ.।
২৫৭. মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

**মন্তব্য :** সূরা ইখলাছের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত কথাগুলি লেখা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্র আকার আছে, যা তাঁর উপযোগী। যেমন তিনি বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ– 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ৪২/১১)*। বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পারাটাই হবে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সবচেয়ে বড় আনন্দঘন মুহূর্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত প্রদান করব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি? এবং জাহান্নাম থেকে আমাদের নাজাত দেননি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নূরের পর্দা উন্মোচন করে দিবেন। তখন তারা আল্লাহ্র চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এভাবে তাদের প্রভুকে চাক্ষুষ দেখার চাইতে প্রিয়তর কোন বস্তু তাদেরকে এযাবৎ দেওয়া হয়নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 'যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের প্রতিদান হ'ল জান্নাত এবং তার চাইতে কিছু অতিরিক্ত'।[২৫৮] সেকারণ ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ يُوْقَنْ مُحمّدَ بنَ ادريسَ أنه يَرَى رَبَّهُ فِى الْمَعَادِ لَمَا عَبَدَهُ فِى الدُّنْيَا– 'আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস (শাফেঈ)-এর নিকট এটা স্পষ্ট না হ'ত যে, সে তার প্রভুকে আখেরাতে দেখতে পাবে, তাহ'লে সে কখনো দুনিয়াতে তার ইবাদত করতো না' *(কুরতুবী)*। কিন্তু অবিশ্বাসী ও কপট বিশ্বাসীরা এই দর্শন লাভের মহা সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ– 'কখনোই না। অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*।

**(৮/২/২) পৃ. ৩১-৩২ ইবাদতের ক্ষেত্রে ওসিলা গ্রহণ**

২৫৮. ইউনুস ১০/২৬; মুসলিম হা/১৮১, মিশকাত হা/৫৬৫৬, বঙ্গানুবাদ হা/৫৪৯৩ 'আল্লাহকে দর্শন' অনুচ্ছেদ।

‘হযরত ইমাম আ‘যম আবু হানিফা (রহঃ) প্রিয়নবি (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিতো সেই মহান ব্যক্তি, আদম (আঃ) পদস্খলন থেকে আপনাকে ওসিলা করে সফল হয়েছেন অথচ তিনি আপনার আদি পিতা। আপনার ওসিলা নিয়ে ইব্রাহিম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে পড়ার সাথে সাথে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আপনার নূরের তাজাল্লিতে আগুন নিভে যায়’ (কাসিদায়ে নো‘মান)।

**মন্তব্য :** কথাগুলি সবই উদ্ভট ও ভিত্তিহীন। এখানে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই। একইভাবে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুণ্ড মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসীলায় বা তাঁর নূরের তাজাল্লীতে নয়, বরং আল্লাহ্র হুকুমে ঠাণ্ডা হয়েছিল *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। আর মুমিনের সৎকর্মই হ’ল তার জান্নাতের অসীলা।[২৫৯] তাছাড়া মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ নবী ছিলেন *(কাহফ ১৮/১১০)*। তিনি কখনই নূরের নবী ছিলেন না বা তার দেহে কোন নূরের তাজাল্লী বা জ্যোতির বিকীরণও ছিলনা।

**(৮/২/৩)** পৃ. ৩৩ ‘আল্লাহ তাআলার নিয়মই হলো তিনি সরাসরি সবকিছু করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো মাধ্যম ছাড়া কিছু দেন না। তাই নিজেই (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) ওসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

**মন্তব্য :** উপরোক্ত আয়াতে ‘অসীলা তালাশ কর’ অর্থ ‘পাপ বর্জন ও পুণ্য অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান কর’ *(কুরতুবী, কাশশাফ)*। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا– ‘পুরুষ হৌক বা নারী হৌক যে বিশ্বাসী হয় ও সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা কণা পরিমাণ অত্যাচারিত হবে না’ *(নিসা ৪/১২৪)*। অতএব মাযার, মানত, শাফা‘আত ও অসীলা বিষয়ে মাদ্রাসার পাঠ্য বইয়ে যেসব কথা লেখা হয়েছে, সেগুলি পরিষ্কারভাবে শিরক এবং ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদার বিপরীত। সুতরাং কারু অসীলায় নয়, বরং মুমিনকে বিশুদ্ধ আক্বীদার ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান করতে হবে *(মুমিন ৪০/৬০)*। রাসূল

২৫৯. বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

(ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ، وَاللهِ لاَ أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا– হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশী নাও! কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও হ'তে রক্ষা করতে পারব না'।[২৬০]

**(৮/২/৪)** পৃ. ৫০ **রসূল (ﷺ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য**

তিনি মানবতার জন্য নুর বা আলো। আলোতে যেভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন হবে আলোকিত, তদ্রুপ অন্তর হবে নুরে ঝলমল। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন'।

**মন্তব্য :** এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে 'নূর' বলা হয়েছে। অথচ কুরআনে তাঁকে 'মানুষ' বলা হয়েছে *(কাহফ ১৮/১১০)*। অন্যত্র তাঁকে سِرَاجاً مُّنِيراً– বা 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলা হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৪৬)*। যার অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, بِالْقُرْآنِ অর্থাৎ 'তিনি কুরআন দ্বারা উজ্জ্বল' *(কুরতুবী)*। অথবা এর অর্থ তাঁর মাধ্যমে শিরকের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ফাসেকরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় *(কাশশাফ)*। এক্ষণে যদি তাঁর নূরে মানুষের অন্তর ঝলমল হয়, তাহ'লে আবু জাহল, আবু লাহাবদের অন্তর ঝলমল হ'লনা কেন? এ যুগের নাস্তিকদের অন্তরই বা কেন ঝলমল হচ্ছে না? বস্তুতঃ এর দ্বারা কুরআনের আলো বুঝানো হয়েছে। যা কেবল মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ *(বাক্বারাহ ২/২)*। ফাসেক-মুনাফিকদের জন্য নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে, 'তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন'। এটি শিরকী কথা এবং কুরআনের বিরোধী। কেননা আল্লাহই সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। 'তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই'

২৬০. বুখারী হা/২৭৫৩; মুসলিম হা/২০৫; মিশকাত হা/৫৩৭৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

*(আয়াতুল কুরসী)*। সর্বোপরি মৃত মানুষ কখনো জীবিত মানুষদের ও 'সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন' করতে পারেন না। কারণ তারা বরযখী জীবনে থাকেন। যাদের থেকে জীবিতদের মাঝে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আর উম্মতের পদস্খলন বিষয়ে আল্লাহ্র দরবারে কৈফিয়ত দিয়ে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا– 'হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য হিসাবে গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ২৫/৩০)*।

উল্লেখ্য যে, বিগত যুগের লোকেরা তাদের নবীকে 'ফেরেশতা নবী' হওয়ার দাবী করেছিল। এ যুগের মুসলমানেরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ফেরেশতা হওয়ার দাবী না করলেও 'নূরের নবী' বলে দাবী করেন। তারা বলেন, 'আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা, মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। তারা সর্বত্র কেবল নূরে মুহাম্মাদী দেখেন। ফলে তারা অনেক সময় আল্লাহ ও মুহাম্মাদ-এর পার্থক্য ভুলে যান। সেকারণ তারা বলেন, 'যেখানেতেই দেখ মোরে সবই মোর নাম + মক্কায় রহীম আমি মথুরাতে রাম'। ভেদাভেদ নাহি কর কৃষ্ণ ও করীম + দুই নয় একই জন রাম ও রহীম'।[২৬১] অথচ আল্লাহ হ'লেন সৃষ্টিকর্তা এবং মুহাম্মাদ হ'লেন সৃষ্টি *(কাহফ ১৮/১১০)*।

## (৮/২/৫) পৃ. ৫৪ রসুল (ﷺ) হায়াতুন্নবি

...তাঁর জীবন শুরু হয় সৃষ্টির সূচনাতে যখন আল্লাহ ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি প্রকাশ পান ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, ইন্তেকালের পরও তিনি আবার জীবন লাভ করেন। রওজা পাকে সশরীরে তিনি জীবিত আছেন-এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা'।

**মন্তব্য :** এটি মারাত্মক শিরকী আক্বীদা। যা রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র স্থানে বসিয়ে দেয়, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক *(আয়াতুল কুরসী)*। এটি কখনোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা নয়, বরং তাদের

২৬১. ছাদুল হক ফারুক, পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম ৫৩ পৃ.। গৃহীত : ড. ওসমান গণি, প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুরআনের অনুবাদক। কবিতা : কাবা ও কাশী।

বিপরীত পুরাপুরি শিরকী আক্বীদা। যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। আর উক্ত নষ্ট আক্বীদার কারণেই বলা হয়ে থাকে,

وہ جو مستوی عرش تہا خدا ہوکر

اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفی ہوکر

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর্

উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছতফা হো কর্

‘আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মদীনায় তিনি এলেন নেমে মুছতফা রূপে’ (নাঊযুবিল্লাহ)। বলা হয়ে থাকে ‘আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা, আহমাদ ‘আহাদ’ হ’লে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে ‘আহাদ’ নিরঞ্জন’। এ সবই কুফরী কথা।

**(৮/২/৬)** পৃ. ৫৪ ‘নবি করিম (ﷺ)-কে রওজা মোবারকে দাফন করার পর পরই আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ মোবারককে ফেরত দেন এবং রুহ মোবারক দেহ মোবারকের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় অবস্থান করতে থাকবে, যাতে তিনি তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশকারি উম্মতের জবাব দিতে পারেন’। (সিফাউস সিকাম, আল্লামা সুবকি)

তাই আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, প্রিয়নবি (ﷺ) রওজা পাকে সশরীরে জীবিত। তিনি উম্মতের সালামের জবাব দিচ্ছেন’।

**মন্তব্য :** এটিও চরম ভ্রান্ত আক্বীদা। নবীগণ স্ব স্ব কবরে সশরীরে জীবিত। কিন্তু নিঃসন্দেহে তা রক্ত-মাংসে গড়া জড়দেহে নয়। বরং তা হ’ল পরকালের বারযাখী জীবনে। দুনিয়াবী জীবনের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর রূহ মুবারক বা কোন নবী-শহীদ বা নেককার মুমিনের রূহ কখনোই দুনিয়াতে ফিরে আসে না। কারণ দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের মাঝখানে পর্দা থাকবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত।[২৬২]

২৬২. মুমিনূন ২৩/১০০; মুসলিম হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/৩৮০৪ রাবী মাসরূক (রহঃ)।

‘মি‘রাজের সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই সাথী জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) ইতিপূর্বে দেখানো বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন, প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করলেন, ওটা হ’ল আপনার উম্মতের সাধারণ (জান্নাতী) ব্যক্তিদের জন্য। দ্বিতীয় ঘরটি হ’ল শহীদদের জন্য। অতঃপর উপরে মেঘের মত একটা ছায়ার দিকে ইশারা করে বললেন, ঐটা হ’ল আপনার জন্য নির্দিষ্ট। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে আমার ঘরে ঢুকতে দাও! তারা বলল, এখনও আপনার জীবনের কিছু অংশ বাকী আছে। ওটা পূর্ণ হ’লেই আপনি আপনার ঘরে এসে পড়বেন (فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)।[২৬৩] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বরযখী জীবনে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ ও প্রশংসিত ‘অসীলা’ নামক স্থানে, যা আল্লাহ্র আরশের নীচে অবস্থিত, সেখানে জীবিত অবস্থায় থাকবেন।

কবরে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়দেহে জীবিত প্রমাণ করতে পারলে কবর ব্যবসায়ীরা তাদের ঘোষিত পীর-আউলিয়াদেরকে কবরে জীবিত বলবে ও তাদের সুফারিশে আল্লাহ্র রহমত হাছিল হবার ধোঁকা দিয়ে নযর-নেয়ায জমা করতে পারবে। অতঃপর অন্ধভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের পকেট ছাফ করা, আত্মা ও আত্মার মিলনে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করার ধোঁকা দিয়ে এমনকি মহিলা মুরীদের ইযযত লুট করা, কাশফ ও কেরামতির প্রতারণার জাল ফেলে মুরীদকে বোকা বানিয়ে চড়া দরের নযর-নেয়ায আদায় করা ইত্যাদি ধর্মের নামে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করা সহজ হবে। এর দ্বারা তাদের ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ ও যত কল্লা তত আল্লা-র অদ্বৈতবাদী কুফরী আক্বীদার পক্ষে মিথ্যা দলীল পেশ করা হয়েছে মাত্র। এগুলি সম্পূর্ণরূপে তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা। যা থেকে তওবা করা আবশ্যক।

**(৮/২/৭) পৃ. ৫৫ রসুল (ﷺ)-এর শান ও মানকে হেয় করার পরিণাম**

...‘সৃষ্টির সূচনা ও কেন্দ্রবিন্দু যিনি। যার শান ও মানকে বুলন্দ করার জন্য এ সৃষ্টিজগৎ’। যে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে না বানালে কিছুই সৃষ্টি করা

২৬৩. বুখারী হা/১৩৮৬ ‘জানায়েয’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৬২১ রাবী সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ); ফাৎহুল বারী ৩/২৯৫-৯৬ পৃ.।

হতো না। তার নূরকেই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরে তার নূর থেকে অন্যসব সৃষ্টি। হজরত আদমের সৃষ্টির আগে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) আকাশে তারকা রূপে বিদ্যমান ছিলেন'।

**মন্তব্য :** এগুলি সবই বানোয়াট ও বাজে কথা মাত্র। অতীতে ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র এমনকি 'তিন ইলাহের অন্যতম ইলাহ' বলেছে *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। বিদ'আতী আলেমরা একইভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'নূরের নবী' এবং 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি' বলে আখ্যায়িত করেছে।

বস্তুতঃ 'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা এবং পবিত্র কুরআনের বিরোধী ও অবাস্তব। আল্লাহ বলেন, আদমকে আমরা সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে *(ছোয়াদ ৩৮/৭১-৭২)*। তিনি বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নই'।[২৬৪] অথচ কে না জানে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর স্ত্রী-সন্তানাদি ছিল। তিনি 'নূর' হ'লে তো তিনি ফেরেশতা হ'তেন। আর তখন তো এসব হতোনা। বিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার প্রয়োজন হ'ত না, ওহোদের ময়দানে দাঁতও ভাঙতো না।

### (৮/২/৮) পৃ. ৮৯ ওলিগণের মাযার শরিফ যিয়ারত

এখানে লেখা হয়েছে, 'মাযারে গিয়ে দোআ করলে দোআ কবুল হয়। মাজারে বসবাসকারী ফকির-মিসকিনদের সহায়তার জন্য মান্নত করায় কোনো ক্ষতি নেই'। অতঃপর লেখা হয়েছে 'ওলিগণ যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত, তাই তাদের মাযার শরিফে গিয়ে তাদের মর্যাদার ওসিলা করে দোআ করলে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধুর সম্মানে দোআ কবুল করেন'।

**মন্তব্য :** কুরআনের সূরা ইউনুস ৬২-৬৩ আয়াত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ- 'মনে রেখ আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না'। 'যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে' *(ইউনুস*

২৬৪. কাহফ ১৮/১১০; হা-মীম সাজদাহ ৪১/৬।

১০/৬২)। আয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার ও মুত্তাক্বীগণ আল্লাহ্র বন্ধু। এখানে অলি-আউলিয়া বলে বিশেষ কোন শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

তাছাড়া কে সত্যিকারের অলী, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। তাদের অসীলা করে দো'আ করা শিরক। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার নেককার বান্দাকে তার সৎকর্মের অসীলায় ক্ষমা করতে পারেন।[২৬৫] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। তিনি বলেন, 'মানুষ তার চেষ্টার বাইরে কিছুই পাবেনা' *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

**(৮/২/৯)** পৃ. ৮৯ এখানে মাযারে গিয়ে দোআ করার পক্ষে ইমাম শাফেঈর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'আলি ইবনে মায়মুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর দ্বারা বরকত হাসিল করি। আমি প্রায়ই তাঁর কবর যিয়ারতে যাই। আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করে আবু হানিফা (রহঃ)-এর কবরের কাছে এসে দোআ করি। এতে দ্রুত দোআ কবুল হয়' (তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি ১/২০৩)।

**মন্তব্য :** এখানে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নামে যা বলা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী বক্তব্য। এটিই যদি হয়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর অসীলায় দো'আ করলে সব মুসলমান আখেরাতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাদের আর কোন নেক আমলের প্রয়োজন হবে না। অথচ তাঁর কবরের পাশেই হযরত ওমর ও ওছমান (রাঃ) শত্রুদের হাতে শহীদ হন। হযরত আলী, হাসান, হোসাইন কেউই শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি।[২৬৬]

---

২৬৫. 'গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের স্ব স্ব নেক আমলের অসীলায় মুক্তি পাওয়ার হাদীছ' বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ), 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ।

২৬৬. এই সঙ্গে পাঠ করুন ছহীহ বুখারীর অনুবাদক ঢাকার শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খৃ.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত তাঁর ১৬৭ লাইনের দীর্ঘ কবিতার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি লাইন :

١. سَـــلاَمٌ مِنْ عَزِيْزِ الْحَقِّ عَبْـــدٍ * اَتَاكَ بِالْمَنَايَا غَيْـــرِ عَدِّ

٢. اَتَاكَ خَائِــفًا ذَنْبًا ذُنُــوبًا * لَيَرْجُــوْ مِنْ نَوَالِ مُسْــتَفَادِ
٣. غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَالِى عِصْمَةٌ * فَخُذْ بِيَدِىْ اَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِىْ
٤. وَمَالِــىْ عِنْدَ اللهِ دُوْنَكَ حِيْــلَةٌ * نَجَــاةٌ وَّغُفْرَانٌ فَكُنْ اَنْتَ رَائِدِىْ
٥. اَسَاطِيْــنُهُ تُبْــدِىْ الْحَبِيْبَ خَلاَلَهَا * يَلُوْحُ بِهَا نَقْشٌ وَلَوْنٌ مُفَسِّــرَا
٦. وَقُبَّــتُهُ الْخَضْرَاءُ رُوْحُ قُلُــوْبِنَا * يُحِيْــطُ بِهَا نُوْرٌ عَلَى النُّوْرِ وَافِــرَا
٧. تُظِلُّ عَلَى خَيْرِ الْخَــلاَئِقِ كُلِّهَا * وَتُحْــرِزُ مَا يَعْلُوْ عَلَى الْعَرْشِ فَاخِرَا
٨. لَيَغْــفِرُ مَنْ يَّأْتِــىْ اِلَيْهَا بِتَــوْبَةٍ * وَاَنْــوَارُهَا تُعْطَــى لِمَنْ جَاءَ زَائِرَا
٩. ذُنُــوْبٌ وَآثَامٌ لَدَيْــهِ تُكَفَّــرُ * فَيَا اَيُّهَا الْعَاصِــىْ تَعَالَ لِتُغْــفَرَا
١٠. أَيَا زُمْرَةَ الْعَاصِىْ تَعَالَوْا لِرَحْمَةٍ * إِلَى رَحْمَةٍ كَانَتْ مِنَ اللهِ مَظْهَرَا
١١. عَلَيْكَ سَــلاَمٌ يَاحَبِيْبُ الْمُعَظَّمُ * سَــلاَمُ غَرِيْبٍ قَدْ اَتَاكَ مُسَافِرَا
١٢. سَــلاَمُ عَزِيْــزِ الْحَقِّ عَبْدٍ اَضَرَّهُ * ذُنُــوْبٌ وَآثَامٌ فَجَائَكَ حَائِرَا
١٣. تَرَحَّمْ عَزِيْــزَ الْحَقِّ وَاشْفَعْ لِذَنْبِهِ * وَكُنْ اَنْتَ لِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِرَا
١٤. يُسَــارِعُ رَبِّىْ فِــىْ هَوَاكَ لِحُبِّهِ * فَجِئْــتُكَ اَبْغِىْ مِنْ لُهَاكَ لِأُغْفَرَا

❁❁❁❁❁❁

١٥. تَمَنَّــيْتُ مِنْ رَبِّــىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ * فَيَالَــيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِّمَــرْقَــدِىْ
١٦. رَجَائِىْ بِرَبِّــىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَــيْبَةٍ * فَاَرْقُــدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاَحْــشُرَا

(১) ‘আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম সে আপনার কাছে আসিয়াছে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া’। (২) ‘আপনার গোলাম আসিয়াছে- গোনাহে- অসংখ্য গোনাহ ভয়াক্রান্ত অবস্থায় সে আপনার দান (মাগফেরাতের শাফাআ’ত) লাভের নিশ্চিত আশা রাখে’। (৩) ‘পাপ-সমুদ্রে আমি ডুবন্ত নিরুপায়, আপনি দয়াল আমার হাত ধরুন! হাত ধরুন’! (৪) ‘আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই। তাই আপনি আমার ব্যবস্থাপক হইয়া যান’। (৫) ‘ঐ মসজিদের খুঁটিসমূহ প্রাণপ্রিয় হাবীবকে দৃশ্যমান করিয়া তোলে। যেন তিনি ঐগুলির আঁকে-বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে চলিতেছেন। কোনটার নিকটে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিতেছেন। ব্যাখ্যাকারী চিহ্ন- রং ও নক্সা উহাতে রহিয়াছে’। (৬) ‘ঐ মসজিদ সংলগ্নে যে (নবীজীর রওজা পাকের উপর) সবুজ গুম্বজ রহিয়াছে উহা ত আমাদের অন্তরের জন্য আত্মা স্বরূপ। উহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে অজস্র নূর’। (৭) ‘ঐ সবুজ গুম্বজই ছায়া দিয়া রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টের উপর এবং সে এমন ভূখণ্ডকে ঘিরিয়া আছে যাহা আরশের উপরও গর্ব করে’। (৮) ‘যে ব্যক্তিই তওবার সহিত ঐ গুম্বজের নিকট উপস্থিত হইবে তাহারই গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং যে-ই উহার যেয়ারতে আসিবে তাহাকেই উহার নূর সমূহ দান করা হইবে’। (৯) ‘তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সকল প্রকার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব হে গোনাহগার! এই দুয়ারে আস যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়’। (১০) ‘হে গোনাহগারের দল! রহমত লাভের জন্য রহমতের দুয়ারে ছুটিয়া আস; যিনি আল্লার রহমতের বিকাশ স্থল’। (১১) ‘হে আল্লার সম্মানিত হাবীব! আপনার প্রতি সালাম- ইহা এক বিদেশী খাদেমের সালাম; সে অনেক দূরের পথ ছফর করিয়া আপনার দরবারে হাজির হইয়াছে’। (১২) ‘আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম; তাহাকে ভীষণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরাসরি কারু দরূদ শুনতে পাননা। বরং তাঁর নিকটে সেটি পৌঁছানো হয়। এজন্য আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা রয়েছে। যাদেরকে 'সাইয়াহূন' (السَّيَّاحُون) বলা হয়। তারা পৃথিবীতে সর্বদা ভ্রমণ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের সালাম সমূহ তারা আমাকে পৌঁছে দেয়'।[২৬৭] তিনি বলেন, তোমাদের কেউ আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার জওয়াব দেই'।[২৬৮]

---

ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহার গোনাহ ও অপরাধ সমূহ, তাই সে দিশাহারা হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছে'। (১৩) 'নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন এবং তাহার গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শাফাআ'ত করুন এবং আপনি আমার জন্য কেয়ামত দিবসে সাহায্যকারী থাকিবেন'। (১৪) 'আমার পরওয়ারদেগার আপনার খাহেশ দ্রুত পূরণকারী, কারণ তিনি আপনাকে ভালবাসেন; তাই আমি আমার মাগফেরাতের জন্য আপনার সাহায্য কামনায় ছুটিয়া আসিয়াছি'। ❁❁❁❁❁❁

অবশেষে তিনি মদীনায় মৃত্যু কামনার দো'আ করে লেখেন, (১৫) 'আমি আমার প্রভুর নিকট এই আকাঙ্ক্ষাই রাখি, আমি যেন মদিনায় অবস্থান লাভ করি। হায়!! মদিনায় আমার কবরের জন্য এক হাত ভূমি আমার ভাগ্যে জুটিবে কি?' (১৬) 'আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা- আমার মৃত্যু যেন মদিনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণপ্রিয় নবীজীর ছায়ায় চিরনিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশর-মাঠেও যাইতে পারি'।

অনুবাদগুলি স্বয়ং লেখকের *(দ্র. বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ (ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী ২০০২ সালের সংস্করণ) ৭/১৩-৩৩ পৃ.)*। তাঁর মৃত্যু ২০১২ সালের ৮ই আগস্ট ৯৪ বছর বয়সে ঢাকার আজিমপুরে নিজ বাসগৃহে হয়েছে।

১৯৬০, ১৯৬১ ও সর্বশেষ ১৯৭৯-তে হজ্জের সফরে মদীনা যিয়ারতে এসে বাংলাদেশের এই বিখ্যাত শায়খুল হাদীছ ও রাজনীতিক তাঁর ভাষায় 'নূরানী মদীনাকে স্বাগত-অভ্যর্থনা' জানিয়ে মোট ১৬৭ লাইন কবিতা লিখেন ও মসজিদে নববীতে তা পাঠ করেন। তার মধ্যে ৯৭ লাইনেই এ ধরনের শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা সমূহ বিদ্যমান রয়েছে।

বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর পরেও রক্তমাংসের শরীর নিয়ে কবরে বেঁচে আছেন এবং তিনি সবকিছু শুনতে পান ও অন্যের ভাল-মন্দ করতে পারেন, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এসব কবিতা লিখিত হয়েছে। অথচ কুরআনী হেদায়াত অনুযায়ী তিনি বেঁচে আছেন বারযাখী জীবনে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবী জীবনের অন্তরালে থাকবে *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। মৃত্যুর পর তিনি কারু ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا– 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। অতঃপর তুমি বৃষ্টি প্রদান করতে। আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর' *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯ 'ইসতিসক্বা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৪২৩, ৩/৩২১ পৃ.)*। এতে পরিষ্কার যে, জীবিত ব্যক্তিগণ একে অপরের অসীলা হ'তে পারেন, কিন্তু মৃত্যুর পরে কেউ কোন জীবিত ব্যক্তির অসীলা হ'তে পারেন না।

২৬৭. নাসাঈ হা/১২৮২; মিশকাত হা/৯২৪ রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।

২৬৮. আবুদাঊদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৫ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

**(৮/২/১০)** পৃ. ৮৮ **ওলিগণের কারামত**

এখানে লেখা হয়েছে, ওলিগণের কারামতে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ।

**মন্তব্য :** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কারামাতে আউলিয়ায় বিশ্বাসী। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন, এটা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার নিজস্ব কোন গৌরব নেই। কারামতের কারণে কেউ উম্মতের 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্যকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইল্মে গায়েবের অধিকারী হ'তে পারেন না।

অতঃপর প্রশ্ন হ'ল 'অলি' বলতে কাদেরকে বুঝায়? তারা কি উম্মতের নির্দিষ্ট কোন একটি শ্রেণীর নাম? আল্লাহ বলেন, 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হ'তে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা অবিশ্বাস করে, শয়তান তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ওরা হ'ল জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। অতএব এটি পোপ-পাদ্রী বা ব্রাহ্মণদের ন্যায় কোন শ্রেণীর নাম নয়, বরং প্রত্যেক দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল মুমিন নর-নারীই আল্লাহ্র অলি।

**(৮/২/১১)** পৃ. ২১১ **শবে বরাত, শবে কদর ও দুই ইদের রাতে নফল সালাত**

**শবে বরাত** ...'শবেবরাতকে কুরআন মজিদে لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ বা বরকতময় রাত হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। (সুরা দোখান, ২)

**মন্তব্য :** উক্ত আয়াতে বর্ণিত বরকতময় রাত্রির অর্থ 'লায়লাতুল ক্বদর'। যা সূরা ক্বদরে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। তাছাড়া সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেছেন, 'রামাযান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে'। ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ মধ্য শা'বান বা শবেবরাত। যা সত্য থেকে বহুদূরে। কেননা কুরআন নিজেই অন্যত্র তার ব্যাখ্যা দিয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব শবেবরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে যে কথা বোর্ডের বইয়ে লেখা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ।

**(৮/২/১২)** দাখিল অষ্টম শ্রেণীর আকাইদ ও ফিকহ বইটি ২০১৪ সাল থেকে পাঠ্যবই হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তখন এ বইটির ৪২ পৃষ্ঠায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, ফেরেশতাগণ প্রিয় নবীর নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তারা অত্যন্ত জ্যোতির্ময়, সুঠাম দেহের অধিকারী'।

**মন্তব্য :** পাঠ্যবইয়ে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে এ ভ্রান্ত কথাটি বহাল রাখা হয়। অতঃপর ২০১৭ সালের সংস্করণে এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়। যা ২০১৮ সালেও আছে।

## (৩) আললুগাতুল আরাবিয়্যাতুল ইত্তিসালিয়্যাহ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**إِعْدَاد وَتَأْلِيْف** : اَلدَّكْتُوْر مُحَمَّدْ نُوْرُ اللهِ، مُحَمَّدْ مُسْتَفِيْضُ الرَّحْمَنِ، مُحَمَّدْ عَتِيْقُ الرَّحْمَنِ. **تحرير** : مُحَمَّدْ كَفِيْلُ الدِّيْنِ سَرْكَارْ

(**সংকলন ও রচনা :** ড. মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। **সম্পাদনা :** মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন সরকার)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২। মোট প্রাণীর ছবি ৪২টি। তন্মধ্যে মানুষ ৩৮, কবুতর ১, উট ১, গাধা ১ এবং পাখি ১টি। এছাড়াও রয়েছে অগণিত মানুষের ছবি ২টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৮/৩/১)** পৃ. ৫৬ اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : **آثَارُ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ** (দশম পাঠ : ইসলামী সংস্কৃতির নমুনা) প্রবন্ধে তাসবীহ দানার মালা দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** দানা বা কংকর দিয়ে তাসবীহ গণনার হাদীছটি যঈফ[২৬৯] এবং 'তাসবীহ মালায় গণনাকারী ব্যক্তি কতই না সুন্দর' (نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةَ)

২৬৯. আবুদাঊদ হা/১৫০০, 'ছালাত' অধ্যায়-২, 'কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা' অনুচ্ছেদ-৩৫৯; মিশকাত হা/২৩১১।

মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল।[২৭০] অতএব প্রচলিত তাসবীহ মালায় বা অন্য কিছু দ্বারা তাসবীহ গণনা করা সুন্নাত বিরোধী আমল। তাছাড়া এতে 'রিয়া' অর্থাৎ লোক দেখানোর সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক'।[২৭১] ফলে তাসবীহ পাঠের সকল নেকী বরবাদ হবার সম্ভাবনা থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَأَعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ– 'তোমরা তাসবীহ সমূহ আঙ্গুলে গণনা কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে'।[২৭২] লেখকদের উচিত ছিল শিক্ষার্থীদেরকে সুন্নাতের অনুসারী বানানো।

**(৮/৩/২)** পৃ. ৬৯ اَلدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ : **اَلْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ** (দ্বাদশ পাঠ : মসজিদে নববী)

وَأَكْثَرُهُمْ يَذْهَبُوْنَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ. تُشَاهِدُوْنَ فِيْهَا الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ بِقُبَّتِهِ الْخَضْرَاءِ وَيَسْتَقْبِلُكَ مِنْ نُوْرٍ يَجْذِبُكَ إِلَيْهِ

**মন্তব্য :** 'অধিকাংশ মানুষ কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় যায়' কথাটি লেখকদের কপোলকল্পিত। বরং কেবল বিদ'আতীরা উক্ত নিয়তে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ও নেকী হাছিলের জন্য কা'বা গৃহ, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে নববী ব্যতীত অন্যত্র সফর করতে নিষেধ করেছেন।[২৭৩] তাই শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া নাজায়েয। তবে মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে কেউ মদীনায় গেলে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করতে পারেন।[২৭৪]

---

২৭০. মুসনাদে দায়লামী; যঈফাহ হা/৮৩।

২৭১. আহমাদ হা/২৩৬৮০; মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫; ছহীহাহ হা/৯৫১।

২৭২. আবুদাঊদ হা/১৫০১; তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, অনুচ্ছেদ-৩; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা' অনুচ্ছেদ।

২৭৩. বুখারী হা/১১৮৯; মুসলিম হা/১৩৯৭ (৫১১); মিশকাত হা/৬৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭।

২৭৪. দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ।

## (৪) কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনায় :** ড. মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, হোছাইন আহমদ ভূঁইয়া, মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ। **সম্পাদনায় :** ড. মোঃ মাহফুজুর রহমান। [পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২০। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৮/৪/১)** বইয়ের কভারপেজে আরবী ক্যালিগ্র্যাফিতে দেওয়া হয়েছে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (হে আল্লাহ্র রাসূল আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক)।

**মন্তব্য :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদের শব্দগুলি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ শব্দের দরূদ কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাশাহহুদের দুরূদের উপর ক্বিয়াস করে এরূপ দুরূদ লেখা ঠিক নয়। উপরন্তু ক্যালিগ্র্যাফিতে এরূপ দিয়ে এটিকে পূজনীয় করে তোলা হয়েছে। যা অন্যায়।

## (৫) সাহিত্য কণিকা

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পরিমার্জন ও পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

**সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান, ড. শোয়াইব জিবরান, শামীম জাহান আহসান। এছাড়াও চেয়ারম্যান : প্রফেসর মোঃ আবুল কাসেম মিয়া

[১২০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য মোট ১১টি। এর মধ্যে ৩ জন হিন্দু লেখক। আর কবিতা মোট ১১টি। এর মধ্যে ৬ জন হিন্দু কবি। প্রাণীর মোট ছবি

আছে ১৩১টি। তন্মধ্যে মানুষ ৯৫, পাখি ২৫, কুকুর ১, মাছ ৫, মূর্তি ৩, ২টি উট সহ অসংখ্য মানুষের ছবি ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২০।]

**(৮/৫/১) পৃ. ১ অতিথির স্মৃতি** -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : ১৮৭৬ হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ; মৃত্যু : ১৯৩৮ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)।

**মন্তব্য :** 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক কুকুরের মনিবভক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেই সাথে কুকুরটির সাথে বাড়ির মালি-বৌয়ের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে? অথচ এখানে আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান ও তার অতিথি মুহাম্মাদ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর শিক্ষণীয় ঘটনাটি তুলে ধরা যেত।[২৭৫]

তাছাড়া শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন মুসলিম বিদ্বেষী লেখক। তিনি মুসলমানদের 'বাঙ্গালী' মনে করতেন না। তার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ১ম পর্বে (১৯১৭ খৃ.) মুসলমান ও বাঙ্গালীকে পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন, 'ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয়-হয়।...হঠাৎ 'ওরে বাবা' এ কি রে! চটাপট্ শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে!...মিনিট দুই-তিন।...পাঁচ-সাতজন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে পালাইবার এতটুকু পথ নাই। ...ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি...আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল, সে ইন্দ্রনাথ'।[২৭৬]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৬ সালে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শিরোনামে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে,

---

২৭৫. মুসলিম হা/২০৩৮ ; তিরমিযী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪২৪৬ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); হাফাবা প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা তাকাছুর ৮ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২৭৬. শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭), পরিচ্ছেদ-১, পৃ. ২; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (সপ্তদশ মুদ্রণ) ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬।

প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে'।[২৭৭]

উক্ত ভাষণে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে ডাহা মিথ্যাচার করেছেন। সেই সাথে শত শত বছর যাবৎ মিলেমিশে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও বিভেদের বীজ বপন করেছেন। এগুলি শিক্ষার্থীদের শিখানোর পিছনে ভারতের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। মুসলিম প্রধান স্বাধীন বাংলাদেশের সিলেবাস থেকে এইসব লেখনী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**(৮/৫/২)** পৃ. ৬ গল্প **বাঙালির বাংলা** -কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম : চুরুলিয়া, বর্ধমান ১৮৯৯; বাকশক্তি রহিত ও মস্তিষ্ক বিকৃতি : ১৯৪২; মৃত্যু : ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.)।

'বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে- 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মত জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে'।

**মন্তব্য :** এগুলি স্রেফ অতিশয়োক্তি এবং অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষা বাঙালীর কাছেই আছে। দখলদার ইংরেজ এ ভাষা তাদের দেশে নিয়ে যায়নি। আর 'জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি' কমবেশী সকল জাতির মধ্যেই আছে। 'কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই' কথাটি আদৌ সঠিক নয়। সেটা হ'লে তো দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে বৃটিশের কবল থেকে ভারতবর্ষ, অতঃপর বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হ'ত না।

---

২৭৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা, পরিচ্ছেদ-১, পৃ. ৩; ১৯২৬ সালে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শিরোনামে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। পরে তা 'হিন্দু সংঘ' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯৩৩ সালে।

**(৮/৫/৩)** পৃ. ৬ **'বাঙালির হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়'।**

**মন্তব্য :** এর দ্বারা লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন, তিনিই ভাল জানেন। কেননা হৃদয় ও মন দু'টি দুই রকম হওয়া অসম্ভব। আর 'ব্রহ্মময়' কথাটি শিরকী পরিভাষা। যা আল্লাহ নামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদিও টীকাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, বাঙালির 'মাথা ও হৃদয় পরমেশ্বরের রূপে পরিপূর্ণ'। অথচ মুসলমানের নিকট ঈশ্বর ও পরমেশ্বর বলে কিছু নেই। তাদের নিকট আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। তিনি লিখেছেন, 'দেহ ও মন কর্মের ক্ষেত্রে পাষাণের মত কঠিন। আপন কর্ম সম্পাদনে তারা নির্ভীক এবং একনিষ্ঠ'। ব্যাখ্যাটি লেখক কাজী নজরুল ইসলামের বক্তব্যের বিপরীত। কেননা তিনি নিবন্ধের শুরুতে বলেছেন, বাঙালির 'কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই'।

তাছাড়া বক্তব্যগুলি বাস্তবতার বিরোধী। কেননা কপটতা ও একনিষ্ঠতা সব জাতির মধ্যেই রয়েছে। জগৎশেঠ ও মোহনলাল দু'জনে হিন্দু বাঙালী হ'লেও ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত পলাশীর যুদ্ধে তাদের প্রথমজন ছিল কপট ও দ্বিতীয়জন ছিলেন একনিষ্ঠ। অতএব ঢালাওভাবে সব বাঙালীকে এক করে দেখার উপায় নেই। নজরুল নিজেই ছিলেন বাঙালী এবং তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ কর্মশক্তির অধিকারী। সাথে সাথে তিনি ছিলেন তার বিরোধী বাঙালী কবিদের হিংসার শিকার।

**(৮/৫/৪)** পৃ. ৬ **'এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন'।**

**মন্তব্য :** এগুলি অবাস্তব কথা। মুনি-ঋষি-যোগীরা মুসলমানদের জন্য আদর্শ মানুষ নন। তাদের প্রসঙ্গ এদেশের সিলেবাসে টেনে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর হিমালয় পর্বত মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টি। তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া। অথচ মুনি-ঋষিদের নামে তাকে 'দৈবশক্তির লীলা নিকেতন' বলে এদেশের শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করানো মুসলিম শিক্ষার্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাসে ছুরিকাঘাত করার শামিল। অতএব ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খৃ.) লেখা নজরুলের এই নিবন্ধে এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই। কুচক্রীরা তাদের হীন স্বার্থে নজরুলের ইসলামী লেখনী বাদ দিয়ে এটিকে বাছাই করেছে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ঈমান হরণ করার জন্য। তাছাড়া মস্তিষ্ক বিকৃতির বছরের এই কবিতা নজরুলের কি-না তাতেও সন্দেহ রয়েছে।

**(৮/৫/৫)** পৃ. ৭ **'বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান'**।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা লেখক এদেশকে সকল ধর্মের মিলনস্থল বুঝাতে চাইলেও বাংলা ভাষা 'সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান' নয়। 'ঐশীশক্তি' বলতে ঐশ্বরিক শক্তি বুঝায়। মুসলমানরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। তারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলে কোন দেব-দেবীকে কল্পনা করেনা। আর কুরআন-হাদীছের ভাষাই তাদের ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান করে। আরবী ভাষায় তাদের নাম, সালাম, আযান, ছালাত ও ইবাদত সমূহ তাদেরকে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক পরিচিতি ও নিঃস্বার্থ মহব্বতের বাহন হিসাবে কাজ করে। 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' তাদের মধ্যে মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটায়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাদের হৃদয়ে বিশ্বজয়ী ঈমানী তেয সৃষ্টি করে। এই তেয ও শক্তিলাভ কোন সৃষ্টবস্তুর নামে নয়। 'জয় শ্রীরাম' বা 'জয় হিন্দ' বা অনুরূপ কোন শ্লোগানেও নয়। বরং তাওহীদ হ'ল সকল ঐক্যের মূল। কেননা আল্লাহ সকল মানুষের স্রষ্টা।

**(৮/৫/৬)** পৃ. ১২ গল্প **পড়ে পাওয়া**

-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০, ঝাড়খণ্ড, ভারত)।

**মন্তব্য :** গল্পটি শিক্ষণীয়, কিন্তু পুরাটাই হিন্দুয়ানী ধাঁচে লেখা। আর গল্পের মূল চরিত্র বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল ছাড়াও ইদিরভীষণ, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির, আজ্ঞে, অদেষ্ট, ঠাকুরমশাই, বোষ্টম, কাকাবাবু, দণ্ডবৎ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ইত্যাদি ভাষা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া সামান্য ঘটনাটি ইনিয়ে-বিনিয়ে পাঁচ পৃষ্ঠা লম্বা করার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে হিন্দুয়ানী ভাষা ও শব্দগুলি গেঁথে দেওয়া। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

**(৮/৫/৭)** পৃ. ২০ গল্প **তৈলচিত্রের ভূত**

-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম : ঝাড়খণ্ড ১৯০৮; মৃত্যু : কলকাতা ১৯৫৬)।

**মন্তব্য :** এ গল্পে বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে গল্পের 'নগেন' বিশ্বাস করলেও এ যুগের ছোট্ট সোনামণিরাও তা বিশ্বাস করেনা। অতএব সমাজে ভূতের কুসংস্কার দূর করার জন্য এরূপ হিন্দুয়ানী গল্প না দিলেও চলত।

**(৮/৫/৮)** পৃ. ৩৪ গল্প **আমাদের লোকশিল্প**

-কামরুল হাসান (জন্ম: কলকাতা ১৯২১; মৃত্যু: ঢাকা ১৯৮৮)।

**'কাপড়ের পুতুল তৈরী করা আমাদের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ'।**

**মন্তব্য :** এগুলি হিন্দু মেয়েদের হ'তে পারে, মুসলমান মেয়েদের নয়।

**(৮/৫/৯)** পৃ. ৪১ গল্প **সুখী মানুষ**

-মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ (জন্ম: মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ ১৯৩৫; মৃত্যু: ঢাকা ২০১৯)

**'এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি'।**

**মন্তব্য :** মুসলমান কেবল আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবে। কারু মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা নয়।

**(৮/৫/১০)** পৃ. ৪৮-৪৯ গল্প **শিল্পকলার নানা দিক**

-মুস্তাফা মনোয়ার (১৯৩৫ ঝিনাইদহ, কবি গোলাম মোস্তফার কনিষ্ঠ পুত্র)

**'শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য'।**

**মন্তব্য :** এটি সকলের পক্ষে অপরিহার্য নয়। বরং মানুষের আক্বীদা পরিচ্ছন্ন করাটাই সকলের জন্য অপরিহার্য। কেননা আক্বীদা অনুযায়ী শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। যেমন মুসলিম শিল্পীরা কোন প্রাণীর ছবি আঁকেনা বা মূর্তি গড়েনা। অন্যেরা সেটা করে। বইয়ের ছবিতে একটি আবক্ষ মূর্তি দেখা যায়। যা রাখা ঠিক হয়নি।

**(৮/৫/১১)** পৃ. ৫৩ **মদিনার পথে**

-মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (বাঁশদহা, সাতক্ষীরা ১৮৯৬-১৯৫৪)

**মন্তব্য :** উক্ত গল্পে হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মক্কায় আবু জাহলের ষড়যন্ত্র কাহিনী, আবুবকর কন্যা আসমার মুখে আবু জাহলের থাপ্পড় মারা, পথিমধ্যে সুরাক্বার মুসলমান হয়ে যাওয়া, ৭০ জন সঙ্গীসহ বুরায়দার মুসলমান হওয়া এবং মাথার পাগড়ি নিজের বর্শাফলকে গেঁথে রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ষী হিসাবে সঙ্গে চলা ইত্যাদি বক্তব্যগুলি প্রসিদ্ধ হ'লেও বিশুদ্ধ নয়।[২৭৮]

---

২৭৮. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৩২-৩৭, ৮৩৮ পৃ.।

**(৮/৫/১২)** পৃ. ৬০ **বাংলা নববর্ষ**

-শামসুজ্জামান খান (জন্ম : মানিকগঞ্জ ১৯৪০ খৃ.)

**'পহেলা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব।...বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব'।**

**মন্তব্য :** প্রধান জাতীয় উৎসব তো নয়ই। বরং পহেলা বৈশাখ হিন্দু বা মুসলিম কোন বাঙালীরই নববর্ষ নয়। বাংলা সনের গণনা শুরু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হ'তে ফসলী সন হিসাবে খাজনা আদায়ের স্বার্থে। ঐ সময় ছিল হিজরী সনের মুহাররম মাস ও বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের দ্বিতীয় মাস বৈশাখ মাস। সেকারণে বাংলাদেশে নতুন বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয় বৈশাখ মাসকে। যদিও শকাব্দের প্রথম মাস শুরু হয় পহেলা চৈত্র হ'তে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার পর হ'তেই বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছেন। ফলে ঢাকায় যেদিন ১লা বৈশাখ হয় কোলকাতায় সেটা হয় তার পরের দিন ২রা বৈশাখ।

নববর্ষ বা বর্ষবরণ ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এটি আদৌ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব নয়। বরং মুসলমানদের জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। আর তাদের সাপ্তাহিক ঈদ হ'ল জুম'আর দিন। আরও রয়েছে, বার্ষিক হজ্জের দিন ও তার পরের আইয়ামে তাশরীক্বের ৩ দিন। বছরে এই সাত দিন ব্যতীত মুসলমানদের জন্য শরী'আত অনুমোদিত আর কোন জাতীয় উৎসব নেই।

**(৮/৫/১৩)** পৃ. ৬২ 'আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষ দিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির'।

**মন্তব্য :** এসব উদ্ভট ও অপ্রচলিত অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের শিখানোর কোন প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমে বোর্ডের সিলেবাসকে হিন্দুয়ানী কুসংস্কার সমূহ প্রচারের বাহনে পরিণত করা হয়েছে মাত্র। যা নিঃসন্দেহে অন্যায় ও জাতির সঙ্গে প্রতারণা মাত্র।

**(৮/৫/১৪)** পৃ. ৬৫ **সৃজনশীল প্রশ্ন**

এখানে সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। তারা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাচ্ছে। সেখানে খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। ...চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল,

**তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,**
**বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক**
**মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা**
**অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

**মন্তব্য :** লেখক এখানে কোন মুসলিম শিক্ষার্থীর নাম খুঁজে পাননি। তাদেরকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন ঢাকার রমনা বটমূলে। গান গাওয়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের শিরকী কবিতা দিয়ে। এগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষণীয় রয়েছে? নাকি তাদেরকে ইসলামী আক্বীদা থেকে বিচ্যুত করাই লক্ষ্য। আর অগ্নিস্নানে কারু শুচি হয় না। বরং সে পুড়ে কয়লা হয়ে যায়। এইসব মিথ্যায় ভরা কবিতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করা হচ্ছে।

**(৮/৫/১৫)** পৃ. ৬৭ **বাংলা ভাষার জন্মকথা**

-হুমায়ুন আজাদ (মুন্সীগঞ্জ ১৯৪৭-২০০৪ খৃ.)

**'বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত'।**

**মন্তব্য :** ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি। এর নিত্য নতুন বৈচিত্র্যটাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাই বেদের শ্লোক ইত্যাদির উৎস সন্ধান করা এবং বর্তমান বাংলা ভাষাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা স্রেফ পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং ভাষাকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য যোগে সমৃদ্ধ করাই উত্তম।

**(৮/৫/১৬)** পৃ. ৭১ **বঙ্গভূমির প্রতি**

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম : ১৮২৪ সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর, যশোর; মৃত্যু : ১৮৭৩ কলকাতা)

**‘রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে’।**

**মন্তব্য :** জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত। কিন্তু জন্মভূমির কোন জীবন নেই। আর সে কাউকে মনে রাখতে পারে না। উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। বরং মানুষের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া হবে স্রেফ আল্লাহ্র নিকট। যিনি বঙ্গভূমি সহ পূরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। এ কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে শিরকের অনুসারী বানানোর চক্রান্ত করা হয়েছে মাত্র।

**(৮/৫/১৭)** পৃ. ৭৫-৭৬ **দুই বিঘা জমি**

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ. কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ)

**নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!**

**...অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি**

**মন্তব্য :** ৭২ লাইনের এ বিশাল কাহিনী-কবিতাটি অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাসে রাখার যৌক্তিকতা কোথায়? কবিতাটি শিক্ষণীয়। তবে ভাষার মারপ্যাঁচে মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে শিরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ‘নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি’। এগুলি তাওহীদের আক্বীদা বিরোধী। কেননা মুসলমান কেবল আল্লাহ্র নিকট সিজদা করে, অন্য কিছুতে নয়। তারা কারু পায়ে চুমু দেয় না বা পদধূলি নেয় না। তাছাড়া কবিতায় একজন দাড়িওয়ালা মানুষকে অত্যাচারী জমিদারের ছবি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এর দ্বারা দাড়ির সুন্নাতকে এবং মুসলিম জাতিকে হীন করা হয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন শোষক ও দাড়িওয়ালা জমিদার ছিলেন।

**(৮/৫/১৮)** পৃ. ৮৬ **নারী**

-কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.)।

**মন্তব্য :** উক্ত কবিতার ছবিতে নারী কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। আর একজন নারী ও একজন পুরুষ ঝুড়িতে করে মাটি বহন করছে। এই ছবি দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই সেটা বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা একটি মারাত্মক ভুল ব্যাখ্যা। পুরুষ নির্মাণ শ্রমিক হ'তে পারে, নারী নয়। নারীর কাজ ঘরে পর্দার মধ্যে, পুরুষের কাজ বাইরে। পুরুষ সবল, নারী দুর্বল। তাই একই কাজ নারী-পুরুষ সবাই করার নাম সাম্য নয়, বরং যুলুম। এতে পরস্পরের স্বভাবগত কর্ম বণ্টনের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। আর এটাই বাস্তব যে, চাকুরীজীবী পুরুষ ৮ ঘণ্টা পর ছুটি পেলেও সংসারের গৃহিণীর কোন ছুটি নেই। কখনো কখনো তিনি ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন। ঘুমানোর সময়টুকুও পান না। অতএব উক্ত কবিতায় ছবির মাধ্যমে সাম্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। ইসলাম নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই নারী ও পুরুষের পারস্পরিক ন্যায়বিচার ও সমানাধিকার নিশ্চিত হবে। যার উপর নির্ভর করে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতি।

### (৮/৫/১৯) পৃ. ৯০ আবার আসিব ফিরে

-জীবনানন্দ দাশ (জন্ম : বরিশাল ১৮৯৯; মৃত্যু : কলকাতা ১৯৫৪ খৃ.)।

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরে কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো- কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,

**মন্তব্য :** জীবনানন্দ দাশের অত্র কবিতায় হিন্দুদের জন্মান্তরবাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচার করা হয়েছে। যা মুসলমানদের আখেরাত বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক।

পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ হ'ল জীবের মৃত্যুর পর তার আত্মা পুনরায় নতুন দেহে জন্মলাভ করা। হিন্দু পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদের ধারণায় মনে করেন, পরকাল বলতে কিছু নেই। বরং মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করার

জন্য বারবার এ দুনিয়াতে বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন বেশে আবির্ভূত হয়ে থাকে। কোন মানুষ যদি অতি ঘৃণিত কোন কুকর্ম করে মারা যায়, তাহ'লে তার আত্মাটি কুকুর-বিড়ালের দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং আমৃত্যু মানুষের তিরষ্কার ভোগ করে। আবার এমনও পাপ আছে, যার কর্মফল ভোগ করার জন্য সে বৃক্ষলতা হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে। ফলে কুঠারের আঘাতে অথবা জ্বালানীরূপে দগ্ধীভূত হয়ে তার পূর্ব কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। আর এ শাস্তি ভোগ করাই হ'ল তার নরক লাভ করা। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি পুণ্যের কাজ করে, তাহ'লে মৃত্যুর পর তার আত্মাটি আরো ধনী, সুখী কিংবা রাজা-বাদশা হয়ে জন্মলাভ করে। এ সুফল ভোগ করাটাই হিন্দুদের দৃষ্টিতে স্বর্গ লাভ করা।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ইসলামে আখেরাত বিশ্বাসকে ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যেখানে সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে জান্নাত এবং অসৎকর্মের শাস্তি হিসাবে জাহান্নাম অপরিহার্য। যদি না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

**(৮/৫/২০)** পৃ. ৯৮ **নদীর স্বপ্ন**

-বুদ্ধদেব বসু (জন্ম : ১৯০৮ কুমিল্লা; মৃত্যু : ১৯৭৪ কলকাতা)

**মন্তব্য :** ৮৪ লাইনের এই বিশাল কবিতা আদৌ পাঠ্য করা উচিৎ হয়নি। কেননা এতে কিশোর মনে শুরুতেই অনীহা সৃষ্টি হবে। আর এরূপ দীর্ঘ কবিতা পড়িয়ে পাঠ্য শেষ করা কখনো সম্ভব হবেনা। দ্বিতীয়তঃ অত্র কবিতায় পিতা-মাতা ও বড় বোনকে লুকিয়ে নৌকায় উঠে পালিয়ে যাওয়া শেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কল্পনা শক্তি প্রসারের কিছু নেই।

পরিশেষে বলব, দাখিল অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বই হিসাবে নির্ধারিত ১২০ পৃষ্ঠার 'সাহিত্য কণিকা' বইয়ে একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা পরিদৃষ্ট হয়নি।

## (৬) ENGLISH FOR TODAY

Dakhil Class Eight

Reprint : August, 2019

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** M S Hoque, Yasmin Banu, Surajit Roy Majumder, Md Abdur Razzaque, Naina Shahzadi, Nargis Akhter Banu. **Editor :** Abdus Subhan.

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২। প্রাণীর ছবি মোট ১৭৪টি। তন্মধ্যে মানুষ ১৫৬, মাছ ১, গরু ৩, মুরগী ২, হাতি ১, কবুতর ১, বাদুড় ৪, পেঁচা ৩, পাখি ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৮/৬/১)** p. 1 Unit One

**A glimpse of our culture** (আমাদের সংস্কৃতির এক ঝলক) ছবিতে বাঁশি, একতারা, নকশী কাঁথা দেওয়া হয়েছে।

**(৮/৬/২)** p. 5-6 Lesson 3 : Our ethnic friends (1-2) (আমাদের পৌত্তলিক বন্ধু) একটি ছবিতে ঝুমুর নাচরত মেয়ে, অপরটিতে একজন পুরুষ ঢোল বাজাচ্ছে, আরেকজন বাঁশি বাজাচ্ছে, অন্যজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে এবং আরেকজন হাতের সাহায্যে বাজনা বাজাচ্ছে।

**মন্তব্য :** এগুলি বাংলাদেশী সংস্কৃতির ঝলক নয়। বরং হিন্দু সংস্কৃতির চমক। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কিছুই শিক্ষণীয় নেই।

## (৭) ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION

Dakhil Class Eight

Reprint : July, 2019

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** S M Nazrul Islam, Zulfeqar Haider, Ranjit Podder, Md. Mahmudul Amin, Fatema Zohra Haque. **Editor :** A M M Hamidur Rahman.

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৪। মোট প্রাণীর ছবি ৬৯টি। তন্মধ্যে মানুষ ২৭, হরিণ ১, খরগোশ ১, কার্টুন ছবি ৩৮ এবং মৌমাছি ২টি। এছাড়াও অসংখ্য মানুষের ছবি ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৮/৭/১)** p. 57 Dialogue 3 A: I musn't forget to phone jafar B: Why? A: it's his birthday tomorrow (ছবিতে বেলুনসহ HAPPY BIRTHDAY! দেওয়া হয়েছে)।

**(৮/৭/২)** p. 82 Lesson 3 : Introduction to possessives

ছবিতে HAPPY Mother's DAY, HAPPY Father's DAY, HAPPY Teacher's DAY দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** দিবস পালনের কোন বিধান ইসলামে নেই। সেটি থাকলে তো বছরের ৩৬৫ দিনই দিবস পালনে চলে যাবে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী বিধান থেকে ফিরিয়ে বিজাতীয় প্রথায় অভ্যস্ত করাই কি সিলেবাসের লক্ষ্য?

## (৮) গণিত

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনা :** সালেহ্ মতিন, ড. অমল হালদার, ড. অমূল্য চন্দ্র মণ্ডল, শেখ কুতুবুউদ্দিন, হামিদা বানু বেগম, এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ্, মোঃ শাহজাহান সিরাজ। **সম্পাদনা :** ড. মো: আবদুল মতিন, ড. আব্দুস ছামাদ।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৪।]

**(৮/৮/১)** পৃ. ১২ দ্বিতীয় অধ্যায় **মুনাফা**

১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুরা অধ্যায়েই সূদের অংকে ভরপুর।

**মন্তব্য :** সূদকে মুনাফা বলে হারামকে হালাল করার অপকৌশল করা হয়েছে মাত্র। এগুলি পাঠ্যবই থেকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহরযোগ্য।

**(৮/৮/২)** পৃ. ১৯ অনুশীলনী ২.১-এর ৯নং অংকে বলা হয়েছে, রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে ৪ বছর পর ৪,৭৬০ টাকা মুনাফা পান। ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার ৮.৫০ টাকা হলে, তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন?

**(৮/৮/৩)** পৃ. ২৭ অনুশীলনী ২.২-এর ৭নং অংকে বলা হয়েছে, বার্ষিক ১০% মুনাফায় ৮,০০০/- টাকার ৩ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় কর।

**মন্তব্য :** এখানে সূদকে মুনাফা বলে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। অথচ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, তারা সবাই অপরাধী হিসাবে সমান'।[২৭৯]

**(৮/৮/৪)** পৃ. ২৭ অনুশীলনী ২.২-এর ১২নং অংকে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি ঋণদান সংস্থা থেকে বার্ষিক ৮% চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় ৫,০০০/- টাকা ঋণ নিলেন। প্রতিবছর শেষে তিনি ২,০০০/- টাকা করে পরিশোধ করেন। ২য় কিস্তি পরিশোধের পর তাঁর আর কত টাকা ঋণ থাকবে?

**মন্তব্য :** এখানেও 'ঋণদান সংস্থা' থেকে 'চক্রবৃদ্ধি মুনাফা' বলে রক্তচোষা এনজিওদের দ্বারস্থ হয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বস্ব খোয়ানোর কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনে, সেটাই সূদ *(ইরওয়া হা/১)*। সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে হৌক বা না হৌক।[২৮০]

## (৯) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

দাখিল অষ্টম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**রচনায় :** অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ, অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ড. সেলিনা আক্তার, ফাহ্মিদা হক, ড. উত্তম কুমার দাশ, আনোয়ারুল হক, সৈয়দা সঙ্গীতা ইসলাম।

**সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক শফিউল আলম, আবুল মোমেন, অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক, অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দ মাহফুজ আলী।

---

২৭৯. মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭ রাবী জাবের (রাঃ)।
২৮০. দ্রষ্টব্য : 'বায়'এ মুআজ্জাল বা বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ' বই ১১ পৃ.।

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২। মোট প্রাণীর ছবি ২৬৭টি। তন্মধ্যে মানুষের ২৫১টি, হরিণ ৩, স্মৃতিসৌধ ১, মাছ ৫, পাখি ৫, মানুষের আকৃতি ১টি এবং ছাগল ১টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।]

**(৮/৯/১)** প্রচ্ছদে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি। মারমা বালিকাদের নববর্ষ উৎসব 'সাংগ্রাই'তে পানিখোলা বা জলোৎসবে পানিতে নেমে ফুলের পূজা দেওয়ার ছবি এবং পোশাকশিল্পে কর্মরত নারীদের ছবিসহ অন্যান্য ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** লেখকরা কেবল নারী খুঁজে পান? এতে তরুণরা পড়া শিখবে, নাকি নারী দেখবে?

**(৮/৯/২)** পৃ. ৭৩ **পাঠ-৩ : বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি**

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ হলো :

১. **জাতীয়তাবাদ :** ...একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

২. **সমাজতন্ত্র :** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাই হলো সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

৩. **গণতন্ত্র :** রাষ্ট্রের সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি।...

৪. **ধর্ম নিরপেক্ষতা :** রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা প্রদদান করবেনা- এই লক্ষ্য সামনে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে সগহণ করা হয়েছে।...প্রতিটি নাগরিকের উচিত এগুলো মেনে চলা। এছাড়া সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার পবিত্র দলিল। অতএব সংবিধানকে সম্মান করা ও তা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

**মন্তব্য :** বাংলাদেশের ১ম সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের জন্য ১৯৭০ সালে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে। যদিও উচিত ছিল স্বাধীন দেশে নতুনভাবে নির্বাচিত এম.পি-দের মাধ্যমে নতুন

সংবিধান রচনা করা। ঐ সংবিধানে হঠাৎ করে রাষ্ট্রের উপরোক্ত চারটি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। অথচ এইগুলি ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ২১ দফা, ৬ দফা প্রভৃতি ৭টি বড় বড় আন্দোলনের ইশতেহারের কোথাও ছিল না। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে'ও ছিল না। তাহ'লে এলো কোত্থেকে? সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এগুলি এসেছিল ভারতীয় সংবিধান থেকে এবং তাদের চাপে। যদিও বাস্তবে সেখানে আছে চরম সাম্প্রদায়িকতা, চরম পুঁজিবাদ, অন্ধ দলতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র। বর্তমান সংবিধানে আমাদের দেশের নাম হ'ল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। জানি না এর প্রকৃত অর্থ কী? কেননা এদেশে কোন রাজা নেই। তাহ'লে আমরা কার প্রজা? এর সাথে 'গণ' শব্দটি জুড়ে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক'। অথচ জনগণই এদেশে সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী। আর মালিক হ'ল দলনেতা ও দলীয় ক্যাডাররা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হওয়া উচিৎ ছিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। কেননা ইসলামে জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের কোন স্থান নেই।[২৮১]

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' হ'ল মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বস্তুবাদী জীবনাচারের নাম। যেখানে কুরআন-সুন্নাহ্র প্রবেশাধিকার নেই। যার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল 'দুনিয়া' হাছিল করা। 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' পুরাপুরিভাবে কুফরী মতবাদ। তাই এদেশের মুসলিম জনসাধারণের আক্বীদা বিরোধী মতবাদ সমূহ পাঠ্য বই থেকে বাদ দেওয়া উচিৎ।

**(৮/৯/৩) পৃ. ১৪০ পাঠ-৬ : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)**

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবিলায় ইউএনএফপিএ দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়া, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়েও ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিচ্ছে।

---

২৮১. তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাঊদ হা/৫১১৬; মিশকাত হা/৪৮৯৯।

**মন্তব্য :** 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা' বাংলাদেশের জন্য কোন সমস্যাই নয়। কেননা 'অতিরিক্ত জনসংখ্যা' অর্থ 'অতিরিক্ত জনসম্পদ'। সরকারের উচিৎ জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা এবং দেশের সকল সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব'।[২৮২] আর 'পরিবার পরিকল্পনা' বিষয়টি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মের সংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষা কেবলমাত্র আল্লাহ্র হাতে। এতে হস্তক্ষেপ করলেই বরং অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। আর রূযীর বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই' *(হূদ ১১/৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদের ও তোমাদের রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩১)*।

অতঃপর 'নারীর ক্ষমতায়ন' কথাটি চরমভাবে আপত্তিকর। নারী কি ক্ষমতাহীন? বরং তারাই তো গৃহকর্ত্রী। তাদের হাতেই পরিবারের শান্তি, শৃংখলা ও অগ্রগতি নিহিত। তবে কি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের সকল কাজে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করার নাম নারীর ক্ষমতায়ন? তাহ'লে ঘর সামলাবে কে? সন্তান পালন করবে কে? নারীর এই ফরয দায়িত্ব পালন শেষে পূর্ণ পর্দা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে তারা বাইরের কোন দায়িত্ব পালন করতে পারেন, নইলে নয়। মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক' *(নিসা ৪/৩৪)*। এই স্বভাবধর্ম থেকে বের করে এনে ক্ষমতায়নের সুড়সুড়ি দিয়ে যখন নারীকে পুরুষের প্রতিযোগিতায় দাঁড় করানো হয়েছে, তখনই ঘটেছে যত বিপত্তি। মনে রাখতে হবে যে, নারীর হাতে পিস্তল ও রাইফেল দিয়েও তাদের ইযযত রক্ষা করতে পারছে না শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা। অতএব কিছু নারীকে এমপি-মন্ত্রী বানানোর নাম ক্ষমতায়ন নয়, বরং তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে বসানোই হ'ল প্রকৃত ক্ষমতায়ন। আমরা মনে করি জাতিসংঘের উক্ত তহবিল ফেরৎ দেওয়া উচিৎ। সাথে সাথে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী থেকে থেকে কুরআন বিরোধী এইসব বস্তুবাদী পাঠ্য অনিতিবিলম্বে প্রত্যাহারযোগ্য।

---

২৮২. আবুদাঊদ হা/২০৫০; নাসাঈ হা/৩২২৭; মিশকাত হা/৩০৯১ রাবী মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)।

## দাখিল নবম-দশম শ্রেণী

[মোট বই সংখ্যা ২৩টি। ১- কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৪, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। ২- হাদীছ (পৃ. ৩৪৮)। ৩- আকাইদ ও ফিকহ (পৃ. ২৬৪)। ৪- আরবী সাহিত্য (আল-লুগাতুল আরাবিইয়াতুল ইত্তেছালিইয়াহ (পৃ. ১৫৬)। ৫-আরবী ব্যাকরণ (ক্বাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (পৃ. ২৪৮)। ৬- ইসলামের ইতিহাস (পৃ. ১৮৪)। ৭- বাংলা সাহিত্য (পৃ. ২৬৪)। ৮- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (পৃ. ২১৬)। ৯- ইংরেজী সাহিত্য (ENGLISH FOR TODAY (পৃ. ২০৩)। ১০- ইংরেজী ব্যাকরণ (ENGLISH GRAMMAR AND COMPOSITION (পৃ. ৩১৯)। ১১- ক্যারিয়ার শিক্ষা (পৃ. ৮৪)। ১২- তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি (পৃ. ১২৮)। ১৩- গণিত (পৃ. ৩৫৬)। ১৪- কৃষি শিক্ষা (পৃ. ২২৮)। ১৫- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (পৃ. ১৮৪)। ১৬- শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধূলা (পৃ. ১৫৬)। ১৭- পৌরনীতি ও নাগরিকতা (পৃ. ১৪০)। ১৮- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (পৃ. ২৩৯)। ১৯- উচ্চতর গণিত (পৃ. ৩৩৫)। ২০- পদার্থ বিজ্ঞান (পৃ. ৪০৮)। ২১- রসায়ন (পৃ. ৩০৫)। ২২- জীববিজ্ঞান (পৃ. ৩১৪)। ২৩- রচনা সম্ভার (পৃ. ১৮৮)।

২৩টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭৩৩। মোট প্রাণীর ছবি ১০২৫টি। অগণিত প্রাণীর ছবি ৮টি। বইগুলির মোট ওযন ৮ কেজি ৪৬০ গ্রাম। এইসাথে হাইস্কুলের 'বিজ্ঞান' সহ মোট ২৪টি বইয়ের মধ্যে ১০টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৮৫।

এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ, ক্বাওয়ায়েদুল লুগাতিল আরাবিইয়াহ, ইসলামের ইতিহাস, ইংরেজী ব্যাকরণ, ক্যারিয়ার শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযেগ প্রযুক্তি, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধূলা; পৌরনীতি ও নাগরিকতা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, উচ্চতর গণিত, রসায়ন, রচনা সম্ভার' সহ মোট ১৪টি বইয়ে আমাদের কোন মন্তব্য নেই।]

## (১) হাদিস শরিফ

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

বংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা ও সংকলন :** মাওলানা ড. সৈয়দ মুহা. শরাফত আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ, মাওলানা আ.ন.ম. মাহবুবুর রহমান। **সম্পাদনা :** মাওলানা ড. মোঃ দাউদ আহমদ।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮। সর্বমোট হাদীছের সংখ্যা ৩০৭ টি। তন্মধ্যে 'যঈফ' হাদীছ ৩৩টি; 'নিতান্তই যঈফ' ১০টি; 'জাল' হাদীছ ৩টি; 'ভিত্তিহীন' হাদীছ ২টি; 'মুনকার ও যঈফ' হাদীছ ১টি এবং 'যঈফ ও মুরসাল' হাদীছ ১টি। সর্বমোট ৫০টি। বাকীগুলির মধ্যে 'হাসান', 'হাসান লে গায়রিহী' ও 'ছহীহ' প্রভৃতি হাদীছ সমূহ রয়েছে। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫৩।]

**(৯/১/১)** পৃ. ৫৯ **চুম্বনের প্রকারভেদ :**...৪. قبلة التعظيم ইলম, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে কাউকে সম্মান প্রদর্শনার্থে চুম্বন করা। যথা- পীর, উস্তাদ ও হক্কানি-রব্বানি আলিমকে চুম্বন করা।

**মন্তব্য :** সম্মানার্থে কাউকে চুম্বন করা বিদ'আত। বরং সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হ'ল সালাম ও মুছাফাহা করা।[২৮৩] এগুলির মাধ্যমে সুকৌশলে পীর-মুরীদীর সবক দেওয়া হচ্ছে। পাঠ্যসূচী থেকে এগুলি প্রত্যাহার যোগ্য।

**(৯/১/২)** পৃ. ৬২ হাদিস-৫৫ :- قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى بَيْتِى فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ হযরত যায়েদ ইবনে হারিছাহ মদিনায় আগমন করলেন, এমন সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার ঘরে ছিলেন। অতপর তিনি এসে দরজায় করাঘাত করলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট খালি গায়ে চাঁদর টানতে টানতে উঠে গেলেন। (হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি তাকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৭৩২; মিশকাত হা/৪৬৮২)*।

---

২৮৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।

**(৯/১/৩)** পৃ. ৬২ হাদিস-৫৬ : ...بَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ ...তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না অতঃপর যখন আমি বাড়িতে আসলাম, তখন আমাকে সংবাদ দেয়া হল। আমি তাৎক্ষণিক তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। সে সময় তিনি খাটের উপর উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর সে আলিঙ্গনটি ছিল অতি উত্তম অতি উত্তম।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৮৪]

**(৯/১/৪)** পৃ. ৬৫ হাদিস-৫৯ أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ অনুবাদ:...একবার নবি করিম (ﷺ) হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (رضي الله عنه) এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুচোখের মধ্যখানে (কপালে) চুম্বন করলেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৫২২০)*।

**(৯/১/৫)** পৃ. ৬৫ হাদিস-৬০: ...فَاعْتَنَقَنِي، ثُمَّ قَالَ : مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ অনুবাদ:...মদিনায় এসে পৌঁছলাম। তখন হজরত রসুল (ﷺ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি জানিনা, আমি কি খায়বর বিজয়ের কারণে বেশি আনন্দিত, নাকি জাফরের আগমনে বেশি আনন্দিত।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৬৮৭ যঈফ)*।

**(৯/১/৬)** পৃ. ৬৮ হাদিস-৬৪: أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ مُبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ، وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ...একদা নবি করিম (ﷺ) এর নিকট একটি শিশু আনা হল , তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, সাবধান! সন্তানরা হলো কার্পণ্যের হেতু, ভীতির কারণ। আর এরাই হলো আল্লাহ তাআলার সুগন্ধি (তথা অন্যতম নিয়ামত)।...

---

২৮৪. আবুদাউদ হা/৫২১৪; মিশকাত হা/৪৬৮৩; যঈফুত তারগীব হা/১৬৩০।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৮৫]

**(৯/১/৭)** পৃ. ৬৯ হাদিস-৬৬: تَصَافَحُوا، يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ তোমরা পরস্পর করমর্দন কর। ফলে হিংসা বিদূরিত হবে। আর তোমরা পরস্পরে হাদিয়া (উপঢৌকন) আদান-প্রদান কর। তাহলে পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হবে এবং বিদ্বেষ দূর হবে।...

**মন্তব্য :** উক্ত বাক্যে হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৬৯৩; যঈফুত তারগীব হা/১৬৩১)*। তবে শুধুমাত্র –تَهَادَوْا تَحَابُّوا 'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' হাদীছটি ছহীহ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।

**(৯/১/৮)** পৃ. ৭১ **খ. সৃজনশীল প্রশ্ন :** আ. করিম সেনা বাহিনীতে চাকুরী করে। সে দুই মাসের ছুটিতে বাড়িতে এসেই সে তার পিতা-মাতাকে মাথা নিচু করে সাজদার ভঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি করল। তার চাচাতো ভাই আ. গোফরান দেখেছিল। সে সৌদি আরব থাকে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে। একদিন আ. গোফরান আ. করিমকে বলল, কদমবুছি করায় নিষেধ নেই। বিষয়টি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার জন্য স্থানীয় বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হতে বললেন। বিষয়টি জানার পর থেকে আ. করিম আরো বেশি মায়ের সেবা করেন এবং কদমবুছি করেন।

**মন্তব্য :** কদমবুসী করা বিদ'আত। বরং সুন্নাত হ'ল স্রেফ সালাম করা ও মুছাফাহা করা।[২৮৬] 'মাথা নিচু করে সাজদার ভঙ্গিতে পায়ে হাত দিয়ে কদমবুছি' করার পদ্ধতিটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা সিজদা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ বলেন, –وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবল আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ৭২/১৭)*। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর ও তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর...' *(হজ্জ ২২/৭৭)*। এখানে সঊদী আরব থেকে আসা ব্যক্তির প্রসঙ্গ টেনে আনার

২৮৫. তিরমিযী হা/১৯১০; মিশকাত হা/৪৬৯১; যঈফাহ হা/৩২১৪।
২৮৬. তিরমিযী হা/২৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০।

মাধ্যমে সঊদী আরবে কদমবুসী আছে, এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা নিতান্তই অবাস্তব ও অযৌক্তিক। তাছাড়া বিষয়টি সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে আনার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর অন্তরে কদমবুসীকে গেঁথে দেওয়া। এভাবে একটি বিদ'আতকে বিশ্বাসে পরিণত করানো নিতান্তই অন্যায়।

**(৯/১/৯)** পৃ. ৭৮ **হাদিস-৭৫:** كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– ... إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ অনুবাদ:...রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোথাও বসতেন, আমরাও তাঁর চারপাশে বসে যেতাম। আর যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন স্বীয় জুতা বা নিজের পরিধেয় কোন বস্তু খুলে রেখে যেতেন। এতে তাঁর সাহাবিগণ বুঝতেন যে, তিনি ফিরে আসবেন, ফলে তারা স্ব-স্ব স্থানে বসে থাকতেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৮৭]

**(৯/১/১০)** পৃ. ৭৯ كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে মসজিদে নববিতে বসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা (দ্বীনি বিষয়ে) করতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম। এতদূর পর্যন্ত যে, আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করছেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৪৭৭৫; মিশকাত হা/৪৭০৫)*।

**(৯/১/১১)** পৃ. ৮০ হাদিস-৭৯: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا إِذَا رَآهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ এক ব্যক্তি

২৮৭. আবুদাঊদ হা/৪৮৫৪; মিশকাত হা/৪৭০২; যঈফাহ হা/৫৭৬৭।

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট প্রবেশ করল, তখন তিনি মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার বসার জন্য একটু সরে বসলেন। লোকটি বললো হে আল্লাহ তাআলার রসুল! এ স্থানে তো প্রশস্ততা রয়েছে। হজরত নবি করিম বললেন, মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব হলো, যখন সে তার কোন মুসলমান ভাইকে দেখবে, তখন সে যেন তার বসার জন্য কিছুটা সরে বসে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৮৮]

**(৯/১/১২)** পৃ. ৯০ হাদিস-৯০: شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلاَثًا فَإِنْ زَادَ فَشَمِّتْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ তিনবার পর্যন্ত হাঁচিদাতার জবাব দাও। যদি তিনবারের চেয়ে বেশি হাঁচি দেয়, তাহলে তুমি যদি চাও, তার জবাব দিতে পার। আর যদি ইচ্ছা না কর, জবাব দিতে নাও পার।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৮৯]

**(৯/১/১৩)** পৃ. ১১০ হাদিস-১১৫ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নাম ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের নাম সুন্দর করে রাখ।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৯০]

**(৯/১/১৪)** পৃ. ১১১ হাদিস-১১৭: إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي...وَمَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي لاَ يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلاَ يَتَسَمَّ بِاسْمِي যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনামরোখো না। ...যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে যেন আমার

২৮৮. মিশকাত হা/৪৭০৬; যঈফুল জামে' হা/১৯৬৭; যঈফাহ/৭১১৭।
২৮৯. আবুদাউদ হা/৫০৩৬; তিরমিযী হা/২৭৪৪; মিশকাত হা/৪৭৪২; যঈফুল জামে' হা/৩৪০৭।
২৯০. আহমাদ হা/২১৭৩৯; আবুদাউদ হা/৪৯৮৪; মিশকাত হা/৪৭৬৮; যঈফাহ হা/৫৪৬০; যঈফুত তারগীব হা/১২২৭।

উপনামে উপনাম না রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে যেন আমার নামে নাম না রাখে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৯১]

**(৯/১/১৫)** পৃ. ১১১ হাদিস-১১৮: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي وَلَدْتُ غُلاَمًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي؟ أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي؟ একদা এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছি। আর আমি তার নাম মুহম্মদ ও উপনাম আবুল কাসেম রেখেছি। অতঃপর আমার নিকট উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি এটা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল? এবং উপনাম হারাম করল? অথবা তিনি বলেছেন, কিসে আমার উপনাম হারাম করল ? এবং আমার নাম হালাল করল?...

**মন্তব্য :** হাদীছটি মুনকার ও যঈফ।[২৯২]

**(৯/১/১৬)** পৃ. ১১২ হাদিস-১২০: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِبَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهَا হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপনাম রাখলেন এক জাতীয় শাকের অনুসারে, যা আমি সংগ্রহ করতে ছিলাম।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(আহমাদ হা/১৩৪৫৭)*।

## নবম অধ্যায়

## জিহ্বা সংযত করণ, গিবত ও গালমন্দ সংক্রান্ত অধ্যায়

**(৯/১/১৭)** পৃ. ১৩০ হাদিস-১৪৭: مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِى وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

২৯১. আহমাদ হা/২১৭৩৯; আবুদাঊদ হা/৪৯৮৪; মিশকাত হা/৪৭৭০; যঈফাহ হা/৫৪৬০।
২৯২. আহমাদ হা/২৫০৮৪; মিশকাত হা/৪৭৭১ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়।

بُنِىَ لَهُ فِى أَعْلاَهَا যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, আর মিথ্যা প্রকৃতপক্ষে বাতিল ও গর্হিত কাজ। তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করবে, অথচ সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী অর্থাৎ তার ঝগড়া ছিল ন্যায় সংগত, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু স্থানে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি উপরোক্ত শব্দে যঈফ *(যঈফাহ হা/১০৫৬)*।

**(৯/১/১৮)** পৃ. ১৩২ হাদিস-১৫১ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لاَ يَقُولُهَا إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ، يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ– নিশ্চয়ই বান্দাহ একটি কথা বলে, আর এটা শুধু এ জন্য বলে যে, তার দ্বারা সে মানুষকে হাসাবে। সে এ কথার কারণে দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে তথা গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যতখানি দূরত্ব রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে। আর নিশ্চয়ই বান্দাহর ভাষার স্খলন তার পদস্খলন হতে অধিক ভয়ানক।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৮৩৫; যঈফুত তারগীব হা/১৭১৫)*।

**(৯/১/১৯)** পৃ. ১৩৫ হাদিস-১৫৬: تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِى رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَوَلاَ تَدْرِى فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতে জনৈক সাহাবি ইন্তিকাল করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, তুমি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) (একথা শুনে) বললেন, তুমি তো জানো না, (তার ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য) সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছেন, অথবা এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে, যা দান করলে তার কিছু কমে যেতো না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৩১৬; যঈফুল জামে' হা/৪৯৬০)*।

**(৯/১/২০)** পৃ. ১৩৬ হাদিস-১৫৮ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ বান্দাহ যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশতা তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে তার নিকট হতে এক মাইল দূরে সরে যায়।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৯৩]

**(৯/১/২১)** পৃ. ১৩৬ হাদিস-১৫৯ كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হল, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে কোন কথা বললে, আর সে তোমার এ ব্যাপারে সত্যায়ন করল, অথচ তুমি এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেছ।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(আহমাদ হা/১৭৬৭২-আরনাঊত্ব)*।

**(৯/১/২২)** পৃ. ১৩৭ হাদিস-১৬০: مَنْ كَانَ ذَا الْوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِّنْ نَارٍ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বি-মুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। (ইমাম দারেমি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

**মন্তব্য :** উক্ত শব্দে দারেমীতে কোন হাদীছ নেই। তবে উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ হ'ল, وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ 'তোমরা লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট পাবে দু'মুখো লোককে। যে একবার একদলের কাছে যায় একমুখে; আরেকবার অন্যদলের কাছে যায় অন্য মুখ নিয়ে' *(মুসলিম হা/২৫২৬)*।

**(৯/১/২৩)** পৃ. ১৪০ হাদিস-১৬৬ আমার সাথীগণের মধ্য হতে কেউ কারও ব্যাপারে আমাকে মন্দকথা শোনাবে না। কেননা আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, আমি প্রশান্ত মনে থাকি।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৯৪]

---

২৯৩. তিরমিযী হা/১৯৭২ নিতান্তই যঈফ; মিশকাত হা/৪৮৪৪; যঈফাহ হা/১৮২৮ মুনকার; যঈফুল জামে' হা/৬২৮।

২৯৪. আবুদাঊদ হা/৪৮৬০; মিশকাত হা/৪৮৫২; যঈফুল জামে' হা/৬৩২২।

**(৯/১/২৪)** পৃ. ১৪১ হাদিস-১৬৯ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ يَعْنِي مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিমান ভাইকে কোন পাপ বা অপরাধের কথা বলে লজ্জা দেয়, সে উক্ত অপরাধ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেনা। অর্থাৎ, এমন অপরাধ যা হতে তার মুসলমান ভাই তওবা করেছে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি মওযূ' বা জাল।[২৯৫]

**(৯/১/২৫)** পৃ. ১৪২ হাদিস-১৭০: لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَكَ তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। কেননা, এমনটি হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দয়া করবেন এবং তোমাকে বিপদ গ্রস্ত করবেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[২৯৬]

**(৯/১/২৬)** পৃ. ১৪৩ হাদিস-১৭২: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا وَلاَ تُشْرِكْ فِى رَحْمَتِنَا أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ. قَالُوا بَلَى এক বেদুঈন আসলো। অতঃপর নিজের উটকে বসালো এবং তাকে বাঁধলো। অতঃপর সে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পেছনে নামাজ পড়লো। এরপর সে নামাজের সালাম ফিরিয়ে উটটির কাছে গেলো এবং বাঁধন খুলে দিলো। অতঃপর সে উটের পিঠে আরোহন করলো এবং উচ্চৈস্বরে বললো, হে আল্লাহ আমাকে ও মুহাম্মদ (ﷺ) কে অনুগ্রহ করো আর আমাদের অনুগ্রহে অন্য কাউকে শরিক করো না। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি বলো? এ গ্রাম্য লোকটি

২৯৫. তিরমিযী হা/২৫০৫; যঈফাহ হা/১৭৮; যঈফুল জামে' হা/৫৭১০।
২৯৬. তিরমিযী হা/২৫০৬; মিশকাত হা/৪৮৫৬; যঈফাহ হা/৫৪২৬।

বেশি পথভ্রষ্ট না তার উটটি? তোমরা কি শোননি লোকটি কি বললো? তারা বললো, হ্যাঁ। (আমরা শুনেছি)

**মন্তব্য :** উল্লেখিত শব্দে হাদীছটি যঈফ।[২৯৭] তবে উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ হ'ল, اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِلأَعْرَابِىِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا- 'হে আল্লাহ! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং মুহাম্মদ এর প্রতিও। আমাদের মধ্যে অন্য কাউকে অনুগ্রহ করো না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সালাম ফিরালেন তখন ওই গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন, যা ব্যাপক, তাকে তুমি সীমিত করে দিলে'।[২৯৮]

**(৯/১/২৭)** পৃ. ১৪৩ হাদিস-১৭৩: إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى، وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ যখন কোন ফাসিক তথা পাপি ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং তার প্রশংসার কারণে আল্লাহ তাআলার আরশ কেঁপে উঠে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৮৫৯; যঈফাহ হা/৫৯৫, ১৩৯৯)*।

**(৯/১/২৮)** পৃ. ১৪৪ হাদিস-১৭৪: يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ মুমিনকে বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত অন্য সকল প্রকার স্বভাবের উপর সৃষ্টি করা হয়।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/২২২২৪; যঈফুল জামে' হা/৪২২৬)*।

**(৯/১/২৯)** পৃ. ১৪৪ হাদিস-১৭৫: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لاَ মুমিন কি ভীরু হতে পারে? হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হল- মুমিন কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি বললেন না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি মুরসাল ও যঈফ।[২৯৯]

---

২৯৭. আহমাদ হা/১৮৮২১; আবুদাঊদ হা/৪৮৮৫; মিশকাত হা/৪৮৫৮।
২৯৮. বুখারী হা/৬০১০; আবুদাঊদ হা/৩৮০ প্রভৃতি।
২৯৯. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৮১২; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩০; মিশকাত হা/৪৮৬২; যঈফুত তারগীব হা/১৭৫২।

**(৯/১/৩০)** পৃ. ১৪৫-৪৬ হাদিস-১৭৭: ...أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلاَءُ الْخَيْرُ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاَءِ الشَّرِّ- হজরত ইমরান ইবনে হিত্তান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, একদা আমি হযরত আবু যর গিফারি (রা.) এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু যর। এই নির্জনতা কেন? তিনি জবাব বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার রসুলকে ইরশাদ করতে শুনেছি, "নির্জনতা অসৎ সঙ্গী হতে উত্তম আর সৎ সঙ্গী একাকিত্ব থেকে উত্তম। ভালো কথা শিক্ষা দেয়া চুপ থাকা থেকে উত্তম এবং খারাপ কিছু শিক্ষা দেয়ার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।"

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০০]

**(৯/১/৩১)** পৃ. ১৪৬ হাদিস-১৭৮: مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً কোন ব্যক্তির নীরব থাকায় সম্মান ও মর্জাদা অর্জিত হয়, তা ষাট বছরের নফল ইবাদতের থেকেও উত্তম।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০১]

**(৯/১/৩২)** পৃ. ১৪৭ হাদিস-১৭৯: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي. قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ...قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ হে আল্লাহ তাআলার রসুল আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এটা তোমার সকল কাজের অধিক শোভাবর্ধনকারী। ...আমি (সর্বশেষ) বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তোমার মধ্যে যে ত্রুটি আছে বলে তুমি জান, সেটা যেন তোমাকে মানুষের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা থেকে বিরত রাখে।

---

৩০০. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৯৯৩; মিশকাত হা/৪৮৬৪; যঈফাহ হা/১৮৫৩।
৩০১. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৯৫৩; মিশকাত হা/৪৮৬৫; যঈফাহ হা/৯৮৯।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩০২]

**(৯/১/৩৩)** পৃ. ১৪৮ হাদিস-১৮০: يَا أَبَا ذَرٍّ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: طُولُ الصَّمْتِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِمَا হে আবু যর ! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলব, যা পৃষ্ঠদেশে খুব হাল্কা এবং পাল্লায় খুব ভারী? আমি বললাম হ্যাঁ। রাসুল (ﷺ) বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম চরিত্র। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, সৃষ্টিকুল এ দুটো কাজের মত উত্তম আর কোন কাজ করে না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ ।[৩০৩]

**(৯/১/৩৪)** পৃ. ১৫১ হাদিস-১৮৫: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلاَةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَكَانَا صَائِمَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلاَةَ قَالَ: أَعِيدَا وُضُوءَكُمَا وَصَلاَتَكُمَا، وَامْضِيَا فِي صَوْمِكُمَا، وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا آخَرَ. قَالاَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اغْتَبْتُمْ فُلاَنًا দু'জন লোক যুহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করল। তার দু'জন ছিলেন রোজাদার। অতঃপর যখন হজরত নবি করিম (ﷺ) নামায সম্পন্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন পুনরায় অযু কর এবং নামাজ আদায় কর। আর তোমাদের রোজা পূর্ণ কর এবং অন্য একদিন তা কাযা কর। তারা বললেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! কেন রোজা কাযা করব? তিনি বললেন, তোমরা অমুক ব্যক্তির গিবাত বা পর নিন্দা করেছ (বায়হাকি)।

**মন্তব্য :** হাদীছটি জাল।[৩০৪]

**(৯/১/৩৫)** পৃ. ১৫৭ হাদিস-১৯০: وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ،

৩০২. বায়হাক্বী শো'আব হা/৪৫৯২; মিশকাত হা/৪৮৬৬; যঈফুল জামে' হা/২১২২।
৩০৩. বায়হাক্বী শো'আব হা/৮০০৬; মিশকাত হা/৪৮৬৭; যঈফুত তারগীব হা/১৭০৮।
৩০৪. বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৭২৯; মিশকাত হা/৪৮৭৩; যঈফাহ হা/৮৩৫।

فَقَالَ: لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ হজরত আব্দুল্লাহ বিন হামসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ﷺ) এর সাথে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে বেচা-কেনা করেছিলাম। যার কিছু মূল্য বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, নির্দিষ্ট একটি স্থানে বাকি মূল্য নিয়ে হাজির হব। আমি তা ভুলে গেলাম। তিন দিন পরে আমার স্মরণ হল (এসে দেখলাম) তখন তিনি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমাণ আছেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি এখানে তিন দিন যাবত তোমার অপেক্ষা করছি।

**মন্তব্য :** হাদীছটির সনদ যঈফ।[৩০৫]

**(৯/১/৩৬)** পৃ. ১৫৮ হাদিস-১৯১: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ যখন কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং নিয়্যত থাকে যে, সে ওয়াদা পালন করবে। কিন্তু সে (কোন কারণ বশত) তা পালন করল না, সে ওয়াদা মোতাবেক যথা সময়ে আসল না। তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০৬]

**(৯/১/৩৭)** পৃ. ১৬৬ হাদিস-১৯৭: لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ– তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তার সাথে কৌতুক করো না এবং তুমি তাকে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ো না, যা তুমি ভঙ্গ করবে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০৭]

**(৯/১/৩৮)** পৃ. ১৭৬ হাদিস-২০২: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি নিছক সাম্প্রদায়িকতার কারণে যুদ্ধ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি গোত্রপ্রীতির উপর মৃত্যুবরণ করে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৫১২১; যঈফুল জামে' হা/১০৪০৩)*।

---

৩০৫. আবুদাউদ হা/৪৯৯৬; মিশকাত হা/৪৮৮০; যঈফুত তারগীব হা/১৭৭৬।
৩০৬. আবুদাউদ হা/৪৯৯৫; তিরমিযী হা/২৬৩৩; মিশকাত হা/৪৮৮১; যঈফাহ হা/১৪৪৭।
৩০৭. তিরমিযী হা/১৯৯৫; মিশকাত হা/৪৮৯২; যঈফুল জামে' হা/২৬১০।

## সপ্তদশ অধ্যায়

## সকল কাজে আত্মসংযম, সতর্কতা এবং ধীরস্থিরতা অধ্যায়

**(৯/১/৩৯)** পৃ. ২২১-২২ হাদিস-২২৭: اَلْاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবন যাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞান বৃদ্ধির অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০৮]

## অষ্টদশ অধ্যায়

## দয়া, লজ্জাশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের বর্ণনা অধ্যায়

**(৯/১/৪০)** পৃ. ২৩৭ হাদিস-২৩৬: إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায়। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রাগ হয়, তবে সে যেন অযু করে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩০৯]

## বিংশ অধ্যায়

## অত্যাচারের বর্ণনা অধ্যায়

**(৯/১/৪১)** পৃ. ২৪৬ হাদিস-২৪৩: مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে অন্যের দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধ্বংস করেছে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩১০]

---

৩০৮. বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৫৬৭; মিশকাত হা/৫০৬৭; যঈফাহ হা/১৫৭।
৩০৯. আবুদাঊদ হা/৪৭৮৪; মিশকাত হা/৫১১৩; যঈফাহ হা/৫৮২।

## একবিংশ অধ্যায়

## সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ অধ্যায়

**(৯/১/৪২)** পৃ. ২৫৫ হাদিস-২৪৭: أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنٌ: لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা জিব্রীল আলাইহিস সালাম এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহকারে উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে প্রভু ! তাদের মধ্যে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে একটি চোখের পলকেও আপনার অবাধ্যতা করেনি। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন অতপর আল্লাহ তাআলা বললেন-তাকে ও অন্যান্য অধিবাসীদেরসহ উক্ত শহর উল্টিয়ে দাও। কেননা, তার মুখমন্ডল কখনোই (নিষিদ্ধ কাজের প্রতি ক্রোধে) মলিন হয়নি।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩১১]

## বাইশতম অধ্যায়

## খাদ্যবস্তু সম্মন্ধীয় অধ্যায়

**(৯/১/৪৩)** পৃ. ২৭৩ হাদিস-২৬১: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ হজরত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি খানা খাওয়া শেষ করতেন তখন বলতেন- "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ". (অর্থ- আল্লাহ তাআলার জন্য সব প্রসংশা যিনি আমাকে খাওয়ায়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন)।

---

৩১০. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬৬; মিশকাত হা/৫১৩২; যঈফাহ হা/১৯১৫।
৩১১. বায়হাক্বী শো'আব হা/৭৫৯৫; মিশকাত হা/৫১৫২; যঈফাহ হা/১৯০৪।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩১২] বরং খানাপিনা শেষে বলবে, (১) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *'আলহামদুলিল্লাহ'* (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য)।[৩১৩] অথবা বলবে,

(٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ-

(২) *আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াহ'* (সেই আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই এই খাবার খাইয়েছেন এবং এই রূযী দান করেছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি খাওয়ার পরে এটি পাঠ করবে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হবে।[৩১৪]

অথবা বলবে, (٣) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ-

(৩) *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইমনা খায়রাম মিনহু'* ('হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই খাদ্যে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম খাওয়াও')।[৩১৫]

**(৯/১/৪৪)** পৃ. ২৭৫ হাদিস-২৬৩:- كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অতি প্রিয় খাদ্য ছিল রুটির ছারিদ (রুটি,পনির ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) এবং হাইস জাতীয় ছারিদ (খেজুর , পনির ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য)।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩১৬]

---

৩১২. আবুদাঊদ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/৪২০৪; যঈফাহ হা/১৯০৪।
৩১৩. মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৪৩ 'পোষাক' অধ্যায়-২২।
৩১৪. তিরমিযী হা/৩৪৫৮; আবুদাঊদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪৩৪৩; ইরওয়া হা/১৯৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৬০৮৬।
৩১৫. তিরমিযী হা/৩৪৫৫; আবুদাঊদ হা/৩৭৩০; মিশকাত হা/৪২৮৩ 'খাদ্য সমূহ' অধ্যায়-২১, 'পানীয় সমূহ' অনুচ্ছেদ-৩; দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'খানাপিনার আদব ও দো'আ' অনুচ্ছেদ।
৩১৬. আবুদাঊদ হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৪২২০; যঈফুল জামে' হা/৪৩১৫।

**(৯/১/৪৫)** পৃ. ২৮৪ হাদিস-২৬৮: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে বস্ত্রহীন অবস্থায় তাকে কাপড় পরিধান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে খানা খাওয়াবে, তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ফল ভক্ষণ করাবেন এবং যে মুসলমান ব্যক্তি অন্য মুসলমান ব্যক্তিকে পিপাসার্ত অবস্থায় তাকে পানি পান করাবে, তাকে আল্লাহ পাক রাহীকুল মাখতুম (জান্নাতের এক প্রকার পানীয়) পান করাবেন।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩১৭]

**(৯/১/৪৬)** পৃ. ২৮৯ হাদিস-২৭১: أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ আগুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা লাল রূপ ধারণ করল, পূনরায় উহাকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হল, তাতে উহা সাদা রূপ লাভ করল, তারপর উহাকে এক হাজার [ আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরজ্।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩১৮]

**(৯/১/৪৮)** পৃ. ২৯১ হাদিস-২৭২: "نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، وَمُحْكَمٍ، وَمُتَشَابِهٍ، وَأَمْثَالٍ. فَأَحِلُّوا الْحَلَالَ، وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ، وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ" কুরআন পাঁচটি

৩১৭. আবুদাঊদ হা/১৬৮২; মিশকাত হা/১৯১৩; যঈফুল জামে' হা/২২৪৯; যঈফাহ হা/৪৫৫৪-এর আলোচনা।

৩১৮. বায়হাক্বী হা/৮৭৪১; মিশকাত হা/২৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৩৬২০; যঈফুত তারগীব হা/১০৬৭।

দিক নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এক. হালাল (বৈধ), দুই. হারাম (নিষিদ্ধ) তিন. মুহকাম (সুস্পষ্ট), চার. মুতাশাবিহ (দুর্বোধ্য), পাঁচ. আমছাল (উপমাবলি) সুতরাং তোমরা হালালকে বৈধ জ্ঞান কর, হারামকে নিষিদ্ধ জানো, মুহকামের উপর আমল কর, মুতাশাবিহের উপর ইমান আনয়ন কর আর আমছাল দ্বারা উপদেশ গ্রহণ কর।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩১৯]

## অষ্টবিংশ অধ্যায়

## ফিৎনা ফাসাদের বর্ণনা অধ্যায়

**(৯/১/৪৯)** পৃ. ৩২০ হাদিস-২৮৩: مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسُنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. যে ব্যক্তি অন্য কারো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে চায়, সে যেন যাঁরা ইন্তিকাল করে গেছেন এমন (ভালো মানুষদের) নিয়ম-নীতি মান্য করে চলে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৩; সুয়ূত্বী, জামে'উল আহাদীছ হা/৮০)*।

**(৯/১/৫০)** পৃ. ৩২০ হাদিস-২৮৯: يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ اسْمُهُ. وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَفِيهِمْ تَعُودُ অতি নিকটবর্তী যে, মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না এবং কুরআনের অংকিত অক্ষর ব্যতীত কিছু থাকবে না। তাদের মসজিদ গুলি হবে সুসজ্জিত, তবে হেদায়েত থেকে শুন্য। তাদের আলেমগণ হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণির। তাদের থেকে ফিৎনা বের হবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে আসবে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।[৩২০]

---

৩১৯. কানযুল উম্মাল হা/২৭৮২; মিশকাত হা/১৮২; যঈফাহ হা/১৩৪৬।
৩২০. বায়হাক্বী শো'আব হা/১৭৬৩; মিশকাত হা/২৭৬; যঈফাহ হা/১৯৩৬।

**(৯/১/৫১)** পৃ. ৩২৩ হাদিস-২৯১: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقَبِضُ بَعْدِي، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لاَ يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا তোমরা এলেম শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও , তোমরা ফরজ্ বিধান সমূহ শিক্ষা কর এবং মানুষদের শিক্ষা দাও এবং তোমরা কুরআন শিক্ষা কর ও মানুষদের শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে দুনিয়া হতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এলেমকেও অচিরেই উঠায়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর ফিৎনাসমূহ প্রকাশ পাবে। এমনকি একটি ফরজ বিধান নিয়ে দুইজনে মতানৈক্য করবে কিন্তু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী কাউকে পাওয়া যাবে না।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩২১]

**(৯/১/৫২)** পৃ. ৩৩৮ হাদিস-৩০০ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)-এর ব্যাখ্যা: অমুসলিমদের প্রসঙ্গে হাদিসে ঘোষিত হয়েছে- أَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا وَدِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا. অর্থ- তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মত এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র ও হেফাযতযোগ্য।

**মন্তব্য :** ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হাদীছটি ভিত্তিহীন।[৩২২]

**(৯/১/৫৩)** পৃ. ৩৪৫ হাদিস-৩০৬ إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِى أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ চোখের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলির মধ্য হতে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমার ভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ বর্জন করবে আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে তাকে এমন ইমান দান করবেন যার স্বাদ সে কলবে অনুভব করবে।

**মন্তব্য :** হাদীছটি যঈফ।[৩২৩]

---

৩২১. দারেমী হা/২২১; দারাকুৎনী হা/৪৬; মিশকাত হা/২৭৯; যঈফাহ হা/১৯৩৬।
৩২২. ইরওয়া হা/১২৬৪, ৫/১০৩; যঈফাহ হা/১১০৩-এর আলোচনা।
৩২৩. সুয়ূত্বী, জামেউল আহাদীছ হা/৭৫২৫; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৩৬২।

## (২) আকাইদ ও ফিকহ

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৯ খ্রি.

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** ড. মাওলানা এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারূফ, মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। **সম্পাদনা :** মাওলানা রূহুল আমীন খান।

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৭।]

### (৯/২/১) পৃ. ২৩ পঞ্চম পাঠ : ইসলামে মান্নতের বিধান

'অলিদের কবর ও মাজারে মান্নতের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। শুদ্ধতম কথা হল- ঐ সকল মান্নত দ্বারা যদি মাজারের আশ-পাশে বসবাসকারী ফকির মিসকিনদের প্রতি সহায়তার নিয়ত করা হয় তবে সে মান্নতে কোনো ক্ষতি নেই'।

**মন্তব্য :** এটি হালালকে হারাম করার পন্থা মাত্র। কেননা এগুলি মাযারের উদ্দেশ্যেই করা হয়। কিন্তু খায় খাদেমরা ও অন্যেরা অথবা বিক্রি করে ব্যবসা করা হয়। তাছাড়া কবরস্থানে বা নেকীর উদ্দেশ্যে কবরকেন্দ্রিক বসবাসের কোন বিধান ইসলামে নেই। অথচ ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে একই কথা লেখা হয়েছে। বরং 'মাযার' কথাটিই আপত্তিকর। যার অর্থ সাক্ষাতের স্থান। কবরপূজারীদের ধারণা মতে জীবিত মানুষের সাথে সাক্ষাতের ন্যায় মৃত পীর-আউলিয়ারাও তাদের ভক্তদের সাক্ষাৎ দেন ও তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। অতএব 'মাযার' কথাটি শিরকী আক্বীদা প্রসূত এবং এই পরিভাষা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

### (৯/২/২) পৃ. ২৬-২৭ তৃতীয় অধ্যায় : ইমান বির রসুল

...'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে এক বিশেষ ধরণের জীবন রয়েছে, তাঁর শারীরিকভাবে বিদ্যমানতা ও বরযখি জীবন প্রণিধাণযোগ্য। অকাট্য দলিলের আলোকেই সকল নবি আপন আপন মাজারে জীবিত আছেন এবং নামাজ আদায় করছেন। আল্লাহ পাক

শহিদদের প্রসঙ্গে বলেছেন, "বরং তাঁরা জীবিত, তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হচ্ছেন" (আলে ইমরান ১৬৯)।

**মন্তব্য :** এগুলির জওয়াব (৮/২/৫ ও ৮/২/৬)-এর মন্তব্যে দেওয়া হয়েছে। এগুলি কুরআনের অপব্যাখ্যা মাত্র। নবী-রাসূল ও শহীদগণ সবাই বরযখী জীবনে বেঁচে আছেন। জড়জগতে নয়। তারা সেখানে পরকালীন রিযিক প্রাপ্ত হচ্ছেন,[৩২৪] দুনিয়াবী রিযিক নয়। সেটা হ'লে তো কবরে রান্না-বান্না, খানা-পিনা ও পেশাব-পায়খানার প্রশ্নও আসবে।

**(৯/২/৩)** পৃ. ২৬ 'আর বলাবাহুল্য যে, নবিগণ শহিদদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার। সে কারণে তাদের বরযখি জীবনের শক্তি শহিদ থেকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গ। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক নবিদের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন; নবিগণ জীবিত এবং রিযিক পাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, নবিগণ তাদের নিজ নিজ কবরে জীবিত। সুতরাং বুঝা গেল, সাধারণ ইমানদারদের থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক ধরনের বিশেষ বরযখি জিন্দেগী আছে নবিদের। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরযখি হায়াত অন্যান্য নবিদের চেয়েও অধিকতর পরিপূর্ণ যা অতীব স্পষ্ট, তিনি আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন'।

**মন্তব্য :** তিনি বারযাখী জীবনে বেঁচে আছেন। যে জীবনের সঙ্গে দুনিয়াবী জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। উভয় জীবনের মাঝে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

'আমাদের নবী আমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণ করছেন' কথাটি সম্পূর্ণরূপে শিরকী বক্তব্য এবং নিজেদের ভ্রান্ত আক্বীদার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্র অপব্যবহার মাত্র। যা ইহূদীদের স্বভাব। যার বিনিময়ে তারা স্বল্পমূল্য অর্জন করে থাকে *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*। বরং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর তন্দ্রাও নেই, নিদ্রাও নেই *(আয়াতুল কুরসী, বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

---

৩২৪. আহমাদ হা/২৩৯০; হাকেম ২৪০৩; মুসলিম হা/ ১৮৮৭; মিশকাত হা/৩৮০৪ রাবী মাসরূক (রহঃ)।

**(৯/২/৪)** পৃ. ১৩৩ **প্রথম পাঠ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারতের ফজিলত**

'অতীত ও বর্তমানের সকল ওলামায়ে কেরামের ইজমা হল যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা একথা বলে আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আর যদি তারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে এবং আপনার কাছে এসে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসুল তাদের জন্য সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারী দয়াবান (সুরা নিসা-৬৪)। সুতরাং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাগারের জন্য আল্লাহর দরবারে অসিলা-তাঁর জ্যবদ্দশায় এবং ওফাতের পরেও।

**মন্তব্য :** 'অতীত ও বর্তমানের সকল ওলামায়ে কেরামের ইজমা' কথাটি ভিত্তিহীন ও ধোঁকাপূর্ণ। আর আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রধান উপায় হ'ল, শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আতমুক্ত নেক আমল *(কাহফ ১১০)*। এখানে নিসা ৬৪ আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত। এটি তাঁর মৃত্যুর পরের বিষয় নয়। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) সহ যেকোন মুমিনের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যুকে স্মরণ করা।[৩২৫] এর বেশী কিছু নয়।

**(৯/২/৫)** পৃ. ১৩৩-৩৪ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "যে আমার রওজা জিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে" (বায়হাকি, দারেকুতনি)। আল্লার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার ইন্তে কালের পর আমার রওজা যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল" (তবারানি, মুজামুল আওসাত)।

**মন্তব্য :** রাসূল (ছাঃ)-এর 'রওজা যিয়ারত' সম্পর্কে উপরে যে দু'টি হাদীছ আনা হয়েছে, সে দু'টি সহ উক্ত মর্মে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে, সবগুলিই বাজে (كُلُّهَا وَاهِيَةٌ)।[৩২৬]

---

৩২৫. মুসলিম হা/৯৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৩ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

৩২৬. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ হা/৪৭, ২০৩, ১০২১; ইরওয়াউল গালীল হা/১১২৭-২৮ প্রভৃতি।

**(৯/২/৬)** পৃ. ১৩৪ ...এই আয়াত (নিসা ৬৪) রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান, তাঁর দরবারে গিয়ে ইসতেগফার করা এবং গুনাহগারের জন্য আল্লাহর দরবারে তাঁর সুপারিশ-চাই তা তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর-এ সব কিছুর উপর নির্দেশ প্রদান করে। রওজা শরিফে এ জন্য যাওয়া উত্তম। কেননা, প্রিয়নবি স্বশরীরে রওজা পাকে জীবিত। তিনি তাঁর উম্মতের সালামের জবাব দেন। তাঁর রওজা জিয়ারতের মাধ্যমে তার প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।

**মন্তব্য :** সূরা নিসা ৬৪ আয়াতের হুকুম 'তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা ওফাতের পর' প্রযোজ্য বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা স্রেফ অপব্যাখ্যা। বরং এটি কেবল তাঁর জীবদ্দশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/২১৭)*।

'প্রিয়নবি স্বশরীরে রওজাপাকে জীবিত' কথাটি দ্বারা যদি কবরে তিনি দুনিয়াবী দেহে জীবিত ধারণা করা হয়, তবে সেটি হবে পুরোপুরি শিরকী আক্বীদা। দ্বিতীয়তঃ কবরকে 'রওজাপাক' বলাটা চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ। কারণ রাসূল (ছাঃ) নিজের কবরকে 'কবর' বলেছেন[৩২৭] 'রওজাপাক' বলেননি। 'তাঁর রওজা জিয়ারতের মাধ্যমে তার প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়' কথাটি ঠিক নয়। বরং তাঁর সুন্নাত পালনের মাধ্যমে তাঁর মহব্বত প্রকাশ পায়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন ও তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

**(৯/২/৭) ১৩৫** পৃ. ...রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাঁর দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পাথেয়।

**মন্তব্য :** বরং আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারতে বাধাদানকারীদের পবিত্র কুরআনে 'সবচেয়ে বড় যালেম' বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। আর নবী-রাসূলদের কবরকে ইহূদী-নাছারারা তীর্থস্থানে পরিণত করায় তাদেরকে রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন।[৩২৮] রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে কোথাও রওজা বলা হয়নি,

৩২৭. আহমাদ হা/৭৩৫২; আবুদাঊদ হা/১৭৬৯; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৯২৬, ৭৫০ রাবী আবু হুরায়রা ও আত্বা বিন ইয়াসার (রাঃ)।

৩২৮. বুখারী হা/১৩৩০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২ রাবী আয়েশা (রাঃ)।

বরং তিনি বলেছেন, আমার গৃহ ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি হ'ল, জান্নাতের বাগিচা সমূহের অন্যতম বাগিচা (রওযা)'।[৩২৯] তিনি মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বলেন, اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ– 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি (وَثَنًا) বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ কওমের উপরে আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে'।[৩৩০] তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِى حَيْثُ كُنْتُمْ– 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে (عِيدًا) পরিণত করোনা। আর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়, যেখানে তোমরা থাক না কেন'।[৩৩১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ– 'তুমি কোন মূর্তিকে ছেড় না নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত এবং কোন উঁচু কবরকে ছেড় না মাটি সমান না করা পর্যন্ত'।[৩৩২]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে এটাই পরিষ্কার যে, কোন কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করা যাবেনা এবং কোন কবরে সৌধ নির্মাণ করা যাবেনা। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ যেকোন স্থান থেকে পাঠ করা যাবে। অতএব স্রেফ কবর যিয়ারত ব্যতীত 'সেখানে গিয়ে একনিষ্ঠ হয়ে থাকা' সহ বাকী সব কাজই 'মুনাফিকদের অভ্যাস'। আর তা থেকে বাধা দেওয়াই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ যথার্থরূপে বাস্তবায়নের কাজ।

---

৩২৯. বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; মিশকাত হা/৬৯৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩৩০. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৯৩; আহমাদ হা/৭৩৫২, সনদ শক্তিশালী; মিশকাত হা/৭৫০।
৩৩১. আবুদাঊদ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৯২৬ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩৩২. মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬ রাবী আবু হাইয়াজ আল-আসাদী খলীফা আলী (রাঃ)-এর পুলিশ প্রধান ছিলেন। তাঁর পূর্বের খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর আমলেও এ নির্দেশ জারি ছিল *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ ৯২ পৃ.)*।

যেটি বর্তমানে সঊদী সরকার করে যাচ্ছেন এবং রীতিমত পুলিশী প্রহরা দিয়ে কথিত দরবার ও রওজা পূজারীদের সীমালঙ্ঘন থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে হেফাযত করছেন। দুর্ভাগ্য, এইসব শিরকী ও বিদ'আতী আলেমদের দিয়েই মাদ্রাসা বোর্ডের আক্বায়েদ-ফিক্বহের মত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বইসমূহ লেখানো হচ্ছে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ তাওহীদী আক্বীদার বদলে ভ্রান্ত শিরকী আক্বীদা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

## اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْاِتِّصَالِيَّةُ (৩)

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৭

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**إِعْدَاد وَتَأْلِيْف** : مُحَمَّدْ عَتِيْقُ الرَّحْمَنِ، اَلدَّكْتُوْر مُحَمَّدْ نُوْرُ اللهِ، مُحَمَّدْ مُسْتَفِيْضُ الرَّحْمَنِ. **تَحْرِيْر** : مُحَمَّدْ كَفِيْلُ الدِّيْنِ سَرْكَارْ

(**সংকলন ও রচনা :** মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান। **সম্পাদনা :** মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন সরকার)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬। প্রাণীর মোট ছবি ৪১টি। তন্মধ্যে মানুষ ৩৪, ছাগল ১, মাছ ৬টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(৯/৩/১)** পৃ. ১ ১ম ভাগ ১ম পাঠ **'একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করা'**

حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، فَجَاءَهُ قَوْمُهُ، وَقَالُوْا لَهُ : إِنَّ هُنَاكَ قَوْمًا يَعْبُدُوْنَ شَجَرَةً...فَأَمَّنَكَ اللهُ مِنِّي، أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ...فَهَزَمْتُكَ وَغَلَبْتُكَ.

বর্ণিত আছে যে, বনী ইস্রাঈলের একজন আবেদ লোক ছিল। তার কাছে গোত্রের লোকেরা এসে তাকে বলল, সেখানে একটি সম্প্রদায় আছে যারা গাছের পূজা করে।... ফলে তখন আল্লাহ তোমাকে আমার থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন। আর এবার... আমি তোমাকে পরাস্ত করে তোমার উপর বিজয়ী হয়েছি।

**মন্তব্য :** এগুলি ভিত্তিহীন ইস্রাঈলী কাহিনী মাত্র।

**(৯/৩/২)** পৃ.৩ أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْقَلِيْلُ مِنَ الْعَمَلِ 'তোমার নিয়ত পরিশুদ্ধ কর, স্বল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।

**মন্তব্য :** এটি 'যঈফ' হাদীছ।[৩৩৩] বরং আমল কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদা, বিশুদ্ধ আমল ও ইখলাছ আবশ্যক।

**(৯/৩/৩)** পৃ.৪০ ৩য় ভাগ ১ম পাঠ الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ 'ন্যায়বিচার'

**মন্তব্য:** জ্যেষ্ঠ তাবেঈ ক্বাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.)-এর কাল্পনিক ছবি দেওয়া হয়েছে এবং ৪২ পৃষ্ঠায় তাঁর দাড়ি মুণ্ডানো পুত্রের কাল্পনিক ছবি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি চরম আপত্তিকর।

**(৯/৩/৪)** পৃ. ১০২-৪ ৬ষ্ঠ ভাগ ১ম পাঠ الإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ 'ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.)' শীর্ষক প্রবন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবু হানীফা প্রত্যেক দিন কুরআন খতম করতেন। অতঃপর যখন তিনি উছূল ও মাসআলা ইস্তিম্বাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং সাথীরা (ছাত্রবৃন্দ) তাঁর পাশে একত্রিত হতে থাকেন, তখন তিনি তিন রাক'আত বিতরে কুরআন খতম দিতে শুরু করতেন। আবু হানীফা এশার ওযূতে ৩০ বছর যাবৎ ফজরের ছালাত আদায় করেন এবং ৫৫ বার হজ্জ করেন।

**মন্তব্য :** এর মাধ্যমে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে গিয়ে বরং তাঁর মর্যাদাহানি করা হয়েছে। কারণ তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে হাদীছে নিষেধ রয়েছে।[৩৩৪] আর ৩০ বছর এশার ওযূ দিয়ে ফজরের ছালাত আদায়ের বিষয়টি একেবারেই অসম্ভব। এ সময় কি তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন বা ঘুমানোর প্রয়োজন হয়নি? এরপরেও ৭০ বছরের জীবনে (৮০-১৫০ হি.) তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন, কথাটিও প্রমাণ সাপেক্ষ। অবশ্য প্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থ শরহ বেক্বায়াহ, যা আলেম শ্রেণীতে সিলেবাসভুক্ত। যার 'ভূমিকা' খণ্ডে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা এশার ওযূতে ৪০ বছর যাবৎ ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। সারা রাত তিনি

৩৩৩. বায়হাক্বী শো'আব হা/৬৮৫৯ রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); যঈফাহ হা/২১৬০।
৩৩৪. আবুদাঊদ হা/১৩৯৪; মিশকাত হা/২২০১ রাবী আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)।

কুরআন তেলাওয়াত করেছেন ও কেঁদেছেন, যা প্রতিবেশীরা শুনেছে। তিনি যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে স্থানে ৭ হাযার বার কুরআন খতম করেছেন। তিনি সারা রাত জাগতেন এবং এক রাক'আতে কুরআন খতম করতেন। এটা তিনি ৩০ বছর করেছেন।[৩৩৫] এগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি।

**(৯/৩/৫)** পৃ. ১১৮ ৬ষ্ঠ ভাগ ৩য় পাঠ حِضْنُ الْأُمَّهَاتِ 'মায়ের কোল' কবিতায় মায়ের বুকে সন্তানের দুধ খাওয়ানোর ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** ছবিটি লজ্জাকর এবং এ ছবির কোন প্রয়োজন ছিলনা।

## (৪) বাংলা সাহিত্য

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**লেখক ও সংকলক :** অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক নূরজাহান বেগম, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. শোয়াইব জিবরান। **সম্পাদক :** অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক।

২৬৪ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য ৩১টি। যার মধ্যে ১১টির লেখক হিন্দু। আর পদ্য ৩১টি। যার মধ্যে ১২টির কবি হিন্দু। বইটির লেখক ও সংকলক ৬ জন এবং সম্পাদক ২ জন সহ মোট আটজন অধ্যাপক। যেখানে 'অধ্যাপক'-এর কোন স্ত্রীলিঙ্গ নেই। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৬।]

**(৯/৪/১)** পৃ. ১১ **সুভা**

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলকাতা ১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)

গল্পে বোবা সুভাষিনী (সুভা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সে যে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে একথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল'।

---

৩৩৫. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১৮৪৮-১৮৮৬ খৃ.), মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (মাকতাবা থানবী, দেউবন্দ, ইউ পি, ভারত, ১৩০৪ হি.) ৩৬ পৃ.।

**মন্তব্য :** বাক প্রতিবন্ধী সন্তান আল্লাহ্‌র অভিশাপ নয়। বরং সে পিতা-মাতা ও সুস্থ সন্তানদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারা তার প্রতি উত্তম আচরণ করে কি-না, আল্লাহ সেটাই পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা সমাজ ও সরকার সকলের প্রতি প্রযোজ্য।

**(৯/৪/২)** পৃ. ৩১ **অভাগীর স্বর্গ**

-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : হুগলী ১৮৭৬; মৃত্যু : কলকাতা ১৯৩৮ খৃ.)

**মন্তব্য :** শরৎ যুগের হিন্দু জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনের সামাজিক চিত্র এ যুগে নেই। তাই প্রবন্ধে এ যুগের তরুণ শিক্ষার্থীদের কোন শিক্ষণীয় নেই। বরং তারা এগুলি পড়লে স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ নোংরা সামাজিক পরিবেশ মুসলমানদের মধ্যে আগেও ছিল না, এখনও নেই। অতএব এইসব গল্প থেকে ছোটদের দূরে রাখাই কর্তব্য।

**(৯/৪/৩)** পৃ. ১০৪ **পয়লা বৈশাখ**

-কবীর চৌধুরী (জন্ম : ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৯২৩; মৃত্যু : ঢাকা ২০১১)

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে অপরাজেয় শক্তি ও মহিমায় পূর্ণ করুক, এই হোক আমাদের শুভ কামনা। জয় পয়লা বৈশাখ।

**মন্তব্য :** ভাষায় বাঙালী আর জাতিতে বাঙালী এক নয়। বরং সে হয় মুসলিম বাঙালী, নয়তো হিন্দু বাঙালী। তাদের চেতনাও ইসলামী অথবা হিন্দুয়ানী। বানোয়াট ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দু'টিকে একাকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল। হিন্দুয়ানী চেতনা যে কত সংকীর্ণ ও মানবতা বিরোধী, তার সর্বশেষ প্রমাণ ভারতে প্রায় পৌনে পাঁচশত বছরের প্রাচীন বাবরী মসজিদের স্থলে কথিত রাম মন্দির নির্মাণে হিন্দুত্ববাদীদের অন্যায় দাবীর পক্ষে সেদেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক সর্বসম্মত রায় (৯.১১.২০১৯)। তাছাড়া উক্ত দাবীর সমর্থনে সেদেশের কথিত ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু রাজনৈতিক দলসমূহের মাধ্যমে সংঘটিত দাঙ্গায় ১৯৯২-৯৩ সালে প্রায় ২ হাযার মুসলমানকে হত্যা ও হাযার হাযার মুসলমানকে পঙ্গু করা। অতঃপর

তারই জের ধরে ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় প্রায় ২ হাযার মুসলমানকে হত্যা ও নারী ধর্ষণ। এছাড়াও রয়েছে, ঘরে গরুর গোশত রাখার গুজবে মুসলমানকে পিটিয়ে হত্যা করা এবং জোর করে মুসলমানকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বাধ্য করার অতি সাম্প্রতিক অগণিত অভিযোগ। সেদেশে মুসলিম নাগরিকের চাইতে একটি গরুর মূল্য বেশী। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে কথিত ভারতের এই কদর্য চেহারা বিশ্ব সমাজের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপরেও তারা ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করে। মুসলিম নামধারী পদলেহীরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবী করে হিন্দুদের সেবাদাস হিসাবে কথা বলে ও লেখে এবং তাদের বন্দনা গায়।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই উদার ও মানবিক ধর্ম। যেখানে আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অতএব ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা একটি প্রতারণামূলক দাবী মাত্র। যার কোন বাস্তবতা নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জয়ধ্বনি করা পরিষ্কারভাবে শিরক। মুসলিম শিক্ষার্থীদের 'জয় পয়লা বৈশাখ' ইত্যাদি শিরকী শ্লোগান শিখানোর জন্যই মাদ্রাসা সিলেবাসে দেশের চিহ্নিত নাস্তিকদের লিখিত এসব নিবন্ধ পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। যা অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার যোগ্য।

**(৯/৪/৪)** পৃ. ১১৩ **একাত্তরের দিনগুলি**

-জাহানারা ইমাম (জন্ম : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ১৯২৯; মৃত্যু : ঢাকা ১৯৯৪)

আজ শরীফের কুলখানি। আমার বাসায় যাঁরা আছেন, তাঁরাই সকাল থেকে দোয়া দরুদ কুল পড়ছেন। পাড়ার সবাইকে বলা হয়েছে বাদ মাগরেব মিলাদে আসতে। এ.কে. খান, সানু, মঞ্জু, খুকু সবাই বিকেল থেকেই এসে কুল পড়ছে।

**মন্তব্য :** এগুলি বিদ'আতী রীতি। বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা খলীল আহমাদ স্বীয় 'কিতাবুল বারাহীনিল ক্বাতে'আহ' ১১১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, হিন্দুস্থানে প্রচলিত 'তীজা' অর্থাৎ তৃতীয় দিনে কুলখানীর রেওয়াজ হিন্দুদের দেখে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে চালু করেছে'।[৩৩৬] একইভাবে ৩, ৭, ৪০

৩৩৬. মাওলানা আহমাদ আলী (১২৯০-১৩৮৩ বাং/১৮৮৩-১৯৭৬ খৃ.), 'কোরআন ও কলেমাখানী' বই, (হাফাবা, ২য় প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৬) ১৬ পৃ.।

দিনে বা তার কমবেশী কোন দিনে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে কুরআনখানী করা, পাঠকদের মজুরী দেওয়া, কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মাইয়েতকে বখশে দেওয়া ইত্যাদি সবই বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও সালাফে ছালেহীন থেকে এসবের কোন প্রমাণ নেই'।[৩৩৭]

**(৯/৪/৫)** পৃ. ১৮২ **জুতা-আবিষ্কার**

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলকাতা ১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)

**মন্তব্য :** ১০০ লাইনের দীর্ঘ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এটি স্রেফ একটি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। যাতে শিক্ষার্থীদের ভুল বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে, জুতা আবিষ্কার হয়েছে প্রাচীন রাজাদের মাধ্যমে। অথচ জুতা হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলেও ছিল *(ত্বোয়াহা ২০/১২)*।

**(৯/৪/৬)** পৃ. ১৯৩ **ছায়াবাজি**

-সুকুমার রায় (কলকাতা ১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)

চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।...

**মন্তব্য :** ৩৬ লাইনের দীর্ঘ এই রূপক ও কাল্পনিক কবিতায় কোন শিক্ষণীয় নেই। এর কোন বাস্তবতাও নেই। এসবের আড়ালে শিক্ষার্থীদের মিথ্যা ও কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মাত্র। কেননা পেঁপে শুঁকলে কারু সর্দি-কাশি ভাল হয়না।

এভাবে দাখিল নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য পাঠ্য বই হিসাবে নির্ধারিত ২৬৪ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য উল্লেখ করার মত কোন ইসলামী শিক্ষা নেই।

৩৩৭. আহমাদ ইবনু হাজার, বিচারপতি শারঈ আদালত, কাতার : তাহযীরুল মুসলিমীন 'আনিল ইবতিদা' ওয়াল বিদ'ই ফিদ্দীন (উর্দূ অনুবাদ : দার সালাফিইয়াহ, বোম্বাই-৮, ১৯৮৫ খৃ.); শিরোনাম : মৃত্যুর পর বিদ'আত নং ৯৮, পৃ. ৬৭৬।

## (৫) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

**রচনা :** মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। **সম্পাদনা :** ইব্রাহীম খলিল, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৯/৫/১)** পৃ. ৮ **বর্ণ :** বাংলায় প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন-বাংলায় 'বক' কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'ব', ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b বি); আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় ب (বে)।

**মন্তব্য :** আরবীর সাথে উর্দূ-ফার্সীর হরফ উচ্চারণে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। যেমন আরবীতে ب-এর উচ্চারণ হ'ল باء (বা)। আর উর্দূ-ফার্সীতে ب-এর উচ্চারণ بے (বে)। কিন্তু পাঠ্যবইয়ে আরবী (বা) বর্ণটির উচ্চারণ (বে) লেখা হয়েছে।

## (৬) ENGLISH FOR TODAY

Dakhil Classes Nine-Ten

Reprint : October, 2018

NATIONAL CURRICULUM AND TEXTBOOK BOARD, BANGLADESH

**Writers :** Raihana Shams, Md. Zulfeqar Haider, Goutam Roy, Surajit Roy Majumder, Md Abdur Razzaque, Naina Shahzadi. **Editor :** M S Hoque.

[মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৩। মোট প্রাণীর ছবি ৩০২টি । তন্মধ্যে মানুষ ২৭৩, বিড়াল ২, গরু ৫, মূর্তি ১০, ভালুক ১, হাঁস ৪, মাছ ৪, কাক ১টি এবং কুমির ১টি। এছাড়াও অসংখ্য মানুষের ছবি ৩টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২।]

**(৯/৬/১)** p. 29 Events and festivals (ঘটনাবলি ও উৎসব)

এখানে শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, মে দিবস, পহেলা বৈশাখ ও মা দিবসের ছবি দেওয়া হয়েছে।

**মন্তব্য :** দুই ঈদ, হজ্জ, আইয়ামে তাশরীক্বের তিন দিন ও জুম'আর দিন সহ বছরে মোট সাত দিন ইসলামে উৎসবের দিন হিসাবে অনুমোদিত। এর বাইরে সকল ধরনের দিবস পালন ইসলামী রীতির বহির্ভূত।

**(৯/৬/২)** p. 38 পহেলা বৈশাখের গানের চিত্র রয়েছে।

**মন্তব্য :** রাজধানী ঢাকার রমনা বটমূলে বাসন্তী শাড়ী পরিহিতা মেয়েদের সমস্বরে গানের চিত্রটি দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, এটি বাংলাদেশের অন্যতম উৎসব। অথচ এ উৎসবটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি থেকে আমদানীকৃত। সুকৌশলে এটি মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করা হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য।

## (৭) গণিত

দাখিল নবম-দশম শ্রেণি

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ড. মুহাম্মদ আবদুল হাকিম নিউটন, ড. আতিফ হাসান রহমান, ড. রিফাত শাহরিয়ার, ড. অমল হালদার ও ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। **পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা :** সালেহ্ মতিন, ড. অমল হালদার, ড. অমূল্য চন্দ্র মন্ডল, শেখ কুতুবুউদ্দিন, হামিদা বানু বেগম, এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ্, মোঃ শাহজাহান সিরাজ। **পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা :** ড. মোঃ আবদুল মতিন ও ড. আব্দুস ছামাদ।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৬। মানুষের ছবি ৭টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৬।]

**(৯/৭/১)** পৃ. ৭৩ **অনুশীলনী ৩.৫**

২৬ নং অংকে বলা হয়েছে- মুনাফার একই হারে 300 টাকার 4 বছরের সরল মুনাফা ও 400 টাকার 5 বছরের সরল মুনাফা একত্রে 128 টাকা হলে, শতকরা মুনাফার হার কত?

**(৯/৭/২)** পৃ. ৭৩ ২৭. 4% হার মুনাফায় কোনো টাকার 2 বছরের সরলমুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য 1 টাকা হলে, মূলধন কত?

**(৯/৭/৩)** পৃ. ৭৩ ২৮. কোনা আসল 3 বছরের সরল মুনাফাসহ 460 টাকা এবং 5 বছরের সরল মুনাফাসহ 600 টাকা হলে, শতকরা মুনাফার হার কত?

**(৯/৭/৪)** পৃ. ৭৩ ২৯. শতকরা বার্ষিক 5 টাকা হার মুনাফায় কত টাকা 13 বছরে সবৃদ্ধিমূল 990 টাকা হবে?

**(৯/৭/৫)** পৃ. ৭৩ ৩০. শতকরা বার্ষিক 5 টাকা হার মুনাফায় কত টাকা 12 বছরে সবৃদ্ধিমূল 1280 টাকা হবে?

**(৯/৭/৬)** পৃ. ৭৩ ৩১. 5% হার মুনাফায় 8000 টাকার 3 বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় কর।

**মন্তব্য :** পূর্বের মতোই এখানে সূদ না বলে মুনাফা বলা হয়েছে। যা হারামকে হালাল করার অপকৌশল মাত্র। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তোমাদের যবানে যেভাবে মিথ্যা বলে থাক, সেভাবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে বলো না যে, এটি হালাল ও এটি হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হয় না’ *(নাহল ১৬/১১৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে সর্বাধিক ফিৎনাকারী ফের্কা হবে তারাই যারা হারামকে হালাল বলে ও হালালকে হারাম বলে’।[৩৩৮]

---

৩৩৮. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৯০; হাকেম হা/৬৩২৫ রাবী ‘আওফ বিন মালেক (রাঃ); হায়ছামী বলেন, رجاله رجال الصحيح ১/১৭৯ পৃ.।

## পাঠ্যপুস্তকে 'বিবর্তনবাদ'

### (৮) বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি (হাইস্কুল)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

[সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, **পুনর্লিখন ও সম্পাদনা :** ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ। **পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা :** প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন, প্রফেসর ড. সফিউর রহমান, ড. এস এম হাফিজুর রহমান, ড. মো. আব্দুল খালেক। **পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা :** অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১০। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৩।

**(৯/৮/১)** পৃ. ১০২ **বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ :** ...'প্রাণ সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি বছর ধরে জীবজগতের যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে, তার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে'।

**মন্তব্য :** এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী কথা। কেননা প্রাণীদেহ সৃষ্টি পরে সেখানে আল্লাহ্র হুকুমে প্রাণ আসে। আর প্রাণীদেহ সৃষ্টি হয় আল্লাহ্র হুকুমে। তিনি বলেন, 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*। এক্ষণে জীবজগতের পরিবর্তন বা বিবর্তন হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন। এটি হওয়া কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

**(৯/৮/২)** পৃ. ১১০ **ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ :** ...বৃটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সৃষ্টি করেন।...

**মন্তব্য :** ডারউইনের মতবাদে বিস্ময়কর কিছুই নেই। এমনকি তিনি নিজেই নিজের মতবাদের সত্যতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তার মতবাদটি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে একে 'বৈপ্লবিক' বলা হচ্ছে। নইলে এতে বিপ্লবেরও কিছু নেই, বিস্ময়েরও কিছু নেই। থাকলে রয়েছে কিছু ধারণা ও কল্পনা। উক্ত বিষয়ে ডারউইন নিজেই তাঁর The origin of species বইয়ে বলেন, Why, if species have descended

from other species by fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of the species being as we see them, well defined? 'প্রজাতি সমূহ যদি অপর প্রজাতি সমূহ থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় ক্রমোন্নতির মাধ্যমে, তাহ'লে কি আমরা যত্রতত্র অন্তর্বর্তীকালীন আকৃতি দেখতে পেতাম না? সমস্ত প্রকৃতি সংশয়পূর্ণ নয় কেন? তার পরিবর্তে প্রজাতি সমূহকে আমরা নির্ভুলভাবে বর্ণিত দেখছি কেন? *(পৃ. ৮৫; বিবর্তনবাদ ২৮-২৯ পৃ.)*।

**(৯/৮/৩)** পৃ. **১১২** 'পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একবার একটা জরিপ নেওয়া হয়েছিল, জরিপের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব'।

**মন্তব্য :** এটি ডাহা মিথ্যা। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীকে নিয়ে কখনোই এরূপ জরিপ করা হয়নি। বরং আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রায় সকলেই কথিত বিবর্তনবাদকে ভিত্তিহীন 'কল্পনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৩৯]

বিবর্তনবাদী শিক্ষা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও মানুষকে বানরের বংশধর বলে মনে করে। অথচ আল্লাহই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[৩৪০] তিনি বানর-হনুমান সহ সকল জীবজন্তুকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে *(নূর ২৪/৪৫)*। অতএব কুরআন বিরোধী ডারউইনের উক্ত মতবাদ পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রত্যাহারযোগ্য।

## (৯) পদার্থ বিজ্ঞান

নবম ও দশম শ্রেণি (দাখিল ও হাইস্কুল)

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৭

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা : ড. মুহম্মদ

৩৩৯. দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'বিবর্তনবাদ' বই।
৩৪০. সূরা সাজদাহ ৩২/৭; মুমিনূন ২৩/১২।

জাফর ইকবাল, ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ। **পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা :** ড. শাহজাহান তপন, ড. রানা চৌধুরী, ড. ইকরাম আলী শেখ, ড. রমা বিজয় সরকার। **পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা :** ড. আলী আসগর।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৪। মোট প্রাণীর ছবি ১২৪টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৯/৯/১)** পৃ. ১১৩-১১৪ চতুর্থ অধ্যায় কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি **4.5 শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তর**

'আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি অবিনশ্বর। এর কোনো ক্ষয় নেই, এটি শুধু একটি রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন হয়।...আমাদের পরিচিত সব শক্তিই এক রূপ থেকে অন্য রূপে যেতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে যে শক্তি দেখি সেটি সৃষ্টিও হয়না ধ্বংসও হয়না। শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে। এটাই হচ্ছে শক্তির নিত্যতার সূত্র'।

**মন্তব্য :** এটি অলীক কল্পনা মাত্র। শক্তির সৃষ্টিকর্তা কে? তাছাড়া এটি সম্পূর্ণরূপে কুরআন বিরোধী কথা। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 'প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা ব্যতীত' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮)*। তিনি আরও বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ– وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ– 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল' *(২৬)*। 'কেবল অবশিষ্ট থাকবে তোমার প্রতিপালকের চেহারা। যিনি মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী' *(রহমান ৫৫/২৬-২৭)*।

বস্তুতঃ শক্তি সৃষ্টি ও তা কমবেশী করার ক্ষমতা স্রেফ আল্লাহ্র হাতে। তিনি বলেন, اَللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ– 'তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(রূম ৩০/৫৪)*। কাজও সৃষ্টি করেন আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন, وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন'

*(ছা-ফফা-ত ৩৭/৯৬)*। বরং এটাই শাশ্বত সত্য যে, কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হ'লেন আল্লাহ। তিনি বলেন, اَللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ– 'আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক' *(যুমার ৩৯/৬২)*।

## (১০) জীববিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি (দাখিল ও হাইস্কুল)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট, ২০১৮

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা : ডা. সৌমিত্র চক্রবর্তী, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ। **পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা :** এস. এম হায়দার, ড. এম. নিয়ামুল নাসের, গুল আনার আহমেদ, মোঃ ইদ্রিস হাওলাদার। **পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা :** ড. সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ড. মোঃ ইমদাদুল হক।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৪। প্রাণীর ছবি মোট ১২৪। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(৯/১০/১)** পৃ. ২৭৬ 'বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। জীবজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে'।

**মন্তব্য :** এটি নাস্তিক্যবাদের পক্ষে নগ্ন দালালী মাত্র। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখানো হচ্ছে যে, মানুষ কোন পৃথক সৃষ্টি নয়। বরং বানর বা বানরজাতীয় পশু থেকে লেজ খসে পড়ে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিবর্তন লাভ করে শেষ পর্যায়ে মানুষের রূপ লাভ করেছে।[৩৪১] অথচ ডারউইন নিজেই বলেছেন, 'এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যদিও এমন একটি ঘটনাও আমি প্রমাণ করতে পারবনা, তথাপি আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি' *(দ্র. বিবর্তনবাদ ৯ পৃ.)*।

৩৪১. এ বিষয়ে দ্র. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'বিবর্তনবাদ' বই।

## একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণী

[আলিম শ্রেণীর বই সমূহের মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশের প্রথম তিনটি বই সহ আলিমে চতুর্থ আরবী বইটি রয়েছে। যেগুলিতে আমাদের মন্তব্য রয়েছে। (১) সাহিত্য পাঠ (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬২, সাইজ ৯.৫×৭ ইঞ্চি)। (২) জীববিজ্ঞান (২য় পত্র, পৃ. ৪২৮)। (৩) সমাজ বিজ্ঞান (১ম পত্র, পৃ. ৩৮৪)। (৪) اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْإِتِّصَالِيَّةُ لِلْعَالِمِ (পৃ. ২৪৮)। ৪টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪২২। মোট প্রাণীর ছবি ৫১৩টি। ৪টি বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২০।]

উল্লেখ্য যে, **আলিম 'সাধারণ বিভাগে'** আবশ্যিক বিষয় সমূহ : (১) কুরআন মাজিদ-১০০ (২) হাদিস ও উসূলুল হাদিস-১০০ (৩) আল ফিকহ ১ম পত্র-১০০ (৪) আল ফিকহ ২য় পত্র-১০০ (৫) আরবি ১ম পত্র-১০০ (৬) আরবি ২য় পত্র-১০০ (৭) ইসলামের ইতিহাস-১০০ (৮) বালাগাত ও মানতিক-১০০ (৯) বাংলা ১ম পত্র-১০০ (১০) বাংলা ২য় পত্র-১০০ (১১) ইংরেজি ১ম পত্র-১০০ (১২) ইংরেজি ২য় পত্র-১০০ (১৩) তথ্য ও যোগোযাগে প্রযুক্তি-১০০। এইসাথে 'অতিরিক্ত' বিষয় হ'ল ১টি (২ পত্র বিশিষ্ট-২০০)। পৌরনীতি ও সুশাসন (১ম ও ২য় পত্র) অথবা অর্থনীতি (১ম ও ২য় পত্র) অথবা ফার্সি (১ম ও ২য় পত্র) অথবা উর্দু (১ম ও ২য় পত্র)। সর্বমোট পাঠ্য বিষয় ১৫টি। সর্বমোট নম্বর ১৫০০।

অতঃপর **আলিম 'বিজ্ঞান বিভাগে'** উপরোক্ত ১৩টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ অর্থাৎ আল ফিকহ ২য় পত্র ও আরবি ২য় পত্র বিষয় দু'টি থাকেনা। তার বদলে যোগ হয় পদার্থবিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র-২০০) এবং রসায়ন (১ম ও ২য় পত্র-২০০)। এইসাথে 'নৈর্বাচনিক' বিষয় যেকোন একটি (২ পত্র বিশিষ্ট-২০০) : জীববিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র) অথবা উচ্চতর গণিত (১ম ও ২য় পত্র)। 'অতিরিক্ত' বিষয় যেকোন একটি (২ পত্র বিশিষ্ট-২০০) : জীববিজ্ঞান (১ম ও ২য় পত্র) অথবা উচ্চতর গণিত (১ম ও ২য় পত্র) অথবা আল ফিকহ ২য় পত্র ও আরবি ২য় পত্র। সর্বমোট পাঠ্য বিষয় ১৭টি। সর্বমোট নম্বর ১৭০০।

অতঃপর **আলিম 'মুজাব্বিদ মাহির'** বিভাগে 'সাধারণে'র (১) কুরআন মাজিদ-১০০ (২) হাদিস ও উসূলুল হাদিস-১০০ (৩) আল ফিকহ ১ম পত্র-১০০ (৪) আরবি ১ম পত্র-১০০ (৫) বাংলা ১ম পত্র-১০০ (৬) বাংলা ২য় পত্র-১০০ (৭) ইংরেজি ১ম পত্র-১০০ (৮) ইংরেজি ২য় পত্র-১০০ (৯) তথ্য ও যোগোযাগে প্রযুক্তি-১০০ (১০) তাজভিদ ১ম পত্র (১১) তাজভিদ ২য় পত্র-১০০ (১২) কিরাআতে তারতীল-১০০ (১৩) কিরাআতে হাদর-১০০। এইসাথে 'অতিরিক্ত' বিষয় হ'ল ১টি (২ পত্র বিশিষ্ট-২০০)। পৌরনীতি ও সুশাসন (১ম ও ২য় পত্র) অথবা অর্থনীতি (১ম ও ২য় পত্র) অথবা ফার্সি (১ম ও ২য় পত্র) অথবা উর্দু (১ম ও ২য় পত্র) অথবা আরবী ২য় ও আল ফিকহ ২য় পত্র। সর্বমোট পাঠ্য বিষয় ১৫টি। সর্বমোট নম্বর ১৫০০।

## (১) সাহিত্য পাঠ

একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুন-২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

**লেখক ও সংকলক :** অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান, অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম, ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, প্রীতিষকুমার সরকার। **সম্পাদক :** অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক।

[৩৫২ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য ৩০টি। যার মধ্যে ১০টির লেখক হিন্দু। আর কবিতা ৩০টি। যার মধ্যে ৯টির লেখক হিন্দু। লেখক ও সংকলক ৬ জন এবং সম্পাদক ১ জন সহ মোট পাঁচজন অধ্যাপক। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৬।]

**(১০/১/১)** পৃ. ১ গল্প : **মহুয়া**

**মন্তব্য :** একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণীর প্রথম 'মহুয়া' গল্প-কবিতায় দ্বিজ কানাই নামে মধ্যযুগের বা সতের শতকের জনৈক হিন্দু লেখক রয়েছেন। যিনি ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ৬ মাসের পরমাসুন্দরী শিশুকন্যা মহুয়াকে এক বেদে ডাকাত চুরি করে নিয়ে আসে।

তাকে ১৬ বছরের পূর্ণ যৌবনে ত্রিভূজ প্রেমে মহুয়াসহ ৩ জনই নিহত হয়। এরূপ ঘটনা দিয়ে ৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিশাল এক কাল্পনিক পালা গান তৈরী করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই। এটি সহ রয়েছে ৩০টি গদ্য ও ৩০টি কবিতা। যেগুলির মধ্যে কোন ইসলামী গল্প বা কবিতা নেই।

**(১০/১/২)** পৃ. ৯ **বিড়াল**

-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.)

'আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম।...প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিং ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে'।

**মন্তব্য :** এযুগে কোন ভদ্রলোক প্রকাশ্যে 'হুঁকা' পান করেন না এবং কেউ কোন ভদ্রলোকের নিকটে 'আফিং' ভিক্ষা করেন না। অথচ এই হারাম বস্তুগুলি গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখানোর উদ্দেশ্য কি তাদেরকে এসবের প্রতি আকৃষ্ট করা? আর বৃটিশ সৈন্য ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫২ খৃ.) বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হওয়ার ধারণা ব্যক্ত করার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তার জন্মান্ত রবাদী ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচার করেছেন মাত্র। যা মুসলমানদের অর্থে লালিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ অনুগত মুবাল্লিগের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে প্রচার করছে ও দ্বীন শিক্ষার নামে মুসলিম শিক্ষার্থীদের আক্বীদা ধ্বংস করছে।

**(১০/১/৩)** পৃ. ১৬ **কাসেমের যুদ্ধযাত্রা**

-মীর মশাররফ হোসেন (লাহিনীপাড়া, কুমারখালি, কুষ্টিয়া ১৮৪৭-১৯১২ খৃ.)।

'সূর্যদেব যতই ঊর্ধ্বে উঠিতেছেন, তাপাংশ ততই বৃদ্ধি হইতেছে'।

**মন্তব্য :** মুসলিম শিক্ষার্থীরা সূর্যকে দেবতা বলেনা। তাছাড়া 'বিষাদ সিন্ধু' নামক মহাকাব্যিক উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র ও বর্ণনা কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। এসব থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখা উচিৎ।

**(১০/১/৪)** পৃ. ২১৪ **নেকলেস**

মূল : গী দ্য মোপাসাঁ (নর্মান্ডি, ফ্রান্স ১৮৫০-১৮৯৩ খৃ.)।

অনুবাদ : পূর্ণেন্দু দস্তিদার (পটিয়া, চট্টগ্রাম ১৯০৯-১৯৭১ খৃ.)।

...'বল' নাচের দিন এসে গেল।...সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী, সুরুচিময়ী, সুদর্শনা, হাস্যময়ী ও আনন্দপূর্ণ। সব পুরুষ তাকে লক্ষ করছিল, তার নাম জিজ্ঞাসা করে তার সঙ্গে আলাপের আগ্রহ প্রকাশ করছিল। মন্ত্রীসভার সব সদস্যের তার সঙ্গে 'ওয়ালটজ' নৃত্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

**মন্তব্য :** এই ধরনের বিদেশী গল্প অনুবাদ করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের কোন্ দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে? এসব ফালতু কাহিনী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

## (১০/১/৫) পৃ. ২৩২ বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত (সাগরদাঁড়ি, কেশবপুর, যশোর ১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)।

**মন্তব্য :** 'মেঘনাদবধ' কাব্যে শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণ-এর পক্ষে সেদেশে হামলাকারী ভারতের রামচন্দ্র ও তার ভাই লক্ষ্মণের গোপন সহায়তাকারী ও মেঘনাদকে হত্যায় লক্ষ্মণকে সুযোগ দানকারী এবং রাবণের পুত্র ও সেনাপতি রাবণের ভাই বিভীষণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই বাংলায় প্রবাদ আছে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। যদিও রামচন্দ্র কেবল মহাকাব্যে আছেন, বাস্তবে নেই।[৩৪২] আর মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত এক পৌরাণিক যোদ্ধা। এইসব ভিত্তিহীন কাব্য-কাহিনী এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে ব্যবহৃত কঠিন ও অপ্রচলিত হিন্দুয়ানী শব্দসমূহে এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

## (১০/১/৬) পৃ. ২৬৪ সাম্যবাদী

-কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯, বাকরুদ্ধ ও মস্তিষ্ক বিকৃতি ১৯৪২, মৃ. ১৯৭৬ খৃ.)।

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।...
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহবান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

৩৪২. মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয় কলাম ২৩/৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯।

**মন্তব্য :** ৩২ লাইনের বিশাল এই কবিতায় নজরুল সাম্যের গান গাইতে গিয়ে বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। চোর ও গৃহস্থ, ঘাতক ও নিহত কখনো এক নয়। বরং চোর ও ঘাতককে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নজরুল ইসলাম নিজে যাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, তাদের সাথে তাঁর কখনো সাম্য হয়নি। তিনি হিন্দু ও মুসলমান, কোরআন ও পুরাণ সবকিছুকে একাকার করে ফেলেছেন। শেষে গিয়ে বলেছেন, হৃদয়ের কন্দরে বসেই শেষনবী কুরআনের সাম্য গান গেয়েছেন। আর 'হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই'। অথচ কুরআন সরাসরি আল্লাহ্র কালাম। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হৃদয়ের আহ্বান নয়। এই কবিতায় নজরুলের পদস্খলন ঘটেছে। যেটা নাস্তিক ও কম্যুনিস্টদের অনুকূলে। অথচ নজরুলের সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ইসলামী কবিতা রয়েছে। যা সিলেবাসে দেওয়া হয়নি। যেমন তার একটি কবিতা হ'ল-

আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।।
আমার কিসের শঙ্কা, কোরান আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।
আমার নাহি নাহি ভয়।
এক দেহ এক দিল এক প্রাণ, আমীর ফকীর এক সমান,
এক তকবীরে উঠি জেগে, আমার হবেই হবে জয়।।
আমার নাহি নাহি ভয়।।

## اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْإِتِّصَالِيَّةُ لِلْعَالِمِ (٢)

মুদ্রণ : জুন, ২০১৭ খ্রি.

مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش– داكا

**إعداد وَتَأْلِيْف** : محمد مستفيض الرحمن، د. محمد نور الله، محمد عتيق الرحمن. **تحرير** : محمد كفيل الدين سركار.

(**সংকলন ও রচনা :** মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ, মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। **সম্পাদনা :** মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন সরকার)।

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৮। মোট প্রাণীর ছবি ৪৪টি। অসংখ্য মানুষ ও প্রাণীর ছবি ৪টি। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৮।]

**(১০/২/১)** পৃ. ৬০ ৩য় ভাগ ২য় পাঠ **اَلْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ** (উত্তম উপদেশ) প্রবন্ধে কালো টুপী পরিহিত দাড়ি বিহীন এক ব্যক্তিকে ওয়াযকারী বা উপদেশ দাতা বানানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** সুন্নাতী দাড়ি বিহীন লোকটিকে উপদেশ দাতার মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা সুন্নাতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধের শামিল। আর 'কালো টুপী' কেন? সাদা টুপী কি লেখকরা দেখতে পাননি? এদেশে কালো ব্যাজ কালো ব্যানার টাঙানো হয় শোক প্রকাশের জন্য। শী'আরা শাহাদাতে হোসায়েনের শোকে কালো ব্যাজ ও কালো টুপী পরে। তাহ'লে বাংলাদেশী ওয়ায়েযকে 'কালো টুপী' পরানোর উদ্দেশ্য কি? রাসূল (ছাঃ) সাদা পোষাককে সর্বাধিক প্রিয় বলেছেন ও সাদা পোষাক পরতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪৩] কালো টুপী পরিয়ে কি তার বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য করা হ'ল?

**(১০/২/২)** পৃ. ৮৫-৮৬ ৪র্থ ভাগ ২য় পাঠ। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় লিখিত **قَصِيْدَةُ الْبُرْدَةِ** (ক্বাছীদাতুল বুরদাহ) নামক ১৬৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতার ৩৩তম লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَكَيْفَ تَدْعُوْ إِلَي الدُّنْيَا ضَرُوْرَةٌ مَنْ * لَوْلاَهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

অর্থ : আর কিভাবে প্রয়োজন তাঁকে দুনিয়ার দিকে ডাকবে? যিনি না হ'লে দুনিয়া অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আসতো না।

**মন্তব্য :** প্রয়োজন কি তাঁকে ডাকতো না? আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের প্রচার ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি দিন-রাত কাজ করেছেন। শত্রুর মুকাবিলা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। সবই তো ছিল দ্বীনের প্রয়োজনে।

৩৪৩. লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই ৪৭ পৃ.।

এখানে একটি জাল হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটি হ'ল- لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ 'তুমি না হ'লে আমি নভোমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না'। এটি মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২)*।

**(১০/২/৩)** পৃ. ৮৭ আরেকটি পংক্তিতে বলা হয়েছে,

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا أَحْيَا * إِسْمُهُ حِيْنَ يُدْعَي دَارِسَ الرِّمَمِ

অর্থ : যদি তাঁর নিদর্শন সমূহ (মু'জিযা সমূহ) তাঁর মর্যাদার সমপরিমাণ বড় হ'ত, তাহ'লে তাঁর নাম নিয়ে ডাক দিলে (মৃতদেহের) জীর্ণ অস্থিগুলি জীবিত হয়ে উঠত।

**মন্তব্য :** উক্ত ক্বাছীদার ৪৬তম লাইনটি সরাসরি শিরকে পূর্ণ। এরূপ শিরকী আক্বীদার ক্বাছীদা রচয়িতাকে কিভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাদর উপহার দিতে পারেন? আর সেই চাদর তিনি মদীনার কবর থেকে মিসরের একজন ঘুমন্ত কবির গায়ে কিভাবে চড়িয়ে দিলেন?

উল্লেখ্য যে, উক্ত কবিতাটি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশংসায় মিসরের কবি মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল-বূছীরী (৬০৮-৬৯৬ হি./১২১২-১২৯৬ খৃ.) লিখিত ১৬৫ লাইনের দীর্ঘ কবিতা। যা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। উক্ত দীর্ঘ কবিতাটি একটি অলৌকিক কবিতা হিসাবে পরিচিত। যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করেন এবং স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে তাঁর প্রশংসায় লিখিত উক্ত ক্বাছীদাটি শুনান। তাতে খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) কবির গায়ে তাঁর চাদরটি জড়িয়ে দেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে কবি দেখেন যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তখন থেকে এটি রোগ নিরাময়ের বরকতমণ্ডিত কবিতা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। উক্ত ক্বাছীদার কিছু কিছু লাইন তাওহীদ পরিপন্থী কুফরী বক্তব্যে পূর্ণ। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ সহ বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণ এই ক্বাছীদার বরকত সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করেন।[৩৪৪] যদিও সংকলক প্রফেসর ফজলুর রহমান ছাহেব বইয়ের শুরুতে উৎসর্গ কলামে লিখেছেন, 'পীড়িতদের আরোগ্য কামনায় নিবেদিত'। এর মধ্যে তাঁর ভ্রান্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৩৪৪. ক্বাছীদাতুল বুরদাহ (কাব্যানুবাদ) ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান (প্রফেসর আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রকাশক : রিয়াদ প্রকাশনী (ঢাকা, পশ্চিম নাখালপাড়া, জানুয়ারী ২০০১); লেখক প্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮৫-৮৮ পৃ.।

**(১০/২/৪)** পৃ. ১৩২ ৬ষ্ঠ ইউনিটের ২য় পাঠ আহমাদ শাওক্বী (মিসর : ১৮৬৮-১৯৩২ খৃ.) বিরচিত **قُمْ لِلْمُعَلِّمِ** (শিক্ষকের সম্মানে দাঁড়াও) কবিতার প্রথম লাইনটি হ'ল,

قُمْ لِلْمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبْجِيْلا * كَادَ الْمُعَلِّمُ أَن يَّكُوْنَ رَسُولا

অর্থ : তুমি শিক্ষকের সম্মানে দাঁড়াও এবং তাঁকে পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর * কেননা শিক্ষক হ'লেন রাসূল তুল্য।

**মন্তব্য :** শিক্ষককে রাসূল গণ্য করা চরম বেআদবী। এরপরেও কারু সম্মানে দাঁড়ানো রাসূলের নির্দেশকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যদি কেউ এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল'।[৩৪৫] আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন লাঠিতে ভর দিয়ে বের হ'লেন। তখন আমরা দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ো না, যেভাবে অনারবরা তাদের নেতাদের দেখে দাঁড়িয়ে থাকে'।[৩৪৬] আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ। তবে মর্ম সঠিক। ইমাম মালেক বলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাইতে অধিক প্রিয়। অথচ তাঁকে দেখার পর ছাহাবায়ে কেরামের দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন যে, রাসূল (ছাঃ) দাঁড়ানোকে অপসন্দ করেন'।[৩৪৭]

**(১০/২/৫)** পৃ. ১৩৮-৩৯ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পাঠ **اَلْحِوَارُ حَوْلَ الْهِوَايَةِ** (শখের কথোপকথন) শিরোনামের ৩য় কথপোকথনে ৬টি নামের একটি হ'ল, شَادِيَة যার অর্থ গায়িকা।

**মন্তব্য :** নাম কেবল আরবী হ'লেই চলবেনা। বরং ইসলামী অর্থবহ হ'তে হবে। আর এক পৃষ্ঠায় একটি চেহারাখোলা মেয়ের ছবি, আরেক পাশে ডাকটিকেটে মাওলানা ভাসানীর টুপীওয়ালা ছবি দেওয়া হয়েছে। নীচে

৩৪৫. তিরমিযী হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/৪৬৯৯ রাবী মু'আবিয়া (রাঃ)।
৩৪৬. আবুদাঊদ হা/৫২৩০; মিশকাত হা/৪৭০০; যঈফাহ হা/৩৪৬।
৩৪৭. আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ হা/৩৪৬-এর আলোচনা।

আরবীতে আল্লাহ্‌র আটটি ক্যালিওগ্র্যাফিক নাম উলট-পালট করে ছবি আকারে দেওয়া হয়েছে। যা অন্যায়।

**(১০/২/৬)** পৃ. ১৪৮ ৭ম অধ্যায় ১ম পাঠ **خُطْبَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ** (ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খুৎবা) প্রবন্ধের শুরুতে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে দাড়ি-পাল্লা ও বিচারকের রায় প্রদানের হাতুড়ি রয়েছে। ছবির নীচে আরবীতে লেখা আছে, النَّاسُ فِي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামত দিবসে হিসাবের সম্মুখীন মানুষ'।

**মন্তব্য :** মীযানের পাল্লা সম্পূর্ণ গায়েবী বিষয়। যা ছবি দিয়ে বুঝানোর বিষয় নয়। গ্যাস ধরা-ছোয়ার বাইরে। কিন্তু সিলিণ্ডারে গ্যাস ওযন কিভাবে হয়?

**(১০/২/৭)** পৃ. ১৬০ ৭ম ইউনিটের ৩য় পাঠ **الْحِوَارُ عَنِ الْعُطْلَةِ** (ছুটি নিয়ে কথোপকথন) শিরোনামের প্রবন্ধে পুত্রের 'যাকাতুল ফিৎর কি?' প্রশ্নের উত্তরে পিতা বলেন, صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ. মাথাপিছু এক ছা' খেজুর অথবা অর্ধ ছা' গম।

**মন্তব্য :** উক্ত শব্দে কোন হাদীছ নেই। তবে মিশকাতে বর্ণিত একটি যঈফ হাদীছে أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ، 'অর্ধ ছা' গম' কথাটি এসেছে।[৩৪৮] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মদীনায় গম ছিলনা। বরং সেখানে গম আমদানী হয় সিরিয়া থেকে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর আমলে (৪১-৬০ হি.)।[৩৪৯] অতএব সেসময় অর্ধ ছা' গমের ফেৎরা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া অবাস্তব বৈ কি! আমীর মু'আবিয়া তাঁর খুৎবায় অধিক মূল্যের বিবেচনায় এক ছা' খেজুরের বদলে অধ ছা' গমের কথা বলেছিলেন। সেটি ছিল তাঁর ইজতিহাদ। ছাহাবীগণ সাথে সাথে যার প্রতিবাদ করেছিলেন।[৩৫০]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু

৩৪৮. আবুদাঊদ হা/১৬২২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৮১৭ হাদীছ যঈফ।
৩৪৯. ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা।
৩৫০. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর ব্যাখ্যা ৩/৪৩৬-৩৮ পৃ.।

এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন’।[৩৫১] ঐ সময় মদীনায় এইসব খাদ্যবস্তুগুলি প্রচলিত ছিল। এর অর্থ এটা নয় যে, বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল বাদ দিয়ে খেজুর, গম বা কিসমিস দিয়ে ফিৎরা দিতে হবে।

**(১০/২/৮)** পৃ. ২১৬ ১০ম অধ্যায় ২য় পাঠ الْعَصْرُ الْجَاهِلِيُّ (জাহেলী যুগ) প্রবন্ধে জাহেলী আরবের লোকদের দাড়ি-পাগড়ী পরিহিত পুরুষ এবং চেহারা সহ সর্বাঙ্গ আবৃত মহিলার ছবি দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** এর দ্বারা যদি সুন্নাতী লেবাসকে জাহেলী লেবাস বলে ইঙ্গিত করা হয়, তবে সেটি হবে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেননা জাহেলী যুগ বুঝানোর জন্য এরূপ পোষাক পরিহিত মানুষের ছবি দেখানোর কোন প্রয়োজন ছিলনা।

## (৩) জীববিজ্ঞান (২য় পত্র)

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৯

গাজী পাবলিশার্স, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

**রচনা :** গাজী আজমল ও গাজী আসমত।

[মোট প্রাণীর ছবি ৪৬৯টি। তন্মধ্যে মানুষ ১৫২, বাঘ ৮, বাঘের জলছাপ ১৫, ব্যাঙ ১৩, পাখি ১২, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ১৮৯, খরগোশ ১, মাছ ৩৮, বিভিন্ন প্রাণী ২২, ইঁদুর ১, বাদুড় ১, ড্রাগন ১, জিরাফ ৩, কুকুর ৫, মৌমাছি ৮। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২৮। এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ৫।]

**(১০/৩/১)** পৃ. ৩৩৮ **অধ্যায়-১১ জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন ১১.২ : বিবর্তন বা অভিব্যক্তি** (Evolution)

...‘জীব জগতে যে বিবর্তন ঘটেছে, এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে বহু বছর আগেই’।

**(১০/৩/২)** পৃ. ৩৪০ ‘মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে কক্সিক্স (coccyx)-এ রূপান্তরিত হয়েছে’।

---

৩৫১. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।

**(১০/৩/৩)** পৃ. ৩৪৩ 'বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান'।

**(১০/৩/৪)** পৃ. ৩৪৪ **বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ** (Evidences of Evolution)**:** 'বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো একত্র করলে কারও পক্ষে এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি তৈরি বা উত্থাপন করা সম্ভব হবে না'...।

**মন্তব্য :** ৩৩৮ পৃষ্ঠায় গর্ভবতী নগ্ন নারীর ছবি দিয়ে এটি বুঝানো হয়েছে। যা উঠতি বয়সের শিক্ষার্থীদের যৌনতায় প্রলুব্ধ করবে। দ্বিতীয়তঃ এগুলি ডাহা মিথ্যা দাবী। যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ৩১৫ থেকে ৩৫৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ পৃষ্ঠা ব্যয় করা হয়েছে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান বিবর্তনবাদের উক্ত কল্পকাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলেছে। যে কারণে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে বিবর্তনবাদ শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দৃশ্যতঃ বুঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী চক্র এবং পুঁজিবাদীদের চাপ ও প্ররোচনাতেই এদেশের শিক্ষা সিলেবাসে এটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সংবিধানের ১৭/খ ধারা মতে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের ঈমান-আক্বীদা বিরোধী মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

**(১০/৩/৫)** পৃ. ৩৪৬ পৃষ্ঠার নীচের ডান দিকে 'লেজসহ ভূমিষ্ট মানব শিশু'র ছবি দেখানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** এটি কাল্পনিক ও আজগুবি। পাশের একজন ব্যক্তি একটি নগ্ন শিশুর মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে একটি লেজ হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। ছবিতে শিশুটিকে মনে হচ্ছে একবছরের বেশী বয়সের। শিশুর পিঠের রং ফর্সা। দুই নিতম্ব ও লেজটির রং লালচে। অর্থাৎ পিঠে লাইটের আলো পড়ে সাদা হয়েছে এবং ছায়া পড়ে দুই নিতম্ব ও লেজটি লালচে হয়ে গেছে। এভাবে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের অপচেষ্টা করা হয়েছে যে, লেজওয়ালা মানবশিশু পরবর্তীতে লেজখসা মানুষে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন হয়, পৃথিবীতে বনে-জঙ্গলে-চিড়িয়াখানায় লক্ষ লক্ষ লেজওয়ালা বানর-হনুমান সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ একটিকেও তো এযাবৎ লেজখসা মানুষে পরিণত হ'তে দেখা গেলনা। বানরবাদীরা এর কি জবাব দিবেন? প্রশ্ন হয়, যে আল্লাহ লেজওয়ালা বানর সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহ কি লেজ বিহীন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন না? মানুষকে বানর বানানোর এত কসরৎ কেন? নাস্তিকদের বাঁদরামি ঢাকার জন্যই কি এত অপচেষ্টা?

এভাবে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত 'বিবর্তনবাদ' বিষয়ক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলে কিছু নেই। মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীজগত ও মহাবিশ্বের বর্তমান অবয়ব বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এসেছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

## (৪) সমাজ বিজ্ঞান (১ম পত্র)

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

[এ বইয়ে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ১।]

**(১০/৪/১)** একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর 'সমাজ বিজ্ঞান' (১ম পত্র) বইয়ের ২৫১ থেকে ২৫৬ পৃষ্ঠা সমূহে 'ধর্মের ধারণা' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পাঠটাই বিবর্তনবাদীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে সাজানো হয়েছে।

**মন্তব্য :** 'ধর্মের ধারণা' শিক্ষাদানের এই ৬ পৃষ্ঠার পাঠে এক লাইনও ইসলামের আলোকে ধর্মের ব্যাখ্যামূলক কোন বক্তব্য নেই। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর 'জীববিজ্ঞান' বইয়ে 'জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন' অধ্যায়ে দীর্ঘ ৪১ পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনার পর পুনরায় একই শ্রেণীতে 'সমাজ বিজ্ঞান' বইয়ে 'ধর্মের ধারণা' অধ্যায়ে 'বিবর্তনবাদ' শিখানোর উদ্দেশ্য কি? ছলে-বলে-কৌশলে শিক্ষার্থীদের মন-মগযে বিবর্তনবাদের নাস্তিক্যবাদী ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য নয় কি?[৩৫২]

**পর্যালোচনা :** বিবর্তনবাদের শিক্ষা মতে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মহান আল্লাহ্র আক্বীদা ভিত্তিহীন। তারা প্রচলিত কোন ধর্মকেই স্বীকার করে না। বরং ধর্মকে তারা উল্লেখ করেছে 'নিরক্ষর সমাজের সরল মানুষের চিন্তা-চেতনার ফসল' হিসাবে। আর কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খৃ.) তো ধর্মকে আফিম

৩৫২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : লেখক প্রণীত ও হাফাবা প্রকাশিত 'এক্সিডেন্ট' ও 'বিবর্তনবাদ' বই।

বলে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি বলেন, Religion is the opium of the people.[৩৫৩]

নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ২০১৩ সাল থেকে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদকে সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। অথচ দেশে লাখে একজনকেও পাওয়া যাবে না, যিনি নিজেকে 'বানরের বংশধর' বলে মনে করেন। সকল মহল থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলেও কথিত গণতান্ত্রিক সরকারের টনক নড়েনি। নবম শ্রেণী থেকে উচ্চ স্তর সমূহে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে এই মিথ্যা শিখানো হচ্ছে যে, মানুষকে কেউ সৃষ্টি করেনি। সে বানর জাতীয় পশু হ'তে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে লেজখসা মানুষে পরিণত হয়েছে। এমনকি ইসলামী শিক্ষার পীঠস্থান মাদ্রাসার সিলেবাসেও ২০১৪ সাল থেকে এটিকে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। যা আজও চলছে।

**ইসলাম উৎখাতের ষড়যন্ত্র :**

মাদ্রাসায় ছাত্র আসে মূলতঃ ইবতেদায়ী স্তর থেকে। কিন্তু স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলির শিক্ষকরা নামমাত্র বেতন পান এবং সেখানকার ছাত্রদের কোন উপবৃত্তি বা অন্য কোন আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়না। পাশাপশি প্রাইমারী স্কুলগুলির শিক্ষকদের উচ্চ বেতন দেওয়া হয় এবং সেখানকার ছাত্রদের উপবৃত্তি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ফলে ইবতেদায়ীতে ছাত্র পাওয়া যায়না।

অন্যদিকে দাখিল পাশ করে কলেজে যাওয়ার সুযোগ আছে। আলিম পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দরজা খোলা আছে। কিন্তু স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে মাদ্রাসায় আসার সুযোগ নেই। এইচএসসি পাশ করেও একই অবস্থা। ফলে একদিকে নীচে ইবতেদায়ীতে ছাত্র পাওয়া যায় না। অন্যদিকে মাঝখানে যারা আছে তারাও বিভিন্ন দিকে চলে যায়। দেখা যায় যে, দাখিলে পরীক্ষা দেয় দেড় লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু আলিমে পরীক্ষা দেয় পঞ্চাশ হাযার। তার অর্থ মাঝখান থেকে এক লাখ শিক্ষার্থী কলেজে চলে যায় বা ঝরে পড়ে। তারপরও যারা ফাযিল-কামিলে অনার্স-মাস্টার্সে লেখা-পড়ার জন্য থেকে যায়, তাদের জন্য সরকারীভাবে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। তার অর্থ নামে মাত্র অনার্স-মাস্টার্স, ভিতরে কিছু নেই। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষায় আলেম ও আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী হওয়ার কোন সুযোগ

৩৫৩. www.en.wikipedia.org/wiki/Vol._3:_(The_Subliminal_Verses)।

নেই। এখন যদি সরকার বলে আমরা মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছি, আপনারা কতজন ছাত্র পড়াচ্ছেন? দাখিলে যদি ৩০ জন শিক্ষার্থী পাশ না করে, তবে মাদ্রাসা রাখবো না। এরূপ আইন করে যদি তা প্রয়োগ করা হয়, তাহ'লে দেশে কয়টা মাদ্রাসা টিকবে?

উপরোক্ত পরিকল্পনা বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার পিছনেও বাস্তবায়িত হ'তে চলেছে। তারা নিজেদেরকে দেউবন্দী পরিচয় দিতে উৎসাহ বোধ করেন। অথচ দেউবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে দর্শন ছিল ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর বৃটিশের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং সরকারী সাহায্য না নেওয়া। এজন্য তাদের নাম হয়েছিল 'কওমী'। বর্তমান কওমীরা যদি সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের শিকল গলায় পরেন, তাহ'লে তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য কতদিন টিকবে, সেটাই চিন্তার বিষয়।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হ'ল, এসএসসি-র সিলেবাস থেকে 'ইসলামিয়াত' বিষয়টি তুলে দেওয়া। বৃটিশ আমল থেকে যুগ যুগ ধরে স্কুলের দশম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের 'ইসলামিয়াত' পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী জেনারেল লাইনে পড়ে। তারা এসএসসিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কিছুটা হ'লেও ইসলাম শিখতে পারত। কিন্তু ২০১২ সালের নতুন শিক্ষা আইন পাশ হ'লে ইসলামিয়াত ১০০ নম্বরের পরীক্ষাও উঠে যাবে। আর ২০২২ সালের যে কারিকুলাম করা হয়েছে, তা তো ২০১২ সালের শিক্ষানীতির আলোকেই করা হয়েছে। সাবেক বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের এই সুদূর প্রসারী চক্রান্ত যদি সরকার বন্ধ না করে, তাহ'লে স্বাভাবিকভাবেই সরকার গণবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হবে। তাছাড়া ২০১২ সালের শিক্ষানীতিতে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। যার অর্থ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই সিলেবাসের প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তন করা। তার বাইরে গেলে জেল-জরিমানার ব্যবস্থা আছে।[৩৫৪] ফলে তখন আর আলিয়া-কওমী-জেনারেল কারুরই বাঁচার পথ থাকবে না। ইসলামী শিক্ষা সকল স্তর থেকেই উঠে যাবে। অতএব জাতি সাবধান!

---

৩৫৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ড. মুহাম্মাদ ঈসা শাহেদীর ভাষণ, 'ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র' *(দৈনিক ইনকিলাব, সম্পাদকীয় কলাম ১৮.০৪.২০২১)*।

## উপসংহার

মাদ্রাসার ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে দাখিল নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত আমাদের মোট মন্তব্য সংখ্যা ৫৩৭ ও একাদশ-দ্বাদশ ও আলিম শ্রেণীতে আমাদের মন্তব্য সংখ্যা ২০। সকল গল্প ও কবিতার প্রত্যেকটিতে যদি আমরা মন্তব্য লিখি, তাহ'লে বিশাল এক বই হয়ে যাবে। আমরা সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে মন্তব্য লিখলাম। দেশপ্রেমিক ও আল্লাহভীরুদের জন্য এটুকুই যথেষ্ঠ বলে মনে করি।

ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে আলিম শ্রেণী পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ১৩ ও গল্প ৩টি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ১২ ও গল্প ৫টি। লেখক-সম্পাদক ও কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে দেশের চিহ্নিত নাস্তিক রয়েছেন ৮ জন। এছাড়া রয়েছেন রচনা ও সম্পাদনায় হিন্দু ৩২ জন, হিন্দু নাট্যকার ১ জন, পেইজ মেকাপ ও চিত্রাঙ্কণে ৩ জন হিন্দু সহ মোট ৩৬ জন হিন্দু। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিক ৩০ জন। যাদের ভাষা এযুগে অনেকাংশে অপ্রচলিত এবং যাদের সাহিত্যের পটভূমি এযুগে অগ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে নবীন ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য সেখানে কিছুই শিক্ষণীয় নেই।

মাদ্রাসার বই সমূহের পাঠ্যে প্রাচীন ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ হ'লেন, (১) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪০-১৬০০ খৃ.)। (২) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)। (৩) মাইকেল মধুসূধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)। (৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.)। (৫) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। (৬) নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৪১ খৃ.)। (৭) অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। (৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)। (৯) উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫ খৃ.)। (১০) যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭ খৃ.)। (১১) প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। (১২) কুসুমকুমারী দাস (১৮৭৫-১৯৪৮)। (১৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। (১৪) যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ খৃ.)। (১৫) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.)। (১৬) সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)। (১৭) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। (১৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। (১৯) জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ খৃ.)। (২০) বালাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)। (২১) সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭ খৃ.)। (২২) অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২ খৃ.)। (২৩) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। (২৪) বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। (২৫) বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। (২৬) রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)। (২৭) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। (২৮) গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৫-১৯৮৬)। (২৯) সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। (৩০) মহাদেব সাহা (১৯৪৪-)।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। খৃষ্টীয় সপ্তম বা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রাচীন বা আদিযুগ বিস্তৃত। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামক গ্রন্থের চর্যাপদগুলোতে এযুগের বাংলাভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতঃপর মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন হোসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯)-এর আমলে বাংলা ভাষার উন্নয়ন শুরু হয়। এ সময় সংস্কৃত ভাষার দেবত্ব শেষ হয়ে যায় এবং বাংলা ভাষার বিকাশ ও প্রচার শুরু হয়।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে বিভিন্ন ভাষা পরিপুষ্ট হয়েছে। এমনকি সেখান থেকে নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমৃদ্ধ ভাষা কালক্রমে হারিয়ে গেছে ও সে স্থানে নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে। এককালের সমৃদ্ধ ভাষা ল্যাটিন ও সংস্কৃত এখন এক প্রকার মৃত ভাষা। সংস্কৃত হ'তে প্রাকৃত অতঃপর প্রাকৃত হ'তে বাংলা ভাষায় উদ্ভব হ'লেও কালক্রমে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রনে এভাষা যথেষ্ট রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে 'চর্যাপদে'র বাংলা যেমন আধুনিক বাংলাভাষীরা বুঝতে পারেনা। Anglo-Saxon যুগের ইংরেজীও তেমনি আধুনিক ইংরেজদের নিকট দুর্বোধ্য। এভাবে কালের গতির সাথে ভাষার গতিও এগিয়ে চলেছে। যে ভাষা যত বেশী অন্যভাষাকে হযম করতে পেরেছে সে ভাষা তত বেশী গতি লাভ করেছে। তত বেশী পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে। ঈরানী, আফগানী, মোগল, পাঠান, আরবী, উর্দূ, ফারসী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে বাংলা ভাষাও তার অঙ্গ পুষ্ট করেছে এবং বিভিন্ন বাগবৈভব এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাহিত্য হ'ল সমাজের আয়না স্বরূপ। এর মধ্য দিয়েই একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দু'টি ধর্মের

মানুষ বাস করে। হিন্দু ও মুসলিম। তাদের রচিত সাহিত্যে উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। কেননা **হৃদয়ে উত্থিত ভাষার বাহ্যিক পরিশীলিত রূপই হ'ল সাহিত্য**। তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়কে এক দেহে লীন করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য যার বাস্তব প্রমাণ।

দেশে ইসলামী শিক্ষার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হ'ল মাদ্রাসা শিক্ষা। এখানে কেবল মুসলিম শিক্ষার্থীরাই পড়াশোনা করে। তাদেরকে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলাই সরকারের কর্তব্য। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার বিপরীত। যা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি।

অতএব সরকারের নিকট আমাদের দাবী থাকবে, (১) শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে ঈমানদার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিন এবং আধিপত্যবাদী শক্তির দোসরদের কবল থেকে মুক্ত রাখুন। (২) 'বিবর্তনবাদ' বিষয়কে পাঠ্যপুস্তক থেকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। (৩) শিক্ষার সর্বস্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন। (৪) বিশুদ্ধ আক্বীদার আলেমদের মাধ্যমে আক্বায়েদ-ফিক্বহ ও হাদীছের পাঠ্য সমূহ প্রণয়নের ব্যবস্থা করুন। (৫) নাস্তিক ও বস্তুবাদী কবি-সাহিত্যিকদের লেখনী সমূহ বাতিল করুন। (৬) নবীন শিক্ষার্থীদের রাতারাতি সবজান্তা বানানোর চেষ্টা হ'তে বিরত থাকুন।[৩৫৫]

আল্লাহ আমাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন -আমীন!

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

৩৫৫. এই সাথে পাঠ করুন হাফাবা কর্তৃক সত্বর প্রকাশিতব্য 'শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ' বই।

# ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

**লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। ২. ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। ৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২৫০/=। ৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। ৫. ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (৩৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩৫/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা, ৩য় সংস্করণ (২৬০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম, ২য় সংস্করণ (৭০/=)। **৫৫.** তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ (৩০/=)। **৫৬.** মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে, ২য় সংস্করণ (১২০/=)।

**লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১.** আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

**লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১.** সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

**লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১.** সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

**লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১.** একটি পত্রের জওয়াব, ৪র্থ প্রকাশ (১৫/=)।

**লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১.** ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

**লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১.** ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত

অতিবাহিত করবে (৪০/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)। **৮.** মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে? (৩০/=)।

**অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১.** ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। **১২.** তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

**লেখক : নূরুল ইসলাম ১.** ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। **৩.** এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। **৪.** ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

**লেখক : রফীক আহমাদ ১.** অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

**লেখক : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ১.** ইসলামী শরী'আতে ঋণের বিধান (৩৫/=)।

**লেখিকা : শরীফা খাতুন ১.** বর্ষবরণ (১৫/=)।

**অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১.** আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

**অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১.** বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩৫/=)।

**অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১.** আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

**অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১.** হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

**গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১.** হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/= **৬.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৭.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৮.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৯.** মাসনূন দো'আ ও যিকর (পকেট সাইজ) ৩০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ২১টি।

**হা.ফা.বা. শিক্ষাবোর্ড-এর জন্য প্রণীত বই সমূহ : (শিশু শ্রেণীর জন্য) ১.** শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। **২.** শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। **৩.** শিশুর গণিত (৩০/=)। **৪.** শিশুর আরবী (৩০/=)। **৫.** শিশুর দ্বীনিয়াত (৩০/=)। **(১ম শ্রেণীর জন্য) ৬.** সহজ আরবী (৩৫/=)। **৭.** সহজ বাংলা (৩৫/=)। **৮.** সহজ ইংরেজী (৪০/=)। **৯.** সহজ গণিত (৩৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **(অন্যান্য) ১২.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৩.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৫.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৬.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৭.** সোনামণিদের মাসনূন দো'আ শিক্ষা (৪৫/=)।